Registered No. C—439.

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড] [বৈশাখ, ১৩১৬ সাল।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার সম্পাদিত।

BENGAL LIBRARY 24 AUG

সূচী।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
১।	আবাহন	...	১
২।	অজিতা (উপন্যাস)	শ্রীমনোমোহন রায় বি, এ,	২
৩।	কেন (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল	৬
৪।	ভারতীয় ধর্ম্মসংকলন	শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্	৭
৫।	প্রাণপুরুষ	শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি, এল্	১০
৬।	আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য	শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ	১৩
৭।	আগ্নেয় নয়ন কটাক্ষ (কবিতা)	শ্রীরসময় লাহা	১৮
৮।	চিত্রপরিচয়	...	১৮
৯।	বিবাহ—জাতীয় শরীরে ব্যাধি	শ্রামণক	১৮
১০।	শিশু চিকিৎসা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র	১৯
১১।	মাঝে মাঝে (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২১
১২।	আর্য্যজাতক (জ্যোতিষ)	শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী	২৩

৮২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

Cover Printed at the "Lokenath Yantra"

[All Rights reserved

10 JUL 11

কেশরঞ্জন তৈল

হাইকোর্টের জজের পত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"কেশরঞ্জনের গন্ধ অতীব মনোহর ও তৃপ্তিকর, এ অঞ্চলে সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকে।"

ময়মনসিংহের জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন।

"কেশরঞ্জনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে জানিয়াছি, ইহা মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয় ও কেশের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তৈল।"

উল্লিখিত দুই খানি পত্রই কেশরঞ্জনের অদ্ভুত গুণ-গরিমার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। দেশের গণ্যমান্য রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৲ এক টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।৵০ পাঁচ আনা।

একটি মহা ভুল!!

হায়! যৌবনের অদম্য প্রবৃত্তি-বশে নিজের যে একটা মহা ভুল করিয়াছেন, তাহার সংশোধনের আর কি কোন উপায় নাই। অই যে স্বেচ্ছাকৃত পাপে অসীম যাতনা ভোগ করিতেছেন—জীবন যেন কত ভারময় বলিয়া বোধ হইতেছে—লজ্জায় চিকিৎসকের কাছেও নিজের মনের কথা—রোগের কথা বলিতে পারিতেছেন না, এটাও কি সেই মহা ভুলের অঙ্গীভূত নয়। কিন্তু যেখানে ভুল—সেইখানেই তাহা শোধরাইবার উপায় ত আছে। মনে রাখিবেন—ঐ নিদারুণ যাতনাপ্রদ জীবনবিনাশি উপসর্গের আশু প্রতিকার কেবল মাত্র আমাদের ভারত বিখ্যাত "অমৃতবল্লী কষায়" দ্বারাই হইতে পারে।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।

ডাকমাশুল ... ৷৶০ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮।১ ও ১৯; লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা।

প্রতি গৃহে সুরমার কথা।

কেন তা জানেন কি? "সুরমা" মহা-সুগন্ধি এবং অতি তৃপ্তিকর কেশতৈল। প্রথম শ্রেণীর কেশতৈলে যে যে গুণ থাকা উচিত সুরমায় আছে। গন্ধে মন মাতাইবে, এবং কেশের সম্পূর্ণতা ও কোমলতা বাড়াইতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ইহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাক মাশুলাদি ৸৵০ তের আনা।

আমাদের নূতন এসেন্স্।

গন্ধরাজ।—সত্যসত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভভাণ্ডার।

মস্ক-জেসমিন। মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

মিল্ক্ অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি আট আনা মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

পারিজাত—এ যে সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সালসাপারিলা

আধুনিক সকল প্রকার সালসার শীর্ষস্থানীয়।

প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মূল্যে সর্ব্বত্রে পাওয়া যায়।

আদি ও অকৃত্রিম

মোহনফ্লুট-হারমোনিয়ম।

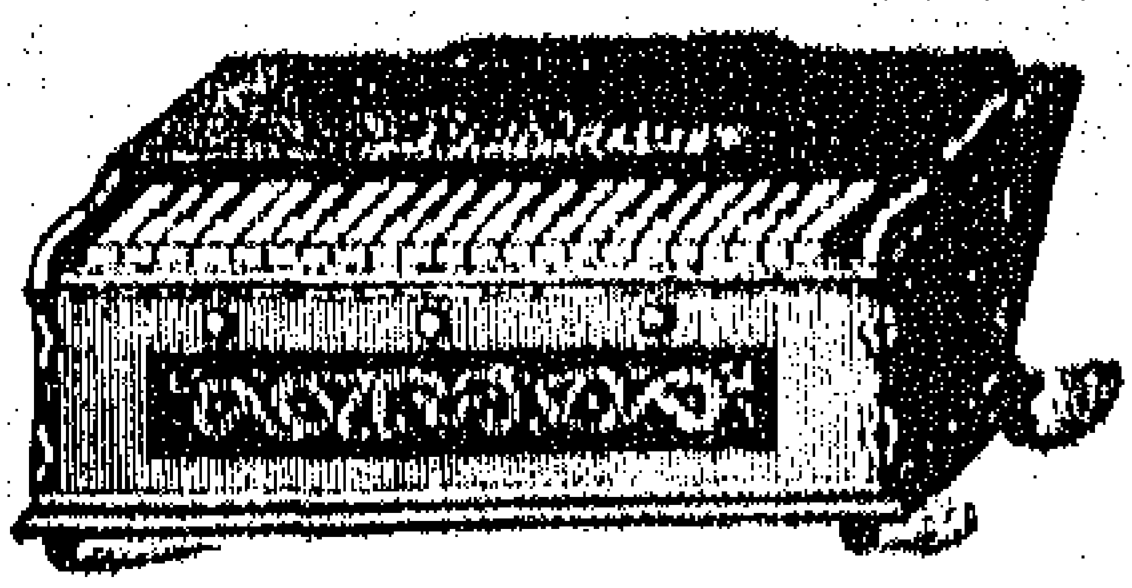

গ্যারাণ্টী তিন বৎসর।

গ্যারাণ্টী তিন বৎসর।

দেশীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহনফ্লুট-হারমোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলকব্জার কারুকৌশল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক ... নকল হইয়াছে। অতএব সানুনয় নিবেদন যে, ... তে পাঠাইয়া থাকি।

বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিকে পত্র লেখা ... প্রভৃতির ফরম এবং চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করা, ছুটি ... ও বেতোর বৃদ্ধি ... জন্য দরখাস্ত করার বিবিধ প্রকার আদর্শ এই ...

... পারিলে আমাদিগের পরিশ্রম সফলতা জ্ঞান করিব। মূল্য ১৫ দিন ব্যবহার্য্য প্রতি টিন ॥০ আনা মাশুলাদি ৵০ আনা।

এজেণ্ট ও পাইকার দিগকে রীতিমত কমিসন দেওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—কে, সি চন্দ্র।

৩১৯ নং (অ) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ১৬৬-১৬৮ নং হ্যারিসন রোড বড়বাজার, কলিকাতা।

শুভ সংবাদ।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা।

লক্ষ ২ শিশু অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা।

যাঁহারা রুগ্ন শিশু ও রোগীদিগকে লইয়া সংসারের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, অশান্তি ভোগ করিতেছেন তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া

কে, সি, চন্দ্রের স্বদেশী

অমৃত ফুড।

ব্যবহার করুন।

১৫ দিন ব্যবহারে আশাতীত ফল দেখিতে পাইবেন। ইহাতে বহুল পরিমাণে সারাংশ থাকায় বাল-কদের শীঘ্র শিশুদিগের হাড় মোটা মাংস বৃদ্ধি ও শরীর সবল করিয়া তোলে, নিত্য দুগ্ধের সহিত ব্যবহারে পীহা লিভার প্রভৃতি হইতে পারে না, পেটের অসুখ হইলে অন্য ঔষধ না খাওয়াইয়া কেবল মাত্র "অমৃত ফুড" খাওয়াইলে সারিয়া যায়, যে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাহাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, পথ্যরূপে ব্যবহারে সমস্ত ব্যাধিতে বিশেষ উপকার দর্শে। সাগু বার্লি, এরারুট অপেক্ষা লঘু দুগ্ধ ও মাংস অপেক্ষা বলকারক খাদ্য, বড় ২ ডাক্তার কবিরাজ মহোদয়গণ ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন এরূপ সুপথ্য অদ্যাবধি বাহির হয় নাই, সাধারণের নিকট প্রার্থনা সামান্য পয়সার জিনিসটি সকলেই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ফললাভ করিলে আমাদিগের পরিশ্রম সফলতা জ্ঞান করিব। মূল্য ১৫ দিন ব্যবহার্য্য প্রতি টিন ||০ আনা মাশুলাদি ৵০ আনা।

এজেণ্ট ও পাইকার দিগকে
রীতিমত কমিসন দেওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—কে, সি চন্দ্র।
৩১৯ নং (আ) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত অন্যান্য ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূলকরণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিকারক বটীকা মূল্য ৩২ বটীকার কৌটা এক টাকা মাত্র। কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমায় নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর বলিয়া পরিগণিত।

কাম শাস্ত্র।

বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় প্রস্তুত আছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক-মাসুলে পাঠাইয়া থাকি।

কবিরাজ

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ১৬৬-১৬৮ নং হ্যারিসন রোড বড়বাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম

এন্ বি এণ্ড কোং

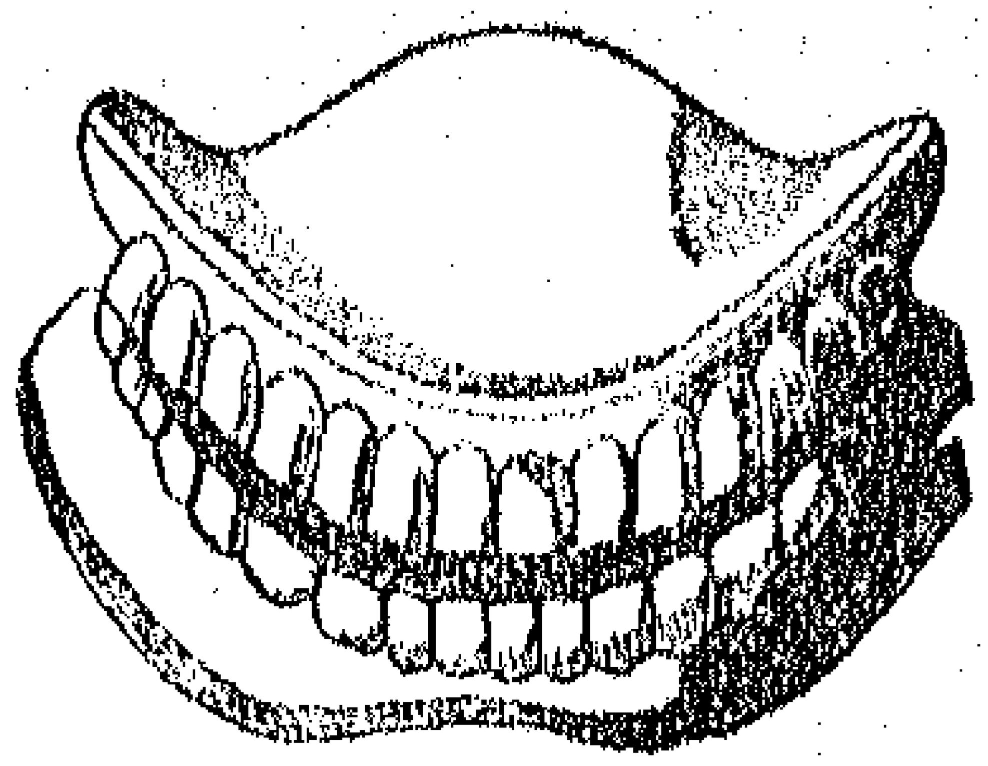

কৃত্রিম দন্তনির্ম্মাতা ও দন্ত-চিকিৎসক।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্থাপিত ১২৮৪ সাল)

আমাদের বিশুদ্ধ পাথরের কৃত্রিম দন্ত ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে কেন?

কারণ ইহা দেখিতে ঠিক স্বাভাবিক দন্তের ন্যায়।
কারণ ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কঠিন খাদ্য চিবাইতে পারা যায়।
কারণ ইহাতে সুস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কওয়া যায়।
কারণ ইহা মুখে রাখিলে কোন কষ্ট বা দুর্গন্ধ হয় না।

সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা যথাসম্ভব মূল্য সুলভ করিলাম। মূল্য প্রত্যেক দাঁত ৩৲ হইতে ৬৲ টাকা। পুরাপাটী উপর ও নিচের ৪০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া জ্ঞাত হউন। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

COMPLETE.

LETTER WRITER.

বা

ইংরাজীতে চিঠি ও দরখাস্ত লিখিবার আদর্শ পুস্তক।

(শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস প্রণীত।)

এই পুস্তকে ইংরাজীতে কথা কওয়া, মিউনিসিপাল আফিস, ডাকঘর, রেল পুলিশ, আদালত, কলেক্টরী অফিস, কষ্টম হাউস, ট্যাগ অফিস প্রভৃতিতে, সকল প্রকার দরখাস্ত প্রভৃতির আদর্শ আছে। ডাক্তার, কবিরাজ, স্কুলমাষ্টার, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিকে পত্র লেখা এবং উইল, দান, বিক্রয়, এগ্রিমেণ্ট, ...
প্রভৃতির ফরম এবং চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করা, ছুটি ...
জন্য দরখাস্ত করার বিবিধ প্রকার আদর্শ এই ...

বিজ্ঞাপন।

দুইখানি গ্রন্থ।

একখানি— গুরুশিষ্য সংলাপ ও জ্বর-চিকিৎসা।

মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ও অর্ডার ফি ৵০ আনা।

আর একখানি— স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

মূল্য ১৲ ডাকমাশুল প্রভৃতি...৵০ আনা।

উভয় গ্রন্থই কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত উক্ত উভয় গ্রন্থের ন্যায় বৈদ্যক চিকিৎসা গ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। প্রবীণ সুবিজ্ঞ বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয় বহুবর্ষ যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত থাকিয়া চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা সাধারণকে জানাইবার জন্যই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ দুইখানি লিখিয়াছেন।

গুরুশিষ্য-সংলাপ ও জ্বর চিকিৎসার উপক্রমণীকাধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের অতি বিশদ বিস্তীর্ণ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের আর ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের স্বরূপ গুণ কর্ম্ম প্রভৃতি এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে সকলেই ত্রিগুণের ও ত্রিদোষের অতি জটিল তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। আর অনেকগুলি প্রয়োজনী বিষয়, যাহা না জানিলে বৈদ্যক চিকিৎসা বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সেই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া অগ্রতত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর রোগের এবং জ্বর সংসৃষ্ট অন্যান্য বহু ব্যাধির নিদানাদি তত্ত্ব ও চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পথ্যাবিধি অতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থকারের প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী অনুসরণ করিয়া চিকিৎসিক হইলে নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ক্রিমিজ্বর, জ্বরাতীসার, হাম ও বসন্ত জ্বর, প্রবাহিকা অর্থাৎ রক্তাশয় ও তৎসংসৃষ্ট জর এবং আমবাত প্রভৃতি বহুরোগ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

বাহির হ...
পয়সার জিনিসটি সকলেই ...খানি নানা রোগ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। প্রথমতঃ দশটী অধ্যায়ে নানা
দেখিবেন এবং ফললাভ ...ক ... চিকিৎসা কৌশল, ঔষধ প্রয়োগ ও ঔষধ তৈয়ার করার
...পারলে আমাদিগের ... অধ্যায়ে ... জ্ঞাতব্য তত্ত্ব
...দার আনা। উ...
সফলতা জ্ঞান করিব। মূল্য ১৫ দিন ব্যবহার্য্য প্রতি টিন ॥০ আনা মাশুলাদি ৵০ আনা।

এজেণ্ট ও পাইকার দিগকে রীতিমত কমিসন দেওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—কে, সি চন্দ্র।

৩১৯ নং (আ) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ১৬৬-১৬৮ নং হ্যারিসন রোড বড়বাজার, কলিকাতা

যম ও নচিকেতা।

(সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ কর্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে)

Block by Ghoshe & Nowgie.

Lalanya Printing Works.

আর্য্যভূমি

BENGAL LIB... WRITERS' BUILDING

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

৩য় বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩১৬ সাল। | ১ম সংখ্যা।

আবাহন।

অস্মিন্ পরাবরগুরো ভগবন্ জগদীশ,
ব্রহ্মন্ হরে সকলভূতগুহাধিবাস।
চৈতন্যদায়সত্ত্বিকতনো মনসোঽপ্যগম্য,
বিদ্যানিধে ভববিশোক নমো হস্ত তুভ্যম্।

হে পরমেশ্বর, তুমি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ, তুমি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণেরও গুরু, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, এবং ত্রিলোকের অধীশ্বর। তুমি পরমব্রহ্ম হরি, সকল জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে বাস করিতেছ, তুমিই চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমিই জগতের আদি, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তোমার শরীর, তুমি ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানের আকর, তুমি পরম কল্যাণ ও সুখস্বরূপ, তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

তমসি রবিরিবোদ্যন্মজ্জতামপ্লবানাং,
প্লব ইব তৃষিতানাং স্বাদুবর্ষীব মেঘঃ।
নিধিরিব নিধনানাং তীব্রদুঃখাময়ানাং,
ভিষগিব কুশলং নো দাতুমায়াতু শৌরিঃ॥

অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবগণের (সম্বন্ধে) উদীয়মান রবির ন্যায়, নিমগ্নপ্রায় ও প্লবরহিত (ভেলা অর্থাৎ তরণোপায় রহিত) ব্যক্তিগণের প্লব স্বরূপ, তৃষ্ণার্ত্ত জনগণের মধুর সলিলবর্ষী-মেঘের ন্যায়, নির্ধন ব্যক্তি সমূহের নিধির ন্যায়, অতীব ক্লেশদায়করোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সুচিকিৎসকের ন্যায়, শৌরি (ভগবান্) আমাদিগের কল্যাণ-বিধানার্থ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

হে বিশ্বপতে! তোমার আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র নিয়ত ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তোমার অভিপ্রায় সকল সম্পাদন করিতেছে। তুমি সাক্ষীস্বরূপে, নিয়ন্তারূপে, নিরন্তর স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদনে স্থির নিশ্চিত রহিয়াছ। প্রবাহবলে নদীতীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, প্রবল বাত্যাঘাতে ও ভীষণ ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলালয় পরমেশ্বর, তুমি এই সমস্ত আপাত দুঃখজনক ব্যাপারকে উত্তর কালীন উন্নতি সাধনের অনুকূল করিয়া দিয়া অনাকুলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছ। সকল বস্তুই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় তোমাকে আশ্রয় স্থিতি করিতেছে। জড়জগতের সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে ইহা অপেক্ষাও তোমার আরও উচ্চতর সম্বন্ধ। যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত, আমরাও তোমার সেই প্রকার আশ্রিত। তুমি আমাদের পিতা, আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। আমরা তোমার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার মঙ্গলময় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লৌকিক ও পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকার কামনা সফল করি। উদ্যম ও নবীন উৎসাহের সহিত [illegible] কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

IMPERIAL LIBRARY

অজিতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র-দীক্ষিতা।

[সম্রাট্ আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে অরাজকতার লীলা ভূমিতে পরিণত হয়। এই সময়ে জঙ্গলগিরিচৌরঙ্গী নামক একজন সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গোবিন্দপুরের নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং কি উপায়ে দেশের সেই ঘোর দুর্দ্দশা দূর হইবে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পাঠান সর্দ্দার রহিমখাঁ আসিয়া ঐ সাধু পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমানে সখ্য স্থাপন করিয়া প্রজা পীড়ক মোগলদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া রহিমখাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং জঙ্গলগিরিও সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সাধুপুরুষের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া রহিম সংকল্পউদ্‌যাপনে যাত্রা করিলেন।

রহিমখাঁ সুতানুটির জঙ্গলে বাস করিতেন। তিনি দেখিলেন যে মোগলের অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন প্রায়, আর বিলম্ব করা যায় না সংকল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তিনি তাঁহার সৈন্যদিগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে দুর্ব্বলের প্রতি কিংবা অসহায় রমণীর প্রতি যাহারা অত্যাচার করিবে ইহারা প্রাণপণে তাহাদের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিবে। এই সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে যশোরের ফৌজদার ও তাঁহার লোকেরা [illegible] প্রজাদিগের টাকা কড়ি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে। রহিম তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে চেতবরদারের অধিনায়ক হিন্দুবীর শোভাসিংহ স্বদেশ প্রেমিকদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া রহিমখাঁকে সাহায্য করিবার জন্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রহিমের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। শোভাসিংহের নিকট রহিম অবগত হইলেন যে সম্রাটপুত্র আজিম হোসেন তাঁহাকে এবং রহিমকে বন্দী করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিতেছেন এবং ইংরাজেরা মোগলদিগের সহায়তা করিবে।

দেওয়ান রাজারাম কর্ত্তৃক পরিচালিত সুতানুটির কাটিয়াল পাশিতে জন আয়ারের কবল হইতে জব চার্ণক ও রহিম কর্ত্তৃক নিষ্কৃত হওয়ার পর একদিন গোবিন্দপুরের বনের নির্জ্জনতম প্রদেশের একখানি পর্ণকুটীর সান্নিধ্যে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া রহিমের প্রণয় পিপাসিতা আমিনা [illegible] তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সর্দ্দার রহিম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের মনে আনন্দের লহরী খেলিতে লাগিল। কিন্তু [illegible] চাঞ্চল্য [illegible] সম্পর্ক জন্য তাহার প্রণয় সম্ভাষণের অবসর কোথায়? এক জন চর আসিয়া সংবাদ দিল যে [illegible] সৈন্য লইয়া সেই বন আক্রমণ করিতে আসিতেছে এবং ইংরাজেরা [illegible] দুই শত গোলন্দাজ লইয়া তাহাদের মোগল সৈন্যের সাহায্য করিবে। রহিম সহচরীর [illegible] আমিনাকে [illegible] তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিয়া যুদ্ধ সজ্জার হুকুম দিলেন। অতঃপর বিরহবিধুরা, অশ্রুপূর্ণনয়না আমিনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন—the lover yielded to the patriot

ঢাকার নবাব এব্রাহিম খাঁ রাজকার্য্য পরিচালনে সম্পূর্ণ অশক্ত ছিলেন। আরঙ্গজেব কয়েক বৎসর কর না পাইয়া মুর্শিদকুলি খাঁকে ঢাকার রাজস্ব সচিব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ যুদ্ধ [illegible] করিবার জন্য স্বীয় পুত্র জবরদস্ত খাঁকে [illegible] প্রেরণ করিলেন, এবং নূতন রাজস্ব সচিব আসিলে তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত সুখে কালযাপন করিবেন এই আশায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজস্ব সচিব না আসা পর্য্যন্ত সেনাপতি মোবারেকের হস্তে রাজ্য ভার থাকিল। মোবারেকের মন সুবেদারের পদ লাভ এবং নবাবনন্দিনী লেলোয়ার প্রণয় লাভ এই দুই দুরাশায় পরিপূর্ণ।

শোভাসিংহের অনেক গুণ থাকিলেও চরিত্র তত ভাল ছিল না। সম্প্রতি তিনি বর্দ্ধমান রাজকুমারী [illegible] রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন এবং তাহার পিতা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাকে ছলে বলে কৌশলে লাভ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। তাহাকে লাভ করিবার জন্য [illegible] সেই প্রাণের প্রণয়িনী অজিতাকে আর ভালবাসার চক্ষে দেখেন না। প্রণয়ী কর্ত্তৃক ঘৃণিত প্রত্যাখ্যাত হইয়া অজিতার প্রাণে হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল, তিনি শোভাসিংহকে এই জগতে [illegible] সঙ্কল্প হইয়া তাঁহার [illegible] ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রথমে স্থির করিলেন যে সম্রাটপুত্রের শিবিরে যাইবেন কিন্তু পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং সাধু জঙ্গলগিরি তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন।

যুদ্ধ উপস্থিত প্রায়। মোগল আসিয়াছে। জবরদস্ত খাঁ চাণকে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। শোভাসিংহ দুই সহস্র সৈন্য লইয়া বারাসতের পথে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। রহিমকে আক্রমণ করিতে হইলে জবরদস্ত খাঁর সুতানুটির পূর্ব্বস্থিত জঙ্গল পার হইতে হইবে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, বনের পথও সঙ্কীর্ণ ও এবং সুরক্ষিত। [illegible] ফৌজদার এবং জবরদস্ত খাঁ এই সকল বিষয় আলোচনা করিতেছেন এমন সময় অজিতা আসিয়া তাঁহাদিগকে বনের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং জবরদস্ত খাঁ তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাত্রেই রহিম সংবাদ পাইলেন যে মোগল সৈন্য বনের পথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি আমিনার নিকট

বিদায় গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের সৈন্যদিগের নিকট গমন করিলেন। এই সমস্ত ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ সমূহে বিবৃত হইয়াছে।]

কালীঘাট কালীমন্দিরে এই মাত্র সায়ং-সন্ধ্যা-আরতি সমাপিত হইয়াছে। পল্লী রমণীগণ আরতির পরে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। যে মন্দির-প্রাঙ্গন কিছু পূর্ব্বে পল্লী-বালক-বালিকাগণের কলরবে ও শঙ্খ ঘন্টা কাঁসরাদির ধ্বনিতে মুখরিত ছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ নীরব। মাঠে ঘাটে পল্লীবাটে জন মানুষের সাড়া শব্দটী পর্য্যন্ত নাই। কেবল স্থানে স্থানে জীর্ণ কুটিরাভ্যন্তরে ক্ষীণ-দীপালোকে কৃষকদম্পতির স্বভাবমধুর বিশ্রব্ধ প্রেমালাপের অস্ফুট শব্দ ও বন মধ্যে কর্ণবধিরকারী ঝিল্লী রব ব্যতীত প্রাণী সত্ত্বার অন্যবিধ কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতে ছিল না। কেবল মন্দিরপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সুচিত্র অজিনাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন একজন গৈরিক-বেশ-ধারী সন্ন্যাসী ও তাঁহার সম্মুখে ভূতলে উপবিষ্টা গৈরিক-বসন-পরিহিতা একটি রমণী। সন্ন্যাসীর সম্মুখে তালপত্রে লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ। রমণীর দৃষ্টি ভূতলবদ্ধ। সন্ন্যাসী অধ্যয়ন সমাপন করিলেন। রমণী সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কেন পিতা, কেন তুমি আমাকে দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিলে। কেন আমার জীবন বাঁচাইলে। ভগবন্! আর এই দুর্ব্বহ জীবনের ভার বহিতে পারি না। বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গীরে কেন পিতা আবার সংসার-পিঞ্জরে আনিয়া বদ্ধ করিলে" ?

জলদ-গম্ভীর-স্বরে চৌরঙ্গী উত্তর করিলেন, "হায় মাতা! বহু জন্ম তপস্যার ফলে যে জীবন লাভ করিয়াছ; অশীতি লক্ষ দেহ ভ্রমণ করিয়া বহু পুণ্যে যে নরদেহ ধারণ করিয়াছ, তাহা কি বিধাতা অবহেলায় বিসর্জ্জন দিতে দিয়াছেন।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অজিতা কহিলেন "আমি অভাগিনী! আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ"।

ঈষৎ হাসিয়া চৌরঙ্গী কহিলেন "আরে অবোধ বালিকা! ভাবিস কি তোর ইচ্ছা লইয়া জগৎ চালিত হইবে। জন্ম মাত্র বিধাতা তোর ললাটফলকে যে ভাগ্য রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন, সে লিখন তুই কোন বলে মুছিয়া ফেলিয়া দিবি ?

অস্ফুটস্বরে অজিতা কহিল "আত্মহত্যা"। চৌরঙ্গী বিস্ফারিত নেত্রে অজিতার পানে চাহিলেন, দেখিলেন রমণীর মুখে তীব্র নৈরাশ্যের চিহ্ন। চৌরঙ্গী কহিলেন মা! আত্মহত্যা সব চেয়ে গুরুতম পাপ। তাহার ফল মরণের পরে অনন্ত নরক।"

অজিতা উত্তর করিল "তাহাও ভাল। পিতা এ জগতে সবাকার ঘৃণ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, অনন্ত, অনন্তকাল নরক ভোগ ও লক্ষগুণে ভাল। বাঁচিয়া থাকিয়া লাঞ্ছনার, নিরাশার তীব্র হুতাশনে তিল তিল দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা নরকের লেলিহান নীল অগ্নিশিখা লক্ষ গুণে ভাল"। চৌরঙ্গী কহিলেন "বৎসে। এ সংসারে কামনাই নরক। মাতা, একটিবার কামনার জালি বিসর্জ্জিয়া, আত্ম স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া ভবানীর পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া দেখ দেখি, তোর সব দুঃখ দূরে যায় কি না। এই দুঃখময় সংসার তখন স্বর্গীয় সুষমাময় নন্দনকাননের ন্যায় বোধ হইবে"।

অজিতা কহিল "পিতা! আমি অন্ধ, জ্ঞান চক্ষু হীন। বল পিতা, কে আমায় কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবে।

চৌরঙ্গী কহিলেন "দেবতার কাজে দেবতা নিজেই সহায়"।

অজিতা উত্তর করিলেন "পিতা! অনাথা, পতিতা কুলকলঙ্কিনী অভাগিনী আমি। আমা হইতে উচ্চ কার্য্য সাধনার সম্ভাবনা কি ?

চৌরঙ্গী কহিলেন "তোমা হইতে উচ্চ কার্য্য সাধনার সম্ভাবনা কি ? তুমি রমণী। আদ্যাশক্তি চণ্ডিকার অংশ স্বরূপিনী। সেই মহাশক্তিই পাংশু আচ্ছাদিত বহ্নিকণার ন্যায় তোমার হৃদয়কোণে লুক্কায়িত আছেন। গুরু মন্ত্র-মন্ত্র স্পর্শে এখনি তাহা জাগিয়া উঠিবে। ঐ দেখ মাতা, মহৎ কর্ত্তব্যরাশি তোমার সম্মুখে, তোমার উপরে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষণের ভার। অজিতা কহিলেন "অন্তর্য্যামী তুমি পিতা, তুমি জান আমার অন্তরে কোন নিদারুণ ব্যথা নিরন্তর জাগিতেছে।

চৌরঙ্গী মর্ম্মাহতা অজিতাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "এ কি মা মানুষের হাত? মানুষ এ জগতে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। ওই যে আলগা [illegible] খানি স্রোতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে জান কি তুমি তাহার বিরাম কোথায়! জান কি তুমি কোথায় গিয়া সে কূল পাইবে? যতক্ষণ আকর্ষণ অটুট রহিবে, ততক্ষণ সে অবাধে দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইবে। সেইরূপ জানিও স্বার্থ কামনা স্রোতে শক্তিহীন জীব ভাসিয়া যাইতেছে। কামনা ত্যাগ করিলে তবে তো নিস্তার লাভ করিবে।" অজিতা কহিলেন "মাতঃ পিতা, পথহারা তনয়ারে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দাও"। চৌরঙ্গী কহিলেন, আত্ম স্বার্থ বলি-দান—সাধনার মূলমন্ত্র। ভাবিয়া দেখ, তাহা পারিবে কি? অজিতা উত্তর করিলেন গুরুদেব! তোমার অনুগ্রহ হইলে অবশ্যই পারিব"।

অজিতার এই প্রতিজ্ঞা যেন মন্দির মধ্যে বিশ্বজননীর কানে পৌঁছিল। মায়ের অধর প্রান্তে আনন্দের হাসি রেখা উছলিয়া পড়িল। হাসির ছটায় মুহূর্ত্তের তরে সেই অন্ধকার গহ্বর আলোকিত হইয়া উঠিল। অপর কেহই তাহা দেখিল না। দেখিলেন কেবল মহাযোগী [illegible] চৌরঙ্গী। আশায়, আশ্বাসে, তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিনা যুদ্ধে।

ভাগিরথী-বক্ষ ঈষৎ-রক্তিম ছটায় আলোকিত করিয়া অস্তগত সূর্য্যের শেষ রশ্মি কয়েকটী পতিত হইয়াছে। যেন কোন নিপুণ শিল্পী স্ফটিকের উপরে পদ্মরাগ বসাইয়া রাখিয়াছে। ভাগিরথী কূলে কূলে পূর্ণা। ঢল ঢল লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। উভয় কূলে নিবিড় শ্যামল সুষমা। অদ্য তীরে আজি বহুলোকের সমাগম। যে গঙ্গায় কেবল মৎস্যজীবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি এবং পণ্য পরিপূর্ণ বড় বড় নৌকা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার জলযানই প্রায়শঃ দেখা যাইত না, সেই গঙ্গাবক্ষে আজ পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ সকল আপন আপন জাতীয়চিহ্নলাঞ্ছিত পতাকামালায় [illegible] বক্ষে দুলিতে লাগিল। [illegible] হইতেছে।

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কূলে লাগান হইয়াছে। সন্নি-কটে দাঁড়াইয়া [illegible] ইংরাজ সৈনিক পুরুষ কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং এক একবার পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

একজন সৈনিক পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "Do you know Bill! whom we have come to fight here?" (বিল, জান আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এসেছি?)

দ্বি সৈন্য। Yes Jack, it is the Portuguese water-rats. (হাঁ জ্যাক, পর্ত্তুগীজ জলমূষার সঙ্গে।)

তৃ সৈন্য। No! None of you know a whit of it. It is the Nabab whom we shall fight. (তোমরা কেহ বিন্দুমাত্রও জাননা। নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, পর্ত্তুগীজের সঙ্গে নয়।)

প্র সৈন্য। Oh! the Nabab is a mighty fool—a lily livered rascal. He will clear off at the first boom of our cannon (ওহো, নবাব একটা মস্ত বোকা, ভারি ভীরু। আমাদের কামানের আওয়াজ শুনেই সে পালাবে।)

সৈনিক পুরুষগণ মহোল্লাসে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে একজন বৈষ্ণবী একটি গীত গাহিতে গাহিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৈষ্ণবী গাহিতেছিল।

জয় জয় জননি! প্রণমি জনম ভূমি
অবলা বলিয়া মাগো নিদয়া কি হবে তুমি?
রমণী বলিয়া বুঝি মোদের বাহুতে নাহিক বল।
এ ছার জীবনে তবে, বল কিবা আছে ফল?

তাই তোমারই কাজে পরাণ সঁপিতে জীবন করেছি পণ

জয় জয় জননি! প্রণমি জন্মভূমি।

বৈষ্ণবী যুবতী। পরম রূপবতী। গৈরিক বসনে তাহার সুচারু দেহবল্লী আবরিত। স্কন্ধে বিলম্বিত ভিক্ষার ঝুলি। হস্তে একতারা। বৈষ্ণবীর সঙ্গীত ধ্বনি সান্ধ্য-গগনে পাপিয়ার সঙ্গীতের মত স্তরে স্তরে উঠিয়া বিলীন হইয়া গেল। মদিরা পানে উৎফুল্লপ্রসন্ন ইংরাজ সৈনিক-গণের কর্ণকুহরে যেন অমৃত ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। একজন অতিরিক্ত রসাবেশে নেত্র নিমীলিত করিয়া কহিল Oh sweet! sweet! (কি মধুর! কি মধুর!)

দ্বি সৈন্য। Most lovely Bill. She sings like an angel. (বিল, অতিশয় আনন্দদায়ক, পরীর মতন তাহার গলাখানি মিষ্টি)

তৃ সৈন্য। True! Bill call her and offer her a glass of our good cheer. (সত্য বিল, তাহাকে ডাক এবং এক গ্লাস মদ্যপান করিতে দাও)।

একজন সৈনিক একটি পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ করিয়া বৈষ্ণবীর দিকে অগ্রসর হইল।

ঠিক সেই সময়ে পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজ হইতে "গুম গুম" শব্দে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষগণ সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল। যাহার হস্তে সুরাপাত্র ছিল তাহার হস্ত হইতে পাত্রটি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সে বলিয়া উঠিল। 'Oh the enemies have opened fire already" (শত্রুরা ইতিমধ্যে কামান দাগিয়াছে)

সৈন্যগণ তাহাদের কাপ্তেন কে এই আকস্মিক বিপৎ-পাতের বার্ত্তা জানাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গ্রামের দিকে গেল। আমিনাও চকিতে বৈষ্ণবী বেশ উন্মোচন করিয়া জাহ্নবী গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। গৈরিক-বসন একতারা সব স্রোতে ভাসিয়া গেল বৈষ্ণবীর বহিরাবরণ উন্মোচিত হইয়া সহসা পুরুষবেশী আমনা আবির্ভূত হইল। আমিনা এক লম্ফে যাইয়া সেই ক্ষুদ্র তরণী খানির উপরে উঠিয়া দাঁড় ধরিয়া বসিল। এমন সময় একজন সশস্ত্র ইংরাজ সৈনিকপুরুষ "a boat! a boat!" বলিয়া ক্যাপ্তেন

ক্লায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলার সেই ক্ষুদ্র তরণী খানি দেখিয়া সে যেন আশ্বস্ত হইল। কর্ণধারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর মাত্র না দিয়া সে এক লম্ফে নৌকার উপর উঠিয়া বসিয়াই বলিল "জাহাজ যোচলো।"

আমিনাও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। ভাঁটার টানে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া যাইয়া পর্তুগীজ নৌবাহিনীর মধ্যে গিয়া পড়িল। বিনা যুদ্ধে বিনা আয়াসে কাপ্তেন মিকলসন্ বন্দী হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মীরা।

বর্দ্ধমান অধিপতি রাজা কৃষ্ণরাম মোগল সম্রাট আরং-জীবের পরম বন্ধু এবং বাঙ্গালার তৎকালীন ভূস্বামীগণের মধ্যে সম্পদে ও শক্তিতে অন্য ভূস্বামীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। বিশেষ সম্রাটের অনুগৃহীত বলিয়া মুসলমান সুবাদার ও ফৌজদারগণের নিকট ও তাঁহার প্রতিপত্তি অসাধারণ। মীরা বর্দ্ধমানাধিপতি কৃষ্ণ-রামের একমাত্র কন্যা; শৈশবে মাতৃহীনা সেই জন্য পিতার অত্যধিক আদর ও সোহাগে পালিতা! সুচোনোন্মুখী-কুন্দ কলিকার ন্যায়, তৃতীয় শশাঙ্ক রেখার ন্যায়, কিশোরী মীরা আপন স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপরাশি ছড়াইয়া সমস্ত রাজপুরীটিকে হাস্যময় করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। মীরার বিবাহের বয়স হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম স্নেহের অঞ্চল তাঁহার নয়ন-পুত্তলি-কন্যাকে চক্ষের অন্তরালে করিতে অনিচ্ছুক। তাই পিতা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তত আগ্রহবান নহেন। কিন্তু রত্ন মানুষকে অন্বেষণ করে না, মানুষই তাহা খুঁজিয়া লয়। নানা দেশের রাজন্যগণ, ভূস্বামীগণ, স্বর্ণ কমলিনী মীরার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় অনন্যসুলভ ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া রূপীর বেশে বর্দ্ধমান রাজ সমীপে আপনাপন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম কাহাকে ও নিরাশ করিলেন না, বিশেষ আশাও কাহাকেও দিলেন না। কন্যার এখনও বিবাহযোগ্য বয়স হয় নাই এই

অজুহাতেই প্রার্থীগণ নীরব রহিলেন। চেতোবরদার তালুকদার দস্যুদলপতি শোভাসিংহ মীরার পাণিপ্রার্থীগণের অন্যতম।

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলের উদ্যানবাটিকায় একটি লতাকুঞ্জে একান্তে বসিয়া রাজকন্যা মীরা কি চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় একজন সখী আসিয়া কহিল "সখি, শুনিলাম দুষ্ট শোভাসিংহ তোমার করপ্রার্থী হইয়া মহারাজ সকাশে দূত প্রেরণ করিয়াছে।" মীরা এই নিদারুণ সংবাদে চমকিত হইয়া উঠিলেন। শোভাসিংহের চরিত্র তৎকালে বঙ্গভূমে কাহারও নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

মীরা কহিলেন "সখি! নরপশু শোভাসিংহ যে মুহূর্ত্তে আমার গলে বিবাহের মাঙ্গলিক মালা পরাইয়া দিবে সেই মুহূর্ত্ত যেন সেই কুসুমমালিকা তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ হইয়া আমার হৃদয়ে দংশন করে।"

সখী কহিল "শুনিলাম মহারাজ নাকি দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

মীরা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফলই হইয়াছে।

ভীতি-জড়িত-কণ্ঠে সখী কহিল "আর আমরা, শুনিতে পাই শোভাসিংহ দস্যুদলপতি, সে নাকি দেবতা কিম্বা মনুষ্য কাহাকেও ভয় করে না। মোগলসম্রাট পর্য্যন্ত নাকি তাহার ভয়ে সর্ব্বদা বিকম্পিত তাই ভয় হয় সখি! এই প্রত্যাখ্যানে শেষে বা কি অনর্থ ঘটে।"

ঈষৎ গ্রীবা উন্নত করিয়া মীরা কহিলেন "রাজা কৃষ্ণরাম আত্মরক্ষায় অসমর্থ নহেন। হীনবীর্য্য দস্যু'র ভয়ে পিতা আমার তিলমাত্রও বিচলিত নহেন। সখী কহিল "পাঠান সর্দ্দার রহিমশা শুনিয়াছি শোভাসিংহের সহায়।"

মীরা কহিলেন "তুমি ভুল শুনিয়াছ। রহিম শা দুর্ব্বলের বল। তাঁহার চরিত্র দেবতার ন্যায়। পাঠান সর্দ্দার কখনও অধর্ম্মের সহায়তা করেন না।

সখী। কবে এই দুষ্ট দস্যু শোভা সিংহের দমন হইবে। কবে বঙ্গভূমি এই দুষ্ট দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে।

মীরা। সখি! তার আর বড়দিন বিলম্ব নাই। দুষ্ট শোভাসিংহকে দমন করিবার জন্য শাহজাদা আজিম ওসমান চতুরঙ্গদলে আসিতেছেন।

সখী। শুনিলাম একজন অমিত বিক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা ও শাহজাদার সহকারী সেনাপতি রূপে আসিতেছেন। শুনিলাম তিনি বর্দ্ধমান রাজপুরেই অতিথি হইবেন।

মীরা। তাই বুঝি এত উৎসবের আয়োজন?

সখী। শুধু তাই নহে। আরও কারণ আছে।

মীরা। আরও কি কি কারণ সখি।

সখী। সখি! প্রস্ফুটিত মীরা ফুল নিজ বক্ষের সম্পুট অফুরন্ত মকরন্দ লয়ে বিজনে ফুটিয়া কি শেষে বিজনেই ঝরিয়া যাইবে? সমস্ত জগতের কেহই কি সেই লাবণ্য-সম্পদ দেখিতে পাইবে না?

মীরা। দানবের কর্কশ স্পর্শে বৃন্তচ্যুত হওয়ার চেয়ে তাই ভাল। ক্ষুদ্র বনফুল বিজনে ফুটিয়াছি, বিজনেই ঝরিয়া যাইব।

সখী অতিমাত্র সোহাগে মীরার সুগঠন চিবুক খানি ধরিয়া কহিল "দেব অর্চ্চনার তরে জন্ম কুসুমের। ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুলে তুমি শোভাময়ী রমণী কুসুম।"

শ্রীমনোমোহন রায়॥

কেন?

কেন এই শূন্য অনুভব?
কাহারে কাঁদিছে মন-প্রাণ।
কি অব্যক্ত যন্ত্রণার রব!
শ্বাসে শ্বাসে মরণ-আহ্বান!

কোন্ অশরীরী দেবদেহ
মুখে ছিল জড়াইয়া!
কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ—
প্রাণে বুঝিতে নাহি দিয়া!

চলে গেছে অলক্ষ্যে কখন!—
কি চঞ্চল দেবতার প্রীতি!

এ কি সত্য—কল্পনা—স্বপন—
এ কি কোন জন্মান্তর স্মৃতি ?

খুজিতেছি আকুল নয়ন,
আলোকে জগত গেছে ভরি।
কোথা প্রেম—স্নিগ্ধ:আবরণ ?
শূন্য হৃদি শুধু করে পড়ি।

কেন দুঃখ—আশা ভাষা হীন,
স্মৃতিহীন বিরহ-হুতাশ ?
কোথা সে যৌবন সুনবীন ?
পড়িছে প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাস।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ।

টাউনহলে বিগত ধর্ম্মসভাটী ভারতে বর্ত্তমানযুগের প্রথম সভা। প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে চিকাগোতে যে বিরাট ধর্ম্ম সভা হয়েছিল, তাতে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মের লোকেরা হাজির ছিলেন। আমেরিকানরাও স্বীকার করেন যে, এই বিরাট ধর্ম্মসভা তাঁদের নিজের মৌলিক চিন্তার ফল নয়, ভারতের। ভগবান বুদ্ধদেবের দেহান্তের পর অজাতশত্রু এক বিরাট সভা করেন। তখন এদেশেই বহুবিধ মতের প্রচলন ছিল, শুধু তাই নয়,—ধর্ম্মরাজ্যে কেবল কতকগুলা পুঁথিগত বিদ্যার চর্চ্চা, বৃথা তর্ক যুক্তি, বাক্যুদ্ধ বই উপলব্ধির চেষ্টা প্রায়ই ছিল না। ঠিক্ এই ভাবটী যখন এসেপড়ে তখন প্রকৃত পক্ষে 'ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি,' আর তখনি মানব সমাজে শ্রীভগবান আসেন। এইরূপ অবস্থাতেই ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় থেকেই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। কাজেই অজাতশত্রুর সভাটী বিরাট ধর্ম্মসভার প্রথম বলেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতগুলি এব সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে পারি নি। তার কারণ অনেক, কিন্তু সে সব কথা এ প্রসঙ্গে বলার সুবিধা নাই। তবে এই মাত্র মোটা মুটী বলে রাখ্‌তে পারি যে ভারত ছাড়া অন্য সমস্ত দেশের ইতিহাসের যে রকম ক্রম, ভারতের ঐতিহাসিক ক্রম সে প্রকার নয়। সকল জাতির গোড়ায় একটা বর্ব্বর আদিম কাতীর ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর সেই অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সুসভ্য হয়। কিন্তু সকল গতির যেমন বিরাম আছে, তেমনি জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির গতিতেও একটা বিরাম এসে পড়ে। মিশর, আরব, বাবিলন, আসিরিয়া, স্পার্টা, গ্রীস রোমাদি সকল জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনি তাদের গতিতে বিরাম এসে পড়েছে তখনি ঐ সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই রূপ সকল জাতির ইতিহাসের ক্রমে বিরাম আসা প্রাকৃতিক নিয়ম। ভারতের ইতিহাসেও এই বিরাম কতবারই যে এসেছে তা কে জানে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতই ঐ মৃত্যুরূপী অবসাদে মরেনি, তবে মৃতপ্রায় বহুবার হয়েছে। সন্ধ্যার পর রাত্রি এসে মানব যেমন নিদ্রিত হয়ে পর দিন প্রাতে আবার নবজীবন লাভ করে, ভারতও বার বার ঐরূপ নিদ্রিত ও আবার জাগ্রত হয়েছে এবং বর্ত্তমান অবস্থাটা ঐ রকম সুপ্ত অবস্থা। যে কালনিদ্রার হাত থেকে কোন জাতিই আর সংজ্ঞা লাভ করেনি, সেই কালনিদ্রা হতে স্বয়ং মহামায়াই তাকে আবার সজীব ও জাগ্রত করেছেন। মোটামুটী একেই বলে বিবর্ত্তনও আবর্ত্তন, evolution and involution. কিন্তু শক্তি সমূহের বিপরীত গতি আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই পৃথিবী বক্ষ হতে সকল পুরাণ জাতিই মৃত্যু মুখে পড়েছে, একমাত্র ভারতই সেই শক্তি সমূহের বিপরীত গতির উদ্বোধন ও তাদের চরম বিকাশ করতে সক্ষম বারম্বার হয়েছে। এই জন্যে ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্ত একমাত্র ভারতেই হয়, অন্য কোথাও হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই মহা নিয়মের আভাস অদ্যাপি পান'নি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ইতিহাস বল, মনোবিজ্ঞান বল, আধ্যাত্মবিজ্ঞান বল, জাতিবিজ্ঞান বল, তাঁদের কোন গবেষণাতেই সেই মূল নিয়ম, সম্বন্ধে একত্ব ও এক...

বহুত্ব, দেখতে পান না। কাজেই আমাদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রীতি, নীতি, সম্বন্ধে তাঁদের প্রায় সমস্ত গবেষণা ও সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়ে পড়ে; প্রভুরা আসলে বোঝেন না, কিন্তু নাক সিঁটকুতেও ছাড়েন না। তাই বলি আমরা যদি মেনে নি যে এক অশ্বাকশক্রই ভারতে প্রথম ধর্ম্ম সভার অধিবেশন করান, তাহলে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য অমান্য করা হয়। কারণ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই বিদেহাধিপতি জনক একটা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই উপলক্ষে দেশ দেশান্তর থেকে বহু বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিদের নিমন্ত্রণ করে রাজ সভায় জড় করেন। আর একহাজার গাই গরু জড় করে প্রত্যেকের শিঙে দশ দশটী স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে সে ঋষি সভায় বল্লেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তিনি এই গুলি গ্রহণ করুন।" কিন্তু এ দিকে ভরসা কোরে কেউ এগোন না দেখে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যদের ডেকে বল্লেন," গরুগুলি তাড়িয়ে আমার আশ্রমে নিয়ে যাও।" কাজেই ঋষিদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই বল্তে লাগলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তার প্রমাণ দাও।" কিন্তু এ রকম ব্যাপারটী যদি চিকাগো কিম্বা পাশ্চাত্য কোন প্রদেশে হত তাহলে গোলা গুলি না চলুক, আঁচড়, কামড়, কিল, চড়, দ্বন্দ্বযুদ্ধ খুব চলে যেত। কিন্তু জনকের সভায় তার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি; এই ঘটনা উপলক্ষে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মচিন্তার আজও শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃত। এ রকম যজ্ঞানুষ্ঠান ঋষিদের সম্মিলনী, সভা, সমিতির নিদর্শন অনেক হয়ে গেছে। আর তার মধ্যে কে কোথায় কতটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন না করেছেন তার ঠিকানা নেই।

কিন্তু বুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে এইরূপ সভা সমিতি গুলির সমসাময়িক একটা অবস্থার দৃশ্য বেশ পাওয়া যায়। আর সেই অবস্থাটীতে প্রায়ই তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার একটু অবনতি, সেই কাল নিদ্রার ছবিই আমরা পাই। আর কেমন যেন এই সমস্ত সভার এক মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে দিচ্ছে তর্ক যুক্তি ছেড়ে অন্তর্মুখী হতে শিখান। ধর্ম্মটা যে একস্থাট্ পোষাক বা গয়না নয় নিত্য ব্যবহারের ও একান্ত উপলব্ধির বস্তু তা শিখিয়েছে। অনেকে বলে থাকেন বৌদ্ধ যুগে যে সমস্ত ধর্ম্ম সভা হয়েছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ মত প্রচার। কতকটা তাই বটে, আবার নাও বটে। কিন্তু চিকাগোতে যে ধর্ম্ম সভা হয়েছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, প্রোটেষ্টান্ট্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার এবং হিদেন্, পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ। কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্য অন্যরূপ; 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়ে গেল। ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ তার মধ্যে সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে এলেন; বজ্রনিনাদে সত্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করলেন, ভারতের চিরগৌরব-জ্যোতির উপর যে কাল-কুজ্ঝটিকা এসে পড়েছিল তা বেদান্তের জয় ঘোষণার তীব্র বাত্যাঘাতে বিদূরিত হল; ভারতের গৌরবজ্যোতি পুনরুদ্দীপিত হল; তিনি বল্লেন, "এই বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সকল ধর্ম্মের বিনাশ নয়, পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতার বিগত ধর্ম্ম সভার উদ্দেশ্যও তাই। ঐতিহাসিকের চক্ষে ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর ঠাকুর ঘর। আর সেই ঠাকুর ঘরে বসে সকল ধর্ম্মাবলম্বী ধ্যানপরায়ণ হয়ে আপনার আপনার ধর্ম্মের উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন; ভগবৎ সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করছেন। অনেকেই বলেন আর বিগত ধর্ম্মসভার সভাপতিও বলেছেন যে এই সকল ধর্ম্ম সভার উদ্দেশ্য মনুষ্যকুলে একেশ্বরবাদ ও এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। আমরা কিন্তু এ কথার মর্ম্ম বুঝি নি। সকল ধর্ম্মই ত সেই এক ঈশ্বরকে চাইছে তবে সব ভেঙ্গেচুরে সকলের জন্য একটা একাধারে ধর্ম্মের প্রয়োজন কি আমরা বুঝি নি। একটী বাগানে যদি একই রকম ফুলের গাছ থাকে তার বাহার বেশী না একটী বিরাট বাগানে থাকে থাকে, খোপে খোপে, এক এক রকম গাছ এক এক রকম ফুল, ফল লতা, গুল্ম, নদ, নদী, পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা তার শোভা বেশী? প্রকৃত কথা সেই synthesis (সংশ্লেষণ) দ্বারা হয়েই ঐ আত্ম উদ্দেশ্যের উত্থাপন। সেই বহুত্বে একত্ব দেখা একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর কাজ, অন্যে কি বুঝবে?

যতক্ষণ প্রকৃতি ততক্ষণ বৈচিত্র্য আর বহুত্ব। আর যখনি একত্ব তখনি সৃষ্টিনাশ। সৃষ্টিনাশ কখনও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে যিনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই অনাদি একত্বের প্রত্যক্ষ করেন তাঁরই জীবনোদ্দেশ্য সার্থক এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সক্ষম, আর তাঁকেই আমরা চিরকাল ঋষি, কবি বা, মন্ত্রদ্রষ্টা বলে এসেছি। সুতরাং এই বৈচিত্র্য নাশ বহির্জগতে হোক্ আর নাই হোক্, ধর্ম্ম সমূহ ভেঙ্গেচুরে এক ডৌল হোক্ আর নাই হোক্, উদ্দেশ্য উপলব্ধি, বহুত্বে একত্বের উপলব্ধি; আবার ব্যক্তিগত প্রকৃতির বৈচিত্র্যের আধিক্যের ক্রমই যখন ইতিহাসে দেখা যায়, তখন সেই বৈচিত্র্যের নাশ করা মানবের সাধ্য কোথায়? অতএব বৈচিত্র্য যখন অনিবার্য্য তখন ঈশ্বরোপলব্ধির উপায় ও বিভিন্ন চিরকাল থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং জগতে একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রচলন হবে, আর সমস্ত ধর্ম্ম লোপ পাবে, এ সব আশা আমাদের ক্ষুদ্রমনে ত দুরাশা বলে বোধ হয়।

এখন আমাদের ইতিহাস কি বলেন দেখা যাক্। ভারতে তর দেশে যখনি ধর্ম্ম বিপ্লব হয়েছে, ধার্ম্মিকদের উপর অত্যাচার হয়েছে, তখনি নিপীড়িত ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মক্ষেত্র আর্য্যভূমিতেই এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই আশ্রয় লবার কারণও আছে, কারণ না থাকলে কার্য্য হয় না। মহম্মদীয় ধর্ম্মের পশ্চাতে খৃষ্টের ধর্ম্ম, তার পশ্চাতে বুদ্ধের ধর্ম্ম* আর অপরাপর ধর্ম্মের পশ্চাতে সেই অনাদি অনন্ত সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম। এই অনাদি ধর্ম্মক্ষেত্র হতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধর্ম্ম তুলনায় এটুকু সুস্পষ্ট বোঝা যায়। সকল ধর্ম্মের পশ্চাতে এই মহাকারণ স্বরূপ বৈদিক ধর্ম্ম একমাত্র ভারতেই বর্ত্তমান, তাই আজও ভারত ধর্ম্ম চিন্তার স্বাধীন ক্ষেত্র; রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও আমাদের এইখানে অপূর্ব্ব ও অসীম স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আছে বলেই ধর্ম্মস্বাধীনতা ও স্বধর্ম্মের নিমিত্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্রীভগবান এখানে এনে ফেলেছেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের জননী আর্য্যভূমি তাদের নিজ বক্ষে নিয়ে স্তন পান করিয়ে সজীব রেখেছেন। আবার ধর্ম্মের নামে এ আর্য্যভূমি কতই না অত্যাচার সহ্য করেছেন, সাত্ত্বিক সহিষ্ণুতার এমন পরাকাষ্ঠা ইতিহাসে আমরা আর কোথায় দেখ্তে পাই? তার পর শাস্ত্র কথা,—আমাদের কোন্ শাস্ত্রে বলেছে যে অমুক ধর্ম্ম সত্য আর অমুক ধর্ম্ম মিথ্যা? বরং এক বাক্যে সকল পণ্ডিতরা ঋগ্বেদের যে মণ্ডলকে সর্ব্ব প্রাচীন বলে মনে করেন সেই প্রথম মণ্ডলেই আছে, "একম্ সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্তি"* তিনি এক হইলেও তাঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। অতএব যতদিন এই বিকাশ, এই চরাচর বিশ্ব বিরাজমান থাকবে, ধর্ম্ম বহুবিধ; এমন কি বর্ত্তমানে যত রকম আছে তার চেয়েও অনেক রকম বেশী আবির্ভূত হতে পারে এ ধারণাই সম্ভাবনা। যুগ যুগান্তর ধরে আর্য্যভূমি নিজের এই বিরাট ভাব নিয়েই দাঁড়াতে পেরেছেন; বর্ত্তমান যুগে ভারতে মহান্ বিরাটভাব উপস্থিত; তাই তার ভাবে এমন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো যাঁর সমস্ত জীবন মহাভাবে কর্ষিত ক্ষেত্র স্বরূপ হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, পার্শি ইহুদি যিনি তাঁর কাছে এক মুহূর্ত্ত বসেছেন, তিনিই মনে করে গিয়েছেন "ইনি আমাদের ধর্ম্মের একজন মহাপুরুষ।" প্রতিদিন তাঁর নিকট এক একটি সর্ব্ব ধর্ম্ম সভা হতো, অথচ সকলেই শান্তভাবে নিজের ধর্ম্মের জয় জয়কার পেয়ে আস্তেন। বিরুদ্ধধর্ম্ম সত্ত্বেও সকলেই ঠিক সেই ভাব নিয়ে এসেছেন। এমন ভাবটি কিন্তু চিকাগো ধর্ম্ম সভায় হয় নি, সেখানে অনেক মনোমালিন্য হবার উপক্রম হয়েছিল, কেবল ভাগ্যক্রমে ভগবৎ পুত্র বিবেকানন্দ শ্রীভগবানের জয়ধ্বজা উত্তোলন করে সর্ব্বধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেছিলেন, তাই তার ফল বিষবৎ না হয়ে অমৃতময় হয়েছিল। এখন যদি সকল

* Baptism is external purification symbolizing the internal. It is of Buddhist origin. Vedanta Philosophy. Inspired Talks by Swami Vivekananda

* ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূ., ৪৬ ঋ।

পৃথিবীর বিরাট ঠাকুর ঘরে প্রতি বৎসর এক একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং তাতে প্রতিবারে সমস্ত ধর্ম্মের এক একটী দিক, এক একটী বিশেষ ভাব, যেমন ধর্ম্ম সাধনা, ধর্ম্ম বিজ্ঞান, রীতি নীতি, তার সামঞ্জস্য, এক এক ভাবের উৎপত্তি, তার ইতিহাস, ধর্ম্মজীবনে তার স্বার্থকতা ও আবশ্যকতা ইত্যাদি লয়ে চর্চ্চা হয়, তাহলে ধর্ম্মক্ষেত্রে বিজ্ঞান-কমল মুকুলিত হবে আর তাইতে ধর্ম্ম পাগ্‌লামি (Fanaticism) বিলুপ্ত হবে; তবেই সকল প্রকার শুভ ফল ফল্‌বে বলে মনে হয়।*

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্‌।

প্রস্ফুরক।

প্রস্ফুরক অর্থাৎ ফস্‌ফরস একটী সহজ দাহ্য পদার্থ। এইজন্য ইহা দেশলাইএর প্রধান উপাদান। দেশলাই দুই প্রকার আছে, এক প্রকার লুসিফার ম্যাচ, অপর সেফটী ম্যাচ। উভয় বিধ দেশলাইএ ফস্‌ফরস আছে। প্রভেদ এই যে লুসিফার দেশলাইএ কাটীর মুখেই ফস্‌ফরাস ও অন্যান্য মশলা লাগান থাকে, কিন্তু নিরাপদ (সেফ্‌টী) দেশলাইএ মশলা দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এক ভাগে এণ্টিমনি সল্‌ফাইড ও অন্যান্য মশলা কাটীর মুখে লাগান থাকে, এবং অন্য ভাগে পীত ফসফরসের পরিবর্ত্তে লোহিত ফস্‌ফরস বাক্সের গায়ে লাগান থাকে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে Landstran বাসী সুইডেনে এই নিরাপদ দেশলাইর উদ্ভাবন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমাদের দেশে আজ কাল কতিপয় উদ্যোগী কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া দেশলাইএর কলকারখানা স্থাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইতেছেন। কিন্তু দেশলাইএর সমুদায় মালমশলা বিদেশ হইতেই আনাইয়া লইতে হয়। রাসায়নিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা আমাদের দেশে নাই। ইহা যে আমাদের দেশে উৎপন্ন হইতে পারে না তাহা নহে। দেশলাইএর প্রয়োজন সকল দেশেই সমধিক, কিন্তু দেশলাইএর মশলাদির উপকরণ যদি এদেশ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে আরও সুখের কথা। ফস্‌ফরস্‌ একটী অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় উপাদান। যদি এখানে দেশলাইএর কারখানার সহিত ইহারও প্রস্তুত করিবার কারখানা করা যায় তাহা হইলে লাভ সমধিক হয় এবং দেশলাইও সস্তায় প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা এক্ষণে ফস্‌ফরসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

কতিপয় প্রাণীর শরীরে ফস্‌ফরসের বিদ্যমানতা দেখা যায়। মহীলতার (কেঁচো) মধ্যে, খদ্যোতে, কাঁকড়াবিছায়, কোন কোন মৎস্যে ইহা দেখা যায়। ফসফরস অন্ধকারে জ্যোতি বিস্তার করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণীগণ এই আলোকের সাহায্যে আহার্য্যের সংস্থান করিয়া থাকে। আমাদের শরীরে অস্থিতে ও মস্তিষ্কে ফসফরস আছে। সুতরাং ফস্‌ফরস বড় একটী সামান্য জিনিষ নয়। মানব যে বুদ্ধি ও বিক্রম বলে আজ সমুদায় জন্তুগণের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, সেই বুদ্ধি ও বিক্রম টুকুর জন্য ফস্‌ফরসের নিকট ঋণী। কয়েক জাতীয় ওষধিতে ফসফরসের স্বল্প জ্যোতিঃ দেখা যায় বলিয়া শুনিয়াছি। অনেক উদ্ভিদের বীজে ইহা থাকে। ফস্‌ফেট উদ্ভিদের এক প্রধান উপাদান। এই জন্য জমিতে ইহার সার দিলে জমি অত্যন্ত উর্ব্বর হয়।

১৬৬৯ খৃঃ অব্দে হাম্বর্গ নগরে Brand নামে অল্‌কেমি শাস্ত্রবিৎ একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথমে ফস্‌ফরস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মানবের মূত্রে তাপ দিয়া জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত বালি মিশাইয়া প্রচণ্ড তাপে চুয়াইয়া (Distilling) ইনিই প্রথমে ফস্‌ফরস্‌ প্রস্তুত করেন এবং ইহা দ্বারা অনেক ভোজবিদ্যা দেখাইয়া

* সকলেই অবগত আছেন যে বিবেকানন্দ স্বামীর উদ্যোগে 'টাউন হলে' বিগত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে ঐ প্রকার সুচারুরূপে প্রতি বৎসর ভারতের নানা কেন্দ্রে ধর্ম্ম সঙ্ঘের অধিবেশন হইতে পারে ও তাহার শুভ ফলে ধর্ম্মজগতে নিশ্চয়ই মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

আঃ ভূঃ সঃ।

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিদ্যাটী গোপন রাখিয়া যান। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে বএল (Boyle) নামক এক রাসায়নিক পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ফস্‌ফরাস প্রস্তুত পূর্ব্বক সাধারণে প্রচারিত করিয়া যান। ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে Gahan নামক রসায়নবেত্তা অস্থি হইতে ইহা প্রস্তুত করেন এবং তৎপরে ১৭৭১ খৃঃ অব্দে শিলী (Scheele) এই প্রক্রিয়ায় ফস্‌ফরাস উৎপাদন পূর্ব্বক সাধারণে প্রচার করেন।

বিশুদ্ধ নৈসর্গিক ফস্‌ফরাস খনি হইতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ অন্যান্য ধাতুর সহিত মিলিত আকারে ইহা পাওয়া যায়। ফস্‌ফরসযুক্ত খনিজ পদার্থের মধ্যে তিন প্রকার ক্যালসিক ফস্‌ফেট ও এক প্রকার ক্যালসিক ক্লোরোফস্ফেট পাওয়া যায়। অস্‌টিওলাইট (Osteolite) Estramadurite, Somberite, এই তিন প্রকার ফস্ফেট এবং Apatite ক্লোরোফস্ফেট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি calcic phosphate, অস্থির এক প্রকার প্রধান উপাদান। প্রস্তরে উক্ত calcic phosphate বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে, এই প্রস্তর ক্রমশঃ কালে চূর্ণিত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়। উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে ইহা লইয়া দেহে বিশেষতঃ বীজে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং উদ্ভিদ হইতে জীবগণ খাদ্যাকারে গ্রহণ পূর্ব্বক দেহে অস্থ্যাদির নির্ম্মাণার্থ সংগ্রহ করে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতে ফস্‌ফরস যৌগিকাবস্থায় আছে এবং সোডিয়ম, পটাশিয়ম ও ম্যাগনেশিয়মের সহিত অতিরিক্ত ফস্‌ফরাস মূত্রের সহিত জন্তুর শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

হাড় পুড়াইলে চূণের মত হইয়া যায়। এই অস্থি ভস্মে বহুল পরিমাণে ক্যালসিক্ ফস্ফেট ও সামান্য পরিমাণে ক্যালসিক কার্ব্বনেট থাকে। এক্ষণে ইহার সহিত সল্‌ফিউরিক এসিড এরূপ পরিমাণে মিলাইতে হইবে যে সমুদায় কার্ব্বনেট ভাগ এবং অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ ফস্ফেটের ভাগ বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার Tetrahydric calcic diphosphate ও ক্যাল্‌সিক সল্‌ফেট উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এই মিশ্রণে জল সংযোগ করিলে পূর্ব্বোক্ত ডাইফস্ফেট জলে গুলিয়া যায় এবং ক্যাল্‌সিক সল্‌ফেট পড়িয়া থাকে। এইবার ডাইফস্ফেট জলে তাপ সংযোগ করিলে কতকটা জল উড়িয়া গিয়া যখন সিরাপের মত ঘন হয় তখন চুলা হইতে নামাইয়া ইহার সহিত কাঠের কয়লার গুঁড়া মিশাইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ লৌহ নির্ম্মিত পাত্রে চুলীতে চড়াইয়া প্রচণ্ড তাপে যাহাতে লাল হইয়া যায় জ্বাল দিলে উক্ত ডাইফস্ফেট মেটাফস্ফেটে পরিণত হয় এবং সমুদায় জল উড়িয়া যায়। এক্ষণে উক্ত মিশ্রণ এক মস্লাকার মাটীর মুচিতে পুরিয়া পুনরায় প্রচণ্ড তাপ দিলে Tricalcic diphosphate কার্ব্বনিক অকসাইড ও ফস্‌ফরাস পৃথক হইয়া পড়ে। ফস্‌ফরস জলের মধ্যে সংগ্রহ করিতে হয়, নতুবা বায়ুর অম্লজান সংযোগে জলিয়া যাইবে। কার্ব্বনিক এসিড বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং যাইবার সময় কিঞ্চিৎ ফস্‌ফরাস বাষ্প সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এই ফস্‌ফরাস বাষ্প বায়ু সংযোগে জলিয়া উঠে। এই প্রক্রিয়ায় কয়লা অকসিজেন শোষণ করিয়া ফস্‌ফরাস পৃথক করিয়া দেয় এবং ইহাতে ফস্ফেট হইতে দুই তৃতীয়াংশ ফস্‌ফরাস পৃথক হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় চুয়াইবার সময় যদি কয়লার সহিত বালি মিশান যায় তাহা হইলে ক্যাল্‌সিকসিলিকেট উৎপন্ন হইয়া সমুদায় ফস্‌ফরাস ভাগ পৃথক করিয়া দেয়।

অস্থি ভস্ম ও কয়লা মিশাইয়া অগ্নিতাপে লাল করিয়া যদি ক্লোরিক এসিডের বাষ্প চালিত করা যায় তাহা হইলে ক্যাল্‌সিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় এবং সমুদায় ফস্‌ফরাস বহির্গত হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়া অতি ব্যয়সাপেক্ষ ও সহজ নহে বলিয়া অধিক পরিমাণে ব্যবসার্থ প্রস্তুত করণোপযোগী নহে।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া সকল দ্বারা যে ফস্‌ফরাস উৎপন্ন হয় তাহা বিশুদ্ধ নহে। কয়লাও অন্যান্য পদার্থ ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ করিতে হইলে অবিশুদ্ধ ফস্‌ফরাস জলের নীচে রাখিয়া গলাইতে হয় এবং চামড়ার থৈলি (Wash-leather bags) মধ্য দিয়া চাপ দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়। পটাশিক ডাইক্রোমেট

ও সল্ফিউরিক এসিড উক্ত অবিশুদ্ধ ফস্ফরাসে মিশাইলে ফস্ফরসের কিয়দংশ অক্সাইড হইয়া যায় এবং ফুটিতে আরম্ভ করে। এই ফুটন সমকালে অবিশুদ্ধাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ ফস্ফরাস নীচে পড়িয়া থাকে। ইহাতে অপব্যয় হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রথাই অবলম্বন করা উচিত। বিশুদ্ধ ফস্ফরাস কাটির আকারে জলের নীচে বোতলে রক্ষিত হইয়া থাকে।

ফস্ফরস তিনটি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করে। (১) সাধারণ ফস্ফরাস (২) লোহিত ফস্ফরাস (৩) কৃষ্ণ ফসফরাস্ ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রকারদানাদার এবং দ্বিতীয়টি চূর্ণাকার, দানাদার নহে।

(১) সাধারণ ফস্ফরস্ঃ—সাধারণ ফস্ফরস্ বিশুদ্ধও নূতন প্রস্তুত হইলে বর্ণ বিহীন, স্বচ্ছ ও কঠিন। বাজারে যাহা বিক্রীত হয় উহার রঙ্ হরিদ্রাভ। ছুরি দিয়া মোমের মত কাটা যায় এরূপ কোমল। কিন্তু যদি ফসফরসকে শীতল করা যায় তাহা হইলে ০ ডিগ্রীতে ইহা কঠিন ও ভঙ্গ প্রবণ হইয়া যায়। ৪৪।৪৫ ডিগ্রী তাপে ইহা গলিয়া তৈলের ন্যায় আকার ধারণ করে। ২৯০ ডিগ্রী ইহার ফুটন বিন্দু। ফস্ফরস্ অতীব দাহ্য। ইহা গলন বিন্দু অপেক্ষা তাপ কিঞ্চিৎ অধিক পাইলেই বাতাসে জ্বলিয়া উঠে। এইজন্য জলের নীচে ডুবাইয়া রক্ষিত হয়। ফস্ফরস্ অন্ধকারে জ্যোতি বিস্তার করে এবং অল্পে অল্পে বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত মিলিত হয়। ইহার উপর হইতে উক্ত অম্লজান সংযোগে শ্বেত বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে, এই বাষ্পের গন্ধ অনেকটা রশুনের গন্ধের মত। ০ ডিগ্রী তাপে ফস্ফরস্ বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত মিলিত হয় না এবং জ্যোতিও বাহির হয় না। সলফরেটেড হাইড্রোজেন, এসিটিলিন ও তার্পিনের বাষ্প মধ্যে থাকিলে সাধারণ তাপেও ফস্ফরস্ দ্যুতিমান হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ফস্ফরসের দ্যুতিমত্তা ওজন নামক (অম্লজান বাষ্পের রূপান্তর) পদার্থের উপস্থিতির জন্য; কিন্তু ইহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

ফস্ফরাস্ জলে গলে না; টার্পিন, তেল এবং ঈথারে আংশিক দ্রব হয় এবং ফস্ফরাস্ ক্লোরাইড, সলফর ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইসল্ফাইড একেবারে গলিয়া যায়।

ফস্ফরস্ অতীব বিষাক্ত; ইন্দুর মারিবার জন্য ইহা হইতে বিষ প্রস্তুত হয়। ইহার বাষ্প শরীরে গেলে অস্থির রোগ উৎপন্ন হয় এবং বিশেষতঃ চোয়ালের হাড় নষ্ট করিয়া দেয়। সাধারণ ফস্ফরস্ দানাদার।

(২) লাল চূর্ণ ফস্ফরস্ঃ—১৮৪৫ খৃঃ অব্দে শ্রোটর (Schrotter) নামক রসায়নিক ইহা উদ্ভাবন করেন। এই ফস্ফরসের বর্ণ লাল; ইহা চূর্ণাকৃতি, দানাদার নহে। ইহা স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং বিষাক্ত নহে। সাধারণ পীত ফস্ফরসের ন্যায় ইহা বায়ু সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে না এবং তজ্জন্য পূর্ব্বোক্তের ন্যায় জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয় না। ২৬০ ডিগ্রী তাপে লাল ফস্ফরাস সাধারণ পীত ফস্ফরসে পরিণত হয়। ইহা সাধারণ ফস্ফরস্ অপেক্ষা ভারী। সাধারণ ফস্ফরসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৮৩, কিন্তু লাল ফস্ফরসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·১৫। এই লাল ফস্ফরস্ অন্ধকারে রাখিলে জ্যোতি বিস্তার করে না। কার্বন বাই সল্ফাইড প্রভৃতি পদার্থে পীত ফস্ফরসের ন্যায় ইহা গলিয়াও যায় না।

যদি পীত ফস্ফরস্ অনবরত ২৪০ ডিগ্রী তাপে বহুক্ষণ রাখা যায় তাহা হইলে পরিবর্ত্তিত হইয়া লাল চূর্ণাকার ফস্ফরসে পরিবর্ত্তিত হয়। পীত সাধারণ ফস্ফরস লাল ফস্ফরসে পরিণত করিতে হইলে, উহাকে লৌহের এমন একটী পাত্র মধ্যে পুরিতে হয় যাহাতে কেবল মাত্র একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এই লৌহ পাত্রটী চুল্লীর উপর বসাইয়া তাপ দিতে হয়। তাপ যেন ২৪০ ডিগ্রীর অধিক না হয়। এই সাবধানতার প্রয়োজন এই যে, যদি তাপ কোন কারণ বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়া ২৬০ ডিগ্রী হয় তাহা হইলে ভয়ানক শব্দ করিয়া পরিবর্ত্তিত লাল ফস্ফরস্ পুনরায় পীত ফস্ফরসে পরিণত হইবে এবং জ্বলিয়া যাইবে। কিয়দ্দিবস এইরূপ পরিমিত তাপে রাখিলে পীত ফস্ফরসের অধিকাংশ লাল ফস্ফরসে

পরিবর্ত্তিত হইবে। এই লাল ফস্ফরসের সহিত অপরিবর্ত্তিত পীত ফস্ফরাস কিঞ্চিৎ মিশ্রিত থাকে। এক্ষণে এই মিশ্র ফস্ফরসে যদি কার্ব্বন্‌ডাইসলফাইড মিশান যায়, তাহা হইলে অপরিবর্ত্তিত পীত ফস্ফরাস্ গলিয়া যাইবে এবং লাল ফস্ফরাস অবশিষ্ট থাকিবে। কার্ব্বন ডাইসলফাইডের পরিবর্ত্তে, কষ্টিকসোডা উক্ত মিশ্রণে মিলাইলে অপরিবর্ত্তিত পীত ফস্ফরাস, Phosphorated Hydrogen হইয়া উড়িয়া যায় এবং লাল ফস্ফরাস্ পড়িয়া থাকে।

এই প্রক্রিয়া সহজ বটে কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়া দ্বারাই লাল ফস্ফরস্ প্রস্তুত হয়। যদি কোন বদ্ধ পাত্রে পীত ফস্ফরাস দিয়া খুব চাপে রাখা যায় এবং তাপ একেবারে ৩০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দেওয়া যায় তাহা হইলে ৫ মিনিটের মধ্যে পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইতে পারে। এ প্রক্রিয়া বিপদ সঙ্কুল ও সহজ সাধ্য নহে।

যদি পীত ফস্ফরসের সহিত কিঞ্চিৎ আইওডিন বা সেলিনিয়ম মিশাইয়া তাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে পীত ফস্ফরসে কিয়দংশ আইওডাইড বা সেলিনাইডে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অবশিষ্ট ভাগ লাল ফস্ফরসে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাতে অনেক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়া এ প্রক্রিয়া বহুল প্রস্তুত করণোপযোগী নহে।

(৩) চতুষ্কোণ দানাদার (কৃষ্ণ)—এ প্রকার পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে। পীত ফস্ফরাস ও সীসা মিলাইয়া যদি বদ্ধনলে লাল করিয়া তাতান যায় তাহা হইলে সীসকযুক্ত এক মিশ্র পদার্থ পাওয়া যায়। তৎপরে নাইট্রিক এসিড দ্বারা সীসা গলাইয়া লইলেই এই তৃতীয় প্রকার চতুষ্কোণ দানাদার ফস্ফরস পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ। লাল ফস্ফরাস অতি গুরু চাপে ৫৮ ডিগ্রীতাপে তৃতীয় প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণ ফস্ফরসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৩৪।

ফস্ফরসের দাহগুণটাই ইহাকে আমাদের মহোপকারী বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। দেশলাই এই গুণটার জন্য আমাদের এত প্রয়োজনীয়। টুক্ করিয়া কাটিটিকে বাক্সের গায়ে ঠুকিলাম আর অমনি জ্বলিয়া উঠিল। ঘর্ষণে যে তাপ হয় সেই তাপে ফস্ফরাস্ জ্বলিয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী দহনশীল পদার্থকে জ্বালাইয়া দেয় এবং উহা আবার কাটিটীকে ধরাইয়া দেয়। লাল ফস্ফরাস্ থাকিলে উহা অম্লজান দানকারী পদার্থের সংযোগে ঘর্ষণের তাপে পীত ফস্ফরসে পরিণত হইয়া জ্বলিয়া উঠে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাঠি ধরাইয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশলাই দুই প্রকার আছে (১) Lucifer (২) Safety (নিরাপদ)। লুসিফার দেশলাই এ কাটীর মুখে গন্ধক থাকে এবং তদুপরি টিপের মত নিম্নলিখিত মশলায় ডুবান হয়।

ফস্ফরাস ——৪৭ ভাগ		অথবা	ফস্ফরাস্—৮·০ ভাগ
গঁদ ——১৪০ ,,			শিরীষ ——২১·০ ,,
জল ——১২০ ,,			লেডপারক্সাইড—২৪·০
লেডপার অক্সাইড-৬৫·০			সোরা——২৪·০

এই লুসিফার দিয়াশলাই কোন অমসৃণ স্থলে ঘর্ষণ করিলেই জ্বলিয়া উঠে।

নিরাপদ (safety) দেশলাই এ লাল ফস্ফরাস ব্যবহৃত হয়। ইহা যাহাতে তাহাতে ঘষিলে জ্বলে না। জ্বালিবার জন্য বাক্সের গায়ে যে মসলা মাখান থাকিয়া থাকে কেবল মাত্র তাহাতে ঘষিলেই জ্বলে। কিন্তু খুব জোরে যদি কোন অমসৃণ স্থলে বা সেটেপত্তক ঘর্ষণ করা যায় তাহা হইলেও কখন কখন জ্বলিয়া থাকে। এই দেশলাইএ কাঠিতে ফস্ফরাস থাকে না; ফস্ফরাস্ থাকে বাক্সের গায়ে এবং ইহা লাল ফস্ফরাস্। ইহাতে ঘর্ষণে প্রথমে বাক্সের গায়ের ফস্ফরাস ধরিয়া কাঠির ক্লোরেট অফ্ পটাশ সাহায্যে স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন পূর্ব্বক কাঠি ধরাইয়া দেয়। এ দেশলাইয়ে গন্ধক আর গন্ধকের ধূম বিরক্তি কর বলিয়া কাঠিগুলি প্যারাফিনে ভিজান থাকে তজ্জন্য সহজে সহজে হয়। আর লাল দেশলাই এ যেমন কাঠি জ্বালিয়া যায় তেমনিই আর সঙ্গে সঙ্গে কাঠি হইতে নিবিয়া যায়, কাঠি প্রস্তুতকালে ফটকিরির জলে কাঠিখানি একবার ভিজাইয়া লইলে কাঠি সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া আইসে। নিরাপদ দেশলায়ে কাঠির মুখে নিম্নলিখিত মশলা থাকে।

পটাসিয়ম ক্লোরেট—৬ ভাগ।

এণ্টিমোনিয়ম সল্‌ফাইড—২ হইতে ৩ ভাগ।

শিরীষ—১ ভাগ।

বাক্সের গায়ে নিম্নলিখিত মসলা থাকে ঃ—

লাল ফস্‌ফরস—১০ ভাগ।

এণ্টিমনিয়ম্ সল্‌ফাইড—
অথবা
ম্যাঙ্গানিজ ডাই অকসাইড— } ৮ ভাগ।

শিরীষ— ৩ হইতে ৬ ভাগ।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি, এল।

আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে কোন পদার্থই নাই। এক ত আমাদের শিল্পের নজিরের মধ্যে কুমারটুলীর দেবদেবীর মূর্ত্তি আর কালীঘাটের পট দেখ্‌তে পাই, তাই দেখে স্বতঃই মনে হয়, পাশ্চাত্য শিল্পনিচয় ভাল, তাতে কেমন ছায়া ও আলোকের পরিপাটী সন্নিবেশ, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, গাছ, পালা জীবজন্তুর কেমন কেমন পরিপ্রেক্ষিত বিন্যাস, যেন প্রকৃত বলে ভ্রম হয়; আর আমাদের পটো ও কুমরের শিল্প মনে ধরে না। সুতরাং মনে আপনিই উদয় হয়, "না, বিলিতি ছবি যেন জীবন্ত, ডেকে কথা কয়; আর আমাদের গুলা যেন কিম্ভুত কিমাকার।" তার উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে আর আমাদের স্ব স্ব গ্রামের বা নগরের গণ্ডীর মধ্যেই থাকি, কাজেই ভারতের কোথায় কি আছে তাহাও জানি না। অতএব মনে ধ্রুব সিদ্ধান্ত হয় আমাদের শিল্পের দৌড় ঐ কুমরটুলি আর শ্রীধাম কালীঘাট। কাজেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পের কোন কথার উদয় হইলেই, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতির নাম সদর্পে উচ্চারিত হয়। এটা আমাদের শিক্ষা দীক্ষার ফল।

শিল্পের জন্য কল্পনার—প্রাণ কল্পনা; আবার কল্পনা ও শ্রদ্ধা প্রদীপ্ত চক্ষে না দেখ্‌লে তার কোন মর্ম্ম পাওয়া যায় না। এই কথা উদাহরণ দিয়ে বুঝ্‌তে হলে আমাদিগকে শিক্ষা দীক্ষার ফলে একবার আমেরিকায় যেতে হবে। এমার্সনের সাক্ষীর প্রয়োজন। এমার্সন প্রত্যহ একটি ভূদৃশ্য দেখে বড় তৃপ্তি লাভ করতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার চক্ষুদ্বয় মহা বিদ্রোহ উপস্থিত করলে। বল্লে ও আর দেখ্‌তে ভাল লাগে না। এমার্সন দানব বাচ্চা, নাছোড়বান্দা, ছাড়্‌লে না। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হেট হয়ে পার মধ্য দিয়ে সেই ভূদৃশ্য দেখ্‌লে, তখন দেখ তামাসা, চক্ষুদ্বয় আর সে দৃশ্যপট হতে ফির্‌তে চায় না। কি আশ্চর্য্য, সেই বস্তু পূর্ব্বে তিক্ত বলে বোধ হয়েছিল, একটি অতি সামান্য কল্পনার ফেরে তাহা এতই সুমিষ্ট হয়ে গেল! আবার য়ুরোপী পর্য্যটকেরা তাঁহাদের প্রায় চিরতমসাচ্ছন্ন কল কারখানার চিমনী বিনির্গত ধূমে ধূমবর্ণ নভোমণ্ডল যুক্ত দেশ পরিত্যাগ করে ভারতের জ্যোতির্ম্ময়ী গগনমণ্ডলের কতই শোভা দেখে আপ্যায়িত হন। বলেন পৃথিবীর কোন স্থানে তরুণ তপনের এমন প্রাণমাতান ভাব দেখ্‌তে পাইনা। কিন্তু সে মায়াবিনী উষা আমাদের চক্ষে একঘেয়ে। কেন এমন হয়? বোধ হয় মৌলিক শিক্ষা ও কল্পনার অভাবে। আর তারই ফলে আমাদের মন অনুসন্ধিৎসু নয়। আমরা এত পুরাতন জাতি বলে সকলেই গর্ব্ব করে থাকি, কিন্তু আমাদের কি ছিল না ছিল তাহার অনুসন্ধানে প্রাণমন ঢেলে আনন্দলাভ করতে কবে? ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষ।

যাহা হউক একটু চেষ্টা করে অনুসন্ধানই করা যাক্। দেখা যাক আমাদের শিল্পীরা কি বলে, তাদের ভাব কি, উদ্দেশ্য কি? তাহারা বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষা বর্জ্জিত, সুতরাং তাহারা জাতীয় ভাব, উদ্দেশ্য হারিয়ে আজও অনুকরণ শীল হয় নি। গুটিকতক শিল্প নিদর্শন বিচার করেই আমরা দেখ্‌তে পাব আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য কি? তাহার সুর কোন পর্দ্দায় বাজ্‌ছে। গ্রীক প্রভৃতি তথাকথিত সভ্য জাতির শিল্পশশধর পুরাকালের ভারত আকাশে উদয় হয়ে আমাদের শিল্পাদিত্যের কতটুকু

জ্যোতির্বর্দ্ধন করেছিল এবং গ্রীকেরা প্রকৃত পক্ষে যে শিল্পের চর্চ্চা করত তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবের শিল্প কি না। আরও একটা কথা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলে থাকেন যে অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহারা আমাদের দেশে আদিম ভাবের শিল্পনিদর্শন পান নাই, এবং সমগ্র এসিয়ার মধ্যে মিশর দেশেই* একমাত্র আদিম প্রকারের শিল্পনিদর্শন পাওয়া যায়। তাই মনে করেন মিশরীরা আমাদিগকে শিল্পশিক্ষা দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা কতদূর তাহাও দেখা যাবে। এখন আমাদের শিল্পের ভাবোদ্দেশ্য কি তাহা একটু জানবার চেষ্টা করি। একখানি খড়্গ। খড়্গ সকল দেশেই আছে। তার ব্যবহার সকল জাতিই জানে। কিন্তু আমাদের শিল্পী সেই খড়্গে দুটি টানে দুই রেখা পাত করে একটি উগ্র ভাবের চক্ষু আঁকলে। অমনি খড়্গদর্শক রোমাঞ্চ হল, তার মনে কল্পনা জাগ্রত হল, খড়্গ প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত হল। খড়্গ ভীষণ আকার ধারণ করে। খড়্গধারীর হৃদয়ে সেই চৈতন্যময়ী চক্ষু প্রবেশ করে। সুরাসুরের মধ্যে খড়্গধারী অজেয় অমর হন। "The highest art is always suggestive" সর্ব্বোচ্চ শিল্পই ঐঙ্গিতিক—এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতটি কি সামান্য? যে ইঙ্গিত একটা সাধারণ লৌহফলককে জীবন্ত ও জাগ্রত করে তদধিকারী নরকেশরীর কল্পনা-কাশে রণপিপাসার দুর্জ্জয় হুতাশন প্রজ্বলিত করে, সেই ঐঙ্গিতিক শিল্প কি সামান্য শিল্প? আর এই ইঙ্গিত যে শিল্পীর কল্পনাকাশে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল সেই শিল্পী কি দেবতা নন্? তিনি দেবতাই বটেন। আমরা সকলেই জানি বৈদিকযুগে ঋষিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে গিয়েই সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যার উদয় হয়। যজ্ঞের বেদী-নির্ম্মাণ কর্ত্তে গিয়ে Mensuration (পরিমিতি) Geometry, (শুল্বসূত্র) গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ, ভূতবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, আলিম্পন, স্থাপত্য কার্য্য প্রভৃতির চর্চ্চা আরম্ভ হয়। ঐ যুগে আর্য্য সমাজে সকলে প্রত্যক্ষ কার্য্যের প্রারম্ভে যজ্ঞ করে শুভফল প্রাপ্ত হতেন। এই সময় দেশ দেশান্তর রাষ্ট্র হল, সকলে জানলে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়; তাহলেই আসুরিক শক্তিসম্পন্ন অনুষ্ঠান কার্য্যে [illegible] ঘটাতে আরম্ভ করে। যজ্ঞকার্য্যে, ধর্ম্মকার্য্যে আর্য্য ঋষিগণ দৈব সামর্থ নিয়ে অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনা দ্বারা শত্রুনিপীড়িত করতেন সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যায় যে ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টায় অস্ত্রবীর্য্যের উৎপত্তি। তাই অস্ত্র বিদ্যার আর একটি নাম ধনুর্ব্বেদ। আবার ঐ ধনুর্ব্বেদ নামটী স্বতঃই আমাদের মনে উদয় করে দেয় যে অস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে মানসিক শিক্ষার ও মানসিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জনৈক মহারাষ্ট্রীয়ের† বন্দুক ও পিস্তল পরিচালনা যিনি দেখেছেন তিনি একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন সন্দেহ নাই। যিনি না দেখেছেন তিনি একবার পুরাণোক্ত একলব্যের নিভৃত অরণ্যে দ্রোণাচার্য্যের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে ধ্যান পরায়ণ হয়ে ধনুর্ব্বেদে যে অচিন্তনীয় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাহা স্মরণ করুন।

এখন চিন্তা করে দেখুন আমাদের খড়্গে ঐঙ্গিতিক শিল্পটা কতদূর পৌঁছে। উহা যে মর্ম্মস্পর্শীর [illegible] তাহার আর ভুল নাই। আমাদের দার্শনিকেরা বলেন আলোকশুদ্ধ সমস্তই চৈতন্যময়। কিন্তু চক্ষু না থাকলে সমস্তই প্রাণহীন অন্ধকার। অতএব ঋষিরা বেশ বুঝলেন যে চক্ষুই চৈতন্যের আধার, তাই দেবতাদের কপালে জ্ঞান চক্ষু হলো, আর সেই জ্ঞান চক্ষুর অঙ্কনে শিল্পী খাঁড়াকে ঘোর চৈতন্যময় করলেন।

* লেখক মিশর প্রদেশ এসিয়ার অন্তর্বর্ত্তী ধরিয়াছেন। কারণ প্রাচীন ভূতত্ত্বে মিশর প্রদেশ এসিয়া খণ্ডের মধ্যে গুপ্তরাজ্য নামে খ্যাত ছিল। ভাঃ ভূঃ সঃ

† এই মারাঠী কবিরাজের অনেকবার বন্দুক পরিচালনা দ্বারা লক্ষ্য ভেদে অদ্ভুত নিপুণতা দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। [illegible] প্রদেশে বন্দুক পরিচালনা দ্বারা [illegible] নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যদের চক্ষে আমাদের শিল্প অধিক স্থলে Symbolic অর্থাৎ ঐতিহিক। আমাদের শিল্পের তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে এই সমস্ত শিল্পীগণ সমূহ মানব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাব ও তাহার লক্ষণ সংগ্রহ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে ভাস্কর্য্য বা চিত্র কলার চর্চ্চার প্রাথমিক যে সমস্ত রেখা পাতের আবশ্যক হয় তাহা পদ্ধতি বদ্ধ হয়েছে। আর্য্যগণ শুদ্ধ চৈতন্যময় এই সত্যের প্রথম অনুমান ধ্যানাবস্থাতেই হয়। সুতরাং ধ্যাঁড়ার চক্ষুতে তন্ময় ভাব। এখন দেখা গেল মানব চরিত্রের সেই সমস্ত উচ্চতম ভাব আমাদের শিল্পীকে জানতে হয়, যে সকল প্রভাবে আমরা মানুষের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব দেখতে পাই। সেই একটু বিস্তুর পূর্ণ বিকাশ দেখি। আরও দেখা যায় যে ঐ সমস্ত বিশেষ বিশেষ রেখা পাতের বিশেষ বিশেষ মানে আছে। আমরা জানি চক্ষের রেখা টানা, কাণের দিকের কোণ নাকের দিকের কোণ অপেক্ষা উঁচু হইলেই সেই চক্ষের নাম "দেব চক্ষু হয়" আমাদের সমাজে প্রবাদ আছে যে, যার চক্ষু ঐরূপ তার দেবচরিত্র। অনেক স্থলে হয়ত ঐ প্রকার চক্ষুবিশিষ্ট লোকের অনেক স্বাভাবিক দোষও দেখা যায়, তথাপি নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে সেই চরিত্রের কোন এক কোণে এমন একটা দৈবী ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যদি সেই ভাবের পূর্ণ স্ফুরণ হয় সে সাক্ষাৎ দেবতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেবতা গড়তে হলে দেবচক্ষু অনিবার্য্য হয়ে পড়ল। এই প্রকার বিচিত্র এবং সমস্ত পৃথিবীর শিল্প তুলনায় এই সমস্ত একান্ত মৌলিক রেখা পাতের দ্বারা আমাদের কুমারটুলির দরিদ্র কুমারেরা দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়ে। অজন্তা প্রভৃতি গিরিচৈত্য অথবা দেব মন্দিরে যে সকল (Fresco নামক) চিত্রকলার নিদর্শন আছে তাহার রেখাপাত অপূর্ব্ব অভ্যাস ও গভীর ধ্যানের পরিচায়ক। এক এক টানে বড় বড় মূর্ত্তির বড় বড় রেখাপাত। জাপানীরা অদ্যাপি ভারতের এই রেখাপাতকে আদর্শকরে চিত্র বিদ্যা অভ্যাস করে, আর পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনেরা বলেন যে জাপানীরা প্রত্যেক তুলিকাঘাতের পূর্ব্বে তাহা মন মধ্যে চিন্তা করে ভেবে রেখাপাত করে। এই রূপে তাঁহাদের একটি রেখাও ব্যর্থ বা মিথ্যা হয় না, এবং সেই সমস্ত সংযত রেখাতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য সংযুক্ত ভাব পরিস্ফুট হয়। এবং যে উদ্দেশ্যে যে চিত্র অঙ্কিত হয় তাহার যথাযথ ভাব পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। যুগযুগান্তর ধরে এই প্রকার চিত্রকলার চর্চ্চার ফলে অজন্তার চৈত্যগুহাভিত্তির দিকের চিত্রগুলিতে যে সমস্ত আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখা যায় তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক; যেখানে ভারার উপর দাঁড়িয়ে উর্দ্ধগ্রীব হয়ে রেখাপাত করা, হাতটি নাড়বার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। Griffith এর সঙ্গে যে লোকটি ঐ সমস্ত নকল করতে গিয়েছিলেন তিনি ভারার উপর চড়ে চিত্রগুলি দেখে মনে করেন এ কি নক্সা করব, সব ছেলেমানুষী আঁচড় পোঁচড়, কিন্তু এই ভেবে যেই একটু উপযুক্ত দূরে এসে সেই গুলির উপর দৃষ্টিপাত করলেন অমনি যেন রেখাগুলি স্ব স্ব স্থানে থেকেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়ে জীবন্ত মানবদেহ দেখা দিল। এই সমস্ত রেখার বিচিত্র লীলাভঙ্গী ও তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংস্থান, এবং আলোছায়ার বিচিত্র বিন্যাস, লোক সমূহের ভাব ব্যঞ্জক পরিস্ফুরণ, অদ্যাপি জগতের আদর্শ। এই সমস্ত লোকপুঞ্জের প্রত্যেক স্থলে নূতন ভাব সমস্ত স্বাভাবিক আচার ব্যবহার রীতিনীতিব্যঞ্জক, এবং আলিম্পন হিসাবে যে সমস্ত চিত্রাঙ্কণ আছে তাহারও প্রতিপদে নব নব ভাব। চক্ষু এই সমস্ত দৃষ্টে অনন্ত মৌলিকতার পরিচয় পায়। কোন স্থানে তাজমহলের মত একঘেয়ে আলিম্পন, decoration দেখে ক্লান্তি বোধ করে না। আমরা জগন্নাথের ও কালীঘাটের চিত্রপটগুলিতে এই চরিত্রের রেখাপাত দেখতে পাই বটে কিন্তু ভাবের ও মৌলিক কল্পনার অভাবে সে সমস্ত চিত্র প্রাণহীন তাই ভাল লাগে না। তথাপি তাহাদের রঙ্গের খেলা গুলি পাশ্চাত্য সস্তা উশৃঙ্খল ভাবের চিত্রের মধ্যে যে রঙ্গের খেলা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক ভাল। এই হিসাবে কুমারটুলির চালচিত্র বহু অংশে প্রশংসনীয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে এমন বিটকেল রেখাপাতে দেবতার সৌন্দর্য্য সহজ সাধারণ মানবাদর্শ থেকে পৃথক করায় লাভ কি? প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম পরিত্যাগ করে কাল্পনিক নিয়মের

শান্তনু ও গঙ্গা

Block by Ghoshe & Newgie. By kind permission of Sj. B P. Banerjee.

Printed at the Labanya Printing Works.

আবশ্যক কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে দেব-দেবীর পূজার দরকার কি? আমাদিগের জাতীয়—উদ্দেশ্য জাতীয় মনোবিজ্ঞান এবং জাতীয় ধর্ম্ম যাহার বর্ত্তমানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যময় তাহারই উপলব্ধির পথে অগ্রসর করতে চায়। আর সেই পরমার্থলাভের সোপানস্বরূপ এই দেবদেবীর অর্চ্চনা। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করলে দেখা যায় যে ঐ পরমার্থ লাভ করতে গেলে দেহবুদ্ধিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। আর সেই দেহবুদ্ধির মূলে ইন্দ্রিয়সংস্কার। মানুষ মাত্রেই আপনাপন ইন্দ্রিয়ের দাস। আমরা পরমুহূর্ত্তে যাহা করব পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহার একটি প্রতিকৃতি (একটা rehearsal) করি ইহা মনের স্বভাব। কিন্তু আমাদের ঐ সমস্ত চিন্তার ও ক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য কি সমস্তই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নয়? বৈরাগ্যপ্রদীপ্তচিত্তে ঐ সমস্ত চিন্তারাশির ভিত্তি অনুসন্ধান কল্লে দাঁড়ায় যাহা দার্শনিকেরা বলেন বিষয় বাসনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ আমাদের এই প্রকার মানসিকবৃত্তি নিয়ে একটি মানবাদর্শের সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নারীমূর্ত্তি দর্শন কল্লে তাহাতে মনে হীন ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির বাসনাই উদয় হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। অতএব যে দেবতার অর্চ্চনা করে রিপুর তাড়না হতে মানুষ উদ্ধার লাভ করবে সেই মূর্ত্তিমানবদর্শে নির্ম্মিত হলে মনে রিপুর স্থলে ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হয় না ধ্রুবনিশ্চিত। তাই কুমারটুলির আদর্শ দেবাদর্শ, মানবাবয়বের উপর সম্পূর্ণ দেবভাবের পরিলেপন দ্বারা মনুষ্যের মনে অতীন্দ্রিয় দেবভাবের, আর তার সঙ্গে ভক্তিশ্রদ্ধার প্রস্রবণ খুলে দেয়।

বহু যুগযুগান্তরের চেষ্টায় এই সমস্ত দেবচরিত্রের লক্ষণ ও নিয়ম আবিষ্কৃত হলে পর তবে মন্ত্রদ্রষ্টা শিল্পনীতিকার শুক্রাচার্য্য বলেছেন,—"মানুষের সৌন্দর্য্য যদি অপূর্ব্ব হয় তথাপি তাহাকে নকল করে দেবতামূর্ত্তি করবে না। ধ্যানকরে গঠন করবে, তাহাতে যদি দেবমূর্ত্তিতে মাধুর্য্যের হানি হয় সেও ভাল।" ধ্যান করে ছবি আঁকা মূর্ত্তিগড়া ত বড় মুস্কিলের কথা অনেকের মনে হবে। আমাদের এস্থলে স্মরণ রাখা চাই যে গ্রীকরা এই নিয়মেই মূর্ত্তি গড়তো, আর এই প্রণালীতে যেমন ভাল শিল্পীকল্পনা (Art conception) জন্মায় তেমনটি আর অন্য উপায়ে হয় না। একটি গল্প আছে। একজন লোক প্রত্যহ গীতা পাঠ করে আর অনবরত অশ্রুপাত করে। একদিন চৈতন্যদেব সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছেন, লোকটিকে নিবিষ্ট মনে গীতা পাঠ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গীতা পড়তে পড়তে কাঁদ কেন? কি বোঝো? লোকটি উত্তর করলে "মহাশয় আমি মূর্খ, সংস্কৃত জানি না, সুতরাং গীতার মানে কিছুই বুঝিনি।" মহাপ্রভু বললেন, তবে কাঁদ কেন,' লোকটি বললে 'মশায় যখন গীতা পড়ি তখন দেখি অর্জ্জুনের রথে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলছেন। আর তাই দেখে আমি আর চখের জল রাখতে পারিনে। মহাপ্রভু ভাবে গদ গদ হয়ে বললেন "তুমি ধন্য হয়েছ, গীতাপাঠ তোমার সার্থক হয়েছে।

এখন যিনি একটু যোগ শাস্ত্র আলোচনা করেছেন তিনি বেশ বুঝতে পারবেন যে এই মূর্খ লোকটি গীতা পাঠে কেবলমাত্র বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বলে বেশ খানিক ধারণার পথে অগ্রসর হয়েছেন। সকল মনেই এই প্রকার নানা ছবির উদয় অহরহ হয়। এমন কোনও চিন্তা নাই যার উদয়ে মনে অন্ততঃ অস্ফুট ভাবে ছবির উদয় না করে। তবে চিন্তার স্রোতের সঙ্গে পরে পরে এরূপ গতিতে এত প্রকারের ছবি মনে উদয় হয় যে তাহাদের সকল সময়ে মনোমধ্যে ধরে রাখা বড়ই কঠিন। আমাদের সেই আর্য্য নিয়মের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের জন্য মনোমধ্যে ছবি কল্পনা করতে করতে এই জন্য লোকে অজ্ঞাতসারে এ অতি সহজ উপায়ে যোগারূঢ় হয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করে এবং বিশেষ মানসিক উন্নতি লাভ করে। ক্রমে চিত্তের সম্পূর্ণ একাগ্রতা লাভ হলে সমাধিস্থ হতেও পারেন। সুতরাং অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য নিশ্চয়ই এই জানিতেন এবং তাঁহার পূর্ব্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল তাই তিনি এই নিয়মটি সূত্রাকারে পরিণত করেন। অতএব পুরাকালে শুক্রাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী হয়েই সকলে শিল্প চর্চ্চা করত ইহা সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এপ্রকার শিল্পচর্চ্চাতে আমরা যে পরমার্থ লাভ স্বরূপ ফল কল্পনা করলুম তাহা যথার্থ কি না তাহা দেখা উচিত। হিয়াঙ্থসাং যে সময়ে ভারতে ছিলেন তখনও একটী কিংবদন্তী শুনেন যে দেব দেবীর মূর্ত্তি যারা গড়ে তাহাদের (বৌদ্ধদের) চতুর্থ স্বর্গ লাভ হয়। যদি শুক্রাচার্য্যের উদ্দেশ্য তাহা হবে তবে এ প্রকার কিংবদন্তীর কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। এমনও হতে পারে যে শুক্রাচার্য্যের পূর্ব্বে

ধ্যানাবলম্বনে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়তে গড়তে উক্ত সুফল লাভ হয়েছিল, তাই শুক্রাচার্য্য ঐ প্রকার বিধির সূত্র করেন। ঋষিরা প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন তাই তাঁদের মনোবিজ্ঞান দর্শন নামে খ্যাত। এই কিম্বদন্তী অদ্যাপি আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "কোন একটা দেব বা দেবীর মূর্ত্তি ঠিক ঠিক গড়্‌তে পারলে তার আর কিছু করতে হয় না।—সে সিদ্ধ হয়েই যায়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

আলেখ্য বনাম কটাক্ষ।

স্বামী—

দেখ এসে হৃদয়-রাণি
এঁকেছি এ ছবিখানি
তোমার সজীব মূর্ত্তি;
কিবা আনন কিবা নাসা
পরিপূর্ণ শুভ আশা
পাচ্ছে তুমিই স্ফূর্ত্তি।

স্ত্রী—

বিষম তফাৎ ও আর আমায়
বুঝে দেখ তোমার কথায়
ও কি দেবে কান?
দু ঘণ্টা চেঁচালে তবু
আমার কাছে পাবে প্রভু
জলখাবার ও পান।

স্বামী—

হের প্রিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টি
ছড়িয়ে দিয়ে সুধা বৃষ্টি
জাগায় প্রসন্নতা;
অরুণ ওষ্ঠ অধরপুটে
তরুণ হাসি উঠ্‌ছে ফুটে
—চারু বিদ্যুল্লতা।

স্ত্রী—

ও যে স্বর্গ—মর্ত্ত্য আমি
ওরে নিয়ে থাক স্বামি,
বেঁধে প্রেমের ফ্রেমে;
বিদায় এখন হৃদয়-রাজন্
জলে' পুড়ে' যাচ্চে উনন্
চল্লেম নীচে নেমে।

শ্রীরসময় লাহা।

চিত্রপরিচয়।

যম ও নচিকেতা। কঠোপনিষদ লিখিত যমের নিকট নচিকেতার আগমন অবলম্বনে এই চিত্রখানি অঙ্কিত। উপাখ্যানটী এই। বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়া আপনার ধনরত্ন সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবেন বলিয়া কাণা খোঁড়া বৃদ্ধা গবাদি দান করিতে থাকেন। তাঁহার কুমার পুত্র নচিকেতা ইহা দেখিয়া ভাবিলেন পিতা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন সুতরাং তাঁহার চৈতন্যোৎপাদনার্থ কহিলেন, "বাবা আমায় কাহাকে দান করিবেন?" বাজশ্রবস প্রথম ও দ্বিতীয়বার এই প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু তৃতীয়বার পুনঃ পৃষ্ট হইয়া রাগান্বিত হইলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, "তোমায় যমকে দেব।" পিতৃ আজ্ঞা পালন হেতু নির্ভীক নচিকেতা যমালয়ে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যম গৃহে নাই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। যমের পরিজনগণ নচিকেতার উপযুক্ত সাদর অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকার করিলেও নচিকেতা তৎসমুদয় উপেক্ষা করিয়া যমের জন্য তাঁহার দ্বারদেশে ত্রিদিবস অনাহারে দণ্ডায়মান হইয়া অপেক্ষা করিলেন। যম চতুর্থ দিবসে যখন বাটী ফিরিলেন তাঁহার পরিজনেরা বলিলেন, "অতিথি রূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন; তাই সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিস্বরূপ অতিথিকে পাদ্যার্ঘ দিয়া পূজা করেন অতএব তুমি ত্বরায় অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন কর। যে অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির বাড়ীতে অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়। যম সেই জন্য তাড়াতাড়ি পাদ্যার্ঘ লইয়া নচিকেতায় আসিয়া কহিলেন,

"তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেহনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেহস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেহস্তু,
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥"

"হে ব্রাহ্মণ যেহেতু তিনরাত্রি আমার গৃহেতে অতিথি হইয়া অনাহারে বাস করিয়াছেন এবং আপনি নমস্য, অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি যেন আপনার উপবাস জন্য আমার যে দোষ ঘটিয়াছে তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক আর আপনি অধিকতর প্রসন্ন হইবেন, এইজন্য বলিতেছি যে ত্রিরাত্র আমার গৃহে উপবাসী ছিলেন তাই প্রত্যেক রাত্রির জন্য এক একটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি আপনি বর যাচিঞা করুন।" শিল্পী এইটী আঁকিয়াছেন। যমের কথাতে বুঝা যায় যে তিনি একটু নিজ অমঙ্গলাশঙ্কা

বিজড়িত শ্রদ্ধার সহিত নচিকেতাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। চিত্রে এই ভাবটুকু যমের প্রত্যেক অঙ্গে সুস্পষ্ট বিকশিত। যম যখন তৃতীয় বরে নচিকেতাকে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন করেন তখন তিনি নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, "নচিকেতঃ তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" নচিকেতার আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই যখন যম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন তখন নিজের অমঙ্গল আশঙ্কাই আপনাপেক্ষা অতিথির শ্রেষ্ঠতার কারণ যম প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। যমের অঙ্গভঙ্গিমায় আমরা ইহা বিশেষ বুঝিতে পারি। অতিথি আর্য্য গৃহে কিরূপ পূজার পাত্র এই ছবিখানি তৎসম্বন্ধে আদর্শ স্বরূপ।

উপনিষদাদি মূল ধর্ম্মগ্রন্থের অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কনের চিত্রাঙ্কন ভারতে ইতি পূর্ব্বে কখন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, নিদর্শন ত কোথাও পাই নাই। অতএব প্রশ্ন হতে পারে যমের মূর্ত্তি এমন সুন্দর কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট কেমন করিয়া হইতে পারে? এস্থলে আমাদের জানা উচিত যে বেদাদিতে যম সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহাতে যমের ভীষণত্ব একেবারেই দেখা যায় না। বরং ঋগবেদে যম ও যমীর যে প্রসিদ্ধ কথোপকথন আছে * তৎপাঠে জ্ঞান হয় যে যম একজন মহা সংযত ধীর জ্ঞানী বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ স্বর্গ সুখের বিধাতা এবং তাঁহার উপাসকদের মধ্যে প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ বহু সূক্ত বর্ত্তমান আছে। কঠোপনিষদে এ ভাব আরও সুস্পষ্ট। একমাত্র পুরাণ সমূহে যমের আকৃতি ভীষণ। তাঁহার বিষ্ণুর অংশে জন্ম এইজন্য তাঁহার বর্ণ শ্যাম। কিন্তু সে বর্ণনা অনুযায়িক যমের চিত্রাঙ্কন করিলে পৌরাণিক বৈ বৈদিক যম হয় না। শিল্পী পৌরাণিক মতের অনুসরণ না করিয়া বিচক্ষণতারই প্রমাণ দিয়াছেন।

পরিবর্ত্তী যুগে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় ও বৌদ্ধ যুগের যে সমস্ত মূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহাতে মৃত্যুর ও লক্ষণ সন্নিবিষ্ট যথা মুকুটে ও দণ্ডে খড়্গ, ইত্যাদি। এ সব মহাভীতি উৎপাদক চিহ্ন নচিকেতার যমে সম্ভবে না। তবে যম পরিচায়ক কতকগুলি আনুষঙ্গিক বর্ণনার আবশ্যক। তাই বেদোক্ত চারি চক্ষু বিশিষ্ট দুই কুকুর একটী শ্যামবর্ণ ও অপরটী বিচিত্রবর্ণ যমের পার্শ্বচরভাবে চিত্রে দেখান হয়েছে †। কিন্তু তাহাদের ভাবটী যেন নচিকেতার নিকট অগ্রসর হতে বিশেষ ভয়। যমের পশ্চাতে বেদোক্ত ভীষণ কালপাশ আত্মাকারী অনুচর পার্শ্বে দণ্ডায়মান *। কিন্তু নচিকেতার কোন দিকেই লক্ষেপ নাই। মৃত্যু তাঁহাকে নিজের কল্যাণের জন্যই তিনটী বর অযাচিত প্রদান করলেন। নচিকেতা যম কর্ত্তৃক সম্মানিত ও মর্য্যাদাযুক্ত হয়েও সে দিকে লক্ষেপ নাই, যমের আদর যত্ন তাঁহার পক্ষে কিছুই নয় নচিকেতা জ্ঞান পিপাসায় এতই বিভোর ও তাই এত নির্ভীক যেন যম কর্ত্তৃক আদৃত হয়েও তাকে উপেক্ষাব্যঞ্জকভাবে দাঁড়িয়ে সেই আকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় বর লাভের জোর দাবি করছেন। এই সমস্ত ভাবগুলি চিত্রে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

* ঋগ্বেদ ৮।৮ সূক্ত।

† অথর্ব্ববেদ ১০।১১ সূক্ত।

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১।২।

বিবাহ—জাতীয় শরীরে ব্যাধি।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ন তু কামোপভোগায় পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনাৎ।" এই হ'ল একটা দিক অপর দিকে বহু পূর্ব্বকাল থেকেই কিন্তু নারী পুরুষের ভোগ্য বস্তু। ঋগ্বেদে যম ও যমীর প্রসিদ্ধ কথোপকথনে প্রকাশ যে যমও এককালে বহু স্ত্রী সম্ভোগ করেছিলেন। বৈদিক ঋষি অগস্ত্য স্ত্রী পুরুষে মহা সংযমে আছেন, কিন্তু তাঁদের চিত্ত বিকার উপস্থিত। উভয়ের কথোপকথন শুনে পাছে নিজ নিজ চিত্ত বিকার উপস্থিত হয় এই ভয়ে তাঁদের শিষ্য দুটি শ্রুতি পাঠ করলেন। এইতে থেকেই বেশ প্রমাণ হয় যে যেখানে মানসিক শক্তি বেশী সেই খানে রিপুর প্রাবল্যও তেমনি। কারণ রিপুগুলি ত আর মনক্ষেত্রের বাহিরে নয় মধ্যেই আছে সুতরাং সেই একই মহাশক্তিতে চালিত। তবে যে মানসিক শক্তির দ্বারা তারা জীবিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিটাকে অপর কোন উচ্চতর কাজে লাগালেই রিপুর হাত থেকে মানুষ পরিত্রাণ পায়। তাই যখন জনৈক শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা করেন যে রিপুগুলা যেন যায় তার উত্তরে তিনি বলেন, 'যাবে কেন রে? ওদের মোড় ফিরিয়ে দে।'"

ব্যষ্টির ভাব ও দৈহিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম দেখা যায় সেই ব্যষ্টি সমষ্টীকৃত হলে সমষ্টিও সেই নিয়মে পরিচালিত হয়। আধ্যাত্মিক প্রধান আর্য্য যে কোন জাতির সংস্পর্শে এসেছে তখনি সে জাতি বুঝেছে যে আর্য্য জাতির মানসিক শক্তি অপূর্ব্ব ও অসাধারণ; তাই তারা আমাদের এই কথা বলেন। সেই জন্যে আমাদের

মধ্যে দুই বিপরীত তীব্র ভাব পাশাপাশি বর্ত্তমান দেখা যায়। আমাদের ইতিহাস সেই বৈদিক যুগ থেকে টানলেও সেই যুগেতেই দেখা যায় যে এক দিকে যেমন তীব্র বৈরাগ্য ও ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা অপরদিকে তেমনি ভোগের তীব্র পিপাসা। কিন্তু আবার যখনি এই দুই শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য (balance) কমে যায় অর্থাৎ ঈশ্বর পিপাসার চেয়ে ভোগলিপ্সার পরিমাণ বেড়ে যায় তখনি আমাদের জাতটা জুড়ে ও হীনবীর্য্য হয়ে পড়ে। এটা সকল জাতির মধ্যে অবনতির একটা মহা কারণ, তাই স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে বক্তৃতার সময় বলেছেন, যে "একটা জাতির ধ্বংস মুখে পড়বার প্রধান লক্ষণ তাদের নারী জাতির মধ্য সতীত্বহীন।" আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টারা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বহুকাল থেকে জেনে ছিলেন তাই তাঁরা য়ুরোপীয়দের মত sociology, political Economy প্রভৃতি বিশিষ্ট নিয়মের প্রচলন না করে ধর্ম্মের ভিতর বহু জিনিষ ঢুকিয়ে গেছেন, এবং ঐ ব্যাভিচার থেকে জাতটা কে রক্ষার জন্যে অল্পদর্শী শাস্ত্রকারেরা উপায় হাতড়ে না পেয়ে বাল্য বিবাহ প্রভৃতি এখন যা সমাজ শরীরের ব্যাধিস্বরূপ তা প্রচলন করে গেছেন। কিন্তু বহু বিবাহ কোন কালেও বন্ধ করবার কোনও চেষ্টা দেখা যায় না, তবে সময়ে সময়ে জাতীয় শরীরে বহু বিবাহে আশক্তির তারতম্য পাওয়া যায়। বৈদিক সময়ের সঙ্গে রামায়ণের সময়ের তুলনায় বড় বেশী ইতর বিশেষ বুঝতে পারা যায় না। তবে রামায়ণের সমাজ ও মহা ভারতের সমাজের তুলনায় মহাভারতের সমাজে ঐ আশক্তির প্রাবল্য যে বেশী তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তবে স্ত্রী জাতির মধ্যে সৎশিক্ষায় খুব বিস্তার দেখা যায়। এর পরে বৌদ্ধযুগের গোড়ায় বেজায় অবনতি। মিগাস্থিনিস্ বলেন, উচ্চ বর্ণের লোকেরা বাল্যকাল থেকে ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ন ও ব্রহ্মচর্য্য করে সংসারে এলেন। দাস দাসী রাখবার নিয়ম নেই বা তখনকার সন্ন্যাস নেবার প্রবল স্রোতে পড়ে তাদের সংখ্যা বড়ই কমে গেছল। কাজেই গৃহ কার্য্য চলাবার জন্যে ছেলে পুলে মানুষ করবার জন্যে দাসী হিসাবে তাঁরা ৫। ৭টা বিবাহ করতেন। আবার পাছে সৎশিক্ষা পেয়ে মেয়েরা স্বাধীন উচ্চ ভাবাপন্ন হয় ঘরের দাসীবৃত্তি না করতে চায় তাই মূর্খ করে রাখা হোত। কোথায় গার্গী সীতা, দ্রৌপদী, কোথায় দাসী! এর উপর যুগে রাজারা মেয়ে মানুষ বডিগার্ড রখিতেন! আর রাণী ওবাঁদী অগুন্তি! এই ভীষণ প্রথা আজও প্রচলিত আছে। বেশী জোর প্রচলিত কেবল রাজাদের মেয়ে বডিগার্ড নেই। ঐ সমস্ত উপভোগের দাসী বাঁদী থেকে বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাজার অধীনে এক একটা দাস জাতি গঠিত করেছেন। তাদের ক্রীতদাসের অপেক্ষাও অবস্থা ভীষণ।

কিন্তু আধুনিক সমাজে সাধারণতঃ অনেক ভাল। অন্ন কষ্টেই হোক বা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবেই হোক বাল্য ও বহু বিবাহ জনসাধারণের মধ্যে প্রায় উঠে গেছে। তবে এখন যে খবরের কাগজে ও সভা সমিতি কোরে বিবাহ সম্বন্ধে চেঁচামেচি শুনি তা কেবল পাত্র পক্ষের অতিরিক্ত পণ চাওয়ার বিরুদ্ধে। সমাজ হিতৈষী নেতারা ভাবেন বুঝি কন্যা ভারগ্রস্তকে দায়মুক্ত করলে সামাজিক ব্যাধির উপশম করা হবে। কিন্তু এখানে যে সেই দয়ার আধার সমাজ হিতৈষীগণের মধ্যে একটু লাস্ত গবেষণা আছে তা দেখতে পান না। তাঁরা মনে করেন পাত্রের পক্ষই ব্যাধিগ্রস্ত পিতা মহলে সকল চেষ্টা বিফল দেখে চিন্তাশীল কোন কোন পত্রিকা সম্পাদক পাত্র বা অবিবাহিত স্বদেশ প্রিয় যুবকদের ঘাড়ে বাপাৎ আক্রমণ করেছেন, তাদের মহা স্বার্থপর বলেছেন। আসল কথা উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে দিয়েই এই ব্যাপার। আমরা আর্য্য জাতি ঋষি কুলোদ্ভব। সেই বৈদিক যুগেও সালঙ্কৃতা কন্যা দানের প্রথা প্রচলিত কেবল বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে এই প্রথার বিপর্য্যয় দেখা যায় আর ইতর জাতির মধ্যেও কতকগুলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ে কিনে আনার প্রথা দেখা যায়। কিন্তু যাহা হোক প্রকৃত কথা কন্যা পক্ষই নিপীড়িত যেখানে পণ দিতে হয়। অতএব পণটাই ব্যাধি। কিন্তু এমন কি কেউ নেই যিনি কন্যার পণ দেব না তাতে মেয়ে বে হোক আর নাই হোক ভাবেন? সে শক্তির উদয় হয় না কারণ মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ে। আমাদের মতে এইখানে প্রকৃত ব্যাধি। অবিবাহিত মেয়ে সমাজের ভয়ানক। বয়স্থা কন্যা রিপুর তাড়নায় পরাজিতা যদি হন! ভীষণ আশঙ্কা তাই দেশ জুড়ে কেউ কন্যা অবিবাহিত রাখবার ভরসাটি করেন না। এমন দুর্ব্বল জাতের কখন ভাল হয়? এই দৌর্ব্বল্য কি সামান্য? নারী মূর্ত্তিতে মাতৃ ভগবানে পূজা অর্চ্চনা করতে ত্রিভুবনে যে জাতি অগ্রগণ্য যে জাতি পার্ব্বতী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, এমন অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ কন্যার শ্রীপাদযুগে রক্তজবা-পদ্ম দিয়ে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পূজা কোরে, রমণীকুলের প্রকৃত মর্য্যাদা সমগ্র জগতকে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে দেবে, যে জাতির মন্ত্রদ্রষ্টা মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা চৈৎ চৈৎ বলেছেন কন্যা চ

পুত্রবৎ পালনীয়া,. সেই জাতির এই হীন ধর্ম্মবিরোচিৎ ভাব। যদি এই ভাব আকুমারিকা হিমানীব্যাপী হয়, তবে সমস্ত জাতিটার পুণ্যভূমি, আর্য্যভূমি, লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ ঋষি বিহারত, পৃথিবীর কিরীট স্বরূপ ভারতভূমে তাদের স্থান নেই, নিশ্চিত আছে ঐ কাল সমুদ্র গর্ভে! ধিক্ সে জাতিকে যে জাতি পিতা মাতার পার্ব্বতাস্বরূপিনী অনূঢ়া কন্যাকুলের উপর এরূপ হীন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সতত নিক্ষেপ করে। আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা শক্তি যেন জাতটাকে ছেড়ে গেছে! ঐ সন্দিগ্ধ ভাব যে প্রতিনিয়ত আমাদের উত্তর পুরুষদের উপর শাপে পরিণত হচ্ছে তাহা একবার মনে উদয় হয় না। ঐ চিন্তার ফলে ঐ সন্দেহের পেষনিতে যে নারীকুলের কতই অপকার হচ্ছে তা বলা যায় না।

যাহা হোক যখন বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ বিদূরিত হয়েছে, তখন আশা আছে। ওগুলো যেমন কেউ সভা সমিতি করে তাড়াতে পারে নি তেমনি সভাসমিতি করে কন্যাপক্ষের বিবাহের খরচা কমালে আবার সেই বহু ও বাল্য বিবাহের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা, কারণ স্ত্রীজাতির সৎশিক্ষা জাতীয় ভাবে শিক্ষার বিস্তৃতি আজও হয় নি। অতএব সেই মন্বাদি ঋষি বাক্য স্মরণ কোরে, নারী জাতির পবিত্রতা স্মরণ কোরে সকলে পুত্রের সৎশিক্ষার জন্যে যেমন মনোযোগী তদ্রূপ কন্যার জন্যেই সর্ব্বান্তঃকরণে হওয়া চাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকায় কন্যা যতদিন না পাত্রস্থ করবার উপযুক্ত হয় ততদিন তাহাদের কোন সামাজিক, বিবহাদি, কার্য্যের উপলক্ষে কোথাও নিমন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হয় না, নবেল নাটক প্রভৃতি রিপুউত্তেজক পুস্তক পাঠ দূরের কথা এমন কোন কথাই তাদের সাক্ষাতে বলা হয় না যাহার দ্বারা নরনারীর প্রাকৃতিক সম্বন্ধ বুঝায়। আর আমরা কি করি বালক বালিকাদের ঘুম পাড়াই "খোকন বাবুর বিয়ে হবে হট্ট মালার দেশে,তারা গাই বলদে চষে।" আর বেশী বলে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা চলে না, সমস্ত ভেবে দেখ আমরা সৎশিক্ষার বদলে কতই কুশিক্ষা দিয়ে থাকি। আর এই কুশিক্ষা দিই বোলে মনে স্থান দিই না যে আমার মেয়েটী অবিবাহিত থাকলে তার বালিকাবৎ পবিত্র ভাব বজায় থাকিবে, যে মেয়ে যে ৮।৯ বৎসর হলেই সবজান্তা হয় তাকে আটকে রাখে কে ? বাবাঠাকুরের গরদ এইখানে, মনের অগোচর ত পাপ নেই তা মেয়ের বে না দিয়ে করেন কি ? পাঠক মশাই সমাজের ঘাড়ে পড়ে দোষ দেওয়া ভাল নয় সেটা অতি নির্ব্বোধের কাজ, সমাজ এক দিনে গড়ে না বিশেষ আমাদের সমাজ, কত হাজার বৎসর ধরে এই দাঁড়িয়েছে। রোগ এক কথায় সারিবার নয়। এখন প্রকৃত সমাজ সংস্করণ সমষ্টির কাজ নয় ব্যষ্টির কাজ আপনার আপনার আশে পাশে খোঁজ সাজ খুঁজে পেতে ঝেড়ে ধুয়ে মুছে গঙ্গাজল দিয়ে সাঁজ সকাল সাধের নাম কোরে সংসারটা পবিত্র করে নিতে হবে, আর তার সঙ্গে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা ও ধর্ম্ম অর্থহীন কার্য্যে সংসারের প্রত্যেককে করাতে হবে এবং আদর্শ দেখিয়ে অপরদেরও করাতে হবে—উপায় এই নান্য পন্থা।

শ্রীমনক

শিশু চিকিৎসা।

শিশুগণের রোগ পরীক্ষা।

পরিণত বয়স্কগণের চিকিৎসা অপেক্ষা, শিশুগণকে চিকিৎসা করা অতিশয় কঠিন বিষয় ; কারণ এই লোকদিগের বিষয়ে রোগীর পূর্ণ ইতিহাস ও লক্ষণাবলী জানিতে পারা যায় না। শিশু তাহার কষ্টসকল কিছুই জ্ঞাপন করিতে পারে না, একারণ তৎসমুদয়ই বাহ্যিক লক্ষণ সমুদয় হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। সংসারাভিজ্ঞ মাতা এবং বিচক্ষণ চিকিৎসকগণই কেবল লক্ষণ দ্বারা নিমেষ মধ্যেই এই সমুদয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। কখন কখন অতি সাংঘাতিক অবস্থাও একটী সামান্য লক্ষণে প্রকাশিত হইয়া থাকে জানিবে। সাধারণের এবং প্রথম শিক্ষার্থী-গণের সুবিধার জন্য, নিম্নে এমন কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করিয়া দেওয়া গেল, যাহা দ্বারা অনায়াসেই শিশু সুস্থ কি অসুস্থ জানিতে পারা যাইবে ; এই সময়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই অধিকাংশ স্থলে পীড়া অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারিবে যথা :—সাধারণ আকৃতি কোন প্রকার নূতন বা অস্বাভাবিক প্রকৃতি, আরক্ত অথবা মলিন আভা, ওষ্ঠের শ্বেত অথবা কালচেনীল বর্ণ ত্বকের অস্বাভাবিক শুষ্কতা বা আর্দ্রতা অথবা অসমান ঘর্ম্ম—কেবল মাত্র মস্তক ও কপোলদেশে, অস্থির, অথবা যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভাব, খাঁৎ খাঁৎ করা চম্‌কাইয়া উঠা, মাংসপেশীর মোচড়ান ভাব, ধড় ফড়্ সড়্ করা সজোরে নিশ্বাস পড়া, শূন্য মুখে তাকাইয়া থাকা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে শিশুর শরীর সুস্থ নহে। নাড়ী :—২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ২ বৎসরের পর ১০০র অধিক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ৭০ বার মাত্র স্পন্দিত হইতেও দেখা গিয়াছে।

ইহার অধিক কম বেশী হইলেই পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শিশু জীবনে নাড়ীর গতি ৪০।৫০ নির্দ্দিষ্ট হইলেই, কোন কঠিন পীড়া জ্ঞাপন করিতেছে জানিবে; যদি কোন শিশুকে জ্বরভাবাক্রান্ত ও অসুস্থ বোধ হওয়ায়, তাহার নাড়ী ১২০ বা ততোধিক হয়, তবে জানিবে কোন প্রকার আহারের গোলমাল বশতঃ উহা হইয়াছে; অপরন্তু ঐরূপ লক্ষণে যদি তাহার নাড়ীর গতি ৪০।৫০ মাত্র হয়, তবে শিশু কোন সঙ্কট পীড়াক্রান্ত, যথা—টুবারকুলার মেনিঞ্জাইটিস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্বাসপ্রশ্বাসঃ—শৈশবে প্রতি মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা ৩৫ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ২ বৎসরের অনধিক বয়স্কগণের সাধারণতঃ মিনিটে প্রায় ৪০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে দেখা যায়। ২ বৎসরের অধিক বয়সে শিশুগণের, নিদ্রাকালে প্রায় ১৮ ও জাগরিতাবস্থায় ২০।২৫ বার শ্বাসপ্রশ্বাস (প্রতি মিনিটে) বহিয়া থাকে। এক বৎসরের অনধিক বয়সে, উহা প্রতি মিনিটে সাধারণতঃ ৪০।৫০ বার হইয়া থাকে। আস্যের প্রকৃতিঃ—আস্যের ঊর্দ্ধভাগ প্রধানতঃ মাস্তক পীড়াতেই আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহার লক্ষণঃ—কপালদেশ কুঞ্চিত ঘূর্ণিত, স্থির অথবা শূন্যদৃষ্টিযুক্ত নয়ন। হৃৎ ও ফুসফুস আক্রান্তিতে, আস্যের মধ্যভাগ আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—তীক্ষ্ণ, স্ফীত এবং সচল নাসাপুট ও মুখ গহ্বরের চতুর্দ্দিকে একটী নীলাভ বৃত্তাকৃতি এবং অক্ষি-নিম্নে কাল দাগ। কোষ্ঠ সম্বন্ধীয় গোলযোগে, আস্যের নিম্নভাগ আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কপোলদেশের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, রক্তবিহীন (pale) বা আরক্ত হইয়া থাকে। উহা বসিয়া যাওয়া অথবা চুপসাইয়া যাওয়া বোধ হয় এবং মুখগহ্বর যেন এক পার্শ্বে ঝুলিয়া গিয়াছে বোধ হয়। ওষ্ঠদ্বয় কালাচে-নীল অথবা মলিন দেখা যায়। অক্ষিতারার অস্বাভাবিক সঙ্কোচন অথবা বিস্তারণ দেখিতে পাইলে স্নায়বীয় গোলমাল ঘটিয়াছে বুঝিবে। অঙ্গ সঞ্চালন—সময়ে সময়ে শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন দেখিয়া অনেক পীড়া সাব্যস্ত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক পীড়ায়, শিশু নিজ হস্ত মস্তকে দিতে থাকে, কর্ণ টানিতে থাকে, বালিশে মস্তক চালনা এবং শূন্যে হাত নাড়িতে থাকে। ঔদরিক পীড়ায়, তাহার পদদ্বয় গুটাইত, আস্য যন্ত্রণাব্যঞ্জক, কপোলদেশ নিমজ্জিত এবং শয্যাস্তরণ্য টানিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসযন্ত্রীয় গোলযোগ হেতু, শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা উপস্থিত হইলে, শিশু গলা খামচাইতে অথবা মুখগহ্বরে হস্তার্পণ করিতে থাকে, দেখিতে পাইবে। ক্রন্দনঃ—নিউমোনিয়া অথবা ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটীস পীড়ায়, শিশুর ক্রন্দন কষ্টে নিঃসৃত এবং শ্বাসবদ্ধবৎ এবং বোধ হয় যেন পরবর্ত্তী কোন গৃহ হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে। ক্রুপ্ রোগে ইহার স্বর ভঙ্গ এবং কুক্কুট শব্দবৎ শ্বাসপ্রশ্বাস সহ নির্গত হয়। মস্তিষ্ক পীড়ায়, বিশেষতঃ মস্তকে জল সঞ্চয় হইলে এই ক্রন্দন তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম এবং ক্ষীণ ও শিশুর শুকাইয়া যাওয়া রোগে এই ক্রন্দন খাঁৎ খেঁতে ও ফুঁপান ফুঁপান হইয়া থাকে। অধিকক্ষণ স্থায়ী ক্রন্দন, যাহা হইতে শিশুকে কোন মতে থামাইতে পারা যায় না, প্রায়ই কাণ কামড়ানি অথবা ক্ষুধা হেতু উদ্ভুত হয়। একগুঁয়ে ক্রন্দন সহ সামান্য শুষ্ক কাসি বর্ত্তমান থাকিলে ফুসফুস্ প্রদাহ বুঝিয়া লইবে। হঠাৎ শিশুকে নাড়াইলে অথবা কাসি তীক্ষ্ণ চীৎকার করা ক্রন্দন শুনা যাইলে সাধারণতঃ ফুসফুস্ বেষ্ট প্রদাহ হইয়াছে জানিবে। কোষ্ঠত্যাগ সময়ে, শিশু মোচড়াইয়া যখন ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন উহা আন্ত্রিক পীড়া হেতু উদ্ভুত জানিবে। পাকাশয়িক অথবা আন্ত্রিক গোলযোগ হেতুই প্রধানতঃ শিশু কোঁকাইয়া থাকে। ৩।৪ মাসের অনধিক বয়সে, শিশুর সাধারণতঃ, অশ্রু হইতে জল পতিত হয় না। কোন কোন গ্রন্থকার বলিয়া থাকেন যে, ৭ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুগণের অশ্রুজল পতিত হওয়া শুভ লক্ষণ এবং উহা না হওয়া অশুভ লক্ষণ।

অবস্থানঃ—শিশু যখন শয়ন ভাবে থাকিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে পারে না এবং উঠিবার অথবা উঠাইয়া দণ্ডায়মান ভাবে রাখিবার আকাঙ্ক্ষা দেখায়, তখন শ্বাসযন্ত্রের কোন পীড়া হইয়াছে বুঝিবে। যদি শিশু সজোরে পদদ্বয় গুটাইয়া এবং হস্তদ্বয় বক্ষের নিকটে বা বক্ষের উপর রাখিয়া, এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন কঠিন মাস্তক পীড়া হইয়াছে জানিতে হইবে। চক্ষুঃ—তরুণ পীড়ায় অকস্মাৎ টেরা দৃষ্টি দেখিতে পাইলে, উহা স্নায়বীয় বিধানের উপদাহ হেতু উদ্ভুত কঠিন লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহা কন্‌ভাল্‌শন এর সহ সংঘটিত হইতে পারে এবং উহা হইতে শিশুর আরোগ্যের পরেও ঐভাব থাকিতে পারে। টুবারকুলার মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে, শিশুর যখন আড় চক্ষু হয়, তখনই বুঝিবে উহা সম্ভবতঃ মারা যাইবে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে অক্ষিতারা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। স্নায়বীয় বিধানের পীড়ায় অক্ষিতারা বৃহৎ হয় এবং আলোকে অসহ্য দৃষ্টি হয় না। তরুণ পীড়ায় যদি একটি অক্ষিতারা সঙ্কুচিত এবং অন্যটি

প্রসারিত দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা অতি মন্দ লক্ষণ জানিবে। ইহা কখন কখন অন্ত্রমধ্যে কৃমি হেতু উদ্ভূত হইয়া থাকে। জিহ্বা :—স্থানে স্থানে শ্বেত চাপ সহ, ফাটা ফাটা জিহ্বা, অজীর্ণতা এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় উপদাহ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। শ্বেতলেপ জিহ্বায় দেখা যাইলে, সাধারণতঃ জ্বর এবং হরিদ্রালোপে পাকাশয় ও যকৃতের গোলযোগ, অনুমান করিয়া লইবে। আন্ত্রিকজ্বর বা টাইফয়েড অবস্থায় জিহ্বায় বাদামী বর্ণের চিহ্ন দেখা গিয়া থাকে। আরক্ত এবং শুষ্ক জিহ্বা দেখিতে পাইলে, মুখগহ্বর, পাকাশয় এবং অন্ত্রের প্রদাহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পাটল বর্ণের জিহ্বা, জ্বর এবং স্ফোটের সহ দেখা যাইলে আরক্ত জ্বর হইয়াছে বুঝিবে। কাচের ন্যায় জিহ্বা অজীর্ণতার লক্ষণ। শিশু যখন কাঁদিতে থাকে, তখনই তাহার জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায়; অথবা তাহাদের ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান করিলেই, তাহারা জিহ্বা বহির্গত করিয়া থাকে, তখন জিহ্বা পরীক্ষা করিতে হয়। কোষ্ঠ :—শিশুর মল হরিদ্রা বর্ণের এবং দিবসে অন্ততঃ ৩।৪ বার ত্যজিত হওয়া উচিত। মলের সহ ছানা ছানা ভাব দেখা যাইলে পরিপাক সম্পূর্ণ হইতেছে না বুঝিতে হইবে এবং এই সময়েই যদি উহার প্রতিকার না করা হয়, তাহা হইলেই উদরাময় বা রক্তামাশয় দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। বর্দ্ধন :—প্রথম বৎসরে শিশু ৬।৭ ইঞ্চ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত; শিশু ৪র্থ বৎসর হইতে চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে ২ ইঞ্চ পরিমাণ লম্বায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৬ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১½ ইঞ্চ ও তৎপরে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বৎসরে এক ইঞ্চ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্রমিক বর্দ্ধিত হওয়ায় বিলম্ব ঘটিলে, কোন প্রকার অস্থিপীড়া, রিকেট অথবা রুগ্নতা, হইয়াছে বুঝিবে। বাল্য এবং যৌবনের অধিকাংশ পীড়াতেই দেহের বর্দ্ধন দ্রুতগামী করিয়া থাকে এবং সেই হেতু সাধারণে বলিয়া থাকে যে, সত্বর বর্দ্ধিত হওয়াতেই পীড়া জন্মিয়াছে; কিন্তু এই ধারণাটী সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া জানিবে, পীড়ার জন্যই অতি সত্বর বর্দ্ধন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে। এক বৎসরের হইলেই শিশুর বিনা সাহায্যে হাঁটিতে সমর্থ হওয়া উচিৎ; যখন শিশু হাঁটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার হস্ত পদাদির সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায় যে, শিশু খোঁড়াইয়া, ডিঙ্গি মারিয়া চলিতেছে এবং জানু সন্ধিতে হস্তার্পণ করিলে বেদনা জানাইয়া থাকে, তাহা হইলে হিপ্ ডিজিসের সূত্রপাত হইতেছে বুঝিবে। সাধারণতঃ শিশু ৬।৮ সপ্তাহের না হইলে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না এবং ৪।৫ মাসের না হইলে সোজা হইয়া বসিতে পারে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র।

মানে মানে।

(বৌদ্ধ জাতক)

শৃগালের ধ্বনি বোঝা যায় তবু পাখীর কলস্বর,
ভাষা আছে তবু মানুষের কথা বোঝাই কঠিনতর!
যারে জানি প্রিয় কিবা আত্মীয় তাহারাই দেয় ক্লেশ,
সখা পলায় শত্রুতা আসে ঘৃণা রহে অবশেষ।
মন যে পেয়েছে দূরে থাকিলেও সে আছে তোমারি কাছে,
একঘরে থেকে মন যে জানেনা অনেক দূরে সে আছে;
অধিক দিনের ঘনিষ্ঠতায়, শুনি, শত্রুতা আনে,
তাই, বন্ধুতা অটুট থাকিতে থেকে চাই মানে মানে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আর্য্য-জাতক।

সংজ্ঞা-প্রকরণ।

পৃথিবী-পরিবেষ্টন সময়ে সূর্য্য যে কল্পিত বাৎসরিক পথ (ক্রান্তি বৃত্ত) পরিভ্রমণ করে, তাহার নাম রাশিচক্র। এই রাশিচক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। আকাশমণ্ডলে যে রাশি রাশি তারকা-পুঞ্জ দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারা রাশিচক্রের প্রত্যেক ভাগের এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করা হয় এবং তদনুসারে সেই ভাগ সেই রাশি বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। তারকা-পুঞ্জের যে অংশে মেষসদৃশ মূর্ত্তি কল্পনা করা হয়, তাহাকে মেষরাশি, তদ্রূপ যে যে অংশে বৃষ প্রভৃতি মূর্ত্তি কল্পিত হয় সেই সেই অংশ বৃষ প্রভৃতি রাশি বলিয়া অভিহিত হয়। এই দ্বাদশ রাশির নাম যথাক্রমে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

পূর্ব্বোক্ত অচল তারকাপুঞ্জ আবার সপ্ত বিংশতি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহার এক একটী ভাগকে এক একটী 'নক্ষত্র' বলা হয়। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে —১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিণী ৫। মৃগশিরা, ৬। আর্দ্রা, ৭। পুনর্ব্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্ব্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতী, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা,

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া, ২২। শ্রবণা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬। উত্তর-ভাদ্রপদ, ২৭। রেবতী। আবার এই নক্ষত্র সমূহের প্রত্যেকটী চারি ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক ভাগকে পাদ বা চরণ কহে। দ্বাদশ রাশি কল্পিত রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত রাশিচক্র আবার সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে বিভক্ত থাকায়, মেষাদি দ্বাদশ রাশির প্রত্যেক রাশিই সওয়া দুইনক্ষত্রে অর্থাৎ দুইটী সম্পূর্ণ নক্ষত্র ও একটী নক্ষত্রের এক ভাগ সর্ব্বসমেত নয় ভাগ লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। অশ্বিনী ও ভরণী সম্পূর্ণ এবং কৃত্তিকার এক ভাগ মেষ রাশি; কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিন ভাগ, রোহিণী সম্পূর্ণ ও মৃগশিরার প্রথম দুই ভাগে বৃষরাশি। এইরূপ নিয়মানুসারে মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশি, নিরূপিত হয়।

এই দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ পুরুষ এবং বিষম রাশি, অবশিষ্ট সমুদায় স্ত্রী ও সম রাশি। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চর সংজ্ঞক, সিংহ বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থির সংজ্ঞক এবং মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন দ্ব্যাত্মক সংজ্ঞক।

আর্য্য জ্যোতিষীগণের মতে গ্রহ নয়টী, যথা;—রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রাহু ও কেতু। প্রকৃত পক্ষে রাহু ও কেতু গ্রহ নহে, উহারা চন্দ্রের গমনীয় মার্গ ও পৃথিবীর গমনীয় মার্গের সংযোগস্থল। উক্ত গমনীয় মার্গের, সংযোগস্থলের উত্তরদিকের পাতকে রাহু এবং দক্ষিণদিকের পাতকে কেতু কহে।

নবগ্রহের মধ্যে মঙ্গল, শনি, রবি, রাহু ও কেতু পাপগ্রহ; বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র শুভগ্রহ। কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বুধ এবং কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পাপগ্রহ বলিয়া সূচিত হয়।

মঙ্গল, রবি ও বৃহস্পতি পুরুষগ্রহ। চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীগ্রহ এবং বুধ ও শনি নপুংসক।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গ্রহদিগের নিম্নপ্রকার বর্ণাকারাদি বলিয়াছেন। জন্মকালে বলবান্ গ্রহানুসারে জাতব্যক্তির মূর্ত্তি প্রভৃতি উক্তরূপ গুণসম্পন্ন হয়। গ্রহগণ মিশ্রভাবে বলী হইলে ফলও মিশ্র হয়।

রবি—চতুরস্রশরীর, রক্তশ্যামবর্ণ, পিত্তপ্রকৃতি, সমশরীর, সত্ত্বগুণপ্রধান, অল্প-কেশ।

চন্দ্র—শ্বেতবর্ণ, সমশরীর, বাক্যচতুর, গোলাকার অঙ্গ, কফবায়ু প্রকৃতি, কভু কৃশ কভু স্থূল।

বুধ—দূর্ব্বাশ্যামবর্ণ, হাস্যপ্রিয়, অপেক্ষাকৃত কৃশ ও দীর্ঘাবয়ব, পিত্তবায়ু প্রকৃতি।

শুক্র—শ্যামবর্ণ, বলবান, সুন্দরকান্তি, অপেক্ষাকৃত স্থূলতর ও খর্ব্বাবয়ব, রজোগুণাবিশিষ্ট।

মঙ্গল—লাল নেত্র, পাটলবর্ণ শরীর, পিত্তপ্রকৃতি, চঞ্চল, কামুক, কৃশ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ, তমোগুণবিশিষ্ট।

বৃহস্পতি—দীর্ঘোদর, স্থূলতর ও পূর্ণাবয়ব, গম্ভীর প্রকৃতি, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি, সত্ত্বগুণী, কফপ্রকৃতি, গৌরবর্ণ।

শনি—দুষ্টস্বভাব, কৃশশরীর, তমোগুণপ্রধান; দন্ত-রোগবিশিষ্ট, বাতপ্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ।

রব্যাদি গ্রহসকল পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী রাশির অধিপতি বলিয়া কথিত আছে; তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক রাশিতে কোন না কোন গ্রহের বলবৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ঐ রাশি ঐগ্রহের ক্ষেত্র বা গৃহ বলিয়া অভিহিত হয়। মঙ্গলের স্বক্ষেত্র মেষ ও বৃশ্চিক রাশি; শুক্রের বৃষ ও তুলা, বুধের মিথুন ও কন্যা, চন্দ্রের কর্কট, রবির সিংহ, বৃহস্পতির ধনু ও মীন, এবং শনির মকর ও কুম্ভস্বক্ষেত্র।

কোন কোন রাশিতে আবার কোন কোন গ্রহকে অপেক্ষাকৃত বলবান্ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রাশিকে সেই গ্রহের মূল ত্রিকোণ অথবা আনন্দ নিকেতন কহে। রবির সিংহ রাশি, চন্দ্রের বৃষ, বুধের কন্যা, মঙ্গলের মেষ, শুক্রের তুলা, শনির কুম্ভ, বৃহস্পতির ধনু, রাহুর কুম্ভ ও কেতুর সিংহরাশি মূল ত্রিকোণ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন রাশিতে কোন কোন গ্রহকে অত্যন্ত বলবান বা একেবারে হীনবল দৃষ্ট হয়। যে স্থানে অত্যন্ত বলবান দৃষ্ট হয় সেই রাশিকে উক্ত গ্রহের উচ্চ রাশি এবং যে স্থানে হীনবল সেই স্থান উক্তগ্রহের নীচস্থান বলিয়া কথিত হয়। মেষরাশি রবির উচ্চস্থান; বৃষরাশি চন্দ্রের, মকর মঙ্গলের, কুম্ভ বুধের * কর্কট বৃহস্পতির, মীন শুক্রের, তুলা শনির, ধনু কেতুর এবং মিথুন রাহুর উচ্চস্থান। প্রত্যেক গ্রহের ক্ষেত্র, মূল ত্রিকোণ বা উচ্চ স্থান হইতে সপ্তম রাশি তাহার নীচ স্থান, কিন্তু সাধারণতঃ উচ্চস্থান হইতে সপ্তম রাশি তাহার নীচস্থান বলিয়া পরিগণিত। যেমন তুলারাশি শনির উচ্চস্থান, ঐ রাশি হইতে সপ্তম স্থান মেষ রাশি, ইহাই শনির নীচস্থান; অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর।

সুপ্রসিদ্ধ লিনসিড তৈল

হাঁসমার্কা

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল উজ্জ্বল থাকে এবং কাঠকে খারাপ কিম্বা নষ্ট হইতে দেয় না। গৃহস্বামী দিগকে রংয়ের কার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়ে অকৃত্রিম লিনসিড তৈল ব্যবহার না করিয়া পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিশুদ্ধ তৈলই রংয়ের জীবন। এই তৈল প্রস্তুত করিতে কেবল মাত্র তিসি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। এই কারণ ইহাতে আবরক পদার্থ (gummy matter) প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাতে রংএ কখন ফোস্কা কিম্বা চটা উঠে না। সকল রংয়ের দোকানে এবং আমাদের অফিসে লিখিলেই পাইবেন।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

৮ নং ক্লাইভ রো।

কিলবরণ কোম্পানীর।

সীলেট চুণ

ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে।

মফঃস্বল বাসী অনেকেরই সীলেট চুণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা আনয়ন করা সুবিধা জনক নয় মনে করিয়া অপর চুণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অর্ডার পাইলেই গ্রাহক গণের সুবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়া রেল কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই এবং যাহারা নৌকা করিয়া চুণ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদের কারখানায় নচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকটবর্ত্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চুণ ইমারতের যাবতীয় কার্য্যে বিশেষতঃ ছাতের কার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

কিলবরণ এণ্ড কোং

এজেণ্টস্,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি।

নূতন আবিষ্কৃত, বিশেষ পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ।

রক্তদুষ্টি, পারদদোষ, উপদংশ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক, ভগ্নস্বাস্থ্য সংস্থাপক, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক, সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার্য্য, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদীয় মহাকষায়

স্বর্ন-ঘটিত মহাদেব-সালসা

সর্ব্ব-রোগ-নাশক ৪২টী ভৈষজ্যের সহিত স্বর্ণ সংমিশ্রণে এই মহাকষায় প্রস্তুত। এই মহাকষায় যেরূপ রক্তদুষ্টিনাশক সেইরূপ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক। ইহাকে এক কথায়—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক (General Tonic) বলা যায়।

উপদংশ, রক্তদুষ্টি, পারদদুষ্টি, যকৃতদোষ (Torpid Lever) প্রভৃতিতে ইহা অমৃততুল্য, সাধারণ স্বাস্থ্যে ইহা সেবনে প্রত্যহ দুইবার কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি, যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধন, শরীরের ক্লেদ নিঃসরণ করিয়া, শরীরের কান্তি পুষ্টি ও বর্দ্ধিত করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

প্রমেহান্তক সুধা ও বটীকা।

সর্ব্ব প্রকার ঔপসর্গিক মেহ (Gonorhoea) জ্বালা, যন্ত্রণা, সপূয ধাতুনির্গম প্রভৃতি ৭ মাত্রা ব্যবহারে নিবৃত্তি হয় ও সপ্তাহে আরোগ্য হয়। সুধা ও বটিকা একত্রে ১।০ একটাকা চারি আনা।

স্বর্ণঘটিত মহাদেব রসায়ন, অনঙ্গ বটিকা, অনঙ্গ তৈল।—ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতির মহৌষধ একত্রে মূল্য ২।০ দুই টাকা আট আনা।

সর্ব্বজ্বরঘ্ন বটিকা।—সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ, বিনা কুইনাইনে অল্প আরোগ্য হয়। ৪২ বটিপূর্ণ কৌটা ॥৵০ দশ আনা।

সমিতির কবিরাজবৃন্দের আবিষ্কৃত সর্ব্বরোগের মহৌষধ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত তালিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

রোগ বিবরণ লিখিলে সমিতির কবিরাজ বৃন্দের অব্যর্থ ব্যবস্থা বিনামূল্যে পাঠান যায় সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় পাচনের তরল সার প্রস্তুত হয়।

শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র—ম্যানেজার।

কার্য্যালয় ও ঔষধালয়—১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমর সুধা।

অমর-সুধা সকল রকম নূতন পুরাতন জ্বর, কুইনাইন আটকান জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, পিত্তশূল এবং আমবাতের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। অনেক দুরারোগ্য রোগী অমর-সুধা পানকরিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছে।

নিয়মিতরূপ অল্পমাত্রায় অমর সুধা ব্যবহার করিলে শরীর পুষ্ট ও সবল হয়। এবং ম্যালেরিয়া-বীজ নষ্ট করে। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক ঔষধ আছে। বিশেষ খবর ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য।

আমরা দুশ্চিকিৎস্য রোগী পাইলে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া থাকি। সবিশেষ সংবাদ জানিতে চাহিলে আমাদের ঔষধালয়ে অনুসন্ধান করিবেন। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে সমাগত রোগীদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মূল্য—বড় বোতল (২৪ আউন্স) ১৲ টাকা। ছোট বোতল (১২ আউন্স) ৷৷৵৹ আনা। শিশি—(৬ আউন্স) ।৵৹ আনা। রেল কি ষ্টিমারে ঔষধ লইলে সুবিধা। ডাকে লইলে প্রতি বোতলে ৷৷৵৹ আনা মাশুল লাগে।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেন কবিভূষণ।

অমরসুধা ঔষধালয়।—৩০।৫ হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।)

পুংশক্তি তৈল।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা বা যে কোন কারণে পুংশক্তির অভাবে ইন্দ্রিয়ে পুংশক্তি তৈল মর্দ্দন করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখাযায়। ইন্দ্রিয়শক্তিহীন অনেক হতাশ যুবক এই অব্যর্থ তৈল মালিশ অভাবনীয় ফল পাইয়া আমাদিগকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন যে, আপনার পুংশক্তি তৈল বাস্তবিকই নিজনামের গুণ দেখাইয়াছে। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ তিশিশি ২৷৹

আমাদের ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অতি অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত করা হয়। যাঁহারা বিশুদ্ধ ঔষধ চান তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। অর্ডার পাইলে মফস্বলেও ঔষধ ভি পি তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে স্থানাভাবে নিম্নে দুই একটী মহাত্মার মত দেওয়া গেল।

* * * তাঁহার ঔষধ অতি বিশুদ্ধ এবং তিনি রোগীদিগকে অতি সতর্কতা ও যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন। * * *

কসবা ত্রিপুরা, { শ্রীশশি কুমার ঘোষ।
প্রথম মুন্সেফ

মায়াপুরি মেটেলের গহনা।

প্রকৃত স্বর্ণের গহনা পরাজিত।

এই ধাতুর গহনার রং প্রকৃত স্বর্ণের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী। বালা, অনন্ত, হার কড়ি নেকলেস, চুড়ি, কোমরের বিছা, ঘড়ির চেন, বোতাম, ব্রেসলেট প্রভৃতি সহস্র প্রকার নূতন ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত আছে। পত্র লিখিলে বৃহৎ ক্যাটলগ এবং ১৩১৬ সালের নূতন পঞ্জিকা বিনা মূল্যে পাঠাই। ক্যাটলগ লইয়া বড় বড় লোকের প্রশংসা পত্র দেখুন।

বন্দেমাতরম চুড়ি।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

লক্ষ জোড়া বিক্রয় হইয়াছে। ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র ও নেতৃগণ দ্বারা প্রশংসিত। বহু দিন গিনি স্বর্ণের ন্যায় রং থাকিবে। ৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ির সমতুল্য চির দিন ১৬৲ দরের স্বর্ণের রং থাকিবে। স্বর্ণ গহনার ন্যায় বহু দিন পরে বিক্রয় করিলেও আমরা এই চুড়ি সিকি মূল্যে কিনিয়া লইব। বিনা মূল্যে ক্যাটলগ লইয়া সমস্ত জ্ঞাত হউন। মূল্য মায়াপুরি মেটেলে প্রস্তুত ১ জোড়া ৪॥০, চাঁদি রৌপ্যে প্রস্তুত ৭৲ টাকা, চাঁদির উপর গিনির কলাই ৮৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০

বিনামূল্যে বিতরিত।

১৩১৬ সালের নূতন স্থূল পঞ্জিকা আমরা প্রত্যেক খরিদ্দারকে বিতরণ করিতেছি। এই পঞ্জিকা ১ খানি থাকিলে অন্য পঞ্জিকার আবশ্যক নাই। যে কোন জিনিষ খরিদ করিলেই পঞ্জিকা পাইবেন।

সকলে দিন থাকিতে সংগ্রহ করুন।

এইচ বেনার্জ্জি এণ্ড কোং

১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

INDIAN HARMONINA Co.

MANUFACTURER OF HARMONIUM

FACTORY—38, CREEK ROW, CALCUTTA

TRADE **HARMONINA** MARK.

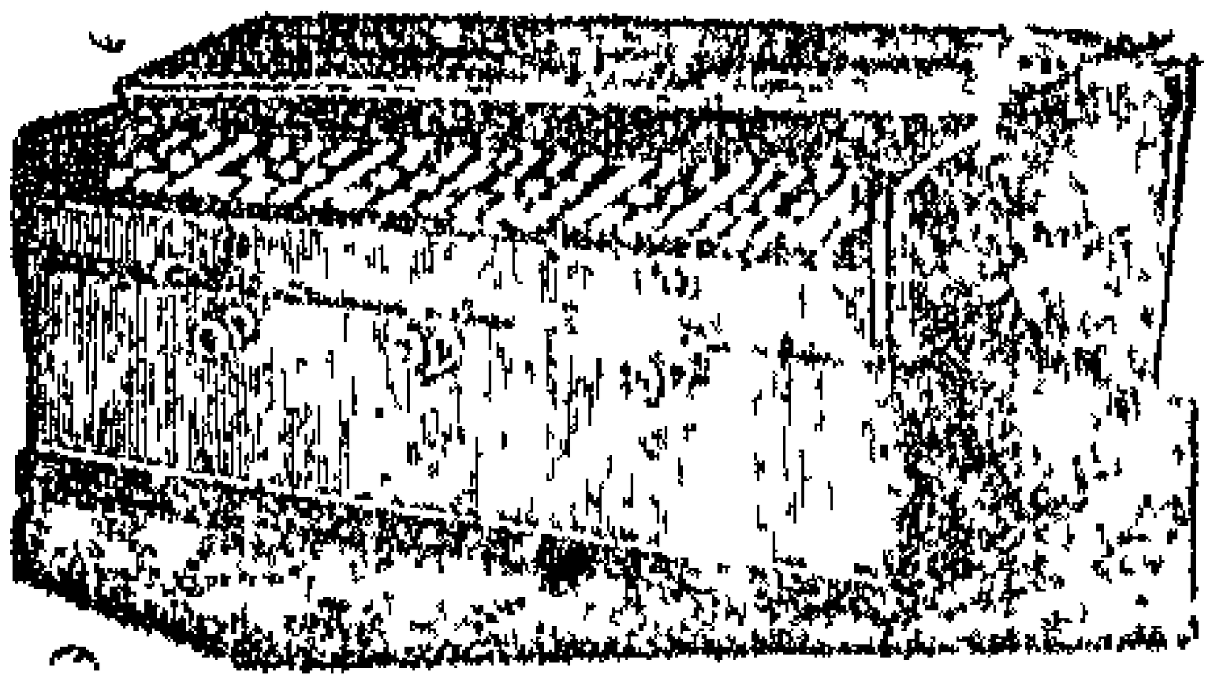

The Harmonia, specially constructed for the Indian climate, sweet and powerful tone, in strong box.

3, Octaves, C to C,	3 stops,	one set of reeds,	common ... Rs.	18 net,
Do.	do.	do.	ordinary	20 ,,
Do.	do.	do.	best	22 ,,
Do.	do.	do.	superior	24 ,,
Do.	do.	do.	extra superior	26 ,,
3, Octaves, C to C,	4 stops,	2 sets of reeds,	common ... ,,	28 ,,
Do.	do.	do.	ordinary ... ,,	30 ,,
Do.	do.	do.	best ... ,,	35 ,,
Do.	do.	do.	superior	40 to 45 ,,
Do.	do.	do.	extra superior	50 to 55 ,,

HARMONIUM TUTOR with a master by U. Roy, Re. 1 4.

Packing case, packing & forwarding Re. 1 12.

TERMS—cash in full with order.

Manager.—DWARKA NATH GHOSE,

The first Harmonium Manufacturer in India.

SOLE AGENTS:-

Messrs. DWARKIN & SON,

267, BOWBAZAR STREET,

CALCUTTA

নিভৃত বিলাপ কাব্য।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত।

উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপান, বাঁধাই সুন্দর সোমপ্রকাশ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২০নং সুকিয়াস লেন, কলিকাতা।

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

কলিকাতা, আম্বালা, মালদহ প্রভৃতি ১৯০৬।৭ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে রৌপ্যপদক ও উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত ও সর্ব্বজন প্রশংসিত—

দত্ত কোম্পানীর।

গঁদ—(ব্রাস ও মুখ সমেত) মূল্য	⁄১৫
পকেট পেনহোল্ডার—	⁄০
পারপেচুয়াল ষ্টিক পেষ্ট (ব্রাস ও মুখ সমেত)	।১০

পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। প্রত্যেক ষ্টেসনারী দোকানে ও ৪৮ নং ক্যাথিড্রাল মিশন লেন, কলিকাতা প্রাপ্তব্য। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলেও ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া থাকি।

বেট্‌স্ টীলেড, লৌহচাদর প্রভৃতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে কিনিবার আবশ্যক হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার

জি, সি, নন্দী এণ্ড কোম্পানীর

হার্ডওয়ার মার্চেন্ট, চাউল সওদাগর এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের অর্ডার সাপ্লায়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

ঠিকানা—৯৩।৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাগ্য পরীক্ষা।

আর্য্যঋষি প্রণীত অভ্রান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সাধারণের অনাস্থার কারণ এই যে তাঁহারা জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের নিকট অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ ফল মিলিতে দেখিতে পান না। এই জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত কি না ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য কিরলজিকেল সোসাইটির স্থাপনা হয়। বহু পরীক্ষা ও আলোচনায় দেখা যায় যে, আধুনিক জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের গণিত পদ্ধতি অশুদ্ধ সুতরাং ফলও তদ্রূপ হয়। যাহাতে এতদ্দেশে এই শাস্ত্রের পুনরায় প্রচার ও আদর হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কিরলজিকেল সোসাইটীতে জন্ম সময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জ্ঞাত করাইলে বিনা পারিশ্রমিকে জাতকের জীবনের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের ফল সমূহ বলিয়া দিতেছেন। এই কার্য্য তাঁহাদিগের ব্যবসা নয়। কেবলমাত্র ডাকখরচের নিমিত্ত এক আনার টিকিটসহ পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কিরলজিকেল সোসাইটি।

২১।১।১, নবাবী ওস্তাগরের লেন, কলিকাতা।

ঘোষ প্রেস।

এই প্রেসে যাবতীয় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ঠিক সময়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। একমাত্র সত্বাধিকারী শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

বিলাতিকেও হার মানাইয়াছে
দেশী এসেন্সের তো কথাই নাই।

সি. এম. বাগচির এক্জিবিসন হইতে গোল্ড মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপত্র সুবাসিনী তৈল প্রাপ্ত

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিনা, ব্যবহার করিয়া দেখুন। একবার ব্যবহার করিলে, আর ভুলিতে পারিবেন না।

"গোলাপ-গন্ধ" সুবাসিনী তৈল।

ইহার মনোহর মিষ্টগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক; ইহা তিল তৈলে প্রস্তুত বলিয়া মস্তিষ্ক শীতলকারী।

মূল্য ৩ আউন্স শিশি	৷৵৹	প্যাকিং /৹	ডাঃ মাঃ ।৹
৮ " "	১৵৹	" ৵৹	" ।৵৹
২৪ " "	৩৲	" ।৹	" ৸৹

স্বদেশী এসেন্স ও পারফিউমারি।

এসেন্স বোকে—বিলাতী এসেন্স কাশ্মীর বোকে হইতেও উৎকৃষ্ট ১।৹

ভিক্টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ বহু দিন স্থায়ী ১৲

নৈশ সুন্দরী—নানা জাতীয় পুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১।৹

কাশ্মীর কুসুম—নূতন ধরণের মনোহর গন্ধ ৸৹

হোয়াইটরোজ— সুমিষ্ট গোলাপ গন্ধ ৸৹

ডামস্কস্‌রোজ— ডামস্কস্‌ দেশীয় গোলাপের গন্ধ ৸৹

এসেন্স্‌ রজনীগন্ধা— সদ্য প্রস্ফুটিত; রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ ৸৹

বকুল—স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ বড় শিশি ৸৹ ও ৷৵৹
ছোট শিশি ।৵৹

খস্‌—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুক্ষণ স্থায়ী ৸৹

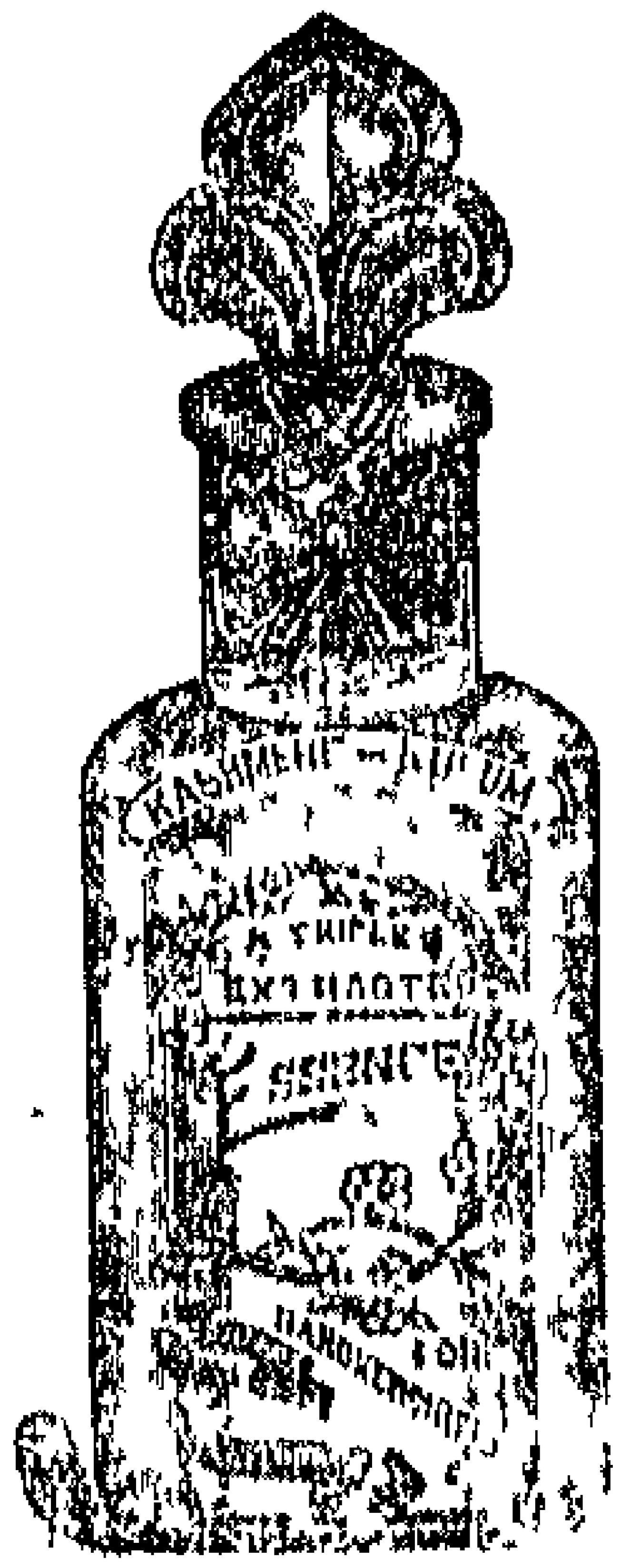

কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী পুষ্পের গন্ধ ৸৹

গন্ধরাজ—প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ পুষ্পের স্থায়ী গন্ধ ৸৹

চেরি—চেরিফুলের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ ৸৹

জেস্‌মিন—প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের স্থায়ী গন্ধ ৷৹

কুমুদিনী—সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের স্থায়ী গন্ধ ৸৹

টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৵৹

সেফালিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৵৹

হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ ৸৹

চম্পক—প্রস্ফুটিত কনক চম্পকের স্থায়ী গন্ধ ৸৹

চামেলী—সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা স্থায়ী গন্ধ ৸৹

ভুল না আমায়— ২৲

বেলা—বেলফুলের গন্ধ ৸৹

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ৷৵৹ ও ৷৹

অডিকলন— ৷৹ ও ।৵৹

☞ কারখানা—৩৮, ৩৮।১ মস্‌জিদ্‌ বাটী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, অফিস ১৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

খাঁটি স্বদেশী

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর

সাবান

গুণে, গঠনে, গন্ধে অদ্বিতীয় !!

ইহার গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী !

ইহা বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !!

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার,

প্রিয়জনকে উপহার দিবার,—সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার

নিমিত্ত এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ সুলভ সাবান

এতদ্দেশে এই প্রথম !

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য—যে কেহ এই সাবানে কোন অনিষ্টকর পদার্থ বাহির করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০ৎ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ফ্যাক্টরী ও অফিস—গোয়াবাগান, কলিকাতা।

Telegrams :—KOWSTOVE.

স্ত্রী ও বালরোগ, উন্মাদ ও ক্ষতরোগ, মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়া, ব্যাতব্যাধি ও অন্যান্য উৎকট ও পুরাতন রোগ চিকিৎসায় বিশেষ সুনিপুণ ও পারদর্শী—

কবিরাজ শ্রীতড়িৎকুমার সেনগুপ্ত কাব্যবিনোদ

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-ভাণ্ডার

৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আমাদের ঔষধের এত আদর কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসা নৈপুণ্য চিকিৎসক ও যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ এই উভয়ের সমাবেশ যেখানে আরোগ্যলাভও সেখানেই অবশ্যম্ভাবী।

বিশুদ্ধ ঔষধের জন্য এই ঔষধালয় চির-প্রসিদ্ধ ও
সম্ভ্রান্ত-সমাজের আদৃত।

এই ঔষধালয়ে সর্ব্বপ্রকার রোগের ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ক্ষত রোগীর পক্ষে সুসংবাদ।

বিনা অস্ত্র প্রয়োগে দুরারোগ্য ক্ষত চিকিৎসা।

এলোপ্যাথিক অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত সামান্য ব্রণ ক্ষত হইতে পচাক্ষত; পারদ ও উপদংশজক্ষত, শোষ, কার্ব্বাঙ্কল, ক্যান্সার, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি দুঃসাধ্য ক্ষত সকল আরোগ্য হয় না, আজ ও যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ, অস্ত্রাঘাত জনিত ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া যদি বিনা কষ্টে অত্যল্প সময়ে নির্দোষ আরোগ্য হইতে চান, তবে বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতি সংবাদ-পত্র সমূহ বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্তৃক প্রশংসিত আমাদের ক্ষতচিকিৎসারও অব্যর্থ মহৌষধ সকলের অসীমশক্তি পরীক্ষা করুন।

মফঃস্বলের রোগীগণ—অবস্থা জানাইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

জগতে অতুলনীয়—ভারতবিখ্যাত, সর্ব্বজন প্রশংসিত সর্ব্ববিধ

জ্বরের মহৌষধ—

জ্বর-কালান্তক রস।

"জ্বর-কালান্তক রসের" অদ্ভুত উপকারিতা দর্শনে সকলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ "জ্বর-কালান্তক রসের" প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। যাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারাই শত শত ধন্যবাদ দিয়া অযাচিত ভাবে রাশি রাশি প্রশংসাপত্র দিতেছেন "একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

"জ্বর-কালান্তক রস" কি কি জ্বরের মহৌষধ।

নবজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" ধন্বন্তরি।

পুরাতন জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অমোঘ।

প্লীহা জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" ব্রহ্মাস্ত্র।

কম্পজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" যম।

পালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অব্যর্থ।

ঘুসঘুসে জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অদ্বিতীয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রসই" একমাত্র ভরসার স্থল।

কালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" কাল।

মজ্জাগত জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" মহৌষধি।

"জ্বর কালান্তক রস"—

কুইনাইনের আটকান জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

দোষযুক্ত ঘুসঘুসে জ্বরে ইন্দ্রিয় বজ্র। "জ্বর-কালান্তক রস"—

আসামের কালাজ্বরে মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

দিনাজপুরের ভূতজ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

যৌকালীন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

যকৃৎসংযুক্ত জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

পাণ্ডু কামল জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস" বাতজ্বরের মহৌষধ।

এই "জ্বর-কালান্তক রস" সেবনে নবজ্বর যথা—সামান্যজ্বর, স্বল্পবিরামজ্বর, সর্দ্দিজ্বর সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নবজ্বর সত্বর উপশম হইবে।

সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর যথা ;—

প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পাণ্ডু কামলা, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর নিবারণ হইবে।

এতদ্ব্যতীত—আসাম চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য-দেশজাত কালাজ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরক্তজ্বর, নাসাজ্বর, স্ফোটক জ্বর, আভিঘাতিক জ্বর, (কোন ঘা ফোড়া ও "স্থানিক আঘাত বশতঃ জ্বর) প্রভৃতি যাবতীয় জ্বরে যথেষ্ট ফল পাইবেন। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে এই "জ্বর-কালান্তক রসের" তুল্য জ্বর নিবারণের দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই।

ছোট ৪ আউন্স ১ শিশির মূল্য ॥৵০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা ৩ শিশি ১॥৵০ ডাঃ মাঃ ॥০ আনা, ৬ শিশি ৩৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৸০ আনা। বড় ৮ আউন্স ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৫নং রাজা নবকৃষ্ণষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের দেশীয় সালসা

শাস্ত্রোক্ত শোণিত শোধক এবং শোণিত উৎপাদক নির্দ্দোষ অথচ বীর্য্যবান ভেষজাবলির রাসায়নিক সংযোগে এই মহা কল্যাণকর সালসার উৎপত্তি। এই অমীত তেজস্বী অমৃতকল্প সালসা যথানিয়মে সেবিত হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য উপদংশ বা পারদ দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রমেহ, রক্ত বিকৃতি ও বাত এবং তজ্জনিত যাবতীয় উপদ্রব অচিরে উপশমিত হয়—আরও ইহার গুণ এই যে বাঁধা সালসার সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে অথচ উহার কঠিন নিয়ম—কিছুই পালন করিতে হয় না। এই সুবিধার জন্য সকল ঋতুতেই—আবাল বৃদ্ধ বনিতা ধাতুনির্বিশেষে ইহা সেবন করিয়া আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যধিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রকৃত ফলপ্রদ ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করিয়া রোগমুক্তির সংবাদ সহ পুঞ্জীকৃত পত্র রাশির মধ্য হইতে কয়েক খানি মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ইংরেজ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত আর নিউজেণ্ট L. R. C. P. & S. (এডিনবরা) এল, এফ, পি, এণ্ড এস (গ্লাসগো) এবং ফিজিসন সার্জ্জন ও একুসার (এডিন) মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত সুরবল্লীকষায় আমার রোগিদিগকে ব্যবহার করাইয়াছি। দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ এবং অন্যান্য বিষ বিদূরিত করিতে ইহার উপকারিতা অব্যর্থ। কণ্ডু (চুলকণা), বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে সুরবল্লী কষায় দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে পারদর্শী [Specialist] কলিকাতার প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, ম্যাগিন M. D., L. M. C., L. S. B., M. E. মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুরবল্লী কষায়ের রক্ত-শোধকতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্য। তৎসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিলাতের উপাধিপ্রাপ্ত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, চট্টোপাধ্যায় B. A., M. B., M. C., (এডিনবরা) মহোদয় বলেন—

"সুরবল্লী কষায়" রক্ত পরিষ্কার করে এবং ইহা ব্যবহারে রোগির শরীরে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। কোনও রোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গের সুসন্তান, দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেজর বি, কে, বসু M, D, I, M, S, মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি ইহার শোণিত-শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি; সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টির ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৴০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৸০ পনর সিকা। ডাকমাশুলাদি ৸৴০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

বিরাট ভৈষজ্য উদ্যান ও পঞ্চানন ঔষধালয়।

পঞ্চানন সুধা।

(দেশীয় সালসার শীর্ষস্থানীয়)

শাস্ত্রোক্ত শোণিত সংশোধক ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক অতি বীর্য্যবান্ দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্ত দুষ্টিনাশক, পরিপাকশক্তি পরিবর্দ্ধক ও মহাবলকারক। ডাকমাশুল সহ বড়বোতল ২৲ টাকা ছোট বোতল ১৲ টাকা।

মহামায়া তৈল।

ইহা কেশের কমনীয়তা বৃদ্ধি করে, অকালপকতা নিবারণ করে, চিন্তাক্লিষ্ট উষ্ণ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে। ইহা যাবতীয় কেশতৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। একশিশি ডাকমাশুল সহ ১৲ টাকা।

কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট এম, এ; বিদ্যারত্ন; কবিভূষণ,

এম, এ, এস, বি; এম, আই, আর, এস,

৫৮।১ হেরিসন রোড, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার, ধান্দিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা।

Registered No. C—439

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল।

আর্য্যভূমি

BENG... 7—AUG. 1909 ...BUILDINGS.

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
১।	মহাদেব (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২৫
২।	শ্যামাসুন্দরী (উপন্যাস)	... ...	২৬
৩।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩১
৪।	আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য	শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ	৩৪
৫।	চিত্রপ্রসঙ্গ ...	... ...	৩৮
৬।	লীলাময়ী (গল্প) ...	শ্রীপাঁচকড়ি দে	৩৯
৭।	কার বিষ বেশী ? (কবিতা)	শ্রীরসময় লাহা	৪৩
৮।	স্বাধীন ভারতে সমাজ সংস্কার	শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর	৪৪
৯।	শিশু চিকিৎসা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র	৪৬
১০।	বিশ্বসঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীউমাচরণ ধর	৪৭
১১।	আর্য্যজাতক (জ্যোতিষ)	শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী এফ,সি,এস (লণ্ডন)	৪৭
১২।	সমালোচনা ...	শ্রমণক	৪৮

৮২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

Cover Printed at the "Lokenath Yantra"
[All Rights reserved.

10 JUL 11

কেশরঞ্জন তৈল

হাইকোর্টের জজের পত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"কেশরঞ্জনের গন্ধ অতীব মনোহর ও তৃপ্তিকর, এ অঞ্চলে সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকে।"

ময়মনসিংহের জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন।

"কেশরঞ্জনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে জানিয়াছি, ইহা মস্তিষ্ক [illegible] রাখিতে অদ্বিতীয় ও কেশের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তৈল।"

উল্লিখিত দুই খানি পত্রই কেশরঞ্জনের অদ্ভুত গুণ-গরিমার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। দেশের গণ্যমান্য রাজা মহা-রাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৲ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।/০ পাঁচ আনা।

একটি মহা ভুল!!

হায়! যৌবনের অদম্য প্রবৃত্তি-বশে নিজের যে একটী মহা ভুল করিয়াছেন, তাহার সংশোধনের আর কি কোন উপায় নাই! অই যে স্বেচ্ছাকৃত পাপে অসীম যাতনা ভোগ করিতেছেন—জীবন যেন কত ভারময় বলিয়া বোধ হইতেছে—লজ্জায় চিকিৎসকের কাছেও নিজের মনের কথা—রোগের কথা বলিতে পারিতেছেন না, এটাও কি সেই মহা ভুলের অন্তর্ভূত নয়! কিন্তু যেখানে ভুল সেইখানেই তাহা শোধরাই-বার উপায় ত আছে! মনে রাখিবেন—ঐ নিদারুণ যাতনাপ্রদ জীবনবিঘাতি উপদংশের আশু প্রতিকার কেবল মাত্র আমাদের ভারত বিখ্যাত "অমৃতবল্লী কষায়" দ্বারাই হইতে পারে।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুল ... ॥৶০ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮।১ ও ১৯; লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা।

প্রতি গৃহে সুরমার কথা।

কেন তা জানেন কি? "সুরমা" মহা-সুগন্ধি এবং অতি তৃপ্তিকর কেশতৈল। প্রথম শ্রেণীর কেশতৈলে যে যে গুণ থাকা উচিত সুরমায় আছে। গন্ধে মন মাতাইবে, এবং কেশের মসৃণতা ও কোমলতা বাড়াইতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ইহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাক মাশুলাদি ৸৴০ তের আনা।

আমাদের নূতন এসেন্স্।

গন্ধরাজ।—সত্যসত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার।

মস্ক-জেসমিন। মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

মিল্ক্ অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

পারিজাত—এ যে সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ!

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আধুনিক সকল প্রকার সালসার শীর্ষস্থানীয়।

প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মুল্যে সর্ব্বত্রে পাওয়া যায়।

আদি ও অকৃত্রিম

মোহনফ্লুট-হারমোনিয়ম।

গ্যারাণ্টী তিন বৎসর।

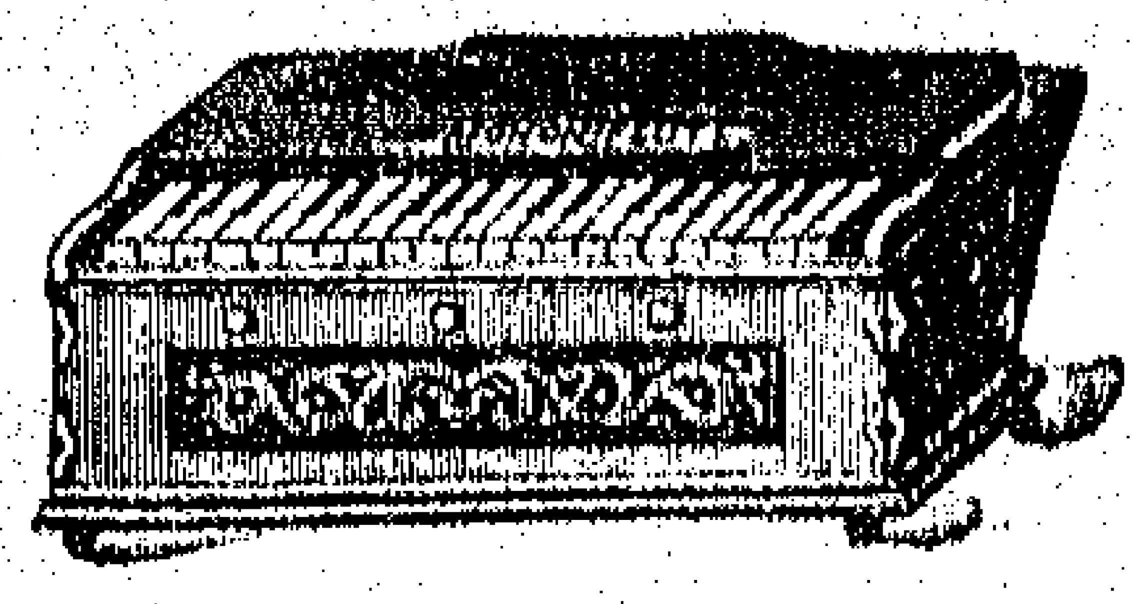

গ্যারাণ্টী তিন বৎসর।

দেশীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহনফ্লুট-হারমোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সাম্নুনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক "মোহন" কথাটী ও বেলোর পৃষ্ঠে জলন্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন নতুবা ঠকিবেন। মফঃস্বলে ভিঃ, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫৲, ৩৮৲, ৪০৲, ৪৫৲ ও ঊর্দ্ধ। পত্র লিখিলে বিনা মুল্যে সচিত্র তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স।

মোহন মিউজিক্যাল ডিপো,

২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, (দ্বিতলের উপর), কলিকাতা।

শুভ সংবাদ।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

লক্ষ ২ শিশু অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা।

যাঁহারা রুগ্ন শিশু ও রোগীদিগকে লইয়া সংসারের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, অশান্তি ভোগ করিতেছেন তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া

কে, সি, চন্দ্রের স্বদেশী

অমৃত ফুড।

ব্যবহার করুন।

১৫-দিন ব্যবহারে আশাতীত ফল দেখিতে পাইবেন। ইহাতে বহুল পরিমাণে সারাংশ থাকায় ব্যবহারে শীঘ্র শিশুদিগের হাড় মোটা মাংস বৃদ্ধি ও শরীর সবল করিয়া তোলে, নিত্য দুগ্ধের সহিত ব্যবহারে প্লীহা লিভার প্রভৃতি হইতে পারে না, পেটের অসুখ হইলে অন্য ঔষধ না খাওয়াইয়া কেবল মাত্র "অমৃত ফুড" খাওয়াইলে সারিয়া যায়, যে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাহাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, পথ্যরূপে ব্যবহারে সমস্ত ব্যাধিতে বিশেষ উপকার দর্শে। সাগু বার্লি, এরারুট অপেক্ষা লঘু দুগ্ধ ও মাংস অপেক্ষা বলকারক খাদ্য, বড় ২ ডাক্তার কবিরাজ মহোদয়গণ ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন এরূপ সুপথ্য অদ্যাবধি বাহির হয় নাই, সাধারণের নিকট প্রার্থনা সামান্য পয়সার জিনিসটি সকলেই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ফললাভ করিলে আমাদিগের পরিশ্রম সফলতা জ্ঞান করিব। মূল্য ১৫ দিন ব্যবহার্য্য প্রতি টিন ।।০ আনা মাশুলাদি ৵০ আনা।

এজেণ্ট ও পাইকার দিগকে

রীতিমত কমিসন দেওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—**কে, সি চন্দ্র।**

৩১৯ নং (আ) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত অন্যান্য ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূলকরণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিকারক বটীকা মূল্য ৩২ বটীকার কৌটা এক টাকা মাত্র। কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমায় নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত।

কাম শাস্ত্র।

বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় প্রস্তুত আছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক-মাশুলে পাঠাইয়া থাকি।

কবিরাজ

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ১৬৬-১৬৮ নং হ্যারিসন রোড বড়বাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বপ্রথম

এস্‌ বি এণ্ড কোং

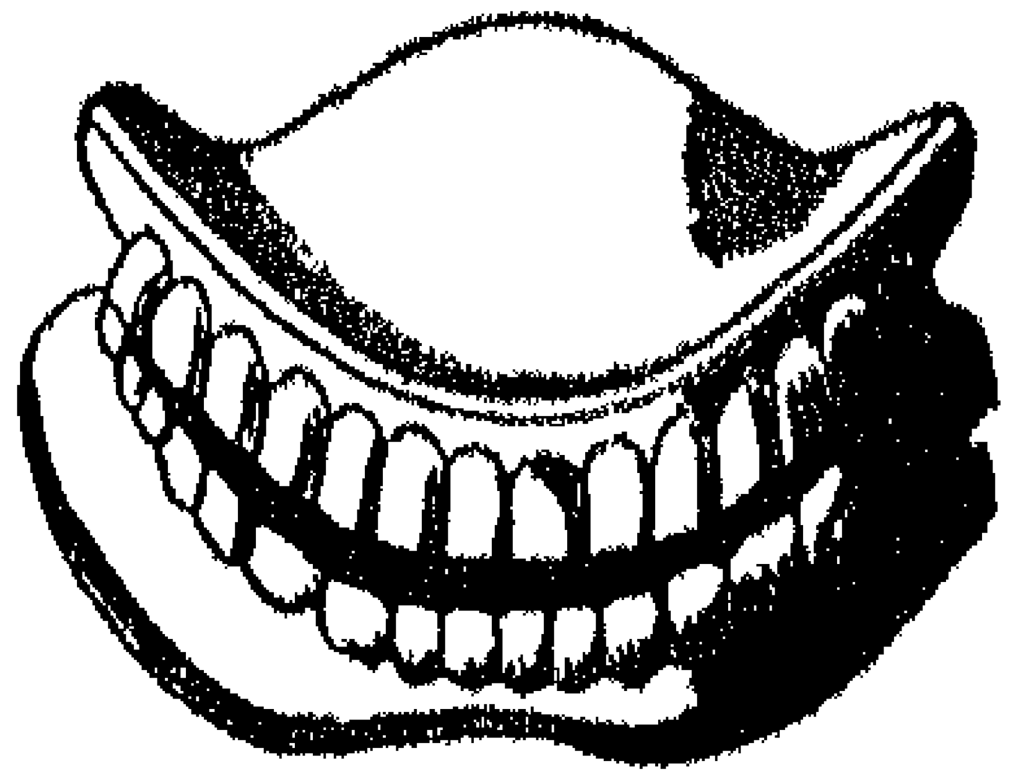

কৃত্রিম দন্তনির্ম্মাতা ও দন্ত-চিকিৎসক।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্থাপিত ১২৮৪ সাল)

আমাদের বিশুদ্ধ পাথরের কৃত্রিম দন্ত ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে কেন?

কারণ ইহা দেখিতে ঠিক স্বাভাবিক দন্তের ন্যায়।
কারণ ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কঠিন খাদ্য চিবাইতে পারা যায়।
কারণ ইহাতে সুস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কওয়া যায়।
কারণ ইহা মুখে রাখিলে কোন কষ্ট বা দুর্গন্ধ হয় না।

সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা যথাসম্ভব মূল্য সুলভ করিলাম। মূল্য প্রত্যেক দাঁতে ৩৲ হইতে ৬৲ টাকা। পুরাপাটী উপর ও নিচের ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া জ্ঞাত হউন। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

COMPLETE.

LETTER WRITER.

বা

ইংরাজীতে চিঠি ও দরখাস্ত লিখিবার আদর্শ পুস্তক।

(শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস প্রণীত।)

এই পুস্তকে ইংরাজীতে কথা কওয়া, মিউনিসিপাল অফিস, ডাকঘর, রেল পুলিশ, আদালত, কলেক্টরী অফিস, কষ্টম হাউস, ট্রাম অফিস প্রভৃতিতে, সকল প্রকার দরখাস্ত প্রভৃতির আদর্শ আছে। ডাক্তার, কবিরাজ, স্কুলমাষ্টার, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিকে পত্র লেখা এবং উইল, দান, বিক্রয়, এগ্রিমেণ্ট, হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতির ফরম এবং চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করা, ছুটি লওয়া ও মাহিনা বাড়াইবার জন্য দরখাস্ত করার বিবিধ প্রকার আদর্শ এই পুস্তকে আছে। মাসমাহিনা কমা খবরের কাগজে লেখা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অসংখ্য বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্প মাত্র ইংরাজী জানিলেও এই পুস্তকের সাহায্যে ইংরাজী ভাষায় সকল প্রকার কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে লইলে ১৶০ মাত্র।

কৃষিবন্ধু।...সর্ব্ববিধ দেশী ও বিলাতী শাক সব্জী আবাদ প্রণালী, অতি সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ॥০ ভিঃ পিতে ॥৶০ আনা।

এম, এল, দাস কোং

১২২ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

দুইখানি গ্রন্থ।

একখানি— গুরুশিষ্য সংলাপ ও জ্বর-চিকিৎসা।

মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ও অর্ডার ফি ৵০ আনা।

আর একখানি— স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

মূল্য ১৲ ডাকমাশুল প্রভৃতি...৵০ আনা।

উভয় গ্রন্থই কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত উক্ত উভয় গ্রন্থের ন্যায় বৈদ্যক চিকিৎসা গ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। প্রবীণ সুবিজ্ঞ বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয় বহুবর্ষ যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত থাকিয়া চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা সাধারণকে জানাইবার জন্যই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ দুইখানি লিখিয়াছেন।

গুরুশিষ্য-সংলাপ ও জ্বর চিকিৎসার উপক্রমণীকাধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের অতি বিশদ বিস্তীর্ণ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের ন্যায় ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের স্বরূপ গুণ কর্ম্ম প্রভৃতি এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে সকলেই ত্রিগুণের ও ত্রিদোষের অতি জটিল তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। আর অনেকগুলি প্রয়োজনী বিষয়, যাহা না জানিলে বৈদ্যক চিকিৎসা বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সেই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া জ্বরতত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর রোগের এবং জ্বর সংসৃষ্ট অন্যান্য বহু ব্যাধির নিদানাদি তত্ত্ব ও চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পথ্যবিধি অতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থকারের প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী অনুসরণ করিয়া চিকিৎসিত হইলে নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ক্রিমিজ্বর, জ্বরাতীসার, হাম ও বসন্ত জ্বর, প্রবাহিকা অর্থাৎ রক্তামাশয় ও তৎসংসৃষ্ট জ্বর এবং আমবাত প্রভৃতি বহুরোগ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

স্বায়ত্ত চিকিৎসা—এখানি নানা রোগ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। প্রথমতঃ দশটী অধ্যায়ে নানা প্রকার ব্রণশোথ ও ক্ষতরোগের নিদানাদি তত্ত্ব চিকিৎসা কৌশল, ঔষধ প্রয়োগ ও ঔষধ তৈয়ার করার প্রণালী বিস্তীর্ণ ভাবে লিখিত হইয়াছে। তার পর ৯টী অধ্যায়ে জ্বর চিকিৎসার অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সমস্ত সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। তদনন্তর পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, যকৃৎ, প্লীহা এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য যাহা কিছু জানার দরকার সেই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে তিনিও বুঝিতে পারিবেন। ঔষধ তৈয়ার করিবার প্রণালীও বিশেষ রূপে গ্রন্থে বলা হইয়াছে। গ্রন্থ খানি চিকিৎসক ও অচিকিৎসকের কাজে আসিবে। গৃহস্থগণ স্বায়ত্ত চিকিৎসার সাহায্যে পারিবারিক চিকিৎসার কাজ চালাইতে পারিবেন।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাশীপুর কৃষিশালা

১৮৮৬ সালে কৃষি, উদ্যান ও আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছড়ার উন্নতি ও বিস্তার কল্পে "কাশীপুর কৃষিশালা" স্থাপিত—ইহা ভারত গবর্ণমেণ্ট, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, রাজন্যবর্গ, জমীদারবর্গ, তালুকদার, ব্যবসায়ী, সৌখীন ব্যক্তি সংবাদপত্র কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত, প্রশংসিত সুপরিচিত ও পৃষ্ঠপোষিত—কাশীপুর কৃষিশালা বঙ্গের অদ্বিতীয় শিক্ষাগার, এবং বীজ ও গাছ খরিদের বিশ্বস্ত ও বৃহৎ ভাণ্ডার বা আড়ত।

দেশের উন্নতি ও ভাল জিনিসের বহুল প্রচারের জন্য আমরা নানা দেশীয় অকৃত্রিম ফল, ফুল; আবশ্যকীয় আয়কর, রসনা, নয়ন ও মনের তৃপ্তিকর নানাবিধ গাছ ও বীজ যথা মূল্যে সূচীপত্রের নির্দ্দিষ্ট দরে সরবরাহ করিয়া থাকি—৵১০ টিকিট পাঠাইলে গাছের ও বীজের তালিকা পাঠাই দরদস্তরী বা প্রতারণা নাই। আসিয়া স্বচক্ষে দেখুন বা তালিকা লউন।

সব ঋতুর বপন উপযোগী ২০ রকম দেশী শাক সবজীর বড় প্যাকেট ২৲ সাধারণ ১৲। গ্রীষ্ম ও বর্ষার উপযোগী ১০ রকম মরসুমী ফুলের প্যাকেট ১।০।

কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যকীয় পুস্তক পাঠে, বিঘা প্রতি শত শত টাকা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের উপায় পাইবেন।

কাশীপুর কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

গৃহস্থালী।

প্রত্যেক গৃহস্থের ও গৃহিণীর অবশ্য জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্য রক্ষা রন্ধন, পশুচিকিৎসা, মুষ্টিযোগ চিকিৎসা ও যে সকল বিষয় জানিলে সংসারে ব্যয়ের ভাগ কমিয়াও আয়ের ভাগ বাড়িয়া সংসারে চিরসুখ ও চিরশান্তি বিস্তার করে তাঁহারই পুস্তক সাধারণের সুবিধার জন্য অতি অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থ আছে। গৃহস্থালী ১ম ও ২য় ভাগ মূল্য ।৵০ হিঃ

সবজীর চাষ—	মূল্য ৵০	স্বাধীন জীবিকা বা শিল্পভাণ্ডার—	৶০
কৃষিভাণ্ডার—	১ম ও ২য় ভাগ ।৵০ হিঃ		
কৃষিদর্পণ—		গাছের তালিকা—	৵১০
সচিত্র বয়নবিদ্যা বা তাঁতশিক্ষা	॥০	বীজের তালিকা—	৵১০

শ্রীহরিদাস মিত্র বি, এ, বি, এল,
কাশীপুর কৃষিশালা, রাজাস্পার্ক।
৬৯ নং গনফৌণ্ডরী রোড্, কাশীপুর পোঃ কলিকাতা।

আজ কাল ইমারতাদির ভাল কাষ্ঠ পাওয়া যায় না সেজন্য লোহা ষ্টীলের কড়ি বরগা রেলিং থাম প্রভৃতির চলন হইয়াছে।

আমরা নানা দেশ হইতে ভাল ভাল ষ্টীল জয়েষ্ট, এঙ্গল টী, প্লেট, বার, প্লেন বা করকেট্ গ্যালভেনাইজ সিট আনাইয়া বাজারের সুবিধা দরে বিক্রয় করিতেছি। ইহা ভিন্ন আমাদের নিকট গেট বা ফটক, ঢালাই করা রেলিং লোহার থাম, ব্রাকেট, সিন্দুক—কোদাল গাঁতি, সাবল, রেণওয়াটার ও গ্যাস পাইপ, তারের জাল, বেড়া দিবার উপযোগী কাঁটাযুক্ত ও মরীচা বিহীন তার, খুঁটী, বাগানের সরঞ্জাম যন্ত্র সকল বিশেষ সুবিধায় পাইবেন পরীক্ষা প্রার্থনীয়—দাম নগদ সুতরাং সস্তা।

বীরেশ্বর মিত্র এণ্ড কোং।
হার্ড আইরন মার্চেণ্ট
৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার কলিকাতা।

উৎকৃষ্ট

ব্রেজিল পাথরের চসমা।

পাথরের চসমা ব্যবহারে চক্ষু ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ; আসল ব্রেজিল পাথরের চসমা সুপ্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসী দোকান হইতেই ক্রয় করা উচিত, মুল্য সুলভ পাইয়া যে কোন দোকান হইতে লইলে প্রতারিত হইতে হইবে। আমাদের বিশ্বস্ততা ও সম্ভ্রান্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রার্থনীয়।

মুল্য তালিকা - বিনামুল্যে।

চসমা বিক্রেতা—জে ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স

দন্ত চিকিৎসক ও দন্তনির্ম্মাতা।

২৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গগণের শোভা চাঁদ, বদনের শোভা দাঁত। এই স্বাভাবিক দন্ত যদি চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি দন্তগুলি মুক্তার ন্যায় ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখিবার সাধ হয়, যদি মুখ হইতে দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে সৌগন্ধ নির্গমন বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে একবার আমাদের নিকট দন্তগুলি পরিষ্কার করাইয়া আমাদের দন্ত মঞ্জন ব্যবহার করুন। যাঁহারা দন্তহীন হইয়াছেন বা হইতেছেন তাঁহাদের কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য কারণ খাদ্য উত্তমরূপে না চিবাইতে পারিলে উদরাময় প্রভৃতি রোগ ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ১টী ২টী হইতে সম্পূর্ণ দুই পাটী দাঁত বাধান যায়। ইহাতে কোন অসুবিধা হয় না। সর্ব্বপ্রকার কার্য্য চলে।

কলে প্রস্তুত স্বদেশী ষ্টীল্ ট্রাঙ্ক্

সঙ্গে স্বদেশী লক

ঠিক্ বিলাতীর ন্যায়

ক্যাস্ বাক্স ও টিনের বাক্স

পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

বরিশাল ভাণ্ডার

২১৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

(চোরবাগানের মোড়)

বটকৃষ্ণ পালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক্

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক

মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।

" ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা।৵০ আনা, মাশুলাদি।৵০।

এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণেই এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা গুণ প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

মূল্য—ছোট টীন।০, বড় টীন।৵০ আনা।

সোল্ এজেণ্টস্ঃ—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

কলাবিদ্যার উৎপত্তি। Lakshmi Printing Works

(সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূলচিত্র হইতে)

Block by Ghoshe & Nowgle.

BENG
WRITERS' BUILDINGS
BENGAL LIBRARY
WRITERS' BUILDINGS

আর্য্যভূমি

"अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ।
समस्तजगदाधारमूर्त्तये ब्रह्मणे नमः ॥"

৩য় বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল।	২য় সংখ্যা।

মহাদেব।

(সার আল্‌ফ্রেড্ লায়াল্)

আমি জ্বলন্ত আমি জীবন্ত আমি দেখা দিই
অগ্নিরূপে,
পঞ্চভূতের নিত্য নূতন মুখোস পরাই
আমি চুপে।
আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নি জ্বালা,
সৃষ্টিলয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা।
আমি জগতের জনমের হেতু আমি বিচিত্র
অস্থিলতা,
বাহির দেউলে কামের মেখলা ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা।
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,
হৃৎপিণ্ডের শোণিত প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব।
পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ
পড়িছে ঝরি'।
জন্ম তোরণে মৃত্যুমুরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্যামাসুন্দরী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

[খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। তখন ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁ। আওরঙ্গজীব বাদসাহ দিল্লীর মসনদে বসিয়া আছেন। পর্টুগীজেরা বাঙ্গালায় কোন অধিকার লাভ করিতে না পারিয়া বাদা অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বোম্বেটের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তখন দেশে চতুর্দ্দিকেই অশান্তি, যেন এক অনিশ্চিত ও অনৈসর্গিক ঘটনার প্রত্যাশায় সকলেই দিন গণিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন এক যুবক কার্য্যোপলক্ষে অতি প্রত্যুষে বাঙ্গালার ধুল্যাপুর পরগণার অন্তর্গত ধুল্যাপুর গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে বালিকা-কণ্ঠ-নিঃসৃত একটী সুমধুর গীতি শ্রবণ-পথে পতিত হওয়ায়, পথিপার্শ্বস্থ গৃহ-সংলগ্ন একটী উদ্যানের দিকে যুবকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বালিকার গান শ্রবণ করিয়া যুবক মুগ্ধ হইল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল; উদ্যানস্থিত পতিত একটী শুষ্কবৃক্ষকাণ্ডের উপর দুইটী বালিকা উপবেশন করিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হস্তে বিবিধ-পুষ্প-পরিপূর্ণ দুইটী ফুলের সাজি। বালিকা দ্বয়ের মধ্যে একটী বিবাহিতা ও যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিতে যাইতেছে, তাহার নাম গৌরী। অপরটী কুমারী, ইহার নাম সুশীলা। সুশীলার দৃষ্টি হঠাৎ পথিপার্শ্বস্থ যুবকের দিকে পতিত হইল এবং সে গৌরীকে দেখাইল। যুবককে দস্যুদলের লোক মনে করিয়া উভয়ে দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে গমন করিল। গৌরী ধুল্যাপুরের রামময় তর্কালঙ্কারের একমাত্র কন্যা; একমাত্র কন্যা বলিয়া রামময়ের অতিরিক্ত আদরে গৌরীর লজ্জাশীলতার অভাব ঘটিয়াছিল। রামময়ের পত্নী শ্যামাসুন্দরী মধ্যে মধ্যে কন্যাকে উপদেশ দিতেন, প্রতিবেশী গৃহিণীরাও মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট নিন্দা করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। ধুল্যাপুর গ্রামের বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান নিকষ কুলীন রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উমাপতির সহিত গৌরীর বিবাহ হয়। উমাপতি রামময়ের ছাত্র, সুতরাং শ্বশুরগৃহে বাস। রামময় একজন তেজস্বী, উগ্রতপা, বীরাচারী সাধক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামময় যোত্রশালী। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি তাঁহার নিজ জোতে ছিল। ছাত্র, চাসী, রাখাল, গোয়ালা ও রাইয়েৎ প্রভৃতি লইয়া রামময়ের অধীনে প্রায় দুই শত কর্ম্মঠ লাঠিয়াল ছিল। তাঁহার অসীম প্রতাপ, অসাধারণ ক্ষমতার কথা সকলেই জানিত, তাই দুষ্ট লোকে সহসা তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। আর এক কথা, সাতক্ষীরার ফৌজদার অলিনকী খাঁ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, রামময় জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অনেক উৎকট রোগের অবধৌতিক মতের ঔষধ জানিতেন, এই সব নানা কারণে অলিনকী রামময়কে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহার উপর কোন উপদ্রব হইতে পারিত না।

অলিনকী একজন বীর পুরুষ ও সদাশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসন কর্ত্তা ছিলেন। সাতক্ষীরা যখন ওলাউঠার প্রকোপে উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তাঁহার ধীরতা ও সুবন্দবস্তে গ্রামবাসী ও সেনা-নিবাসের অনেকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছু কাল পরে এই এক জনরব উঠে যে, বাদসাহের তৃতীয় পুত্র মোয়াজ্জিম দক্ষিণ রাজ্যের দিকে আসিতেছেন। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, সায়েস্তা খাঁ নবাবী পদ হইতে অপসৃত ও বাদসাহজাদা উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই সময়ে এক দিবস সন্ধ্যাকালে অলিনকী খাঁর একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা নসীবন প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান-মধ্যে সান্ধ্য সমীর সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় সহচরী খাতিজা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দাসী সরল প্রাণে যাহা বুঝিয়াছিল, তাহাই নিবেদন করিল। সে বলিল, "বাদসাহজাদা সুলতান মোয়াজ্জিম দক্ষিণ রাজ্যের দিকে আসিতেছেন। আর রামময় তর্কালঙ্কার মহাশয় গণিয়া বলিয়াছেন যে, আপনি বাদসাহের বেগম হইবেন। তাহারও নাকি আর অধিক বিলম্ব নাই; বোধ হয়, সেই শুভ সময় উপস্থিত।" এ সংবাদে নসীবনের হৃদয়রাজ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। নসীবন যুবতী। যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বাদসাহজাদা ঘটনাচক্রে অলিনকী খাঁর প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রণয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছিল। আশার ভাব-মাখান সেই এক শুভ দৃষ্টিতেই নসীবন বাদসাহজাদাকে হৃদয়রাজ্যের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশা সুসিদ্ধ হইতে বিলম্ব ঘটিলে দুরাশায় পরিণত হয়। নসীবনের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু এ সংবাদে নসীবনের হৃদয়ে আশা পুনরায় নূতন বলে জাগিয়া উঠিল। ইহার কিছু কাল পরে সংবাদ আসিল, ফেদাই খাঁ সায়েস্তা খাঁর পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসিয়াছেন। এ সংবাদে সাতক্ষীরায় যথারীতি উৎসব ক্রিয়া-সুসম্পন্ন হইয়াছিল। নসীবন এ বিপরীত সংবাদে মুহ্যমানা হন নাই। উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এমন কি, প্রিয় সহচরী খাতিজাও উৎসব-দিবসে তাঁহার কোন ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় নাই। কারণ, নসীবন যোগিনী,—প্রেমের নীরব সাধনাই তাঁহার জীবনের ব্রত।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে পর্টুগীজ জলদস্যুগণের অধিনায়ক ম্যাসেও সাম্রাজ্য উপকূল লুণ্ঠন করিতে করিতে মাতলা নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে সদলে জাহাজের বহর লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সঙ্গে এক বন্দিনী। বন্দিনীর পতি ও একমাত্র শিশু পুত্র ম্যাসেও কর্ত্তৃক নিহত। বন্দিনী রূপবতী, তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মমতে বিবাহ করিবার জন্য ম্যাসেওর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বন্দিনীর অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া

বল প্রকাশে সম্মত করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। বন্দিনী নিরুপায় হইয়া দুর্ব্বলের সহায় ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন। বিপদকালীন এই প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয়ে যে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার বলে তিনি কৌশলক্রমে জাহাজ হইতে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া নরপিশাচের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। নদীগর্ভে ঝাঁপ দিবার পরই এক কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন পান এবং তদুপরি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। নদীতে তখন জোয়ার, কাষ্ঠখণ্ডোপরি অজ্ঞান অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে বন্দিনী পোর্টক্যানিংএর নিকট উপস্থিত হইলেন। উপকূলে এক ফকির পাদচারণা করিতেছিলেন, তিনি রমণীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া সংজ্ঞা সম্পাদন করেন। কয়েক দিবস পরে ফকির রমণীকে সঙ্গে লইয়া গড়মান্দারণে তাঁহার দরগায় লইয়া যান। সেখানে তিন জন সন্ন্যাসিনী রমণীর সঙ্গিনী হইলেন। রমণীর চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য তাঁহার লক্ষ্যভেদ শিক্ষার ভার ফকির সাহেব উক্ত তিনজন সন্ন্যাসিনীর উপর অর্পণ করিলেন।

এদিকে বন্দিনীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত ম্যাসেঞা গুপ্তচর বনমালীকে একখানি ছিপ ও কয়েক জন মাল্লাসহিত পাঠাইল। মাতলা ও রায়মঙ্গলনদী সাগর-সঙ্গমের কিয়দ্দূর পূর্ব্বে পরস্পর একত্রিত হইয়াছে। বনমালী রায় মঙ্গল নদীতে অনুসন্ধান করিতে গেল। বন্দিনীর অনুসন্ধান পাইল না। এই বনমালীই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত যুবক। প্রত্যাবর্ত্তনকালে হঠাৎ গৌরীর কথা বনমালীর মনে পড়িল। সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ম্যাসেঞার নিকট সমস্ত জানাইল। ম্যাসেঞা বিবাহপ্রার্থী হইয়া গৌরীর পিতার নিকট বনমালীকে চররূপে পাঠাইল। বনমালী ধুল্যাপুরে রামময়ের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এক্ষণে রাধানাথ পাগলের কথা। রাধানাথ ধুল্যাপুরের অধিবাসী। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া জানে। কিন্তু তিনি একজন সাধক, কর্ম্মযোগী। ধুল্যাপুরে অনেক দরিদ্র ইতর লোকের বাস। তাঁহার বিশ্বাস, দেশের নিম্নস্তরের উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। তাই কয়েক বৎসর যাবৎ মহালয়ার দিন ধুল্যাপুরে এক বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন এবং এই সমস্ত ইতর লোকদিগের মধ্যে ধন বিতরণ ও সদুপদেশ দান দ্বারা তাহাদিগের সবিশেষ মানসিক ও সাংসারিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ-সমূহে বিবৃত হইয়াছে।]

মধ্যাহ্নতপন-তাপের তীক্ষ্ণতার এখনও হ্রাস হয় নাই। সমাকুল বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখে অথবা পল্লব মাঝারে এখনও স্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে। ঊষালোকে যে অগণিত জনস্রোত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সকলে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত; বিরাম লাভে শরীরের অবসাদ দূর করিতেছে। কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খল জীবজন্তুগণের বিকট চীৎকার ও সুদূর প্রান্তরস্থিত রাখালগণের মুরলী-ধ্বনি মধ্যে মধ্যে ধরিত্রীর এই বিরাট বিরাম-ভাবের ব্যবচ্ছেদ ঘটাইতেছে।

গড় মান্দারণে ফকির সাহেবের দরগায় এখন আর জনতা নাই। অদূরে আশ্রম-মধ্যে ফকির সাহেব ভূতলে শয়ান। সম্মুখে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা রমণী উপবিষ্টা। পার্শ্বস্থিত কক্ষে তিন জন সন্ন্যাসিনী কথোপকথনে প্রবৃত্ত। এই সন্ন্যাসিনীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম কুলসুম বাই, মধ্যমার নাম সাকিনা বাই এবং কনিষ্ঠার নাম ফাতেমা বাই। ফকির সাহেব এবং সন্ন্যাসিনীগণ—উক্ত রমণীকে সস্নেহে 'দিলজান' বলিয়া ডাকিতেন। রমণী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরিশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "পিতা আর কত দিন?—এখনও কি পরীক্ষার শেষ হইল না?—আর কত দিন অপেক্ষায় ও উপেক্ষায় জীবনযাপন করিব? একবার সুপথ দেখাও পিতা। তোমাদের পথের পথিক করাও—একবার তোমার এ অধম তনয়ার জীবনের শেষ আশা পূর্ণ কর।"

ফকির সাহেব ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "মা আমাদের পথের পথিক হইতে চাহিতেছ,—আগে পথের সম্বল কিছু যোগাড় কর।"

রমণী বিনীত ভাবে বলিলেন, "পিতা আমি আপনার অবোধ তনয়া, পথের সম্বলই বা কি?—কিরূপ করিয়াই বা তাহা সংগ্রহ করিব, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিন।"

ফকির। শিকল ছেঁড়া মনকে শিকল দিয়ে বাঁধ্‌তে চেষ্টা কর, আর তীর্থবাস কর, ক্রমেই এ বিষয়ের উপলব্ধি হবে। হয় তো এক দিনেই উপলব্ধি হতে পারে।

রমণী। সাধু ফকিরের দরগায় বাস করিতেছি, এই তো তীর্থস্থান।

ফকির। আরে অবোধ বালিকা! সাধু ফকিরের দরগাই বল, আর অন্যান্য তীর্থ স্থানই বল, এখানে মানুষের ক্ষণিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষে মহান্ তীর্থস্থান সাধুসঙ্গ। এই সাধুসঙ্গে মানুষের যে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা স্থায়ী। শুক্‌নো কাঠে আগুন লাগ্‌লে যেমন দাউ দাউ করে জ্ব'লে উঠে, সেইরূপ

সাধুর একটী কথা ভক্তের প্রাণে সময় বিশেষে যে আগুন জ্বেলে দেয়, তা নিবায় কার সাধ্য ?

রমণী। পিতা—স্পর্শমণি মিথ্যা অনেকে বলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার ন্যায় সাধু মহাপুরুষেরাই প্রকৃতপক্ষে স্পর্শমণি। কারণ, আপনাদের উপদেশামৃত কর্ণকুহর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিলে লৌহের ন্যায় কঠিন মলিন হৃদয়ও সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও নমনীয় ভাব ধারণ করে। মানবগণ যখন সংসার-মৃগতৃষ্ণিকায় আকুল হইয়া পড়ে, অজ্ঞানান্ধকারে পথভ্রান্ত হয়, গন্তব্য পথ অন্বেষণ করিয়া পায় না, তখন আপনার ন্যায় মহাপুরুষগণের উপদেশ-সমূহ তাহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয়। তাই পিতা, আপনার আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। পিতা, পূর্ব্বে উপদেশ দিয়াছিলেন, "লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ কর," তাই সে বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। এখন বলিতেছেন—"শিকল ছেঁড়া মনকে—শিকল দিয়ে বাঁধ্‌তে চেষ্টা কর।" এ কথার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

ফকির। লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভের কথা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা বাহ্যিক ভাবে জানিবে। মনকে সংযত করিতে হইলে কামনার মূল-চ্ছেদ করিতে হইবে।

রমণী। কামনার মূলচ্ছেদের উপায় কি ?

ফকির। তোমার যে প্রকারের কামনা, তাহার পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্তির প্রয়োজন।

রমণী। আমার ত পার্থিব কোন-কামনা নাই।

ফকির। মনটাকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে যদি এর কিছু উত্তর না পাও, তবে আমি উত্তর দিব। কিন্তু আমার কাছে উত্তর পেতে কিছু কাল বিলম্ব আছে।

রমণী। আপনি মহাপুরুষ, আপনি অন্তর্যামী, আপনি বলিতে পারেন, আপনার এ অধম তনয়ার অন্তঃ-করণে দিবানিশা কোন্ কামনা জাগ্রত রহিয়াছে। সেই পার্থিব কামনার মূলচ্ছেদের যে আয়োজন প্রয়োজন, তাহার ভার আপনারই উপরে পিতা। আমি আপনার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া যাইব ইহাই স্থির জানি।

ফকির। এত অল্প দিনের মধ্যে তুমি লক্ষ্যভেদে এরূপ সুনিপুণা হইবে, ইহা আমি একবারও ভাবি নাই। দুনিয়ার মালেক তাঁহার দুনিয়াদারির কোন কাজ নিশ্চয়ই তোমার হাত দিয়ে করাবেন।

রমণী। পিতা, অধম স্ত্রীজাতির দ্বারা গৃহকার্য্য ব্যতীত বিধাতার আর কোন্ কার্য্যসাধন সম্ভবে ?

ফকির। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই বিধাতার যমজ সন্তান। সংসারের সুশৃঙ্খলার জন্য এই উভয় জাতির কর্ম্মবিভাগ। স্ত্রীজাতি বলবীর্য্যে পুরুষজাতি অপেক্ষা হীন এ কথা মনেও স্থান দিওনা। ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা বিধাতার নিয়ম। তাঁহার এই প্রিয় কার্য্য সাধনের সহায় তিনি নিজেই। তাঁহার বল, দুর্ব্বলের শরীরে প্রবেশ করিলে আর কি সে দুর্ব্বল থাকে ? তাহার পক্ষে কোন কার্য্য সাধন কি আর অসম্ভব থাকে ? তখন যে সে ঐশী বলে বলীয়ান্। তাহার অন্তরে যে ক্ষুদ্র শক্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিকসিত। তাই বলি স্ত্রী-জাতি দুর্ব্বল মনে করিয়া নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। স্ত্রীজাতির জীবন অবহেলায় বিসর্জ্জন দিবার জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই মা, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও। যাও মা—এখন তোমার সন্ন্যাসিনী ভগিনী-গণের সহিত সৎসঙ্গ-প্রসঙ্গে লিপ্ত হও। আমি এখন দরগায় যাইব। এই কথা বলিয়া ফকির সাহেব ধীরে ধীরে দরগার অভিমুখে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পৌর্ণমাসী রজনীর পশ্চাতে যেমন অমানিশাথিনী, তেমনি আনন্দের পশ্চাতে নিরানন্দ বোধ হয় সংসারের নিয়ম। আনন্দ ভাল—উচ্ছ্বাস ভাল, কিন্তু উন্মত্ত ভাবটা কিছুই নয়। কারণ, এই উন্মাদনই মানুষকে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য করে। উন্মাদনে আত্মহারা হইয়া আলোকের পশ্চাতে অপ্রীতিকর অন্ধকারের ন্যায় আনন্দের পশ্চাতে যে নিরানন্দ রহিয়াছে, মানুষ তাই ভাবিবার অবসর পায় না। রামময় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া যখন ম্যাসেঞ্জা সাহেবের চর বনমালীকে

নিগৃহীত করিয়াছিল, তখন একবারও ভাবে নাই যে, কি সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিল। ক্রমে শিষ্যগণ—বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় মহোল্লাসে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং আঙ্গিনায় সমবেত হইয়া স্ব স্ব বীরত্ব-কাহিনীতে অন্তঃপুর মুখরিত করিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় শিষ্যগণের সহিত এক যোগে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। কেবল এক মাত্র শ্যামাসুন্দরী ম্লানমুখে আঙ্গিনার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। পরিশেষে শিষ্যগণের বীরত্ব কাহিনী শেষ হইলে, শ্যামাসুন্দরী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাপু সকল, তোমাদের গুরুদেব আমার পরমগুরু। কাজেই তাঁহার কাজের উপর কথা বলা আমার সাজে না। কিন্তু বাপু তোমরা আমার ছেলের মতন। তোমাদের কাজকর্ম্মের উপর আমার দুই একটা কথা বলিবার জোর আছে। তোমরা যে কার্য্যটা করিয়াছ, তাহা কি ভাল করিয়াছ?"

রামময়। আহা! গৃহিণীর মায়ার শরীর, ইনি পরের দুঃখ দেখ্‌তে পারেন না। এঁর সবই ভাল। কেবল শত্রু-মিত্র-সম-জ্ঞান এইটাই দোষের। ম্যাসেঙা সাহেব যে তোমার গৌরীকে বিয়ে কর্‌তে চায়। তাই ঘটকালী ক'র্‌বার জন্য চর পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হ'য়েছে। এখানে তুমি কার উপর মায়া দেখাতে যাচ্চ? যে জা'ত-কুল মজাতে চায়—সে ত পরম শত্রু।

শ্যামা। ম্যাসেঙা সাহেব গৌরীর খবর কোথেকে পেলে? সমত্ত মেয়ে, বাগ্ মান্‌বে না, ছুটে ছুটে বেড়াবে। আমি মা হ'য়ে দুটী কথা ব'ল্‌বার অধিকার নাই। আপনার আদরে মেয়েটী তো এক বারে বয়ে গেছে। খাবার পরবার সময় ছেলেপুলের আদর। বেয়াদবিতে একটা আদর দেখান কি?

রামময়। গৌরী যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব, ওকে কেউ কিছু বল্লে, আমার প্রাণে সহ্য হয় না।

শ্যামা। যা বল্লেন সব সত্যি। তা বুঝি, কিন্তু মেয়ে সন্তান খুব সাবধানে মানুষ ক'র্‌তে হয়। অধিক আদর দিলেই সর্ব্বনাশ। সেই সর্ব্বনাশই উপস্থিত হ'য়েছে।

সময়ে সহস্র কথায় কোন ফল দর্শে না, কিন্তু—এমন এক ক্ষণ আছে, এমন এক মুহূর্ত্ত আছে—যখন একটী কথায় মানুষের ভাবের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে—মানুষকে অন্তর্মুখী করে। মানুষ তাহার পরিণাম সহসা যেন নয়ন-সম্মুখে জ্বলন্ত ভাবে দেখিতে পায়। তাহার জীবনের অবসাদ দূরীভূত হয়, সে যেন অস্থির হইয়া উঠে। শ্যামাসুন্দরীর 'সর্ব্বনাশ' এই কথাটী যেন রামময়ের হৃদয়-তন্ত্রীতে সতেজে আঘাত করিল। রামময়—তাঁহার পরিণাম ভীষণ বুঝিলেন। তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অধীর হইয়া রামময় ব্যাকুল ভাবে বলিতে লাগিলেন, "সে যা হ'ক, গিন্নী যে কথাটী ব'লেছ, তা ঠিক। ম্যাসেঙা সাহেবের চরের উপর অতদূর অত্যাচার করা ভাল হয় নাই, বেটা যখন গিয়ে সাহেবকে সমস্ত কথা ব'ল্‌বে, তখন সাহেব তো তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠ্‌বে। এখন উপায় কি?

শ্যামা। বেটার উপর অতদূর অত্যাচার না ক'রে, যদি ধরপাকড় ক'রে সাতক্ষীরার ফৌজদার আলীনকী খাঁ সাহেবের নিকট—সকলে নিয়ে যেতেন, তা হ'লে তিনি আটক ক'রে রাখ্‌তেন। ম্যাসেঙা সাহেব কোন খোঁজ খবর পেত না। তার পর ফৌজদার সাহেব যে রকম পরামর্শ দিতেন সেইরূপ কল্লেই হতো।

রামময়। গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন আর সে বিষয় ভাব্‌লে কি হবে? চরের মুখে—ম্যাসেঙা সাহেব তো সব খোঁজ খবর পেয়েছে। সে হচ্চে দস্যুদলের সর্দ্দার। সে একজন পাকা খাতিয়াল, গাছের ডাল কেটে কি হবে?—একেবারে গোড়া কাট্‌বার চেষ্টা করাই ভাল।

শ্যামা। এখন উপায় কি? আমার তো মাথা ঘুরে যাচ্চে। এই দস্যু সর্দ্দারের হাত থেকে এড়াইবার উপায় কি? এ দস্যুদলের নিপাত করা কি সহজ কথা?

রামময়। কল্য রজনী প্রভাতে আমি সাতক্ষীরায় যাই। সেখানে খাঁ সাহেবকে গিয়ে সমস্ত কথা বলি। তিনি যেরূপ সদ্‌যুক্তি দেবেন, সেইরূপ ক'র্‌তে হবে।

শ্যামা। আপনি যে কথা ব'ল্‌ছেন, তাই ভাল বটে। আমার বিশ্বাস ফৌজদার সাহেব আমাদের বিপদে সাধ্যমত সাহায্য ক'র্‌বেন।

শিষ্যগণ এতাবৎকাল নীরবে আঙ্গিনায় দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণে গুরুদেবের পক্ষসমর্থন করিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, আপনি কল্য রজনী প্রভাতে সাতক্ষীরায় গমন করুন এবং যতশীঘ্র সম্ভব ফৌজদার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। দস্যুদল জাহাজের বহর লইয়া মাতলা নদীর সাগর-সঙ্গম-স্থলে আছে। সে এখান হইতে অনেক দূর। চর সেখানে পৌঁছিবে, তার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া প্রতিবিধান করিতে আসিতেও দস্যু সর্দ্দারের অন্ততঃ পক্ষে ১৫ দিন লাগিবে। আমরা রাত্রদিবা বিশেষ সতর্ক অবস্থায় যাপন করিব। ফলতঃ আপনি যাহাতে সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, তাহার সুযোগ করিবেন। কারণ, ফৌজদার সাহেব কি পরামর্শ দেন, তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিব। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি স্থির নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আমাদের প্রাণ থাকিতে গুরুগৃহে কোন রূপ অত্যাচার হইতে পারিবে না। সে রজনীতে আর কাহারও নিদ্রা হইল না। রজনী প্রভাতে রামময় সাতক্ষীরায় যাত্রা করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে বেলা দেড় প্রহরের মধ্যে রামময় সাতক্ষীরার ফৌজদার অলিনকী খাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। খাঁ সাহেব তখন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কিয়ৎক্ষণ পার্শ্বস্থিত মন্ত্রণাগৃহে অপেক্ষা করিতে হইল। অলিনকী যত সত্বর সম্ভব রাজকার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। রামময় ফৌজদার সাহেবকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে কুর্ণিস করিলেন। খাঁ সাহেবও যথারীতি সম্মান রক্ষা করিয়া সম্ভাষণ করিলেন—"বহুদিন পরে তর্কালঙ্কার মহাশয় শুভাগমন ক'রেছেন, সমস্ত মঙ্গল তো?"

রামময়। মঙ্গল আর কিরূপ ক'রে ব'ল্‌বো, বিপৎপাতের সূচনা হ'য়েছে, তাই জানাতে এসেছি। আপনি আমাদের শাসনকর্ত্তা, সুতরাং রক্ষাকর্ত্তা। আমাদের আপদ বিপদে আপনি যেরূপ সুপরামর্শ দেবেন, সাহায্য ক'র্‌বেন এরূপ আর কার কাছে আশা ক'র্‌বো।

অলিনকী। কিরূপ বিপদ পাতের সূচনা হইয়াছে, আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন।

রামময় তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার যথাযথ বর্ণনা করিলেন এবং ভীতিজড়িত স্বরে বলিলেন, "খাঁ সাহেব, এখন এই বিপদের হাত এড়াইবার উপায় কি?"

অলিনকী সহাস্যে উত্তর করিলেন "তর্কালঙ্কার মশায়' এ আর কি গুরুতর ব্যাপার? ইহার জন্য আর চিন্তা কি? আমরা তো ইন্দুর ধরিবার জন্য কল পাতিবার আয়োজন করিতেছি। তার পূর্ব্বে ইন্দুর এসে যদি আপনি ধরা দেয়, সে তো সুখের কথা। বাদসাহের জোর হুকুম, এই বিদেশী কাফের গুলার মূলচ্ছেদ ক'রে দেশটাকে উৎপাত শূন্য ক'র্‌তে হবে। নবাব ফেদাই খাঁও তাহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখ্‌বার জন্য মধ্যে মধ্যে হুকুমনামা পাঠাচ্ছেন। আপনি তো এ সংবাদটা দিয়ে মহা উপকার ক'র্‌লেন। কাফেরগুলা কোথায় জমায়েৎ হ'য়ে আছে, তার সংবাদ আমি জান্‌তে পারি নাই। মাতলা নদীর সাগর-সঙ্গম-স্থানে যখন জাহাজের বহর নিয়ে থানা দিয়ে আছে, তখন এ মুল্লুকে আস্‌তে হ'লে নিশ্চয়ই দরিয়া দিয়ে আস্‌বে। আমি দরিয়ার দিকে চর পাঠাচ্ছি। এদিকে লড়াইয়ের জন্য সব সাজ সজ্জা ক'রে ফেলেছি। আপনি কিছু মাত্র চিন্তা ক'র্‌বেন না। আমি কামান দেগে কাফেরগুলাকে দরিয়ায় কবর দিবার বন্দবস্ত ক'র্‌বো। তর্কালঙ্কার মশায়, আপনি তো জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত, এ সম্বন্ধে কিছু গণনা করিয়াছেন কি?"

রামময় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাফেরের সহিত এ যুদ্ধে আমাদের মঙ্গল লক্ষণ কিছু দেখিতেছি না। আমার উপর কুগ্রহের এখন পূর্ণ দৃষ্টি, সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু সুবিধা বিবেচনা করিতেছি না। কারণ, এ যুদ্ধ আমার কন্যা গৌরীকে লইয়াই বাধিতেছে।"

অলিনকী। মরণই যখন স্থির, তখন কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে করিতে মরাই ভাল। কারণ ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু ঘটিলে, তাহার পরিণাম অনন্ত স্বর্গ।

রামময়। আপনার ন্যায় সদাশয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসনকর্ত্তাগণের গুণেই আজও পর্য্যন্ত মোস্‌লেম রাজ্য বজায় আছে। কিন্তু খাঁ সাহেব, আমার ভাগ্যে বিপদ ঘটে ঘটুক, কিন্তু আপনার যেন কোন বিপদ না ঘটে; কারণ, আপনার ন্যায় সদাশয় শাসনকর্ত্তা হারা হইলে দেশের অতিশয় দুরবস্থা ঘটিবে।

অলিনকী। স্বয়ং খোদাই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের সহায়। তাঁহার শুভইচ্ছা পূর্ণ হউক। পর্টুগীজ বোম্বেটেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করা যখন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তখন মরণ স্থির জানিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।

রামময়। এক্ষণে আমি কি উপায় অবলম্বন করিব, সে বিষয়ে সদুপদেশ দিন্‌।

অলিনকী। আপনি বাটীর চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ গড়-খাই করুন, আর সেই সব পরিখা জলে পরিপূর্ণ করিয়া দিন্‌। গ্রামের ভাল ভাল তীরন্দাজ ও লাঠিয়ালগুলিকে সতত প্রস্তুত থাকিতে বলিবেন। আমিও কতকগুলি তুর্কি ঘোড়সওয়ার ভাল ভাল তীরন্দাজ ও ফৌজ পাঠাইয়া দিতেছি। সর্ব্বদা সতর্ক অবস্থায় থাকিবেন। খোদার যাহা শুভ ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হইবে। আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মোপাসক সৈয়দবংশ-সম্ভূত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। বিশেষতঃ আমি শাসনকর্ত্তা, আপনি প্রজা; আপনাকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম। যদিও আপনি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন, তথাপি হিন্দু মুসলমান একই মাতৃভূমির যমজ সন্তান; সুতরাং আমরা ভাই ভাই; ভাই হইয়া ভাইএর জা'ত-কুল রক্ষার জন্য যদি জান না দিই, তাহ'লে নরকেও স্থান হবে না। আপনি এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আমিও যুদ্ধসজ্জার আয়োজন করি। এই কথা বলিয়া অলিনকী রামময়কে বিদায় দিলেন। রামময়ও খাঁ সাহেবকে সেলাম করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। *

মহৎব্যক্তির আদেশ পালন অতি কর্ত্তব্য—নচেৎ আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাসের উপযুক্ত নহি, পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতাম না। বৈষ্ণবগণের চরণে শতকোটী নমস্কারপূর্ব্বক মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছে, "জপাৎ সিদ্ধিঃ"। কিন্তু কলির দুর্দ্দম শাসনে ক্রমে দুর্ব্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও কঠিন। মহাপ্রভু দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়াল প্রভু এই নিমিত্ত অতি গুহ্যতর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন,—নামই সর্ব্বস্ব, নামই ব্রহ্ম; নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান করো, ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হও। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধির বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কিন্তু কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু। পতিত-পাবন গৌরাঙ্গ বলিলেন, জীবে দয়া রাখো, কোটী কোটী কঠোর তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে; নাম ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবে, মানব জন্ম সার্থক হইবে।

মানবজন্ম সার্থক হইবে—এ কথা শুনা যায়, কিন্তু মানব জন্মের সার্থকতা কি? শুনিতে পাই, মানবজন্মের সার্থকতা মুক্তিলাভ, কিন্তু যাহা মুক্তি বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা শুনিয়া আমার প্রাণ দুর্ব্বলহৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। জলবিম্ব জলে মিশাইয়া যাইবে—অস্তিত্ব থাকিবে না, মোহজড়িত হৃদয় এ কথা শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হয়! এই তো মৃত্যু! আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, এ কি কথা? শত শত বার জন্মগ্রহণ করি, শত তাপে তাপিত হই, তথাপি অস্তিত্ব থাকুক! অস্তিত্ব লোপ যদি মানব-জীবনের সার্থকতা হয়, তবে এ সার্থকতা আমার প্রয়োজন নাই। তেজীয়ান্‌ মহাপুরুষেরা এ সার্থকতার প্রয়াসী, কিন্তু মৎ-সদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ জীবের পক্ষে এই সার্থকতা লাভ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক বোধ হয়।

* বিগত ২৯শে চৈত্র ভারতীয় ধর্ম্ম-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

তেজীয়ানের উপায় আছে, আমাদের উপায় কি? গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইলেন। পতিত তাপিত মায়া-মোহবিজড়িত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে শ্রীচরণে স্থান দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। তিনি স্বয়ং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেন। জীব দেখিত, বিস্মিত হইয়া ভাবিত,—স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? ইনি বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তবে মন্ত্র তন্ত্র ছাড়িয়া হরিবোল দিয়া নৃত্য করেন কেন? "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া শতধারা ইঁহার বক্ষ বহিয়া যায় কেন? দেখিতে লাগিল, ভাবিতে লাগিল, ধীরে ধীরে ভাবের ধারা হৃদয়ে বহিল। সেই পবিত্র ধারা মোহপ্রস্তর-বেষ্টিত ছিল, গৌরাঙ্গদেবের গভীর হরিধ্বনিতে সেই প্রস্তর প্রাচীর ভাঙ্গিল। ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া জীব বৃন্দাবনের ভাবসাগরে উপস্থিত হইল; ভাবরাজ্যে দেখিল—হৃদয়-আকৃষ্টকারী কৃষ্ণকায় বালক যশোদা গোয়ালিনীর কোলে স্তনপান করিতেছে; দেখিল—অলঙ্কারভূষিত চূড়াবান্ধা জানু পাতিয়া গোয়ালিনীর নিকট নবনী প্রার্থী; দেখিল—নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় লইয়াছে; দেখিল—পাঁচনী হস্তে গোপবালকের সহিত গোচারণ করিতেছে; দেখিল—কিশোর কৃষ্ণকায় কাঞ্চনকান্তি কিশোরীর সহিত প্রেমের আদানপ্রদান করিতেছে,—গোপীগণ মুগ্ধচিত্তে সেই আদানপ্রদান উপভোগ করিতেছে; দেখিল—মায়িক সংসারের ন্যায় সকলই, কিন্তু মায়িক জড়তা নাই, সমস্ত প্রেমে গঠিত! প্রেমগঠিত যশোদা, প্রেমগঠিত নন্দ, প্রেমগঠিত গোপবালক, প্রেমের পুত্তলী কিশোরী, প্রেমের গোপীগণ প্রেমাধার কিশোর লইয়া প্রেমলীলায় মুগ্ধ আছে।

জীব বুঝিতে পারে না, এ কি সাধন! ভাবে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত, কিন্তু কই এত সাধন নয়! সাধনের কঠোরতা কোথায়? সকলই মাধুর্য্যপূর্ণ, ইহা আবার সাধন কি? পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছে—ভাবে, এ কি মধুময় ভাবসাগর! কই—কোথায় ত এরূপ ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ নাই! ভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতেছে, নাস্তিক, আস্তিক উভয়েই মুগ্ধ। নাস্তিক ও আস্তিক উভয়েই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে,—এ কি অপূর্ব্ব "কবিত্ব 'রসের" প্রস্রবণ! "ভূমণ্ডলের অন্য কোন দেশে কোন উপাখ্যানে এরূপ বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ ও বিচিত্র রসতরঙ্গিণী একত্রে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। এ রসে যাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত না হয়, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণ অপেক্ষা কঠিন পদার্থে বিনির্ম্মিত, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এ কি অনন্ত ভাবপ্রবাহ! অষ্টাদশ পুরাণে বর্ণিত হইয়া শেষ হয় না। বরং আরও উথলিয়া উঠিতে থাকে। কথকতা, কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না, রসতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িতে থাকে। কানু ছাড়া মধুর গীতই হয় না। এ মাধুর্য্যপ্রবাহ কে সৃষ্টি করিল? "যদি এ বিমল আনন্দ অবিচ্ছিন্নরূপে হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, যদি এ বিমল আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইলে মানবজীবনের সার্থকতা বটে, এ সার্থকতা লাভে অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ও প্রয়াসী। যদি ইহার নাম মুক্তি হয়, ইহাতে ত ভয়ের ছায়ামাত্র নাই, কেবল আনন্দ।

গৌরাঙ্গ বলেন,—"হরি বলো, এই রসের অধিকারী হও। রসের উপরিভাগে ভাসিয়া তোমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। এসো আমার সহিত এ রসসাগরে ডুব দিবার চেষ্টা করো। একবার নিজ অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, দেখো—বিষদংষ্ট্র কামক্রোধাদি রিপুচয় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অবনতশিরে ম্রিয়মাণ, রসতরঙ্গে পাপপুণ্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমার সহিত অনন্ত রসসাগরে ডুব দেবার চেষ্টা করো" দেখিতেছ না, স্বয়ং ঈশ্বর এ রসের প্রার্থী; যে রস স্বর্ণকান্তি কিশোরী বৃন্দাবনে উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই রসাস্বাদনলুব্ধ হইয়া স্বয়ং ঈশ্বর ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত! বুঝিতে পারিতেছ না, নাই পারো, অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছ, তোমার আর মৃত্যু নাই। রসাস্বাদনে তৃপ্তির সহিত আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অনন্তকালে এ রসের অন্ত নাই, অনন্ত রস অনন্তকাল আস্বাদ করো!

আহা তুমি কেন দীনভাবে দূরে দণ্ডায়মান? চণ্ডাল? তুমি মহাপাতকী?—তাতে দোষ কি, এসো এ কিশোরীর রসাস্বাদনে তোমার মানা নাই। আহা, তুমি ব্যভিচারিণী, তাই কি তুমি কুণ্ঠিতা? এ বৈকুণ্ঠের

রসপানে কুণ্ঠিতা হইও না, রসময়ী কিশোরী এ রসদাত্রী, তোমার নিমিত্ত তিনি কাতরা, তোমায় তিনি তাঁর সঙ্গিনী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তোমায় সঙ্গে না লইয়া তিনি গোলোকে যাইবেন না, অকুণ্ঠহৃদয়ে বৈকুণ্ঠের রসসাগরে ঝম্প প্রদান করো। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া জীবকে ডাকিতেছেন, "এসো এসো, চিরানন্দ উপভোগ করো। এ আনন্দ-রস আস্বাদনে কাহারও বাধা নাই। এক বাধা, সন্দেহ। যদি কোটী জন্ম মহাপাপ করিয়া থাকো, তথাপি তোমার শঙ্কা নাই; দেখিতেছ না, আমি তোমায় কোল দিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছি। যদি কুটিল তর্কযুক্তি তোমায় আসিতে বাধা দেয়, তুমি বৃন্দাবন ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করো, সেই ভাবতরঙ্গে জটিল তর্কযুক্তি ভাসিয়া যাইবে।"

গৌরাঙ্গ পাপীতাপীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। নিত্যানন্দ সংসারী সাজিয়া সংসারীর সহিত মিশিয়া জীবের ভববন্ধন ছেদনার্থে জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছেন। মোহান্তগণ জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া গ্রন্থ রচনা, গীত রচনা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গের অবতীর্ণ হইবার সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও প্রকৃত বৈষ্ণব জীবের দুঃখ মোচনার্থ দীনবেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন।

আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাহা জানি, তাহা যথাসাধ্য বর্ণনা করিলাম। গৌরাঙ্গধর্ম্মের উচ্চ মাহাত্ম্য এই যে, জগতে এমন কেহই হীন নাই, যে হরিনামের অধিকারী নয়; এমন কেহ অবকাশশূন্য নয়, যে একবার হরি নাম করিতে না পারে; এমন কেহ সংসার-জালে জড়িত নয়, মধুর গৌরাঙ্গলীলা শ্রবণে যাহার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ না হয়; বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক, এমন কঠিন কঠোর হৃদয় কাহারও নয়, যে হৃদয় লীলারসামৃতে দ্রবীভূত হয় না। এবং একবার সেই কঠোর হৃদয় কোমল হইলে বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভক্তি-কমল প্রস্ফুটিত করে।

সামান্য জীবের ত এই অমরত্ব লাভ হয়। এ ধর্ম্ম কি সামান্য জীবেরই জন্য? উচ্চহৃদয় উচ্চাশয় ব্যক্তিদিগের জন্য কি এ ধর্ম্ম নয়? হাঁ, তাঁহাদেরও জন্য গৌরাঙ্গের এই প্রেমধর্ম্ম; মানব হৃদয় যতদূর উচ্চ হইতে পারে ততদূর উচ্চ হইয়াও এ রসের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে সক্ষম। যে রস আস্বাদনের পিপাসায় স্বয়ং ভগবান্ নরদেহধারী, যে ভাবে ভগবান্ ঘন ঘন ভাববিভোর, চৈতন্যশূন্য, আত্মহারা, তোমার হৃদয়ে কত স্থান, তুমি কত ভাবগ্রাহী যে, এ ভাবের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে তোমার তৃপ্তিসাধন হইবে না? তবে এ ভাব কি? কে বলিবে?

"না পিয়ে না বুঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায়।"

যে বিন্দুমাত্র পান করিয়াছে, সে আত্মহারা, তার দেহভাব নাই, জিহ্বা নাই, উচ্চারণ-শক্তি নাই, বাক্যহারা হইয়াছে,—কিরূপে বলিবে! সে রসে আপ্লুত, রসময় হইয়া গিয়াছে; তার ত আর নরত্ব নাই যে, নরকে সমাচার প্রদান করিবে! তবে চৈতন্যচরিতামৃতে পড়িয়াছি, তাই বলিতেছি, কিশোরীর আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধারূপে ভগবান্ লীলা করিয়াছেন। ইহার তত্ত্ব কি, তা ত জানি না।

ভাবুক ভাবে বিভোর হইয়া ভাবচক্ষে দেখুন —বৃন্দাবনের যশোদাদুলালের মৃত্তিকা ভক্ষণ, নবনী হরণ, মদনমুগ্ধকারী রাসলীলা—নবদ্বীপের শচীনন্দন লীলায় তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করুন। বেদান্ত যাঁর তৃপ্তিকর, গৌরাঙ্গ প্রকটিত "অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ" দার্শনিক যুক্তি দ্বারা আন্দোলন করিয়া উপভোগ করুন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি যাঁহার যে রসে তৃপ্তি, গৌরাঙ্গ লীলায় তাহার পরিপুষ্ট বিকাশ দেখুন। গৌরাঙ্গলীলার উপমাস্থল, গৌরাঙ্গলীলা। গৃহী সন্ন্যাসী, পাপী পুণ্যবান্, সকলের নিমিত্ত গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম, গৌরাঙ্গদেবের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা একটী স্থূলকায় পুস্তকেও হয় না। এ প্রবন্ধেও নিষ্প্রয়োজন। তবে সর্ব্ব প্রধান যে চারি সম্প্রদায় এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, যথা—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য ও নিম্বার্কাচার্য্য, এই চারি সম্প্রদায়ই বিষ্ণুভক্ত, কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় না

ইহাদের শাখা প্রশাখা কোন সম্প্রদায়ই আচণ্ডালে আলিঙ্গনদানে প্রস্তুত নন। মায়াবাদ খণ্ডন, ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনা এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু কেবল গৌরভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই বলেন, এসো দীন হীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ, এসো এসো দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম দিবার জন্য ডাকিতেছেন: শুনিতেছ না, নিতাই মধুস্বরে গাহিতেছেন,—

"ধর" নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়॥"

পতিত, শোনো,—বৈষ্ণবেরা উচ্চনাদে বলিতেছেন,

"যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়,
তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে।"

তবে আর ভয় কি? ভবসাগর ত গোষ্পদ। বিশ্বাস করো, বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা নয়। বৈষ্ণব—বৈষ্ণব কি? বৈষ্ণব কি বর্ণনা করিতে যেমন রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবান্‌কে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তেমনি বৈষ্ণব কি, বর্ণনা করিতে হইলে আবার তাঁহার দেহ ধারণের প্রয়োজন। বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবই জানেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই, কালনার ভগবান্‌দাস বাবাজী মদনমোহন দর্শনে আসিয়াছিলেন। একজন বেশ্যা তাঁহাকে প্রণাম করে, তাহাতে বাবাজী গদ্‌গদ্ ভাবে সেই বেশ্যাকে প্রণাম করিলেন কেন?" বাবাজী উত্তর করিলেন, "এ রমণী পরম ভাগ্যবতী, আমি ত বৈষ্ণবের দাসানুদাসের যোগ্য নই, কিন্তু আমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছে। যে বৈষ্ণবকে প্রণাম করে. সে আমার প্রণম্য এ বৈষ্ণব-তত্ত্ব আমি কি বুঝিব।

শুনিয়াছি, কায়মনোবাক্যে সাধন করিত হয়, কায়মনে আমি অক্ষম, তবে বাক্যে বলি—জয় বৈষ্ণবের জয়। জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব—গৌর-নিতাই কে—বলিয়া দেন। জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব দ্বারে দ্বারে বলেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলেন, "ভাই, হরিবল'।"

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের পোটোদের মধ্যেও ঐরূপ একটা বিশ্বাস আছে। তাহারা বলে, দশ মহাবিদ্যার ছবি ঠিক্ ঠিক্ আঁক্‌লে তাঁহারা দর্শন দেন, আর বংশের সকলে মারা যায়। প্রবাদ আছে, সিদ্ধ বংশের লোপ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হ'বার পূর্ব্বে একজন ভাস্কর সকাল সন্ধ্যা কালী নাম জপ, কালীর ধ্যান, হবিষ্যান্ন ভোজন, গঙ্গাস্নান, তত্তীরে বাস ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ঐ কালীমূর্ত্তিটী গড়েন। অদ্যাপি মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ ভাস্কর সংগ্রহ ক'র্‌তে পারেন, তাঁহারাও এই প্রথায় মূর্ত্তি প্রস্তুত করান।

আমাদের ভাস্কর ও তুলিকরেরা এখনও কোন্ প্রথানুসারে কার্য্য করে এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালীতে কোনপ্রকার বিজাতীয় প্রভাব প্রবিষ্ট হ'য়েছে কি না, দেখ্‌বার জন্যে বিগত দুর্গাপূজার সময় আমরা আর্য্যাবর্ত্তের বহুস্থানে ভ্রমণ করি। দেখলুম কি ভাস্কর, কি তুলিকর, কি স্বর্ণকার, এমন কি, পিতল কাঁসা বা স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্যাদির উপর যাহারা নকাসীর কার্য্য করে, তাহারাও পর্য্যন্ত সেই পুরাকালের মত অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের বিধি অনুসারে শিল্পকার্য্য করে। এই সমস্ত নকাসীকরদের কার্য্য এতই সুন্দর যে, অনেক সময় আমরা বাধ্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছি যে, তাহাদের শিষ্যদের শিক্ষার সুবিধার জন্যে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট নকাসীর নকল রাখা হয় না কেন? এই কথার উত্তরে সর্ব্বত্রেই আমরা শুনেছি যে, মানবহৃদয়ের মধ্যে যে সমস্ত ভগবৎ-প্রদত্ত নমুনা আছে, তাহা অনন্ত, অনবরত কে তাহার নকল রাখ্‌বে? তাহারা বলে, "মশাই, চেলাদের যদি নকল ক'র্‌তে শেখাই, তবে ওরা নকলই ক'র্‌তে থাক্‌বে; আমাদের ওস্তাদেরাও কখন নকল করান নি; কিন্তু দেখুন, ছেনী ধর্‌লেই হরেক রকমের লতা, বুটো, ফুল, ফল আপনি গড়গড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর দেখুন, প্রতি

পদে নূতন নূতন ভাব বেরোয়। নকল করতে শেখালে সেই নকলই করবে, নমুনা ব্যতীত ছেনী ধরতে পারবে না, আর সমস্ত কাজ একঘেয়ে হবে*। পাঠক এমন জ্ঞান ও সারগর্ভ কথা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মুখে শুনেছেন?

কেহ হয়ত বলবেন, ও মানস-চর্চ্চায় অর্থাৎ ধ্যান কোরে মূর্ত্তি গড়ায় ভুল হতে পারে, বাস্তব চর্চ্চায় ইউরোপীরা যেমন একটা মানবাদর্শ সম্মুখে রেখে আঁকে, তাতে আর ভুল হতে পারে না। অতএব মানস-চর্চ্চা অপেক্ষা বাস্তব চর্চ্চা ভাল, এবং এই জন্যই পাশ্চাত্য শিল্প-পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাস্কিন বাস্তব চর্চ্চার সাপক্ষে এত জোর দাবী করে গেছেন। প্রতিবাদে আমরা বলি, পাশ্চাত্য ললিতকলায় পণ্ডিতবরেরা এখন আমাদের মাথায় থাকুন। তাঁহাদের অনুকরণ করেই আমাদের সমস্ত বিষয়ে অবনতি হয়েছে, আর অধিক ঐ পথে চললে আমাদের জাতটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর এক কথা, আমাদের নিজের যে বিষয়ে একটা বহুকাল-পূজিত আদর্শ আছে, তাহা ছেড়ে বাহিরের আদর্শ নিয়ে কার্য্য করায় ফল বিষময় বই সুখময় হতে পারে না। শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রকারগণের পদানুসরণ আমাদের কায়মনোবাক্যে করা উচিত, কারণ তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিক বহুদর্শী এবং মানব-মনের যে অসীম ক্ষমতা আছে, তাহাও বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্কার মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গাছ, পালা, নদ, নদী, সমুদ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। আমাদের ঋষিরা বলেন, "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" জগতের সর্ব্বভূতের উপর ঈশ্বরের আরোপ কোরে নিতে হবে। ইহাই এক হইতে বহুর উৎপত্তি এই মহাতত্ত্ব উপলব্ধির উপায় এবং হিন্দু জাতির এই মহাভাব জন্মগত, আর আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবিষ্ট। ইংরাজিতে ইহাকে বলে the great Synthesis (বিরাট সংশ্লেষণ)। এই ভাবের বলেই হিন্দুর চক্ষে যাবতীয় বস্তু ঐ এক মহা মাধুর্য্য-সূত্রে গ্রথিত, আর তাহাই আমাদের ললিতকলার প্রাণ। আমাদের জাতীয় আদর্শ—শিল্পাচার্য্যেরা এই মহাভাবে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহাদের পদানুসরণ কোরে আমাদের প্রাচীন শিল্পীরা যেসমস্ত নিদর্শন রেখে গেছেন, তাহার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শিল্প-নিদর্শনের তুলনাই হয় না। দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপেও মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় যাবতীয় প্রসিদ্ধ শিল্পী আমাদের শিল্পাচার্য্যদের পদ্ধতি অবলম্বনে চিত্র-কলা ও ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করে গেছেন। কেবল একমাত্র রাস্কিনই ঐ সমস্ত প্রাচীন শিল্পের অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উৎকর্ষলাভের আশায় মানস-চর্চ্চা ছেড়ে বাস্তব চর্চ্চা করতে জিদ করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতেও শিল্পের কোনপ্রকার উৎকর্ষ অদ্যাপি য়ুরোপে হয় নাই, বরং পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলী একপ্রকার ঐক্যমতে স্বীকার করেন যে, য়ুরোপে এখন শিল্প মৃত। আমরা জিজ্ঞাসা করি কেন মৃত?

বাস্তব চর্চ্চা করলেও, জীবিত আদর্শ (model) সম্মুখে রেখে কার্য্য করলেও শিল্পীকে, ভাব, ভঙ্গি সৌন্দর্য্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ প্রাকৃতিক মানসিক ও অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যসমূহের বিকাশ করতে হলে সে সমস্ত তাঁহাকে তাঁহার নিজ ভাবজগৎ হতেই আনতে হয়; কারণ মডেলে সেগুলির বর্ত্তমান সকল সময়ে সম্ভবে না। তবে মডেলের আবশ্যক? কেবল আঙ্গিক চারণের যাহাতে বাস্তব রেখাপাত বই ভ্রান্ত রেখাপাত না হয়, এই জন্য? য়ুরোপীয় প্রাচীন চিত্র নিদর্শনে এরূপ ভ্রান্ত রেখাপাত আছে; কিন্তু প্রাচীন আর্য্য ভাস্কর্য্যে সে দোষ

* The Jewellers and goldsmiths, art in India is indeed of the highest antiquity, and the forms of Indian Jewellery as well as of gold and silver plate and the chasings and embossments decorating them have come down to an unbroken tradition from the Ramayana and Mahabharata. The first light of Aryan civilisation dawned in the Ganges valley, and spread thence into the valleys of the Tigris and the Euphrates. Vide Sir George Birdwood's. Industrial arts of India p. 186.

আদৌ নাই, এবং এই দোষ নিবারণের জন্যই রাস্কিনের মডেল লয়ে আঁকবার প্রস্তাব। কিন্তু ভারতের তুলনায় পাশ্চাত্য জগৎ এখনও শৈশবাবস্থায়। উদাহরণ দিয়াই দেখান যাক্। চিত্রকর বা ভাস্কর মাত্রেই জানেন যে সমস্ত অঙ্গের মধ্যে হস্ত ও পদ আঁকা অতি সুকঠিন, আবার অঙ্গুলির ভাবভঙ্গির বিকাশ আরও কঠিন। উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় চিত্রকলা এস্থলে একপ্রকার তমসাচ্ছন্ন; আর আমাদের প্রাচীন চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যে ঐ স্থানের ভাব, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের চরম বিকাশ; একটীও ভ্রান্ত রেখাপাত কুত্রাপি নাই, একথা আমরা গর্ব্বের সহিত বল্‌তে পারি। একমাত্র হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা যে প্রকার বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি আমাদের দেশে আছে তেমনটী কুত্রাপি নাই। ইহারও কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে আমাদের ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌তে হবে। ভারতীয় শিল্পে অঙ্গুলির সুগঠন, তাহাদের বিভিন্ন ভঙ্গি যে এত ভাল তাহার কারণ পূজাদিতে মুদ্রা ও অঙ্গন্যাসের প্রয়োজন। এবম্বিধ প্রয়োজন যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে থাক্‌ত, তবে য়ুরোপীয় শিল্পে তাহার উত্তম অভিব্যক্তি থাক্‌ত। আরও এক কথা, সেই বৈদিক সময় থেকেই হিন্দুরা ধ্যানপরায়ণ, সুতরাং মনমধ্যে একটা ছবি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আঁকা আমাদের প্রাচীন শিল্পীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জোর করে নিরাকার বাদী, গোড়া নাই তার আগা কেমন করে হবে, কাজেইং ধ্যান ধারণার তেমন কোন সুচারু পদ্ধতি নাই। সুতরাং উপলব্ধিও নাই বল্লে, মিথ্যা কথা বলা হয় না। এস্থলে বাস্তবিক (model) রাস্কিনের পক্ষে একমাত্র উপায় বলে মনে হয়েছিল, যদ্দারা শিল্পী ভ্রান্ত রেখাপাতের হাত এড়াতে পারেন। তিনি জান্‌তেন না যে, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নামরূপের আদর্শ প্রত্যেক মনমধ্যে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান আছে। কেবল মাত্র অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসযোগে মনমধ্যে তাহাদের পূর্ণ বিকাশ করার নাম ভাস্কর্য্য বা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা। আমাদের শিল্পকারগণ মনস্তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞাত ছিলেন, তাই মানসচর্চ্চা কোরে শিল্পাভ্যাস কর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পাছে প্রথম প্রথম শিল্পবিদ্যার্থী নিজ ভ্রান্তরেখাপাতে ভগ্নোৎসাহ হন এই কারণেই বলেছেন যে, দেবমূর্ত্তি ঐরূপ আঁক্‌তে বা গড়্‌তে গিয়ে যদি তাহাতে রূপের অভাব হয়, তাহাও ভাল। তাহার কারণ, তিনি নিশ্চয় জান্‌তেন যে, নিজ অভাব ও অপারগতা যখনি ছাত্রের দৃষ্টিগোচর হবে, তখনি সে ভ্রম বা অভাব তাঁহারই অনন্যকর্ম্মশীল মন সংশোধন বা পূরণ কর্‌বে। তাহাতে যে কেবল মাত্র শিক্ষার্থীর ভ্রম সংশোধন হবে তাহা নয়, তাহার মানসিক শক্তিসমূহের ত্বরিত ও প্রখর বিকাশ আরম্ভ হবে। বাস্তব চর্চ্চায় শিক্ষার্থীর নিজ মনমধ্যে যেটুকু মাধুর্য্যাদি ভাবের বিকাশ কর্‌বার ধ্যান পূর্ব্ব হতে হয়েছিল, প্রতিপদে বা স্থলদর্শের প্রতি দৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে সে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায় এবং বাস্তবাদর্শের উপর সেই সমস্ত মানসিক ভাব আরোপ কোরে তৎপরে তাহার অভিব্যক্তি গঠিত মূর্ত্তিতে আনা অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়ে; কারণ নিজ মনোভাব ও বাস্তবাদর্শের সামঞ্জস্য কর্‌তে যে প্রভূত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহাতে শিল্পীর ভাব নষ্ট বই পুষ্ট হওয়া দূরের কথা, স্থায়ী হওয়াও কিছুতেই সম্ভব নয়। এই জন্য ওদেশের শিল্পমধ্যে উচ্চ উচ্চ ভাবের বিকাশ অভাব বিরল। আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা শিল্পাচার্য্যরা এই সমস্ত বিষয়ে ধ্রুব নিশ্চিত ছিলেন, তাই তাঁহাদের ঐ প্রকার উপদেশ। অপর দিকে মানস চর্চ্চা কর্‌তে কর্‌তে শিক্ষার্থীর মন মধ্যে যে সমস্ত অভাব থাকে, তাহার পূরণ জন্য তাহার দৃষ্টি মানব-চরিত্রের ও আঙ্গিক গঠনের উপর স্বতই আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমে প্রকৃতির অনন্ত ভাব অধ্যয়ন করে মন মধ্যে তাহাদের প্রত্যেক খুঁটী নাটী (detail) পর্য্যন্ত আয়ত্ত কর্‌তে আরম্ভ করে। কিন্তু যিনি বাস্তব চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন, ঐ বাস্তব-চর্চ্চা করেন বলেই যখন কোন প্রকার নূতন ভাবের বিকাশ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে তাঁহার মন প্রবৃত্ত হতে চায় না কারণ সে জানে যে যখন আবশ্যক হবে তখন বাস্তবাদর্শ থেকে উহা গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে। যিনি মানস-চর্চ্চা করেন, তিনি বেশ জানেন যে এমন সুবিধা আর না হতে পারে, উহা এখনি আয়ত্ত করা চাই। সুতরাং মানস-চর্চ্চাশীল

ব্যক্তি অহরহ তাঁহার মানসিক শক্তিনিচয়ের পুষ্টিকরণে প্রবৃত্ত থেকে অনবরত বাস্তব জগত থেকে অনন্ত ভাব-ভঙ্গি সংগ্রহ কোরে নিজের একটী কল্পনা জগত সৃষ্টি করেন ও তাহারই মধ্যে কলাদেবীর অবিছিন্ন অর্চ্চনায় জীবন যাপন করেন। ফলে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই অসাধারণ মৌলিকতার প্রস্ফুরণ হয়। এই কারণে ভারতীয় শিল্প মধ্যে যেমন মৌলিকতার ছড়াছড়ি, এমনটী কোথাও নাই। তাই আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐক্যমতে এই কথা স্বীকার করেন। তাই আজ তিন হাজার বৎসর ধরে পৃথিবীর সকল জাতি ভারতের শিল্পসংগ্রহে ব্যস্ত, এ কথা কে না জানে? রাস্কিন প্রভৃতি ত দ্রষ্টা নন; ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসমূহ বেশ প্রমাণ করে যে, সে, সম্বন্ধে তিনি শিশু ছিলেন, ওক্ষেত্রে তাঁহার বর্ণমালার পরিচয়ও অসম্পূর্ণ। কাজেই তিনি মনস্তত্বে অনভিজ্ঞ বলেই বাস্তব চর্চ্চার উপর এত ঝোঁক দিয়েছেন। অতএব ললিত কলার আরাধনায় সিদ্ধি-লাভার্থী হিন্দুর পক্ষে পাশ্চাত্য গুরু সর্ব্বতোভাবে যে বর্জ্জনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পর মানব-জীবনের নূতন নূতন উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই যদি শিল্পের উদ্দেশ্য হয়, আমাদের শিল্প যদি আমাদের জাতীয় ভাষা হয়, তবে মাতৃভাষা শিক্ষার্থে বিদেশী বিধর্ম্মীর পদতলে বসা হিন্দুর কি বাঞ্ছনীয়? আমাদের শিল্প আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের, জাতীয় স্বভাবের অঙ্গ বা অংশ, একজন বিদেশী তাহার কি শেখাবে? মানব-চরিত্র আমরা যে চক্ষে দেখি, পৃথিবীতে আর কোন্ জাতি আছে যে ঠিক্ সেই ভাবে মানুষকে দেখে? আমাদের কাছে প্রত্যেক নরনারী শিব ও আদ্যাশক্তির অংশ; এই জ্ঞান অতীব পুরাতন, এবং এইভাবে নরনারীর প্রতি দৃষ্টি কর্‌বার মজ্জাগত স্বভাব অন্য কোনও জাতির মধ্যে নাই নিশ্চিত। মানব-প্রকৃতি থেকে এই দেবভাবটা বাদ দিলে থাকে পশুত্ব। পাশ্চাত্য শিল্পগুরুরা যাহা কিছু আদর্শ রেখে গেছেন, তাহার মধ্যে ঐ দেব ভাবের বিন্দুবিসর্গও নাই। এমন কি যীশুর মূর্ত্তিগুলিতে আত্মদর্শনের ভাব দূরে থাকুক, তাঁহার মন যে অন্তর্মুখী ছিল, সে ভাবটিও নাই। আর ঐ পুরাকালের মানস চর্চ্চার প্রথায় শিল্পানুষ্ঠান কোরে আমাদের প্রাচীন শিল্পীরা যে ভাবের অভিব্যক্তি করে গেছেন, সে সমস্ত ভাব সকল গ্রীস্ কখনও স্বপ্নে দেখেনি বা ইতালী কখনও উপলব্ধি করেনি।*

১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্পাদর্শ হিন্দুস্থান প্রকটিত করেছে, সমগ্র মানব-সমাজ সেজন্য ভারতের নিকট ঋণী। হে পাঠক! যদি প্রাণে প্রাণে বুঝে থাক যে, জাতীয় মর্য্যাদার অনুভূতি ব্যতীত আমাদের এই দ্বন্দসঙ্কুল পৃথিবীর বক্ষে জীবিত থাক্‌বার আর উপায় নাই, তবে স্বধর্ম্মে ও তাহার অঙ্গীভূত আমাদের জাতীয় মহাশিল্পের মর্য্যাদা অধ্যয়নে সচেষ্ট হও। এই স্থলে একটা কথা না বোলে থাকা যায় না। যে সকল শিল্প-শিক্ষার্থীরা য়ুরোপী শিল্পের পশ্চাদ্ধাবনে প্রমত্ত, আর যাঁহারা প্রভূত অর্থব্যয়ে ঐ সকল শিল্পসঞ্চয়ে বদ্ধ-পরিকর, তাঁহাদের জানা কর্ত্তব্য যে, যে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হয়ে কেবল মাত্র পাঁচ ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে ইতালী তথাকথিত অপূর্ব্ব শিল্পের প্রণয়ন করেছে, সেই ধর্ম্মের অবতার, যীশু, একজন আসিয়াতিক্, এবং তিনি বংশ-পরম্পরায় একজন আসিয়াতিক্ সূত্রধর। আবার ঐ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্প য়ুরোপে প্রবিষ্ট হয়, তাহাও আসিয়াতিক্। সকলেই জানেন, ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অন্ততঃ ছয় শত বর্ষ পরে খ্রীষ্টযীশু জন্মগ্রহণ করেন। এই ছয়শত বর্ষে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ ভারত সমগ্র সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার কোরে নিজ ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, মানুষ ও পশুদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত সেবাশ্রম (হাঁসপাতাল) প্রভৃতি সভ্যজগতের যাহা অলঙ্কার, সে সমস্তরই গুরু হয়ে সমগ্র আসিয়াখণ্ডে, মিশরাদি প্রদেশে, গ্রীস ও ইতালিতে, জাপান, চীন, যবদ্বীপপুঞ্জে এবং

* If she (India) took this from here, that from there so did Greece, so did Italy; but out of what she took came higher ideals than Greece ever dreamt of, and things of beauty that Italy never realised. Let these constitute India's claim to the respect and gratitude of humanity. E. B. Havell's Indian sculpture and painting, p. 169.

আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকোতে শিক্ষা দিয়েছিল। এই জন্য পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম প্রচারকের পরিচ্ছদ, কি খৃষ্টিয়, কি মুসলমান, আমাদের সন্ন্যাসী বেশের অনুকরণে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান কোরে জগতে ঠিক সত্যটি প্রচার করতে কেন যে তেমন যত্নশীল নন, তাহা জানি না। তবে প্রমাণ স্বরূপ একটা কথা বলে রাখি। সক্রেটিস যখন আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সেই জনতার মধ্যে হ'তে একজন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হ'য়ে সক্রেটিসের কথার প্রতিবাদ কোরে বলেন, "সক্রেটিস্! তোমার ভগবৎ জ্ঞান আগে না জন্মালে আত্মজ্ঞান জন্মাবে কি ক'রে?" * ঐ ইতালিতে ফ্রেস্কো পেন্টিং যে ভারত থেকেই গিয়েছিল, যেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ অজন্তার পদ্ধতিতে আঁকা ছবি আজও পম্পীতে বর্ত্তমান আছে।† শুধু তাহাই নয়। যে গ্রীক ভাস্কর্য্যবিদ্যার, মর্য্যাদায় গর্ব্বিত ইংরেজ বিকট তুরীভেরীধ্বনি কোরে জগতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার ক'র্‌ছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র প্রাচীন সভ্য জাতি গ্রীকরা সমস্ত জগতকে সুসভ্য করেছে এবং ভারতে এসে আমাদের সর্ব্বপ্রকার শিল্প-চর্চ্চা শিখিয়ে 'সইভ্য' করেছে—এ সমস্ত কথাই একেবারে মিথ্যা, গ্রীক-লিখিত ভারত সম্বন্ধে পুস্তক হ'তেই তাহার বিপরীত প্রমাণ হয়—সে বিদ্যাও ভারতীয় প্রভাব ব'লে মনে হয়। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন যে, গ্রীকরা যে সময়ে ভারতে আসে সে সময়ে তাহাদের ঐ শিল্প মৃত্যুমুখী এবং গ্রীক ভাস্কর্য্যবিদ্যার গুরু মিশর। কিন্তু মিশরীরা মানস-চর্চ্চা কি বাস্তব চর্চ্চার প্রথায় শিল্প অনুষ্ঠান করত, তাহা প্রায় কেহই বিশেষ ভাবে জ্ঞাত নন্। অথচ সকলেই জানেন যে, গ্রীসে শুক্রাচার্য্যের পদ্ধতিতে ভাস্কর্য্যের মানস-চর্চ্চা হোত। যে সময়ে ঐ প্রসিদ্ধ শিল্পের চর্চ্চা তথায় আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়ে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার স্রোতও গ্রীসে প্রবিষ্ট হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, গ্রীকের ইতিহাসে একটা কিম্বদন্তী আছে যে, তাহাদের দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই পূর্ব্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ করে ও বহুকাল ধ'রে তৎপ্রদেশে বাস কোরে মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। প্রবাদ আছে, এমফিডক্‌ল্‌স ভারতে বাস কোরে বহুকাল সাধন ভজন কোরে বিভুতিযুক্ত হন; তাহার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কোরে অনেক অলৌকিক ব্যাপার করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

* Max Muller's India what it can teach us.

† Paintings on stucco bear certain resemblance to each other all over the world. "Egyptian tombs, Etruscan frescoes, and the painted stuccoes of Herculaneum and Pompeii furnish examples almost identical with those of Ajanta in technical details." A fragment of fresco painted by Ambrogio Lorenzatti (14th century) of heads of nuns, in the National Gallery is singularly like the Ajanta work in colour, execution, and treatment. *Vide* Griffiths—*Ajanta*, Vol. I, *p*, 8.

এই সমস্ত চিত্র যে একই রকমের ইহাই একটা বিশিষ্ট প্রমাণ যে, তাহাদের উৎপত্তিস্থানও এক। কিন্তু অনুসন্ধান কোরে সেই উৎপত্তির স্থান অদ্যাপি ভারতের বাহিরে কেহই পান নি। আমাদের বিশ্বাস, ভারতই উহার উৎপত্তির স্থান, কারণ মিশরী বা বিলনী ও আসিরীয়দের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ, ইহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আগামী বারে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা ক'রে তৎপরে পাশ্চাত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য্যের সহিত আমাদের ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার তুলনা করা যাবে।

চিত্রপ্রসঙ্গ।

হিন্দুর বিশ্বাস বিদ্যা মাত্রই কোন না কোন দেবতা দ্বারা উৎপন্ন। শিবের কণ্ঠে সঙ্গীতের উৎপত্তি, ব্রহ্মার কণ্ঠে বেদের উৎপত্তি ইত্যাদি। বহুবিধ কলা বিদ্যা বৈদিক যাগ যজ্ঞের মধ্যে একটা সুচারু পদ্ধতি আনয়ন করিবার চেষ্টায় যে উৎপন্ন হইয়াছে বৈদিক গ্রন্থাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই চিত্রটী সেই সিদ্ধান্তের পরিচায়ক। দেবাদিদেব সামগান করিতেছেন, গণপতি মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। তৎপশ্চাতে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। কেহ চিত্রাঙ্কণে রত' কেহ শাস্ত্রপ্রণয়নে রত, কেহ ভাস্কর্য্য বিদ্যার চর্চ্চায় রত, স্থপকেরা মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত এবং ললিতকলায় নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠানে মানুষ যে ধ্যান পরায়ণ হইয়া অবশেষে সমাধিযুক্তও হইতে পারে তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং এই চিত্রখানির পরিচয় "কলাবিদ্যার উৎপত্তি।" সামগানের পবিত্রতা বজায় রাখিয়া ও গীত ঋক্ সমূহের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সামগান করিলে দেবাদিদেবের মুখাবয়বে যে সমস্ত ভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট হইবার কল্পনা আমরা করিতে পারি এবং তৎসঙ্গে লয়সঙ্গত সঙ্গত করিলে বাদকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সকল ভাব বিকাশ হইবার

কল্পনা করা যাইতে পারে সে সমস্তই অতীব সুন্দরভাবে চিত্রিত এবং শিব ও গণপতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু মূল কথা, চিত্রকর এই চিত্রমধ্যে যে সিদ্ধান্তের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন,—যথা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান করিতে গিয়াই সকল প্রকার কলাবিদ্যা বা দেব-বিদ্যার উৎপত্তি ঘটিয়াছে,—ঠিক সেই পরিচয়, ঠিক সেই ভাবটী সুস্পষ্ট হইয়াছে কি? আমাদের মতে যে সমস্ত শিল্পের পরিচয় চিত্রে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা যদি সুস্পষ্ট করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত। কিন্তু এত রকম শিল্প একসূত্রে গ্রথিত করাও যে অপার কল্পনার কাজ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

লীলাময়ী।

(গোবিন্দরামের কীর্ত্তি-পর্য্যায়।)

১

লীলাময়ীর কথা গোবিন্দরাম ভুলিতে পারেন নাই। কোন একটা কথা উঠিলে প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই লীলা-ময়ীর নাম আগে করিতেন,—অন্য স্ত্রীলোকের নাম তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই, শুনিবার আশাও নাই। আমার মনে হয়, তাঁহার দেহমধ্যে হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থ নাই—কেবল উর্ব্বর মস্তিষ্ক, বিপুলা বিচার-শক্তি ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি। সেইজন্য এই স্ত্রীলোকের কথা তিনি উত্থাপন করিলে তাহা বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই; তবে এই লীলাময়ীর প্রতি যে তাঁহার কিছুমাত্র প্রেমানুরাগ ছিল, তাহা নহে। তিনি বলিতেন ",লীলাময়ী লীলাময়ীই বটে—এই রকম না হইলে মেয়েমানুষ—রমণী-রত্ন!" এখন এই লীলাময়ীর লীলা শেষ হইয়াছে—এ জগতে আর তাঁহার অস্তিত্ব নাই—কিন্তু গোবিন্দরামের মুখে তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। ইদানীং আমি লীলাময়ী সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, গোবিন্দরাম কেবল "ওঃ! সে রমণী-রত্ন!" বলিয়া সে প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেন।

এক্ষণে আমার নিজের ব্যবসায়ের প্রসার হওয়ায়, আমি আর গোবিন্দরামের সহিত তেমন দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম না, তবে তিনি যে বড় বড় অনু-সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সময় সময় শুনিতে পাইতাম।

একদিন রোগী দেখিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, সহসা তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে; তাঁহার জানালা খোলা রহিয়াছে, সেই জানালার মধ্য দিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ বপু দেখিতে পাইলাম; দেখিলাম, তিনি গৃহমধ্যে পদচারণা করিতেছেন।

আমি তাঁহার স্বভাব বেশ ভাল জানিতাম, সুতরাং তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি কোন এক গুরুতর অনুসন্ধানের বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

আমি তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। তিনি কখনই নিজ মনোভাব অধিক প্রকাশ করিতেন না; তবে আমি বুঝিলাম, তিনি বহুদিন পরে আমায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আমি বসিলে তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষণ-কাল আমাকে দেখিলেন, তৎপরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বিবাহ তোমার পক্ষে ভাল হইয়াছে, দেখিতেছি। ডাক্তার, তুমি অন্ততঃ আট সের ওজনে বাড়িয়াছ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সাত সের।"

"আমি মনে করিতেছিলাম, আট সের। দেখিতেছি, আবার ডাক্তারী আরম্ভ করিয়াছ—কই, তুমি ত আমায় একবারও বল নাই যে, তুমি আবার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ।"

"তাহা হইলে তুমি কিরূপে জানিলে?"

"অনুমান—অনুমানে জানিলাম। বল দেখি, কিরূপে জানিলাম যে, দুই-একদিন আগে তুমি জলে বাহির হইয়াছিলে, আর তোমার এক অসাবধান অকর্ম্মা চাকর আছে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "একশত বৎসর আগে তুমি জন্মিলে তোমাকে পিশাচ-সিদ্ধ বলিয়া লোকে পুড়াইত, অথবা দেশ-ছাড়া করিত। হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক—তিন দিন আগে আমাকে রোগী দেখিতে জল-

বৃষ্টিতে বাহির হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা তুমি ইহা কিরূপে জানিলে, তাহা আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহার পর তুমি আমার চাকর গোপ্‌লা সম্বন্ধে কিরূপে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, অতি সহজ—অতি সহজ। আমার চোখ বলিয়া দিয়াছে যে, তোমার পায়ের জুতায় কাদা লাগিয়াছিল, তাহা তোমার চাকর নিশ্চয় ছুরি দিয়া কাটিয়া তুলিতে গিয়া দেখিতেছ না, অনেকটা কাটিয়া ফেলিয়াছে, অসাবধান অযোগ্য চাকর ব্যতীত ইহা আর কেহ করে না। ইহাতেই আমি বুঝিলাম যে, তুমি জল-কাদায় বাহির হইয়াছিলে, আর তোমার চাকরও নিতান্ত অসাবধান। আর তুমি যে আবার ডাক্তারী আরম্ভ করিয়াছ, তাহা তোমার গায়ে ঔষধের গন্ধ পাইয়াই বুঝিয়াছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি যখন তোমার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কর, তখন তাহা অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়; মনে হয়, আমিও এরূপ সহজে বলিতে পারি; কিন্তু যখনই চেষ্টা করি, তখন কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। আমার চক্ষুও ত ঠিক তোমারই মত।"

গোবিন্দরাম বসিলেন—গুড়্‌গুড়ীর নল হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক। তুমি দেখ সত্য, কিন্তু লক্ষ্য কর না। দৃষ্টান্ত একটা দেখাই,—তুমি আমার বাড়ীর সিঁড়ী দিয়া অনেকবার উপরে উঠিয়াছ——

"বোধ হয়, হাজার বারের কম নহে।"

"বেশ—বল দেখি, সিঁড়ীতে কতগুলি ধাপ আছে।"

"কতগুলি ধাপ আছে,—তাহা আমি কখনও গুণিয়া দেখি নাই।"

"দেখিলে। সিঁড়ীটা দেখিয়াছ হাজার বার; কিন্তু কখনও বিশেষ লক্ষ্য কর নাই। করিলে কতগুলি ধাপ আছে, তাহা নিশ্চয়ই গুণিতে। আমি সিঁড়ী দেখিয়াছি ও লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া জানি, সিঁড়ীতে ত্রিশটা ধাপ আছে। যাক ডাক্তার, তুমি আমার অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কর। সেইজন্য তোমাকে এইটা দেখিতে দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি একখানা কাগজ আমার দিকে ফেলিয়া দিলেন; বলিলেন, "এই মাত্র ডাকে আসিয়াছে—পড়।"

আমি দেখিলাম, পত্রে নাম-ধাম-ঠিকানা কিছুই নাই। কেবলমাত্র লিখিত আছে;—

"আজ রাত্রি আটটার সময় বিশেষ কাজে কোন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিবে। আপনার নাম চারিদিকে খুব শোনা হইয়াছে। কিছু মনে করিবেন না, সে লোক মুখোস পরিয়া যাইবে—বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া তাহাকে এইরূপ করিতে হইতেছে।"

আমি পত্রটা শেষ করিয়া বলিলাম, "রহস্যজনক সন্দেহ নাই। তুমি কি মনে করিতেছ?"

"এখনও কিছু মনে করিবার হয় নাই—হঠাৎ সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা ভুল আর নাই। ডাক্তার, এখন পত্রখানা হইতে তুমি কি অনুমান কর?"

আমি হাতের লেখা ও কাগজখানি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "যে পত্র লিখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বড় লোক—এত ভাল কাগজ যে-সে লোক ব্যবহার করে না—দামও বেশি।"

"তাহার পর?"

"তাহার পর দেখিতেছি, কাগজের এক কোণে সাদা অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "ট্রেলর কোং, বম্বে।"

"বেশ, তাহার পর?"

"ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, লোকটী বোম্বাই প্রদেশের।"

"ঠিক, যে ভাষায় পত্র লিখিয়াছে, তাহা কোন বাঙ্গালী লেখে না—যাক, আর আমাদের সন্দেহে থাকিতে হইবে না, এই যে লোকটী আসিতেছে।"

কারণ এই সময়ে শুনিতে পাইলাম, একখানা গাড়ী সশব্দে আসিয়া গোবিন্দরামের বহির্দ্বারে দাঁড়াইল। গোবিন্দরাম বলিলেন, "চাকার শব্দে মনে হয় জুড়ী।"

তাহার পর তিনি জানালা দিয়া দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, একখানা সুন্দর জুড়ীই বটে—অন্ততঃ তিন হাজার

শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

Block by Ghoshe & Newgie. By kind permission of Sj. B. P. Banerjee.

Printed at the Lakshmi Printing Works.

IMPER

টাকা দাম। খুব ভাল ফিটন—দাম আড়াই হাজারের কম নহে।"

আমি বলিলাম, "এখন আমার এখান হইতে যাওয়াই উচিত।"

তিনি বলিলেন, "কিছুতেই নয়। ডাক্তার বসো, আমার জীবনী-লেখক পার্শ্বে না থাকিলে আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা থাকে না, বিশেষতঃ ব্যাপারটা কিছু রহস্য-জনক।"

"কিন্তু যিনি আসিতেছেন, তাঁহার আপত্তি থাকিতে পারে।"

"ইঁহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই—তোমাকে আমার দরকার হইতে পারে। এই যে তিনি আসিতেছে—স্থির হইয়া বসিয়া থাক।"

২

এক মহা বলবান্ অতি দীর্ঘ সুন্দর পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশেরও বিশেষ পারিপাট্য, এবং হাতে বহুমূল্যের হীরাকাঙ্গুরীয়—তবে তাঁহার মুখ-মণ্ডলের ঊর্দ্ধার্দ্ধ অংশ মুখোসে আবৃত। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার পত্র পাইয়াছেন?"

তাঁহার স্বরে বুঝিলাম, তিনি বাঙ্গালী নহেন, হয় মাড়োয়ারী বা অন্য কোন জাতি। তিনি আমাদের দুইজনের মধ্যে কাহাকে সম্ভাষণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বসুন,—ইনি আমার বিশেষ বন্ধু ও সাহায্যকারী,—অনেক বিষয়েই ইনি আমার সাহায্য করিয়া থাকেন। এখন আপনাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব?"

"আপনি আমাকে ছুলিচাঁদ নামে সম্ভাষণ করিতে পারেন। আমি কাটিয়ার প্রদেশের লোক। আপনার বন্ধুর সম্মুখে সকল কথা খুলিয়া বলিব কি, আপনার সঙ্গে গোপনে কথা কহিব? তবে আমি যাহা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, তাহা অতি গোপনীয় বিষয়।"

এই কথা শুনিয়া আমি উঠিতেছিলাম, গোবিন্দরাম আমার হাত ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "ইঁহার সম্মুখে আপনি সমস্ত কথাই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন।"

আগন্তুক ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে বলিতেছি—কিন্তু অঙ্গীকার করুন যে, আমি যাহা বলিব, তাহা আপনি কোন রূপে প্রকাশ করিবেন না?"

আমরা উভয়ে বলিলাম, "অঙ্গীকার করিলাম, আপনি বলুন।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমার মুখের মুখোসের জন্য ক্ষমা করিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিতেছি যে, আমি আমার যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা ঠিক নহে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা আমি আগেই জানিতে পারিয়াছি।"

"তাহা হইলে প্রথমেই বলি, আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, তাহা কাটিয়ারের প্রধান মহারাজ সম্বন্ধে—"

গোবিন্দরাম মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাহাও আমি জানি।" এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন।

তাঁহার অলস ও অবিচলিত ভাব দেখিয়া আগন্তুক মহাশয় বিস্মিতভাবে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিলেন। যাঁহাকে অনুসন্ধান কার্য্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া শুনিয়াছিলেন, তাঁহার এবম্বিধ অপরূপ ভাব দেখিয়া, তিনি যেন একটু হতাশ্বাস হইলেন। এই সময়ে গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, যদি সকল কথা খুলিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি আমার সাধ্যমত মহারাজকে পরামর্শ দিতে পারি।"

এই কথায় আগন্তুক লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে সবেগে মুখ হইতে মুখোস্ খুলিয়া ফেলিয়া বিস্ময়-ব্যাকুলনেত্রে গোবিন্দরামের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমিই মহারাজ—আর গোপন করিব কেন?"

গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ ঠিকই বলিয়াছেন। আপনি গৃহমধ্যে আসিলেই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, স্বয়ং মহারাজই আমার গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন।"

"আপনি ত বুঝিতে পারেন যে, নিজে—স্বয়ং কোন

কাজই করা আমার অভ্যাস নাই, তবে যে কাজের জন্য আসিয়াছি, তাহা আমি কাহাকেই বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি না—সেইজন্য আপনার কাছে স্বয়ং আসিয়াছি।"

"আমার সৌভাগ্য, এখন কি হইয়াছে বলুন।"

মহারাজ বলিলেন, "সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি, যখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, তখন লীলাময়ী নামে এক খ্রীষ্টান কন্যার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, ইহার পিতা আমাদের রাজধানীতে বাস করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর পুত্রকন্যা নাই।"

গোবিন্দরাম চক্ষু মুদিত করিয়া শুনিতেছিলেন। তদবস্থায় বলিলেন, "মহারাজ এই স্ত্রীলোকের সহিত একটু জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন—অনেক প্রেমপত্র লিখিয়াছিলেন। এখন সেইগুলি ফেরত পাইতে ইচ্ছা করেন?"

"ঠিক বলিয়াছেন—কিন্তু—"

"গোপনে তাহাকে বিবাহ করেন নাই তো?"

"না—তাহা নহে।"

"তাহা হইলে এই স্ত্রীলোক যদি আপনার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য বা অন্য উদ্দেশ্যে আপনাকে ভয় দেখায়, তাহাতেই বা কি? সে কিরূপে প্রমাণ করিবে, চিঠী আপনার?"

"আমার নিজের লেখা।"

"আমি বলিব—সে জাল।"

"আমার নিজের সহী মোহরযুক্ত কাগজে লেখা।"

"বলিব—চুরি করিয়াছে।"

"আমার ফটো ছবি।"

"মহারাজের ফটো ছবি কিনিতে কতক্ষণ?"

"কিন্তু এক ছবিতে দুই জনের ফটো এক সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।"

"ওঃ—এটা একটা ঘোরতর সমস্যা বটে। মহারাজ নিতান্ত অবুঝের কাজ করিয়াছেন।"

"তখন আমার বয়স কম—আমি পাগল হইয়াছিলাম।"

"সে কথা ঠিক। যাহা হউক ছবিখানা এখন অবশ্যই ফেরত পাওয়া আবশ্যক।"

"অনেক চেষ্টা করিয়াও পাই নাই।"

"মহারাজকে কিছু টাকা খরচ করিতে হইবে। ছবিখানা কেনা দরকার।"

"সে কিছুতেই বেচিবে না।"

"তবে চুরি করিতে হইবে।"

"পাঁচবার আমার লোকে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।"

"কেন—তাহার নিকট সে ছবিখানা কি নাই?"

"নিশ্চয়ই আছে। কোথায় রাখিয়াছে জানি না।"

"তাইতো মহাসমস্যা।"

"আমার পক্ষে অতি ভয়াবহ।"

"সেই ছবি লইয়া এখন সে কি করিতে চায়?"

"আমার সর্ব্বনাশ।"

"কিরূপে?"

"শীঘ্রই গিরগাঁওর এক রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে। তাঁহার পিতা এ কথা জানিতে পারিলে বিবাহ দিবেন না। সরকারের কাণে এ কথা উঠিবে—তখন হয় ত' আমাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে।"

"সে কি কিছু আপনাকে বলিয়াছে?"

"সেই রাজকুমারীর পিতার কাছে সব কথা লিখিয়া ছবিখানা পাঠাইবে বলিয়াছে।"

"এখন কি পাঠাইয়াছে?"

"না বিবাহের আগের দিন পাঠাইবে বলিয়াছে।"

"কবে আপনার বিবাহ স্থির হইয়াছে?"

"আর একমাস মাত্র সময় আছে।"

"মহারাজ এখানে আসিয়াছেন কেন?"

"প্রথমতঃ সে এখন এখানে বাস করিতেছে—যদি কোন গতিকে ছবিখানা হস্তগত করিতে পারি, দ্বিতীয়তঃ আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে।"

"মহারাজ এখন কোথায় আছেন?"

"দুলিচাঁদ নামে বড় বাজারে আছি।"

"এই স্ত্রীলোক এখন কোথায় থাকে?"

"খিদিরপুরে।"

"কতদূর কি করিতে পারি, আপনাকে পত্র লিখিব।"

"অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র লিখিবেন—বড়ই ব্যগ্র হইয়া আছি।"

"তাহার পর টাকাকড়ি ?"

"যত প্রয়োজন, দিতে প্রস্তুত আছি।"

"উপস্থিত কিছু খরচ আছে।"

মহারাজ পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিলেন, "এই হাজার টাকা আছে, লউন। সংবাদ পাইলেই যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।"

গোবিন্দরাম একখানা রসিদ লিখিয়া তাঁহাকে দিলেন; বলিলেন, "ছবিখানা বড় না ছোট ?"

"বড়।"

"তবে আজ এই পর্য্যন্ত। আশা করি, শীঘ্রই শুভ সংবাদ দিতে পারিব।"

তৎপরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, দুই প্রহরে এখানে আসিও, এ সম্বন্ধে তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কা'র বিষ বেশী ?

১

শুন শুন এক মজার কাহিনী,
আগাগোড়া তা'র যদিও জানিনি,
কাটিবে না তায় দিবা কি যামিনী,
এখনি সমাপ্ত হ'বে ;
জীবন নামেতে ছিল একজন
উদার, সরল, ধর্ম্মপরায়ণ,
মৌনব্রতধারী, সৌম্যদরশন
পূজায় বসিত যবে।

২

স্বদেশ-হিতৈষী ছিল সে কেবল
বিদেশী-বর্জ্জনে জ্বালা'ত অনল
দেশী দ্রব্যে তার আসক্তি প্রবল
শুধু বক্তৃতার কালে ;
ছিল দ্বিজোত্তম সেই মহাজন,
করাইত নিত্য ব্রাহ্মণভোজন,
প্রমাণ— নিজেই করিত যখন
ভোজন দ্বিগুণ থালে।

৩

নগ্নদেহে বস্ত্র করিত সে দান,
রহিয়াছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ,
পরাইত হ্যাট্, কোট, পেণ্টুলান
যখন আপন অঙ্গে ;
ছিল তাঁর এক বানর সুহৃৎ,
যদিও বানর আছে সংখ্যাতীত,
সে বানর সদা গর্ব্বিত যে হিত—
বেড়া'ত তাহারি সঙ্গে।

৪

একদা—বলিতে হয় কণ্ঠরোধ—
জীবনে, বানরে বাধিল বিরোধ,
বানর তাহার নিতে প্রতিশোধ
নির্দ্ধারিয়া সদুপায় ;—
ফেলিল—তখনি করিল দংশন
জীবনের উরু—অহো কি ভীষণ।
সকলে বলিল সত্যই জীবন
বাঁচিবে না আর হায়।

৫

ক্রমে সেই ক্ষত হইল বর্দ্ধিত,
জীবনের তরে সবাই ব্যথিত,
ব্রাহ্মণের ভালে একি বিপরীত
লিখিলে হে ভগবান্।
হায়, সেইদিন আসিল যখন,
সবে মিথ্যাবাদী হ'ল নিরূপণ ;
কারণ, বানর ত্যজিল জীবন
জীবন লভিল প্রাণ।

শ্রীরসময় লাহা।

স্বাধীনভারতে সমাজ-সংস্কার।

সরকারি লোকগণনার বিবরণে প্রকাশ যে, ১৮৮১ সালে প্রতি দশহাজার ভারতবাসীর মধ্যে ৭৪৩২ জন হিন্দু ছিল। ১৮৯১ সালের গণনা-কালে দৃষ্ট হয় যে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর অনুপাত কমিয়া ৭২৩১ হইয়াছে। বিগত ১৯০১ সালের গণনায় হিন্দুর অনুপাত প্রতি দশ হাজারে ৭ হাজার ৩৪ জনে পরিণত হইয়াছে, পক্ষান্তরে ১৮৮১ সালে যে মুসলমানের সংখ্যা প্রতি দশ হাজারে ১,৯৭৪ ছিল, তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৯০১ সালে ২, ১২২ জনে পরিণত হইয়াছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যাও পূর্ব্বোক্ত বিংশতি বৎসরের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস যে অনুপাতে হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ এখনও হইতেছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই শঙ্কিত হইবার কথা। বিংশতি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি হিন্দুর লোপ-সংঘটন সামান্য ব্যাপার নহে।

হিন্দুর এই সংখ্যাহ্রাসের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি কারণ অতি প্রধান বলিয়া অনেক মনীষী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহের অভাব, অপরটি অনেক হিন্দুর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ। বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকায় হিন্দু-সমাজের অনেক গর্ভধারণ-ক্ষমা রমণী নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য হন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এরূপ রমণীর সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে।

সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় একবিংশতি কোটি হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের সংখ্যা ৩৷৷০ কোটীর অধিক নহে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের ন্যায় ভারতেরও পূর্ব্বোক্ত উচ্চ-বর্ণের লোকসমূহের মধ্যে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে নবশাখ ও তন্নিম্নতর জাতিসমূহের মধ্যেও বিধবার বিবাহ হয় না। ইহা-দিগের সংখ্যা ন্যূনাধিক দেড় কোটী হইবে। সুতরাং ২১ কোটী হিন্দুরমধ্যে ১৬ কোটী হিন্দুর বিধবা-বিবাহে আপত্তি নাই—কেবল ৫ কোটী হিন্দুই বিধবার বিবাহ দিতে নারাজ। হিন্দু-সমাজে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান—বরং আদম সুমারির তালিকায় পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই কিঞ্চিৎ ন্যূন দৃষ্ট হয়। এতদনুসারে হিন্দুসমাজের যে সকল জাতির মধ্যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত নহে, সেই সকল জাতীয় রমণীর সংখ্যা ২৷৷০ কোটির অধিক নহে। এই ২৷৷০ কোটির মধ্য হইতে এক তৃতীয়াংশ অবিবাহিতা ও প্রায় অর্দ্ধাংশ সধবা রমণীর সংখ্যা বাদ দিলে বিধবার সংখ্যা ৫০ লক্ষের অধিক হয় না। এই ৫০ লক্ষ বিধবার মধ্যে যদি দশ লক্ষ জনকে ৪০ বর্ষের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বা গর্ভধারণে অসমর্থা বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের প্রায় সওয়া দশ কোটী হিন্দুরমণীর মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ হিন্দু-বিধবা গর্ভধারণক্ষমা হইয়াও সামাজিক নিয়মের জন্য নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য হন, বলিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, ভারতীয় হিন্দুসমাজে এরূপ বিধবার সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত ৪০ লক্ষ বিধবা নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য না হইলে হিন্দুসমাজের জন-সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় হ্রাস প্রাপ্ত হইত কি না, তাহা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিবেচ্য।

তাহার পর ধর্ম্মান্তরের কথা। ১৮৯১ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতে ৬ লক্ষেরও অধিক লোক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঐ বিংশতি বৎসরে কত হিন্দু মুসলমান হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যদি তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, যত হিন্দু খ্রীষ্টান হয়, তাহার দ্বিগুণ মুসলমান হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ধর্ম্মান্তরের জন্য বিগত বিংশতি বৎসরে ৪ কোটী হিন্দুর বিলোপ সম্ভবপর হয় না। তথাপি সময়ে সময়ে প্রদেশ-বিশেষে ধর্ম্মান্তরকারী হিন্দুর সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তদ্দর্শনে সমাজের মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রকেই বিচলিত হইতে হয়। আবার সময়ে মোহবশে বা প্রয়োজনবশে এমন অনেক লোক স্বধর্ম্মত্যাগ করে বা করিতে বাধ্য হয় যে, তাঁহাদিগের অভাবে সমাজের সবিশেষ ক্ষতি ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে এবং সেই

জন্য তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা সমাজ-হিতৈষিগণের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই কারণেই, মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের সমাজপতি সারদামঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মহোদয় বিলাত-ফেরৎ ব্রাহ্মণ-সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত-পূর্ব্বক সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা-বিধান করিয়াছেন; এবং স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বাল-গঙ্গাধর তিলক মহাশয়, মোহবশে ধর্ম্মান্তরকারীদিগকে পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে, কিছুদিন পূর্ব্বে আন্দোলন করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি বাল-বিধবার পত্যন্তর-গ্রহণও একেবারে পাতিত্য-জনক বলিয়া বিবেচনা করেন না।

ফলতঃ যে সমাজে কিঞ্চিন্মাত্রও সজীবতা থাকে, সে সমাজ আপনার শক্তিক্ষয় দেখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত ভাবে কাল হরণ করিতে পারে না। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় আমাদের সমাজের প্রাণশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সমাজ নিতান্তই জড়দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এখন সমাজের দোষ-সংশোধনের চেষ্টায়—সামাজিক ব্যাধিসমূহের প্রতিকারে সমাজপতিগণের যত্ন প্রকাশ পায় না। স্বাধীন দেশে সামাজিক রীতিনীতিসমূহ সংশোধিত ও সংস্কৃত হইবার পক্ষে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতে পারে, পরাধীন দেশে সে সকল শক্তি কার্য্য করিবার সুবিধা পায় না। পরাধীন দেশে সমাজ-হৃদয়ে একটা সঙ্কোচ, একটা ত্রস্ততা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। সেই কারণে সমাজ আপনার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত বা ব্যক্ত করিতে পারে না। অভ্যন্তরীণ বিকৃতি বা ব্যাধির প্রতিকার করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি স্বাধীন ও সুস্থ সমাজে বিদ্যমান থাকে, তাহাও পরাধীনতা-পীড়িত সমাজে লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। পরাধীনতায় যখন নানারূপে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইতে থাকে, তখন সমাজ উন্নত দশা লাভ করিতে পারিবে কিরূপে?

ভারতে বৈদেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে এদেশে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজসংস্কার হওয়া এক প্রকার স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এই কালের মধ্যে প্রদেশ-বিশেষে ক্বচিৎ কোনও অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মার চেষ্টায় ধর্ম্মভাবের সংস্কারের সহিত আংশিক ভাবে সমাজেরও কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী বা পরিণামে সুফলপ্রদ হয় নাই। পক্ষান্তরে বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে যে সকল জাতি বৈদেশিক অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে সমাজের সংস্কার-কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হইয়াছে, দেখা যায়। এ কথার উদাহরণ-স্বরূপে স্বাধীন মহারাষ্ট্র সমাজের কয়েকটি প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

যাহারা মোহবশে, স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় যাপনের পর যদি পুনরায় হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের সামাজিকগণ এ ঘটনাকে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশ যখন বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বধর্ম্মরক্ষক স্বজাতীয় রাজার শাসনে স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মান্তরকারীদিগের সংগ্রহপূর্ব্বক সমাজের শক্তিক্ষয় নিবারণে তাঁহারা কখনই যত্নের ত্রুটী করেন নাই। (১) পুণার নিকটবর্ত্তী ফল্‌টন্ প্রদেশের নিম্বালকর বংশ অদ্যাপি মহারাষ্ট্র দেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময়ে তাঁহারা বিজাপুরের সুলতানের অনুগৃহীত সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একদা সুলতানের কোপে পতিত হওয়ায় বজাজী নিম্বালকরকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়। তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় সুলতান তাঁহাকে কন্যাদান-পূর্ব্বক তাঁহার জাইগারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বজাজী নিম্বালকর ঐ অবস্থায় কিছুদিন যাপনের পর স্বধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইবার বাসনা প্রকাশ করেন। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী সর্দ্দারের অভাবে মহারাষ্ট্র-সমাজের শক্তিক্ষয় ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সামাজিকেরা তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা ১৬৫৭ সালে ঘটে।

(২) গঙ্গাধর রঙ্গনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ মোগলদিগের অধীনতায় কর্ম্ম করিত। মোগলেরা বলপূর্ব্বক এই

ব্যক্তিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। তখন সে যবনান্ন ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। ঐ অবস্থায় ৫ বর্ষকাল যাপনের পর সে হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভের জন্য যত্নশীল হয়। মহারাজ সাম্ভাজী (মহাত্মা শিবাজীর পুত্র) তখন মহারাষ্ট্রের অধিপতি। তাঁহার সভাপণ্ডিতেরা ও অন্যান্য সামাজিকেরা গঙ্গাধর রঙ্গনাথকে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করেন। গঙ্গাধর তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া সমাজে লব্ধপ্রবেশ হয়। ১৬৮৬ খ্রীঃ এই ঘটনা ঘটে। (৩) পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের আমলে (১৭১৪ খ্রীঃ— ১৭২১ খ্রীঃ) অবিকল এইরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। (৪) বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র প্রথম বাজীরাও এক মুসলমান বারবনিতার প্রেমে পতিত হইয়াছিলেন। এই কারণে, সামাজিকগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে উদ্যত হন, বাজীরাও তথাপি সেই যবনীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। সামাজিকেরা সভা করিয়া তাঁহাকে পতিত বলিয়া ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সেই সভায় একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া যখন সকলকে বুঝাইলেন যে, বাজীরাওয়ের ন্যায় বীরপুরুষ সমাজচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে, কে আর দেশবাসীকে মুসলমানশক্তির পুনঃপুনঃ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে, তখন সভাস্থ সকলেই বাজীরাওকে সমাজচ্যুত করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় আমরা একদিকে যেমন সমাজিকগণের সাহসের, (কারণ প্রধান রাজমন্ত্রীকে সমাজচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সামান্য সাহসের কার্য্য নহে।) অন্যদিকে সেইরূপ তাঁহাদিগের দেশহিতৈষণারও পরিচয় প্রাপ্ত হই।

(৫) খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানের অপেক্ষা গোয়ার পোর্ত্তুগীজ জেস্থইটেরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী হিন্দুদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। তাহাদের অত্যাচারে ঐ প্রদেশের বহুসংখ্যক গ্রামের অধিবাসিগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর মহারাষ্ট্রপতি যখন ঐ প্রদেশে পোর্ত্তুগীজদিগের শক্তি খর্ব্ব করিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন নাম মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সহস্র সহস্র দেশীয় খ্রীষ্টানকে একেবারে হিন্দু করিয়া লওয়া হয়। ঐ সকল খ্রীষ্টানের মধ্যে অনেকে পুরুষানুক্রমে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সেবা করিয়াছিল।

(৬) রাজকার্য্য-প্রসঙ্গে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে একজন মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়।

(৭) বঙ্গদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশে সুবর্ণ বণিকেরা নিতান্ত হীন বলিয়া পরিগণিত হয় না। তথায় সদ্‌ব্রাহ্মণেও সুবর্ণবণিকের যাজন-কার্য্য করিয়া থাকে। একদা পুণা জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামের সুবর্ণবণিকেরা বলে যে, তাহাদের স্বজাতির মধ্যে ক্রিয়াকর্ম্ম পরিচালন করিবার যোগ্য লোকের সম্ভাব হইয়াছে; এ কারণে তাহারা গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে আর পুরোহিতপদে নিযুক্ত করিতে চাহে না। এই ঘটনা রাজদ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। মহারাজ শাহুর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণবণিকদিগের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ মহারাজ শাহুর "রোজনাম্‌চায়" (ডায়েরাতে) আছে। এই ব্যাপারে মহারাষ্ট্র-রাজের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যে উদারতা ও অপক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালে পরাধীনতা-পীড়িত ভারতের ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চরিত্রে নিতান্তই দুর্লভ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

শিশু-চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিশুর দন্তের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য প্রথম কর্ত্তক দন্তদ্বয় অর্থাৎ সম্মুখের দন্তদ্বয় ৭ মাসের সময়ে উঠিয়া থাকে; প্রথম পশ্চাৎ দন্তদ্বয় ১২ মাসের সময় চক্ষু এবং পাকাশয়িত দন্তগুলি ১½ বৎসরের সময় এবং

দ্বিতীয় পশ্চাৎ অর্থাৎ মোলার দন্তদ্বয় ২০ মাসে উঠিয়া থাকে। দন্তের মাড়ির উপরও দৃষ্টি রাখা উচিত; উহা উষ্ণ, স্ফীত অথবা কঠিন বুঝিতে পারিলেই, দাঁত উঠিবার সময় হইয়াছে জানিবে। সাধারণ লক্ষণ।—শিশুর সমুদয় শরীর বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। সুস্থাবস্থায় তাহাদিগের মাংস দৃঢ়, চর্ম্ম মসৃণ এবং স্থিতিস্থাপক-গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শরীরে কোন স্ফোট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় কিনা লক্ষ্য করিবে; মলদ্বার বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, উহাতে কোন স্ফোট অথবা টাটানি আছে কি না? বাহুহস্তপদাদি অবাধে সঞ্চালিত হওয়া উচিত; শিশুগণের শরীরে মাত্র কদাচ শীতভাব দর্শিত হইয়া থাকে জানিবে; ইহার কন্‌ভাল্‌শান্ ও ডিলিরিয়ম্ পরিণতবয়স্কগণের শীত এবং শিরঃপীড়ার সহ সমান। নিদ্রাশূন্যতা অথবা ব্যাঘাতযুক্ত নিদ্রা, কোন কঠিনলক্ষণ-জ্ঞাপক বলিয়া জানিবে; কারণ, শিশুগণ স্বভাবতঃ অতিশয় গাঢ়ভাবে নিদ্রা যাইতে থাকে এবং সুস্থকালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮।২০ ঘণ্টা নিদ্রায় যাপিত করিয়া থাকে। শিশু অস্থির এবং নিদ্রাশূন্য হইলে তাহার পরিপাক-ক্রিয়ার বাধা জন্মিয়া থাকে এবং বর্দ্ধনে বেঁটে হইয়া যায়। শিশুগণের মস্তকের উপরিস্থ কোমল স্থানটীকে "ফণ্টানেলি" কহে। বস্তুতঃ এই ফণ্টানেলি ২টি আছে, একটি মস্তকের সম্মুখ ভাগে এবং অপরটি পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত।—ইহা সকলেই বিদিত আছেন। এই স্থানের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া মস্তিষ্কের অনেক অবস্থা জানিতে পারা যাইতে পারে। এই ক্ষুদ্র স্থানের অস্থি সকল এখনও সংযুক্ত না হওয়ায়, ইহার মধ্যস্থিত কোমল টিস্যু মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য বা স্বল্পতের সহ স্ফীত বা চুপসাইয়া গিয়া থাকে। ফণ্টানেলি যখন অতিশয় পূর্ণ থাকে, তখন মস্তিষ্কের রক্তপূর্ণ এবং উহার রক্তাধিক্য হইয়া থাকে জানিবে। যখন উহা অস্বাভাবিক রূপে নিমজ্জিত ভাবে স্থিত দেখা যায়, তখন মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পত হইয়াছে বুঝিবে। প্রথমোক্ত অবস্থা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, স্ফীততা অথবা জলসঞ্চয় হেতু উদ্ভূত হইয়া থাকে। ফণ্টানেলি দেখিয়াই মস্তিষ্কে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত জলসঞ্চয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়; প্রকৃত জলসঞ্চয় হইলে ইহা পূর্ণ এবং উষ্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রকৃত জলসঞ্চয়ে এই ফণ্টানেলি নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, কারণ ইহা মস্তিষ্কে রক্ত চালনের স্বল্প নিদর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র।

বিশ্বসঙ্গীত।

কি সঙ্গীত বিশ্বে তব হে নিখিল পতি!
তুমি স্রষ্টা রচয়িতা তুমিই গায়ক—
সত্ত্ব শান্ত প্রেম গানে মহান্ আরতি—
প্রকাশিছে কারোকণ্ঠে হৃদি উন্মাদক!
কোথা বা গম্ভীর মন্দ্রে তীব্র তেজস্বান্—
রজঃ-দীপ্ত-তেজ-গানে ধ্বনিছে অম্বর!
পুনঃ হীন কামালস মোহকরীজ্ঞান—
তমঃ-ঘৃণ্য-পাপধূমে কলুষে অন্তর!
এই জ্যোতিঃ এই আলো এই অন্ধকার—
নিয়তির ডোরে গাঁথা সব একাকার!
যোগী কর্ম্মী পাপী দেব তোমারি সৃজন—
গঠন এ বিশ্বলীলা পালন নাশন!
তাই বুঝি কারো কণ্ঠে আকুল ক্রন্দন
সমভাবে লভে পদে অনন্ত শরণ!

শ্রীউমাচরণ ধর।

আর্য্যজাতক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

গ্রহগণের মধ্যেও নৈসর্গিক শত্রু-মিত্রতা সম্বন্ধ আছে। রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি, শত্রু শুক্র ও শনি; সম বুধ। চন্দ্রের রবি ও বুধ মিত্র; মঙ্গল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি সম; শত্রু কেহই নাই। মঙ্গলের বৃহস্পতি,

চন্দ্র ও রবি মিত্র; বুধ শত্রু; শুক্র ও শনি সম। বুধের মিত্র রবি ও শুক্র, চন্দ্র শত্রু; শনি সম; চন্দ্র, মঙ্গল ও রবি মিত্র। শুক্রের বুধ ও শনি মিত্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি সম; রবি ও চন্দ্র শত্রু। শনির শুক্র ও বুধ মিত্র, বৃহস্পতি সম; চন্দ্র, রবি ও মঙ্গল শত্রু।

গ্রহমাত্রেই যে তুল্যবলশালী, তাহা নহে। রাশি-চক্রস্থ গ্রহ মিত্রগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিলে যেমন অধিকতর বলবান হয়, শত্রুগৃহে থাকিলে যে সেরূপ বলবান হয় না, তাহা সহজেই বোধগম্য হইয়া থাকে।

শুভ গ্রহগণ উচ্চস্থ হইলে পূর্ণ শুভফল দিয়া থাকে, মূল ত্রিকোণে ত্রিপাদ শুভফল, স্বগৃহে অর্দ্ধ, মিত্রগৃহে পাদ, সমগৃহে পাদার্দ্ধ এবং নীচ ও শত্রুগৃহে শূন্য শুভফল দিয়া থাকে।

পাপ গ্রহগণ নীচ ও শত্রু গৃহস্থ হইলে পূর্ণ অশুভ ফল প্রদায়ক, সম গৃহস্থ ত্রিপাদ, মিত্র গৃহস্থ অর্দ্ধ, স্বগৃহে পাদ, মূল ত্রিকোণে পাদার্দ্ধ এবং উচ্চস্থ হইলে শূন্য অশুভ ফল প্রদায়ক হয়।

গ্রহগণ রাশিচক্রের যে স্থানেই অবস্থিতি করুক, সেই স্থান হইতে অন্য রাশির প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি থাকে। গ্রহগণ যে রাশিতে থাকে, সেই রাশি এবং তথা হইতে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রাশিতেই দৃষ্টি করে। * কোন কোন পণ্ডিতের মতে গ্রহগণের অবস্থিতি-স্থান হইতে তৃতীয়, পঞ্চম ও নবম স্থানের দৃষ্টি শুভফলপ্রদায়ক, এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য দৃষ্টি অশুভফলপ্রদায়ক।

জন্মসময়ে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশিই জাতকের জন্মরাশি বলিয়া অভিহিত হয়। জন্মরাশি অনুসারে জাতকের বর্ণ নিরূপণ হয়। কর্কট, মীন এবং বৃশ্চিক রাশি বিপ্রবর্ণ; সিংহ, তুলা ও ধনু রাশি ক্ষত্রিয়-বর্ণ; কুম্ভ, মেষ এবং মিথুন রাশি বৈশ্যবর্ণ; এবং বৃষ, মকর ও কন্যা রাশি শূদ্রবর্ণ।

* সাধারণতঃ শুভগ্রহের দৃষ্টিতে শুভফল ও অশুভগ্রহের দৃষ্টিতে অশুভ; এবং যে যে ভাবে শুভাশুভ দৃষ্ট থাকে সেই সেই ভাবের শুভাশুভ ফল সূচিত করে।

মানবের জন্মনক্ষত্রানুসারে গণ নিরূপিত হয়। চন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রই গণ নির্দ্দিষ্ট করে। গণ তিন প্রকার, দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ; জন্মসময়ে কোন্ নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে কি গণ হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

দেবগণ—১।৫।৭।৮।১৩।১৫।১৭।২২।২৭

নরগণ—২।৪।৬।১১।১২।২০।২১।২৫।২৬

রাক্ষসগণ—৩।৯।১০।১৪।১৬।১৮।১৯।২৩।২৪

শ্রীফকির চন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা।

সচিত্র দাবা-ক্রীড়া। শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ফকির বাবু সুলেখক, তাঁহার লিখিত গ্রন্থখানি যে সুন্দর হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই এই পুস্তক বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইহা পাঠে কি প্রকারে গার্হস্থ্য-ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া দাবা-ক্রীড়া করিতে হয়, তাহা সহজে শিক্ষা হইবে। ইহা কি নব্য-শিক্ষার্থী, কি ক্রীড়া-পরিপক্ক, উভয়েরই বিশেষ আবশ্যক গ্রন্থ। ছাপা, কাগজ পরিপাটী; বহু চিত্রে সুশোভিত, পরম উপভোগ্য মনোজ্ঞ পুস্তক। ইহাতে দাবা খেলার নানাপ্রকার কৌতুক ও প্রব্লেম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ক্রীড়াবিষয়ে বঙ্গভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক লিখিতে পারা যায়, আমাদের এরূপ ধারণাই ছিল না। ফকির বাবুর গ্রন্থরচনায় বিশেষ মৌলিকত্ব আছে। পুস্তকের আকার প্রভৃতির তুলনায় মূল্য অতি সুলভ, ছয় আনা মাত্র। কলিকাতা, ১২ নং নবাব্দীওস্তাগরের লেন, লোকনাথ কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রমণক।

7 AU ... BUILDINGS

কলিকাতা—৬৪।১ ও ৬৪।২ নং, সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, "লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্ত্রী ও বালরোগ, উন্মাদ ও ক্ষতরোগ, মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়া, বাতব্যাধি ও অন্যান্য উৎকট ও পুরাতন রোগ চিকিৎসায় বিশেষ সুনিপুণ ও পারদর্শী—

কবিরাজ শ্রীতড়িৎকুমার সেনগুপ্ত কাব্যবিনোদ

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-ভাণ্ডার

৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আমাদের ঔষধের এত আদর কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসা নৈপুণ্য চিকিৎসক ও যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ এই উভয়ের সমাবেশ যেখানে আরোগ্যলাভও সেখানেই অবশ্যম্ভাবী।

বিশুদ্ধ ঔষধের জন্য এই ঔষধালয় চির-প্রসিদ্ধ ও

সম্ভ্রান্ত-সমাজের আদৃত।

এই ঔষধালয়ে সর্ব্বপ্রকার রোগের ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ক্ষত রোগীর পক্ষে সুসংবাদ।

বিনা অস্ত্র প্রয়োগে দুরারোগ্য ক্ষত চিকিৎসা।

এলোপ্যাথিক অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত সামান্য ব্রণ ক্ষত হইতে পচাক্ষত; পারদ ও উপদংশজক্ষত, শোথ, কার্ব্বাঙ্কোল, ক্যান্সার, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি দুঃসাধ্য ক্ষত সকল আরোগ্য হয় না, আজ ও যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ, অস্ত্রাঘাত জনিত ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া যদি বিনা কষ্টে অল্প সময়ে নির্দ্দোষ আরোগ্য হইতে চান, তবে বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতি সংবাদ-পত্র সমূহ বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত আমাদের ক্ষতচিকিৎসারও অব্যর্থ মহৌষধ সকলের অমোঘশক্তি পরীক্ষা করুন।

মফঃস্বলের রোগীগণ—অবস্থা জানাইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

জগতে অতুলনীয়—ভারতবিখ্যাত, সর্ব্বজন প্রশংসিত সর্ব্ববিধ

জ্বরের মহৌষধ—

জ্বর-কালান্তক রস।

"জ্বর-কালান্তক রসের" অদ্ভুত উপকারিতা দর্শনে সকলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বিজ্ঞ-চিকিৎসকগণ "জ্বর-কালান্তক রসের" প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। যাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারাই শত শত ধন্যবাদ দিয়া অযাচিত ভাবে রাশি রাশি প্রশংসাপত্র দিতেছেন। "একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

"জ্বর-কালান্তক রস" কি কি জ্বরের মহৌষধ।

নবজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" ধন্বন্তরি।

পুরাতন জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অমোঘ।

প্লীহা জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" ব্রহ্মাস্ত্র।

কম্পজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" যম।

পালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অব্যর্থ।

ঘুসঘুসে জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অদ্বিতীয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রসই" একমাত্র ভরসার স্থল।

কালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" কাল।

মজ্জাগত জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" মহৌষধি।

"জ্বর কালান্তক রস"—
কুইনাইনের আটকান জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
দোষযুক্ত ঘুসঘুসে জ্বরে ইন্দ্রের বজ্র। "জ্বর-কালান্তক রস"—
আসামের কালাজ্বরে মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
দিনাজপুরের ভূতজ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
দোকালীন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
যকৃৎসংযুক্ত জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—
পাণ্ডু কামল জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস" বাতজ্বরের মহৌষধ।

এই "জ্বর-কালান্তক রস" সেবনে নবজ্বর যথা—সামান্যজ্বর, স্বল্পবিরামজ্বর, সর্দ্দিজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নবজ্বর ত্বরায় উপশম হইবে।

সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর যথা ;—

প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পাণ্ডু কামলা, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর নিবারণ হইবে।

এতদ্ব্যতীত—আসাম চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য-দেশজাত কালাজ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরক্তজ্বর, মাসাজ্বর, স্ফোটক জ্বর, আভিঘাতিক জ্বর, (কোশা বা ফোড়া ও স্থানিক আঘাত বশতঃ জ্বর) প্রভৃতি যাবতীয় জ্বরে যথেষ্ট ফল পাইবেন। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে এই "জ্বর-কালান্তক রসের" তুল্য জ্বর নিবারণের দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই।

ছোট ৪ আউন্স ১ শিশির মূল্য ৷৶০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা ৩ শিশি ১৷৶০ ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা, ৬ শিশি ৩৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৸০ আনা। বড় ৮ আউন্স ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৶০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৪নং রাজা নবকৃষ্ণষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

THE

INDIAN HARMONINA Co.

MANUFACTURER OF HARMONIUM

FACTORY—38, CREEK ROW, CALCUTTA.

TRADE **HARMONINA** MARK.

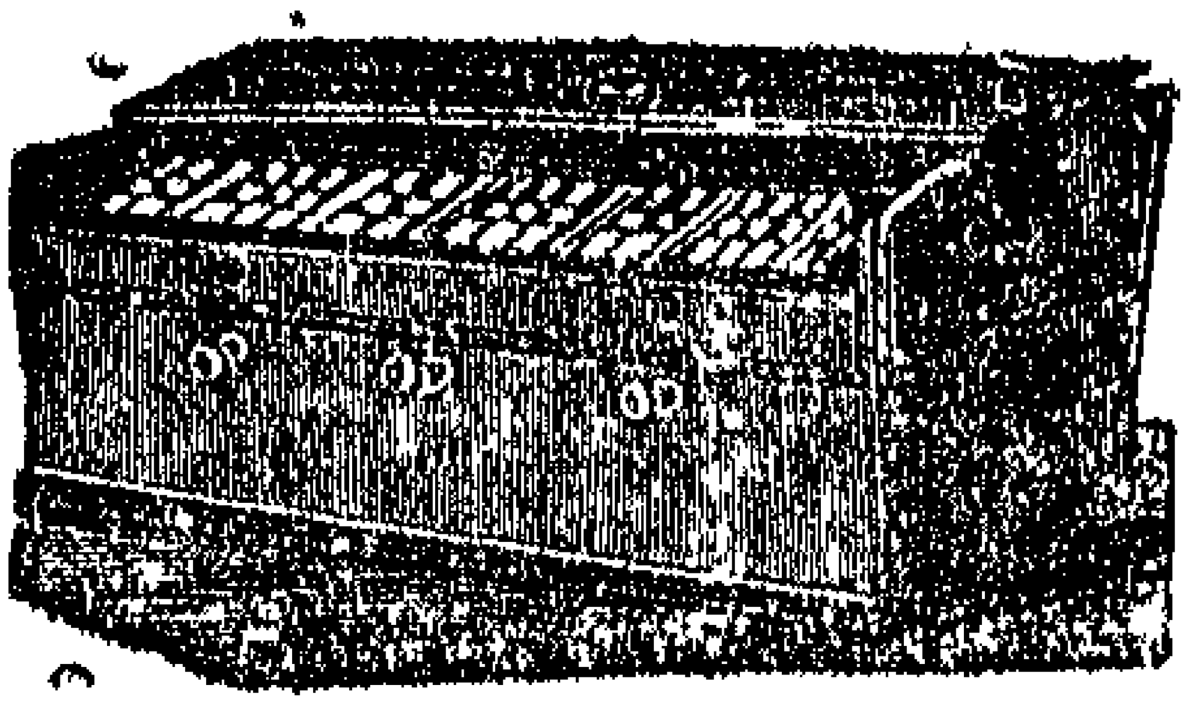

The Harmonia, specially constructed for the Indian climate, sweet and powerful tone, in strong box.

3, Octaves, C to C, 3 stops, one set of reeds,			common...	Rs. 18 net.
Do.	do.	do.	ordinary... ...	20 „
Do.	do.	do.	best	22 „
Do.	do.	do.	superior	24 „
Do.	do.	do.	extra superior	26 „
3, Octaves, C to C, 4 stops, 2 sets of reeds,			common ...	„ 28 „
Do.	do.	do.	ordinary ...	„ 30 „
Do.	do.	do.	best ...	„ 35 „
Do.	do.	do.	superior	40 to 45 „
Do.	do.	do.	extra superior	50 to 55 „

HARMONIUM TUTOR with a master by U. Roy, Re. 1-4.

Packing case, packing &, forwarding Re. 1-12.

TERMS—cash in full with order.

Manager.—DWARKA NATH GHOSE,

The first Harmonium Manufacturer in India.

SOLE AGENTS:-

Messrs. DWARKIN & SON,

267, BOWBAZAR STREET,

CALCUTTA

নিভৃত বিলাপ কাব্য।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত।

উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপান, বাধাই সুন্দর সোমপ্রকাশ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২০নং সুকিয়াস লেন, কলিকাতা।

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

কলিকাতা, আম্বালা, মালদহ প্রভৃতি ১৯০৬,৭ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে রৌপ্যপদক ও উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত ও সর্ব্বজন প্রশংসিত—

দত্ত কোম্পানীর।

গঁদ—(ব্রাস ও মুখ সমেত) মূল্য	⁄১৫
পকেট পেনহোল্ডার—	⁄০
পারপেচুয়াল ষ্টিক পেষ্ট (ব্রাস ও মুখ সমেত)	।১০

পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। প্রত্যেক ষ্টেসনারী দোকানে ও ৪৮ নং ক্যাথিড্রাল মিশন লেন, কলিকাতা প্রাপ্তব্য। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া থাকি।

বেট্স্ টীলেড, লৌহচাদর প্রভৃতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে কিনিবার আবশ্যক হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার

জি, সি, নন্দী এণ্ড কোম্পানীর

হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট, চাউল সওদাগর এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের অর্ডার সাপ্লায়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

ঠিকানা—৯৩।৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাগ্য পরীক্ষা।

আর্য্যঋষি প্রণীত অভ্রান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সাধারণের অনাস্থার কারণ এই যে তাঁহারা জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের নিকট অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ ফল মিলিতে দেখিতে পান না। এই জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্র অভ্রান্ত কি না ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য কিরলজিকেল সোসাইটির স্থাপনা হয়। বহু পরীক্ষা ও আলোচনায় দেখা যায় যে, আধুনিক জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের গণিত পদ্ধতি অশুদ্ধ সুতরাং ফলও তদ্রূপ হয়। যাহাতে এতদ্দেশে এই শাস্ত্রের পুনরায় প্রচার ও আদর হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কিরলজিকেল সোসাইটীতে জন্ম সময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জ্ঞাত করাইলে বিনা পারিশ্রমিকে জাতকের জীবনের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের ফল সমূহ বলিয়া দিতেছেন। এই কার্য্য তাঁহাদিগের ব্যবসা নয়। কেবলমাত্র ডাকখরচের নিমিত্ত এক আনার টিকিটসহ পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কিরলজিকেল সোসাইটি।

২,১।১২, নবাব্দী ওস্তাগরের লেন, কলিকাতা।

ঘোষ প্রেস।

এই প্রেসে যাবতীয় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ঠিক সময়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। একমাত্র সত্ত্বাধিকারী শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

বিলাতিকেও হার মানাইয়াছে
দেশী এসেন্সের তো কথাই নাই।

সি, এম, বাক্‌চির
এক্‌জিবিসন হইতে গোল্ড মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত
সুবাসিনী তৈল

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিনা, ব্যবহার করিয়া দেখুন। একবার ব্যবহার করিলে, আর ভুলিতে পারিবেন না।

"গোলাপ-গন্ধ" সুবাসিনী তৈল।

ইহার মনোহর মিষ্টগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক; ইহা তিল তৈলে প্রস্তুত বলিয়া মস্তিষ্ক শীতলকারী।

মূল্য ৩ আউন্স শিশি	॥৵০	প্যাকিং	৴০	ডাঃ মাঃ	।০
৮ " "	১৵০	"	৵০	"	।৵০
২৪ " "	৩৲	"	।০	"	৸০

স্বদেশী এসেন্স ও পারফিউমারি।

এসেন্‌স বোকে—বিলাতী এসেন্স কাশ্মীর বোকে হইতেও উৎকৃষ্ট ১৷০

ভিক্টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ বহু দিন স্থায়ী ১৲

নৈশ সুন্দরী—নানা জাতীয় পুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১৷০

কাশ্মীর কুসুম—নূতন ধরণের মনোহর গন্ধ ৸০

হোয়াইটরোজ—সুমিষ্ট গোলাপ গন্ধ ৸০

ডামস্কস্‌রোজ—ডামস্কস্ দেশীয় গোলাপের গন্ধ ৸০

এসেন্‌স্ রজনীগন্ধ—সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ ৸০

বকুল—স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ বড় শিশি ৸০ ও ॥৶০ ছোট শিশি ।৶০

খস্—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুক্ষণ স্থায়ী ৸০

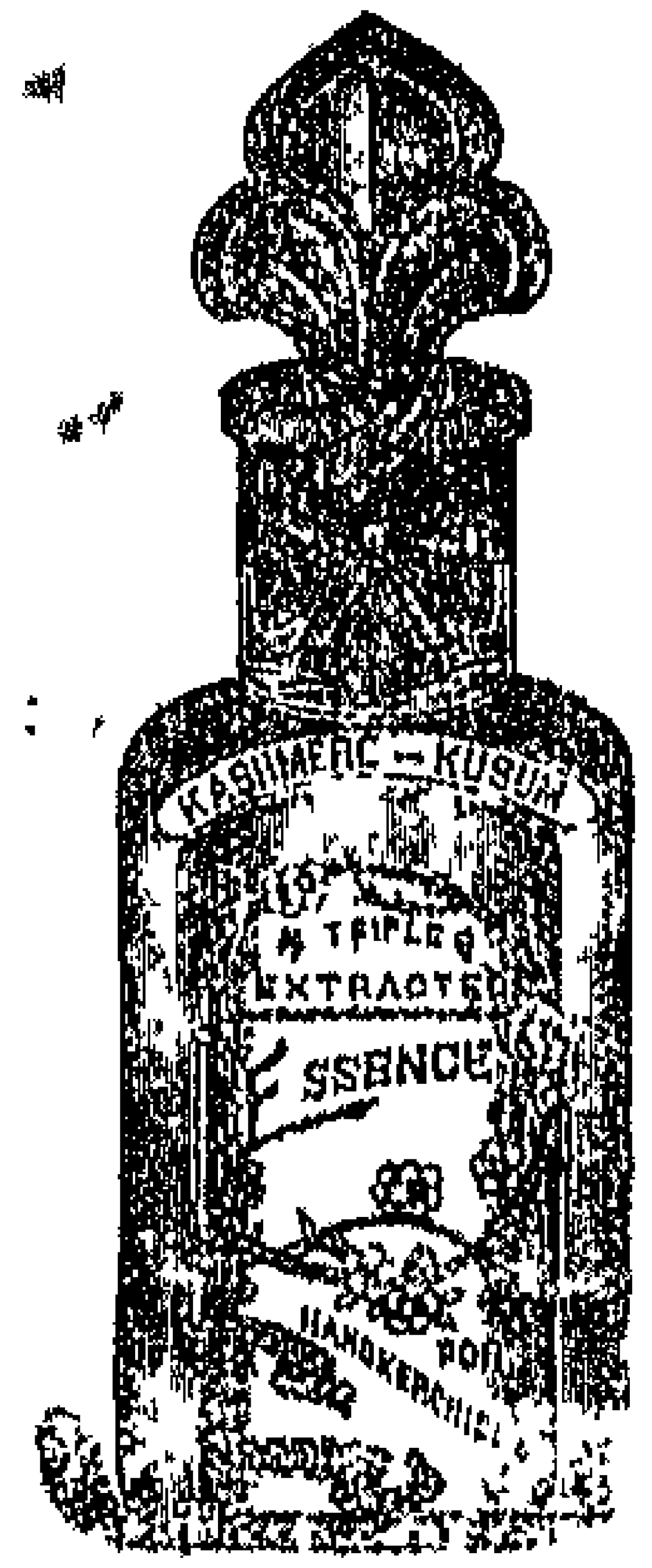

কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী পুষ্পের গন্ধ ৸০

গন্ধরাজ—প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ পুষ্পের স্থায়ী গন্ধ ৸০

চেরি—চেরিপ্লসমের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ ৸০

জেস্‌মিন—প্রস্ফুটিত জুঁই ফুলের স্থায়ী গন্ধ ॥০

কুমুদিনী—সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের স্থায়ী গন্ধ ৸০

টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৵০

সেফালিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৵০

হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ ৸০

চম্পক—প্রস্ফুটিত কনক চম্পকের স্থায়ী গন্ধ ৸০

চামেলী—সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা স্থায়ী গন্ধ ৸০

ভুল না আমায়— ২৲

বেলা—বেলফুলের গন্ধ ৸০

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ॥৵০ ও ॥০

অডিকলন— ॥০ ও ।৵০

☞ কারখানা—৩৮, ৩৮।১ মস্‌জিদ্ বাটী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, অফিস ১৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

খাঁটি স্বদেশী

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর

সাবান

গুণে, গঠনে, গন্ধে অদ্বিতীয়।।

ইহার গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী।

ইহা বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে।।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার,

প্রিয়জনকে উপহার দিবার,—সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার

নিমিত্ত এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ সুলভ সাবান

এতদ্দেশে এই প্রথম।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য—যে কেহ এই সাবানে কোন অনিষ্টকর পদার্থ বাহির করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ফ্যাক্টরী ও অফিস—গোয়াবাগান, কলিকাতা।

Telegrams :—KOWSTOVE.

অমর সুধা।

অমর-সুধা সকল রকম নূতন পুরাতন জ্বর, কুইনাইন আটকান জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, পিত্তশূল এবং আমবাতের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। অনেক দুরারোগ্য রোগী অমর-সুধা পানকরিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছে।

নিয়মিতরূপ অর্দ্ধমাত্রায় অমর সুধা ব্যবহার করিলে শরীর পুষ্ট ও সবল হয়। এবং ম্যালেরিয়া-বীজ নষ্ট করে। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক ঔষধ আছে। বিশেষ খবর ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য।

আমরা দুশ্চিকিৎস্য রোগী পাইলে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া থাকি। সবিশেষ সংবাদ জানিতে চাহিলে আমাদের ঔষধালয়ে অনুসন্ধান করিবেন। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে সমাগত রোগীদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মূল্য—বড় বোতল (২৪ আউন্স) ১৲ টাকা। ছোট বোতল (১২ আউন্স) ৷৷/০ আনা শিশি—— (৬ আউন্স) ।/০ আনা। রেল কি ষ্টিমারে ঔষধ লইলে সুবিধা। ডাকে লইলে প্রতি বোতলে ৸৶০ আনা মাশুল লাগে।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেন কবিভূষণ।

অমরসুধা ঔষধালয়।—৩০।৫ হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।)

পুংশক্তি তৈল।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা বা যে কোন কারণে পুংশক্তির অভাবে ইন্দ্রিয়ে পুংশক্তি তৈল মর্দ্দন করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখাযায়। ইন্দ্রিয়শক্তিহীন অনেক হতাশ যুবক এই অব্যর্থ তৈল মালিশ অভাবনীয় ফল পাইয়া আমাদিগকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন যে, আপনার পুংশক্তি তৈল বাস্তবিকই নিজনামের গুণ দেখাইয়াছে। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ তিনিতে ২৷০

আমাদের ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অতি অকৃত্রিম ভাল প্রস্তুত করা হয়। যাহারা বিশুদ্ধ ঔষধ চান তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। অর্ডার পাইলে মফস্বলে ঔষধ ভি পি তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে স্থানাভাবে নিম্নে দুই একটী মহাত্মার মৎ দেওয়া গেল।

* * * তাঁহার ঔষধ অতি বিশুদ্ধ এবং তিনি রোগীদিগকে অতি সতর্কতা ও যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন। * * *

কসবা ত্রিপুরা, { শ্রীশশি কুমার ঘোষ।
প্রথম মুন্সেফ।

মায়াপুরি মেটেলের গহনা।

প্রকৃত স্বর্ণের গহনা পরাজিত।

এই ধাতুর গহনার রং প্রকৃত স্বর্ণের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী। বালা, অনন্ত, হার কড়ি নেকলেস, চুড়ি, কোমরের বিছা, ঘড়ির চেন, বোতাম, ব্রেসলেট প্রভৃতি সহস্র প্রকার নূতন ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত আছে। পত্র লিখিলে বৃহৎ ক্যাটলগ এবং ১৩১৬ সালের নূতন পঞ্জিকা বিনা মূল্যে পাঠাই। ক্যাটলগ লইয়া বড় বড় লোকের প্রশংসা পত্র দেখুন।

বন্দেমাতরম চুড়ি।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

লক্ষ জোড়া বিক্রয় হইয়াছে। ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র ও নেতৃগণ দ্বারা প্রশংসিত। বহু দিন গিনি স্বর্ণের ন্যায় রং থাকিবে। ৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ির সমতুল্য চির দিন ১৬৲ দরের স্বর্ণের রং থাকিবে। স্বর্ণ গহনার ন্যায় বহু দিন পরে বিক্রয় করিলেও আমরা এই চুড়ি সিকি মূল্যে কিনিয়া লইব। বিনা মূল্যে ক্যাটলগ লইয়া সমস্ত জ্ঞাত হউন। মূল্য মায়াপুরি মেটেলে প্রস্তুত ১ জোড়া ৪৷৷০, চাঁদি রৌপ্যে প্রস্তুত ৭৲ টাকা, চাঁদির উপর গিনির কলাই ৮৲ টাকা মাশুলাদি ৷৵০

বিনামূল্যে বিতরিত।

১৩১৬ সালের নূতন ফুল পঞ্জিকা আমরা প্রত্যেক খরিদ্দারকে বিতরণ করিতেছি। এই পঞ্জিকা ১ খানি থাকিলে অন্য পঞ্জিকার আবশ্যক নাই। যে কোন জিনিষ খরিদ করিলেই পঞ্জিকা পাইবেন।

সকলে দিন থাকিতে সংগ্রহ করুন।

এইচ বেনার্জ্জি এণ্ড কোং

১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর।

সুপ্রসিদ্ধ লিনাসিড তৈল

হাঁসমার্কা

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল উজ্জ্বল থাকে এবং কাষ্ঠকে খারাপ কিম্বা নষ্ট হইতে দেয় না। গৃহস্বামী দিগকে রংয়ের কার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়ে অকৃত্রিম লিন্‌সিড তৈল ব্যবহার না করিয়া পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিশুদ্ধ তৈলই রংয়ের জীবন। এই তৈল প্রস্তুত করিতে কেবল মাত্র তিসি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। এই কারণ রং আবরক পদার্থ (gummy matter) প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাতে রংএ কখন ফোস্কা কিম্বা চটা উঠেনা। সকল রংয়ের দোকানে এবং আমাদের অফিসে লিখিলেই পাইবেন।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

৮ নং ক্লাইভ রো।

কিলবরণ কোম্পানীর।

সীলেট চুণ

ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে।

মফঃস্বল বাসী অনেকেরই সীলেটচুণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা আনয়ন করা সুবিধা জনক নয় মনে করিয়া অপর চুণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অর্ডার পাইলেই গ্রাহক গণের সুবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়া রেল কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই এবং যাহারা নৌকা করিয়া চুণ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদের কারখানায় পঁচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকট বর্ত্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চুণ ইমারতের যাবতীয় কার্য্যে বিশেষতঃ ছাতের কার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

কিলবরণ এণ্ড কোং

এজেণ্টস্,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি।

নূতন আবিষ্কৃত, বিশেষ পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ।

রক্তদুষ্টি, পারদদোষ, উপদংশ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক, ভগ্নস্বাস্থ্য সংস্থাপক, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক,

সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার্য্য, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদীয় মহাকষায়

স্বর্ন-ঘটিত মহাদেব-সালসা

সর্ব্ব-রোগ-নাশক ৪২টী ভৈষজের সহিত স্বর্ণ সংমিশ্রণে এই মহাকষায় প্রস্তুত। এই মহাকষায় যেরূপ রক্তদুষ্টিনাশক সেইরূপ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক। ইহাকে এক কথায়—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক (General Tonic) বলা যায়।

উপদংশ, রক্তদুষ্টি, পারদদুষ্টি, যকৃতদোষ (Torpid Lever) প্রভৃতিতে ইহা অমৃততুল্য, সাধারণ স্বাস্থ্যে ইহা সেবনে প্রত্যহ দুইবার কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি, যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধন, শরীরের ক্লেদ নিঃসরণ করিয়া, শরীরের কান্তি পুষ্টি ও বর্দ্ধিত করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

প্রমেহান্তক সুধা ও বটীকা।

সর্ব্ব প্রকার ঔপসর্গিক মেহ (Gonorhoea) জ্বালা, যন্ত্রণা, সপূয ধাতুনির্গম প্রভৃতি ৭ মাত্রা ব্যবহারে নিবৃত্তি হয় ও সপ্তাহে আরোগ্য হয়। সুধা ও বটিকা একত্রে ১।০ একটাকা চারি আনা।

স্বর্ণঘটিত মহাদেব রসায়ন, অনঙ্গ বটিকা, অনঙ্গ তৈল।—ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতির মহৌষধ একত্রে মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা।

সর্ব্বজ্বরঘ্ন বটিকা—সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ, বিনা কুইনাইনে জ্বর আরোগ্য হয়। ৪২ বটিপূর্ণ কৌটা ॥৵০ দশ আনা।

সমিতির কবিরাজবৃন্দের আবিষ্কৃত সর্ব্বরোগের মহৌষধ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত তালিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

রোগ বিবরণ লিখিলে সমিতির কবিরাজ বৃন্দের অব্যর্থ ব্যবস্থা বিনামূল্যে পাঠান যায় সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় পাচনের তরল সার প্রস্তুত হয়।

শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র—ম্যানেজার।

কার্য্যালয় ও ঔষধালয়—১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের দেশীয় সালসা

সুরবল্লী কষায়

শাস্ত্রোক্ত শোণিত শোধক এবং শোণিত উৎপাদক নির্দ্দোষ অথচ বীর্য্যবান ভেষজাবলির রাসয়নিক সংযোগে এই মহা কল্যাণকর সালসার উৎপত্তি। এই অমীত তেজস্বী অমৃতকল্প সালসা যথানিয়মে সেবিত হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য উপদংশ বা পারদ দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রমেহ, রক্ত বিকৃতি ও বাত এবং তজ্জনিত যাবতীয় উপদ্রব অচিরে উপশমিত হয়---আরও ইহার গুণ এই যে বাঁধা সালসার সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে অথচ উহার কঠিন নিয়ম---কিছুই পালন করিতে হয় না। এই সুবিধার জন্য সকল ঋতুতেই---আবাল বৃদ্ধ বনিতা ধাতুনির্ব্বিশেষে ইহা সেবন করিয়া আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যধিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রকৃত ফলপ্রদ ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করিয়া রোগমুক্তির সংবাদ সহ পুঞ্জীকৃত পত্র রাশির মধ্য হইতে কয়েক খানি মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ইংরেজ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত আর নিউজেন্ট L. R. C. P. & S. (এডিনবরা) এল, এফ, পি, এণ্ড এস (গ্লাসগো) এবং ফিজিসন সার্জ্জন ও একুসার (এডিন) মহোদয় লিখিয়াছেন---

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত সুরবল্লীকষায় আমার রোগিদিগকে ব্যবহার করাইয়াছি। দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ এবং অন্যান্য বিষ বিদুরিত করিতে ইহার উপকারিতা অব্যর্থ। কণ্ডু (চুলকণা), বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে সুরবল্লী কষায় দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে পারদর্শী [Specialist] কলিকাতার প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, ম্যাগিন M. D., L. M. C., L. S. B., M. E. মহোদয় লিখিয়াছেন---

সুরবল্লী কষায়ের রক্ত-শোধকতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্য। তৎসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিলাতের উপাধিপ্রাপ্ত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, চট্টোপাধ্যায় B. A., M. B., M. C., (এডিনবরা) মহোদয় বলেন---

"সুরবল্লী কষায়" রক্ত পরিস্কার করে এবং ইহা ব্যবহারে রোগির শরীরে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। কোনও রোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গের সুসন্তান, দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেজর বি, কে, বসু M, D, I, M, S, মহোদয় লিখিয়াছেন---

আমি ইহার শোণিত-শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি; সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টির ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ৷৵০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৸০ পনর সিকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট,---কলিকাতা।

বিরাট ভৈষজ্য উদ্যান ও পঞ্চানন ঔষধালয়।

পঞ্চানন সুধা।

দেশীয় সালসার শীর্ষস্থানীয়

শাস্ত্রোক্ত শোণিত সংশোধক ও জীবনীশক্তি বৰ্দ্ধক অতি বীর্য্যবান্ দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্ত দুষ্টিনাশক, পরিপাকশক্তি পরিবর্দ্ধক ও মহাবলকারক। ডাকমাশুল সহ বড়বোতল ২৲ টাকা ছোট বোতল ১৲ টাকা।

মহামায়া তৈল।

ইহা কেশের কমনীয়তা বৃদ্ধি করে, অকালপক্কতা নিবারণ করে, চিন্তাক্লিষ্ট উষ্ণ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে। ইহা যাবতীয় কেশতৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। একশিশি ডাকমাশুল সহ ১৲ টাকা।

কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট এম, এ; বিদ্যারত্ন; কবিভূষণ,

এম, এ, এস, বি; এম, আই, আর, এস্,

৫৮।১ হেরিসন রোড, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার, ধান্দিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা।

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩১৬ সাল।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার সম্পাদিত।

BENGAL LIBRARY
17 SEP. 1909
WRITERS' BUILDINGS

(প্রবন্ধ সমূহের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

সূচী।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
১।	শ্যামাসুন্দরী (উপন্যাস)	... ...	৪৯
২।	আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য	শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ	৫৩
৩।	সাঁজের তারা (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ...	৫৬
৪।	আমার গুরুলাভ	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫৭
৫।	শিশুচিকিৎসা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র	৬২
৬।	বিদায় (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ..	৬৩
৭।	আর্য্যজাতক	শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত এফ, সি, এস (লণ্ডন)	৬৩
৮।	বেদ ও শঙ্কর	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ...	৬৫
৯।	কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাবকাল	শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর... ..	৬৯
১০।	গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব	শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ ...	৭১

৭৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

Cover Printed at the "Lokenath Yantra"—156.

[All Rights reserved.

19. JUL. 11

কেশরঞ্জন তৈল

হাইকোর্টের জজের পত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

'কেশরঞ্জনের গন্ধ অতীব মনোহর ও তৃপ্তিকর, এ অঞ্চলে সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকে।"

ময়মনসিংহের জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বি, এ বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন।

"কেশরঞ্জনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে জানিয়াছি, ইহা মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয় ও কেশের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তৈল।"

উল্লিখিত দুই খানি পত্রই কেশরঞ্জনের অদ্ভুত গুণ-গরিমার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। দেশের গণ্যমান্য রাজা মহা-রাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৲ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	।/০ পাঁচ আনা।

একটি মহা ভুল।।

হায়! যৌবনের অদম্য প্রবৃত্তি-বশে নিজের যে একটী মহা ভুল করিয়াছেন, তাহার সংশোধনের আর কি কোন উপায় নাই। অই যে স্বেচ্ছাকৃত পাপে অসীম যাতনা ভোগ করিতেছেন জীবন যেন কত ভারময় বলিয়া বোধ হইতেছে—লজ্জায় চিকিৎসকের কাছেও নিজের মনের কথা রোগের কথা বলিতে পারিতেছেন না, এটাও কি সেই মহা ভুলের অঙ্গীভূত নয়! কিন্তু যেখানে ভুল সেইখানেই তাহা শোধরাই বার উপায় ত আছে। মনে রাখিবেন ঐ নিদারুণ যাতনাপ্রদ জীবনবিঘাতি উপদংশের আশু প্রতিকার কেবল মাত্র আমাদের ভারত বিখ্যাত "অমৃতবল্লী কষায়' দ্বারাই হইতে পারে।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুল	..	।৶০ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮।১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা।

প্রতি গৃহে সুরমার কথা।

কেন তা জানেন কি? 'সুরমা" মহা-সুগন্ধি এবং অতি তৃপ্তিকর কেশতৈল। প্রথম শ্রেণীর কেশতৈলে যে যে গুণ থাকা উচিত সুরমায় আছে। গন্ধে মন মাতাইবে, এবং কেশের মসৃণতা ও কোমলতা বাড়াইতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ইহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাক মাশুলাদি ৸৶০ তের আনা।

আমাদের নূতন এসেন্স্।

গন্ধরাজ।—নামেতই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার।

মস্ক-জেসমিন। মিশ্রিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

মিল্ক্ অব রোজ্।—ইহার সমান গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। [illegible] বড় শিশি [illegible] আট আনা মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

পারিজাত—[illegible] সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিস্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর।

সুপ্রসিদ্ধ হাঁসমার্কা লিনসিড তৈল

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল উজ্জ্বল থাকে এবং কাঠকে খারাপ কিম্বা নষ্ট হইতে দেয় না। গৃহস্বামী দিগকে রংয়ের কার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়ে অকৃত্রিম লিন্‌সিড তৈল ব্যবহার না করিয়া পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিশুদ্ধ তৈলই রংয়ের জীবন। এই তৈল প্রস্তুত করিতে কেবল মাত্র তিসি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। এই কারণ বং আবরক পদার্থ (gummy matter) প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাতে রংএ কখন ফোস্কা কিম্বা চটা উঠেনা। সকল রংয়ের দোকানে এবং আমাদের অফিসে লিখিলেই পাইবেন।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

৮ নং ক্লাইভ রো।

কিলবরণ কোম্পানীর।

সীলেটচুন

ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে।

মফঃস্বল বাসী অনেকেরই সীলেটচুণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা আনয়ন করা সুবিধা জনক নয় মনে করিয়া অপর চুণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অর্ডার পাইলেই গ্রাহক গণের সুবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়া রেল কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই এবং যাঁহারা নৌকা করিয়া চুণ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদের কারখানায় পাঁচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকট বর্ত্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চুণ ইমারতের যাবতীয় কার্য্যে বিশেষতঃ ছাতের কার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

কিলবরণ এণ্ড কোং

এজেণ্টস্,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি।

নূতন আবিষ্কৃত, বিশেষ পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ।

রক্তদুষ্টি, পারদদোষ, উপদংশ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক, ভগ্নস্বাস্থ্য সংস্থাপক, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক,
সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার্য্য, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদীয় মহাকষায়

স্বর্ণ-ঘটিত মহাদেব-সালসা

সর্ব্ব-রোগ-নাশক ৪২টী ভৈষজের সহিত স্বর্ণ সংমিশ্রণে এই মহাকষায প্রস্তুত। এই মহাকষায় যেরূপ রক্তদুষ্টিনাশক সেইরূপ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক। ইহাকে এক কথায়—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক (General Tonic) বলা যায়।

উপদংশ, রক্তদুষ্টি, পারদদুষ্টি, যকৃতদোষ (Torpid Lever) প্রভৃতিতে ইহা অমৃততুল্য, সাধারণ স্বাস্থ্যে ইহা সেবনে প্রত্যহ দুইবার কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি, যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধন, শরীরের ক্লেদ নিঃসরণ করিয়া, শরীরের কান্তি পুষ্টি ও বর্দ্ধিত করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

প্রমেহান্তক সুধা ও বটীকা।

সর্ব্ব প্রকার ঔপসর্গিক মেহ (Gonorhoea) জ্বালা, যন্ত্রণা, সপূয ধাতুনির্গম প্রভৃতি ৭ মাত্রা ব্যবহারে নিবৃত্তি হয় ও সপ্তাহে আরোগ্য হয়। সুধা ও বটিকা একত্রে ১।০ একটাকা চারি আনা।

স্বর্ণঘটিত মহাদেব রসায়ন, অনঙ্গ বটিকা, অনঙ্গ তৈল।—ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতির মহৌষধ একত্রে মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা।

সর্ব্বজ্বরঘ্ন বটিকা—সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ, বিনা কুইনাইনে জ্বর আরোগ্য হয়। ৪২ বটিপূর্ণ কৌটা ||৵০ দশ আনা।

সমিতির কবিরাজবৃন্দের আবিষ্কৃত সর্ব্বরোগের মহৌষধ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত তালিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

রোগ বিবরণ লিখিলে সমিতির কবিরাজ বৃন্দের অব্যর্থ ব্যবস্থা বিনামূল্যে পাঠান যায় সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় পাচনের তরল সার প্রস্তুত হয়।

শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র—ম্যানেজার।

কার্য্যালয় ও ঔষধালয়—১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমর সুধা।

অমর-সুধা সকল রকম নুতন পুরাতন জ্বর, কুইনাইন আটকান জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, পিত্তশূল এবং আমবাতের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। অনেক দুরারোগ্য রোগী অমর-সুধা পানকরিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছে।

নিয়মিতরূপ অল্পমাত্রায় অমর সুধা ব্যবহার করিলে শরীর পুষ্ট ও সবল হয়। এবং ম্যালেরিয়া-বীজ নষ্ট করে। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক ঔষধ আছে। বিশেষ খবর ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য।

আমরা দুশ্চিকিৎস্য রোগী পাইলে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া থাকি। সবিশেষ সংবাদ জানিতে চাহিলে আমাদের ঔষধালয়ে অনুসন্ধান করিবেন। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে সমাগত রোগীদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মূল্য—বড় বোতল (২৪ আউন্স) ১৲ টাকা। ছোট বোতল (১২ আউন্স) ৷৷৴০ আনা শিশি—— (৬ আউন্স) ।৴০ আনা। রেল কি ষ্টিমারে ঔষধ লইলে সুবিধা। ডাকে লইলে প্রতি বোতলে ৸৴০ আনা মাশুল লাগে।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেন কবিভূষণ।

অমরসুধা ঔষধালয়।—৩০।৫ হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।)

পুংশক্তি তৈল।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা বা যে কোন কারণে পুংশক্তির অভাবে ইন্দ্রিয়ে পুংশক্তি তৈল মর্দ্দন করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখাযায়। ইন্দ্রিয়শক্তিহীন অনেক হতাশ যুবক এই অব্যর্থ তৈল মালিশ অভাবনীয় ফল পাইয়া আমাদিগকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন যে, আপনার পুংশক্তি তৈল বাস্তবিকই নিজনামের গুণ দেখাইয়াছে। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ ভিপিতে ১।০

আমাদের ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অতি অকৃত্রিম ভাল প্রস্তুত করা হয়। যাহারা বিশুদ্ধ ঔষধ চান তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। অডার পাইলে মফস্বলেও ঔষধ ভি পি তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে স্থানাভাবে নিম্নে দুই একটী মহাত্মার মত দেওয়া গেল।

* * * তাঁহার ঔষধ অতি বিশুদ্ধ এবং তিনি রোগীদিগকে অতি সতর্কতা ও যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন। * * *

কসবা ত্রিপুরা, { শ্রীশশি কুমার ঘোষ।
প্রথম মুন্সেফ

মায়াপুরি মেটেলের গহনা।

প্রকৃত স্বর্ণের গহনা পরাজিত।

এই ধাতুর গহনার রং প্রকৃত স্বর্ণের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী। বালা, অনন্ত, হার কড়ি নেকলেস, চুড়ি, কোমরের বিছা, ঘড়ির চেন, বোতাম, ব্রেসলেট প্রভৃতি সহস্র প্রকার নূতন ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত আছে। পত্র লিখিলে বৃহৎ ক্যাটলগ এবং ১৩১৬ সালের নূতন পঞ্জিকা বিনা মূল্যে পাঠাই। ক্যাটলগ লইয়া বড় বড় লোকের প্রশংসা পত্র দেখুন।

বন্দেমাতরম চুড়ি।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

লক্ষ জোড়া বিক্রয় হইয়াছে। ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র ও নেতৃগণ দ্বারা প্রশংসিত। বহু দিন গিনি স্বর্ণের ন্যায় রং থাকিবে। ৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ির সমতুল্য চির দিন ১৬৲ দরের স্বর্ণের রং থাকিবে। স্বর্ণে গহনার ন্যায় বহু দিন পরে বিক্রয় করিলেও আমরা এই চুড়ি সিকি মূল্যে কিনিয়া লইব। বিনা মূল্যে ক্যাটলগ লইয়া সমস্ত জ্ঞাত হউন। মূল্য মায়াপুরি মেটেলে প্রস্তুত ১ জোড়া ৪॥০, চাঁদি রৌপ্যে প্রস্তুত ৭৲ টাকা, চাঁদির উপর গিনির কলাই ৮৲ টাকা মাশুলাদি ।৴০

বিনামূল্যে বিতরিত।

১৩১৬ সালের নূতন ফুল পঞ্জিকা আমরা প্রত্যেক খরিদ্দারকে বিতরণ করিতেছি। এই পঞ্জিকা ১ খানি থাকিলে অন্য পঞ্জিকার আবশ্যক নাই। যে কোন জিনিষ খরিদ করিলেই পঞ্জিকা পাইবেন।

সকলে দিন থাকিতে সংগ্রহ করুন।

এইচ বেনার্জ্জি এণ্ড কোং

১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম

এসবি এণ্ড কোং

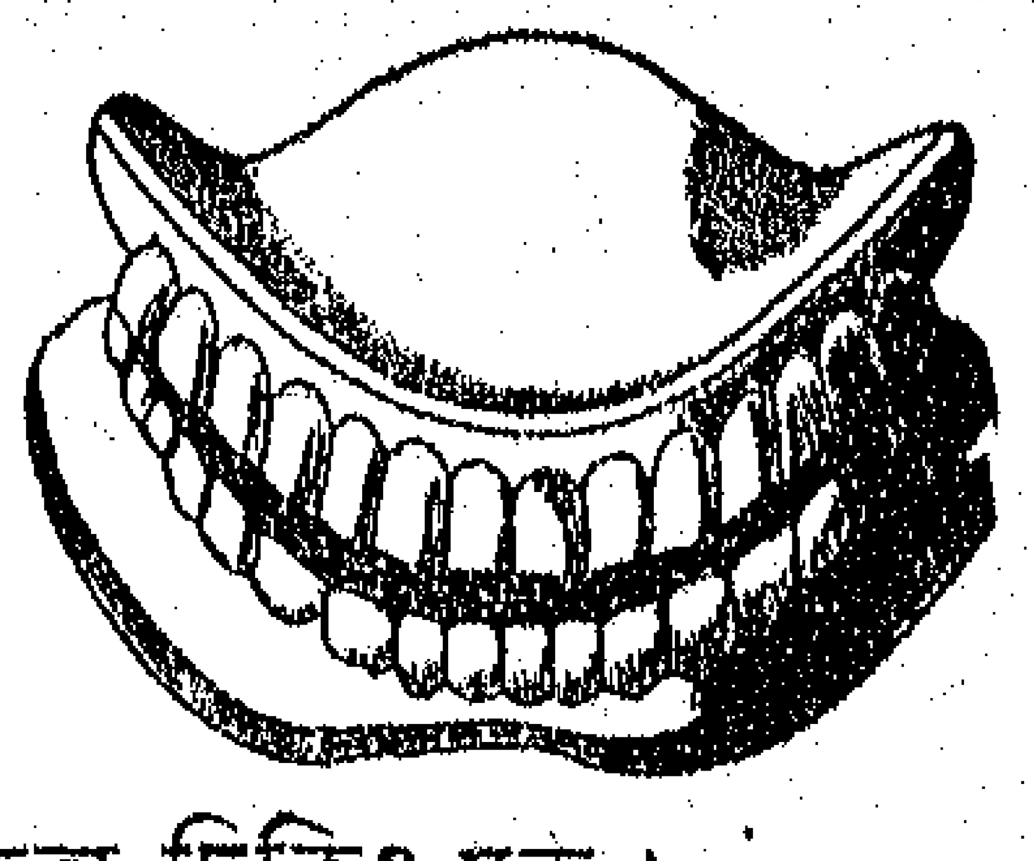

কৃত্রিম দন্তনির্ম্মাতা ও দন্ত-চিকিৎসক।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্থাপিত ১২৮৪ সাল)

আমাদের বিশুদ্ধ পাথরের কৃত্রিম দন্ত ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে কেন?

কা
রণ ইহা দেখিতে ঠিক স্বাভাবিক দন্তের ন্যায়।
রণ ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কঠিন খাদ্য চিবাইতে পারা যায়।
রণ ইহাতে সুস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কওয়া যায়।
রণ ইহা মুখে রাখিলে কোন কষ্ট বা দুর্গন্ধ হয় না।

সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা যথাসম্ভব মূল্য সুলভ করিলাম। মূল্য প্রত্যেক দাঁত ৩৲ হইতে ৬৲ টাকা। পুরাপাটী উপর ও নিচের ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া জ্ঞাত হউন। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

COMPLETE.

LETTER WRITER.

বা

ইংরাজীতে চিঠি ও দরখাস্ত লিখিবার আদর্শ পুস্তক।

(শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস প্রণীত।)

এই পুস্তকে ইংরাজীতে কথা কওয়া, মিউনিসিপাল অফিস, ডাকঘর, রেল পুলিশ, আদালত, কলেক্টরী অফিস, কষ্টম হাউস, ট্রাম অফিস প্রভৃতিতে, সকল প্রকার দরখাস্ত প্রভৃতির আদর্শ আছে। ডাক্তার, কবিরাজ, স্কুলমাষ্টার বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিকে পত্র লেখা এবং উইল, দান, বিক্রয়, এগ্রিমেণ্ট, হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতির ফরম এবং চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করা, ছুটি লওয়া ও মাহিনা বাড়াইবার জন্য দরখাস্ত করার বিবিধ প্রকার আদর্শ এই পুস্তকে আছে। মাসমাহিনা কসা খবরের কাগজে লেখা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অসংখ্য বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্প মাত্র ইংরাজী জানিলেও এই পুস্তকের সাহায্যে ইংরাজী ভাষায় সকল প্রকার কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে লইলে ১৶০ মাত্র।

কৃষিবন্ধু।...সর্ব্ববিধ দেশী ও বিলাতী শাক সব্জী আবাদ প্রণালী, অতি সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ॥০ ভি পিতে ॥৶০ আনা।

এম, এল, দাস কোং
১২২ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

দুইখানি গ্রন্থ।

একখানি— গুরুশিষ্য সংলাপ ও জ্বর-চিকিৎসা।

মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ও অর্ডার ফি ৵০ আনা।

আর একখানি— স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

মূল্য ১৲ ডাকমাশুল প্রভৃতি...৵০ আনা।

উভয় গ্রন্থই কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত উক্ত উভয় গ্রন্থের ন্যায় বৈদ্যক চিকিৎসা গ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। প্রবীণ সুবিজ্ঞ বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয় বহুবর্ষ যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত থাকিয়া চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা সাধারণকে জানাইবার জন্যই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ দুইখানি লিখিয়াছেন।

গুরুশিষ্য-সংলাপ ও জ্বর চিকিৎসার উপক্রমণীকাধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের অতি বিশদ বিস্তীর্ণ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের আর ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের স্বরূপ গুণ কর্ম্ম প্রভৃতি এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে সকলেই ত্রিগুণের ও ত্রিদোষের অতি জটিল তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। আর অনেকগুলি প্রয়োজনী বিষয়, যাহা না জানিলে বৈদ্যক চিকিৎসা বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সেই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া তত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর রোগের এবং জ্বর সংসৃষ্ট অন্যান্য বহু ব্যাধির নিদানাদি তত্ত্ব ও চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পথ্যবিধি অতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থকারের প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী অনুসরণ করিয়া চিকিৎসিত হইলে নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ক্রিমিজ্বর, জ্বরাতীসার, হাম ও বসন্ত জ্বর, প্রবাহিকা অর্থাৎ রক্তামাশয় ও তৎসংসৃষ্ট জ্বর এবং আমবাত প্রভৃতি বহুরোগ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

স্বায়ত্ত চিকিৎসা—এখানি নানা রোগ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। প্রথমতঃ দশটী অধ্যায়ে নানা প্রকার ব্রণশোথ ও ক্ষতরোগের নিদানাদি তত্ত্ব চিকিৎসা কৌশল, ঔষধ প্রয়োগ ও ঔষধ তৈয়ার করার প্রণালী বিস্তীর্ণ ভাবে লিখিত হইয়াছে। তার পর ৯টী অধ্যায়ে জ্বর চিকিৎসার অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সমস্ত সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। তদনন্তর পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, যকৃৎ, প্লীহা এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য যাহা কিছু জানার দরকার সেই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে তিনিও বুঝিতে পারিবেন। ঔষধ তৈয়ার করিবার প্রণালীও বিশেষ রূপে গ্রন্থে বলা হইয়াছে। গ্রন্থ খানি চিকিৎসক ও অচিকিৎসকের কাজে আসিবে। গৃহস্থগণ স্বায়ত্ত চিকিৎসার সাহায্যে পারিবারিক চিকিৎসার কাজ চালাইতে পারিবেন।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আধুনিক সকল প্রকার সালসার শীর্ষস্থানীয়।

প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মূল্যে সর্ব্বত্রে পাওয়া যায়।

আদি ও অকৃত্রিম

মোহনফ্লুট-হারমোনিয়ম।

গ্যারাণ্টী তিন বৎসর।

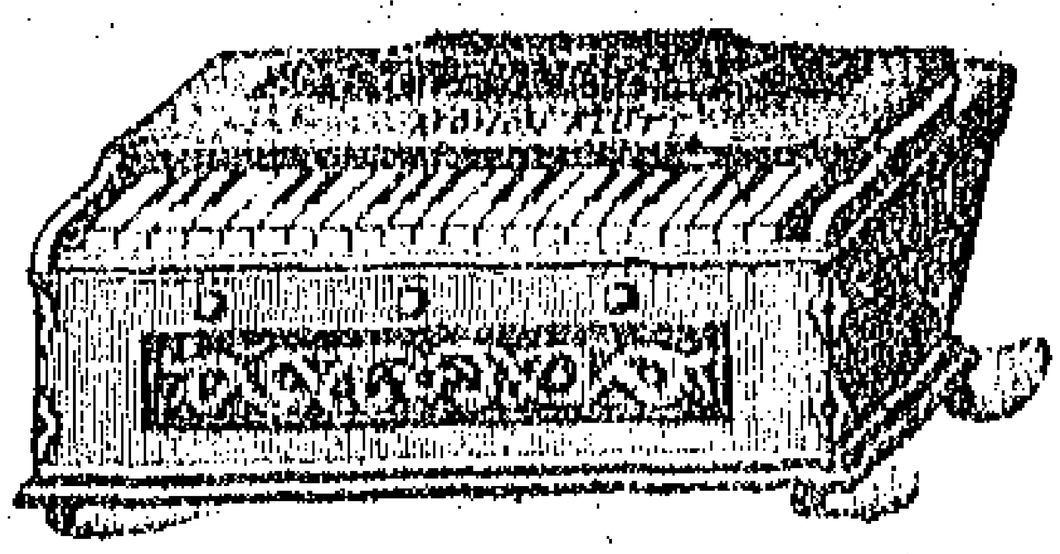

গ্যারাণ্টী তিন বৎসর।

দেশীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহনফ্লুট-হারমোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সানুনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক "মোহন" কথাটি ও বেলোর পৃষ্ঠে জলন্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন নতুবা ঠকিবেন। মফঃস্বলে ভিঃ, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫৲, ৩৮৲, ৪০৲, ৪৫৲ ও ঊর্দ্ধ। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিত্র তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স।

মোহন মিউজিক্যাল ডিপো,

২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, (দ্বিতলের উপর), কলিকাতা।

শুভ সংবাদ।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

লক্ষ ২ শিশু অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা।

যাহারা রুগ্ন শিশু ও রোগীদিগকে লইয়া সংসারের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, অশান্তি ভোগ করিতেছেন তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া

কে, সি, চন্দ্রের স্বদেশী

অমৃত ফুড।

ব্যবহার করুন।

১৫ দিন ব্যবহারে আশাতীত ফল দেখিতে পাইবেন। ইহাতে বহুল পরিমাণে সারাংশ থাকায় ব্যবহারে শীঘ্র শিশুদিগের হাড় মোটা মাংস বৃদ্ধি ও শরীর সবল করিয়া তোলে, নিত্য দুধের সহিত ব্যবহারে প্লীহা লিভার প্রভৃতি হইতে পারে না, পেটের অসুখ হইলে অন্য ঔষধ না খাওয়াইয়া কেবল মাত্র "অমৃত ফুড" খাওয়াইলে সারিয়া যায়, যে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাহাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, পথ্য-রূপে ব্যবহারে সমস্ত ব্যাধিতে বিশেষ উপকার দর্শে। সাগু বার্লি, এরারুট অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ ও মাংস অপেক্ষা বলকারক খাদ্য, বড় ২ ডাক্তার কবিরাজ মহোদয়গণ ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন এরূপ সুপথ্য অদ্যাবধি বাহির হয় নাই, সাধারণের নিকট প্রার্থনা সামান্য পয়সার জিনিসটি সকলেই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ফললাভ করিলে আমাদিগের পরিশ্রম সফলতা জ্ঞান করিব। মূল্য ১৫ দিন ব্যবহার্য্য প্রতি টিন ॥০ আনা মাশুলাদি ৵০ আনা।

এজেণ্ট ও পাইকার দিগকে
রীতিমত কমিসন দেওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—কে, সি চন্দ্র।

৩১৯ নং (আ) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত অন্যান্য ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূলকরণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিকারক বটীকা মূল্য ৩২ বটীকার কৌটা এক টাকা মাত্র। কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমায় নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত।

কাম শাস্ত্র।

বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় প্রস্তুত আছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক-মাশুলে পাঠাইয়া থাকি।

কবিরাজ

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ১৬৬-১৬৮ নং হ্যারিসন রোড বড়বাজার, কলিকাতা

কে, সি, ঘোষের টনিক মিকশ্চার

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর

ও

আসাম প্রদেশের কালা জ্বরের

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া জ্বর ৪৮ ঘণ্টায় ও প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর ৭ দিনে

নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হয়।

মূল্য বড় বোতল ১।০ পাঁচ সিকা—প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৵০ আনা।

ছোট বোতল ৸০ বার আনা " " ॥৵০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে খরচ স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি অবগত হইবেন।

কে, সি, ঘোষ এণ্ড কোং,

৫ নং রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর

বাবু প্রিয়নাথ সিংহের

—তিন রঙ্গে চিত্রিত—

নিম্নলিখিত ছবিগুলি আর্য্যভূমি অফিসে বিক্রয়ার্থ আছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ... ।০

স্বামী বিবেকানন্দ ৵০

ম্যানেজার,

৮২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাল্‌স্‌ ম্যালেরিয়া মিক্‌শ্চার

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ। বিশেষ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, অদ্যাবধি সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগের এরূপ নির্দ্দোষ ও শান্তিপ্রদ মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই। এক সপ্তাহে সর্ব্বপ্রকার জ্বরও দুই সপ্তাহে প্লীহা লিভার প্রভৃতি নির্দ্দোষ ভাবে আরোগ্য হয়। মূল্য বড় বোতল ১৲ টাকা, ছোট বোতল ॥৵০ আনা। ডজন বড় ৯৲ টাকা ও ছোট ৫৲ টাকা।

মধুসূদন দে'র চা।

এই চা—সকলের আদি ও বিশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই চা—পান করিলে দেহে নববল সঞ্চারিত হয়; এবং শ্রমজনিত সকল রকম অবসাদ দূরীভূত হয় ও মন প্রাণ প্রফুল্লিত হয়।

পাল্‌স্‌ গোলাপজল ও নির্য্যাস।

সদ্য প্রস্ফুটিত উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুল হইতে বিশেষ যত্নের সহিত অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত, আমাদের গোলাপজলের সৌরভ সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় তৃপ্তিকর ও বহুক্ষণ স্থায়ী।

সোল এজেণ্টস্‌—মধুসূদন দে এণ্ড সন্স্‌।

২ ও ১০ নং বনফিল্ডস্‌ লেন, চিনাবাজার কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিকঙ্কণের

শিবাচূর্ণ—অম্লরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। যাঁহারা ঐ রোগে কষ্ট পাইয়া হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা একবার শিবাচূর্ণ ব্যবহার করিলে হাতে হাতে ফল পাইবেন। বিলাতী সোডার পরিবর্ত্তে ইহা নিত্য সেবনে শরীরে মহোপকার সাধিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি।৵০ ছয় আনা।

মেহান্তক দ্রব—মেহ ও প্রমেহের ধন্বন্তরি একদিন ব্যবহারেই জ্বালা যন্ত্রণা উপশম হয়। মূল্য ছোট শিশি ৸০ ও বড় শিশি ১।০।

স্বর্ণঘটিত সিতারিষ্ট—রক্ত পরিষ্কারের ও পারানাশের একমাত্র দেশী সালসা। সকল ঋতুতে ব্যবহার যোগ্য। মূল্য ৸০ আনা শিশি।

চন্দ্রকান্তি তৈল—ইহা দ্বারা কেশের অকাল পক্বতা, কেশপতন, কেশদদ্রু, কেশরুক্ষি ও নানাপ্রকার শিরোরোগ আরোগ্য হয়। পরন্তু কেশের সৌন্দর্য্য, মস্তিষ্কের সবলতা ও মনের প্রফুল্লতা সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ ২৯ নং ভুবন ব্যানার্জ্জির লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে রোগের সুব্যবস্থা ও "আয়ুর্ব্বেদ প্রচার" পুস্তক বিনামূল্যে পাইবেন।

মনোরঞ্জন নর্শারির

মরস্থমী ফুল ও সবজীবীজ এবং ফুল ও ফলের

চারা ও কলম।

রূপে ও গুণে অতুলনীয়।

বীজের জন্য রঙ্গিন চিত্রযুক্ত প্যাকেট

করা হইয়াছে।

অন্যত্র লইবার পূর্ব্বে একবার

পরীক্ষা

করিতে অনুরোধ করি।

এন, এন, বোস,

ম্যানেজার—মনোরঞ্জন নর্শারি, মাণিকতলা, কলিকাতা।

ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীগুরবে।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

(১) কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

(২) কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৩৬।১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্।—প্রসিদ্ধ জহরী "লালচাঁদ মতিচাঁদের" মার্ব্বেল হাউসের ২।৩খানা বাড়ীর পশ্চিমে। রঙ্গপুর ব্রাঞ্চ—নবাবগঞ্জ, পুরাতন লোন আফিসের দালান।

চ্যবনপ্রাশ—৩৲টাকা সের। স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) ৪৲ তোলা।
স্বর্ণঘটিত ষড়গুণবলি জারিত মকরধ্বজ—৮৲ তোলা। সর্ব্বজ্বরকুলান্তক "অমৃতারিষ্ট"—২৲ টাকা সের। শক্তি ও বলবর্দ্ধক—"অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের। ক্যাটেলগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ অন্যান্য ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ হিন্দু কেমিষ্ট ও রোয়াইল হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার।

কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছেন?

গণোরিয়া বা মেহ-প্রমেহাদি প্রাণনাশক রোগের আশ্চর্য্য অব্যর্থ মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে!!

ভিগরীন।

(আণ্টি গণোরিয়াল স্পেসিফিক)

মেহজনিত শুক্রনালীর ও জননেন্দ্রিয়ের বিশৃ-ঙ্খলতা ও তৎসংক্রান্ত ক্ষতসমূহের জ্বালা যন্ত্রণা সত্বর নিবারণ করিয়া রোগের জড় বা আদি কারণ লোপ করিতে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র।

বিনামূল্যে নমুনা।

একদিনমাত্র ব্যবহার করিলেই

এই মন্ত্রবৎ অমোঘ মহৌষধের ঐন্দ্রজালিক কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; এই সম্বন্ধে সাধারণের হিতার্থে ও বিশ্বাসের জন্য আমরা আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে কেবলমাত্র এক দিনের ঔষধ নমুনাস্বরূপ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছি।

এক সপ্তাহের মূল্য প্রতি বাক্স ১।০ আনা।

ভি, পি, ও প্যাকিং খরচাদি ।০ আনা।

একমাত্র এজেণ্ট—টি, চন্দ্‌দার।

১৮ নিমু গোস্বামীর লেন, আহীরীটোলা কলিকাতা।

মফঃস্বল হইতে অর্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলে নমুনা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

সাগু, বার্লি, এরারুটের পরিবর্ত্তে কে, সি, চন্দ্রের **স্বদেশী অমৃতফুড** কিরূপ উপকারী হইয়াছে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

অমৃতফুড ব্যবহার করিলে প্লীহা লিভার হইতে পারে না।

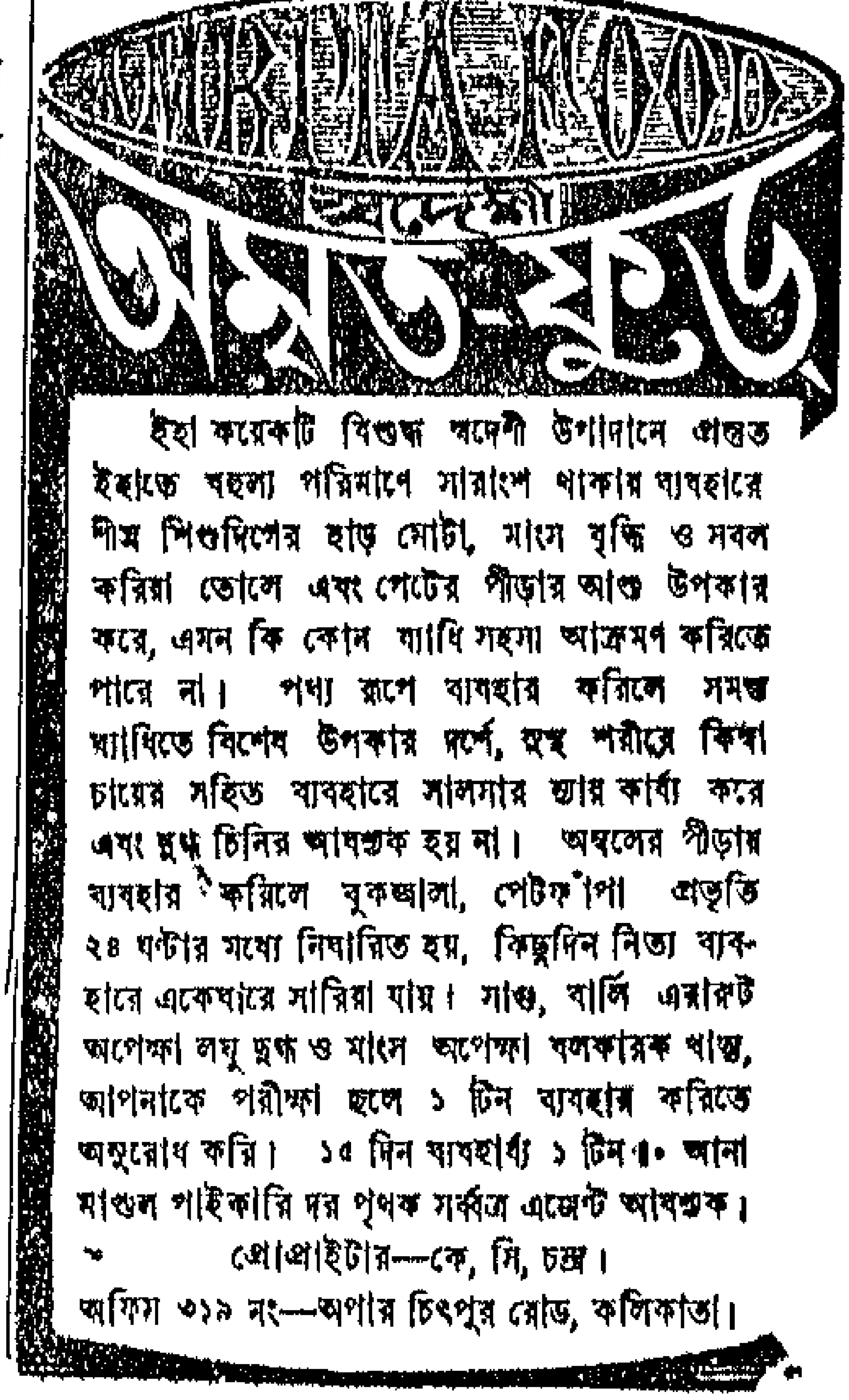

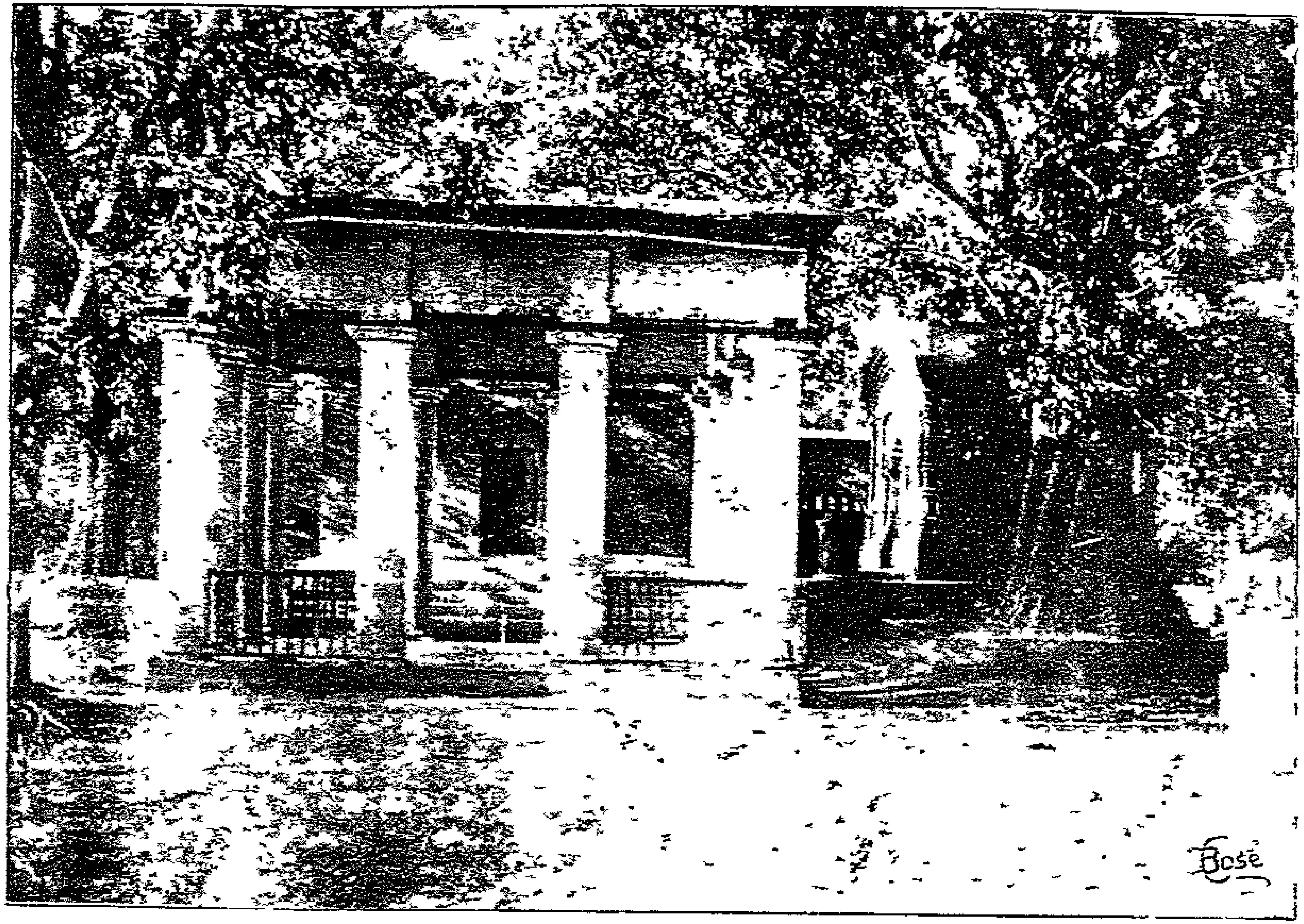

৺সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির।

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

(সাধক কবি রামপ্রসাদের সাধন-মন্দির)

BENG

আর্য্যভূমি

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

৩য় বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩১৬ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

শ্যামাসুন্দরী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রামময়ের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবার পর অল্পদিন মধ্যেই বনমালী পর্ত্তুগীজ-দস্যুসর্দ্দারের জাহাজের বহরে আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রাতঃকাল। দস্যুসর্দ্দার ম্যাসেণ্ডা প্রিয়সহচর ওগেণ্ডার সহিত ডেকের উপর প্রাতঃসমীর সেবন করিতে করিতে বিবিধ প্রসঙ্গে লিপ্ত আছে। এমন সময়ে বনমালী আসিয়া সাহেবদ্বয়কে সেলাম করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। তখন তাহার সেই কালিমা-বিমণ্ডিত বদন,—অক্ষিগহ্বর-নিমগ্ন বিলোল নয়নদ্বয়—শিখাবিহীন মস্তক, সুবৃহৎ অসংখ্য-সুনীল-রেখা-বিরাজিত পৃষ্ঠদেশ ও ছিন্নবসন দর্শনে এবং ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শ্রবণে ম্যাসেণ্ডা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বনমালী সংবাদ কি?"

বন। সাহেব, সংবাদ আর কি বল্‌বো। সবই দেখ্‌তে পাচ্ছেন। আপনার চরের উপর যে এরূপ অত্যাচার কর্‌তে সাহস কর্‌বে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ওগেণ্ডা। বনমালী টুমিটো একজন পাকা সয়টান আছো। টোমার উপর ডোসরা সয়টান ডুনিয়াপর হ্যায়্ হামার খেয়াল ছিলনা।

ম্যাসেণ্ডা। Well Ogenda, this is not the time to cut jokes. A poor villager dared insult my messenger? Did this sort of oppression! I am inflamed with anger. It almost chokes my voice. He will see within few days what a mighty rascal he is The Devil must pay for his folly. (ওগেণ্ডা, এখন উপহাসের সময় নয়, একজন সামান্য গ্রামবাসী আমার দূতকে অপমান করিয়াছে, এবং তাহার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছে। রাগে আমার শরীর জ্ব'লে যাচ্ছে। আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হচ্ছে। সে অল্পদিনের মধ্যেই জান্‌তে পার্‌বে, সে কি আকাট মূর্খের কার্য্য করিয়াছে। সয়তান অবশ্য তাহার মূর্খতার উপযুক্ত ফলভোগ কর্‌বে।)

বন। সাহেব, এর প্রতিশোধ না নিলে আমি দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বো। আপনার চরের উপর এরূপ অত্যাচার!

ওগেণ্ডা। বনমালী, শুধু মার খেয়ে এসেছ, না কিছু রাস্তা ক'রে এসেছ?

বন। সাহেব, অলিনকী খাঁ নামে একজন সাতক্ষীরার ফৌজদার আছে। সে নাকি খুব লড়াই কর্‌তে মজবুত। রামময়ের সঙ্গে আর তার সঙ্গে নাকি দোস্তি আছে। দুজনে খুব ভাব। ধুল্যাপুর লুণ্ঠন কর্‌তে গেলে, অলিনকী রামময়ের তরফ নিয়ে খুব লড়্‌বে। তার অনেক কামান ও ফৌজ আছে।

ম্যাসেণ্ডা। ধুল্যাপুর সাতক্ষীরা হ'তে কত দূর?

বন। প্রায় ৮।১০ ক্রোশ হবে।

ম্যাসেণ্ডা। ধুল্যাপুর দরিয়ার নিকট না সাতক্ষীরা দরিয়ার নিকট ?

বন। ধুল্যাপুর।

ম্যাসেণ্ডা। দরিয়া দিয়ে ধুল্যাপুর যেতে হ'লে এমন কোন বাঁক পড়ে, যেখান থেকে সাতক্ষীরা অল্প দূর ?

বন। হ্যাঁ সাহেব, আছে।

ম্যাসেণ্ডা। সে বাঁকের নাম কি ?

বন। বামাবাঁক।

ম্যাসেণ্ডা। রামময়ের বাড়ী কিরূপ দেখ্‌লে ?

বন। সাহেব, পাঁচিল দিয়ে তার বাড়ী ঘেরা। তার হাতে ২।৩ শত লাঠিয়াল আছে।

ওগেণ্ডা। গ্রামে আন্দাজ কত লোকের বাস আছে ?

বন। ৭।৮ শত লোকের অধিক হবে না।

ওগেণ্ডা। গ্রামের লোকের সঙ্গে রামময়ের সদ্ভাব কিরূপ ? তাদের মধ্যে তীরন্দাজ কিরূপ আছে ?

বন। সাহেব, রামময়ের সহিত গ্রামের লোকের খুব সদ্ভাব। শুন্‌লুম গ্রামের অনেকে লাঠি সড়কী খেল্‌তে ও তীর ছুঁড়্‌তে খুব মজবুত।

ম্যাসেণ্ডা। দরিয়া থেকে ধুল্যাপুর কত দূর ?

বন। ২।৩ কোশের মধ্যে।

ম্যাসেণ্ডা। বনমালী, যাও টুমি খানাপিনা কড়। সয়টান টোমার পর যেট্‌না জুলুম কিয়া ও সব দেখ-লেঙ্গে। হাম ওস্কো দরিয়ামে কবর দেগা।

বনমালী সাহেবদ্বয়কে সেলাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন ম্যাসেণ্ডা ওগেণ্ডাকে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল ;—You see Ogenda, a plan suddenly flashed in my mind. I think it prudent to attack Alinaki, the foujdar of Satkhira, and Rammoya simultaneusly ; so that Alinaki may not have any chance to help Rammoya the Devil. From 'Bamabank' we shall send an expedition against the foujdar. I hope he has not forgotten the lesson that Sibastian taught Fatiah Khan. Surely the foujdar will take to heels with his whole regiment as soon as we open fire. We shall sail up with our detached forces to Dhuleyapore. There we shall land, and I am convinced the great beast will seek his den at the first boom of our cannon. But to no avail. We shall take him out of his den, when he will implore our mercy and thank his stars if I wish to marry his daughter.

ম্যাসেণ্ডা। (দেখ ওগেণ্ডা, একটী মতলব আমার মনোমধ্যে সহসা উদিত হইয়াছে। আমি সাতক্ষীরার ফৌজদার অলিনকী ও রামময়কে একযোগে আক্রমণ করা সুবিবেচনার কার্য্য মনে করি। তাহা হইলে অলিনকী রামময়কে সাহায্য করিবার সুযোগ পাইবে না। বামাবাঁক হইতে আমরা অলিনকীর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠাইব। আমি আশা করি, সিবাষ্টিয়ন ফতে খাঁকে যে শিক্ষা দিয়াছিল, অলিনকী এখনও তাহা ভুলে নাই। আমাদের কামান দাগা মাত্রেই নিশ্চয়ই ফৌজদার সৈন্যদল লইয়া পলায়ন করিবে। আমরা অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সমুদ্রপথে ধুল্যাপুরের নিকট উপস্থিত হইব এবং সেই খানেই আমরা অবতীর্ণ হইব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আকাট পশুটি আমাদের প্রথম কামানশব্দেই গর্ত্তে প্রবেশ করিবে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। কারণ, আমরা তাহার আশ্রয়স্থল হইতে তাহাকে বাহির করিব ; তখন সে আমাদের দয়ার প্রার্থী হইবে এবং যদি আমি তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাই, সে তাহার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিবে।

Ogenda I quite agree with you. But we shall make haste so that the enemies may not mature their plans.

ওগেণ্ডা। (আমি সম্পূর্ণ রূপে তোমার কথা অনু-মোদন করি। কিন্তু আমরা একটু তৎপর হইব। তাহা হইলে শত্রুরা ভাল করিয়া যুক্তি আঁটিতে পারিবে না।)

Masenda. well, Ogenda, now return to your cabin. Let us fix day after-tomorrw

to send our expedition. We shall arrange everything by this time.

ম্যাসেঙা। ওগেঙা এখন তোমার কক্ষে গমন কর। পরশ্বদিন অভিযান প্রেরণের দিন ঠিক কর। ইতিমধ্যে আমরা সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিব।

ইহার পর উভয়ে স্ব স্ব কক্ষাভিমুখে গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামময় যে দিন প্রত্যুষে অলিনকী খাঁর সহিত পরামর্শ করিবার মানসে সাতক্ষীরায় গমন করেন, সেই দিন প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্যামাসুন্দরী প্রাঙ্গণে বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে গৌরী ও তাহার বাল্য-সহচরী সুশীলা উপবিষ্টা। ঝটিকাবর্ত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্কম্প প্রশান্ত পয়োধির ন্যায় সকলে নিথর নিশ্চল। কাহারও মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। এমন সময়ে রাধানাথ পাগল গান করিতে করিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাগল গাহিতে লাগিল ঃ—

(হরি) সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল,
যদি সে দুঃখে তোমারে পাই।
সে দুঃখ নয়তো সুখের খনি,
আমি সেই দুঃখ সদা চাই॥

এই দুই চরণ গাহিয়াই পাগল থামিল। পাগলের গানের মধ্য দিয়া শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়ে নিখিলের শান্তি-দাতা যেন সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন। যে বিষাদ-কাল মেঘ শ্যামাসুন্দরীর অপূর্ব্ব মুখশ্রী আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। শ্যামাসুন্দরী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, বাবা রাধানাথ, বড়ই বিপদ, এখন উপায় কি?

রাধা। শ্যামা মা, তুই জগজ্জননী। তোর আবার বিপদ কি?

তখন শ্যামাসুন্দরী পর্ত্তুগীজ জলদস্যু ম্যাসেঙার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাধানাথ ধীর মনে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল,"শ্যামা মা আমরা ভব-রোগের বৈদ্দি। বেটার দেখ্‌ছি রোগটা কিছু শক্ত। আয়ুর্ব্বেদীমতের চিকিৎসা আছে, হাকিমিমতের চিকিৎসা আছে। আবার এক নতুন চিকিৎসা বেরুয়েছে এলোপ্যাথী। আমার কিন্তু এ সব কিছু নয়। আমার হচ্ছে হরি-প্যাথী। এ মতের চিকিৎসায় বেটাকে ঠিক আরাম হ'তে হবে।

শ্যামা। বাবা, ঠাকুর যদি দয়া করেন, তবেই এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাব।

রাধা। শ্যামামা, ঠাকুরতো দয়া করেন, কিন্তু আমরা হাত পেতে নিতে পারি কৈ? আমরা এমনি বোকা, ঠাকুর যেমন দয়া দিতে এসেছেন, আমরা অমনি হাতটা উপুড় ক'রে ব'সে আছি। আর তাঁর দয়া মাটিতে প'ড়ে গেল। তাই বল্‌ছিলুম ঠাকুরতো অহরহ দয়া বিলুচ্ছেন, কিন্তু আমরা হাত পেতে নিতে পারি কৈ।

শ্যামা। বাবা ঠাকুরের অনুগ্রহ লাভ ভাগ্যের কথা। আমাদের ভাগ্যে নিগ্রহ লাভই ঘটে।

রাধা। শ্যামা মা, ঠাকুরের অনুগ্রহ নিগ্রহ নাই, সবই অনুগ্রহ। তবে তাঁহার অনুগ্রহ ধ'রে রাখ্‌বার ক্ষমতা জন্মালেই অনুগ্রহ, আর তা না হ'লেই নিগ্রহ। দেখ সূর্য্য উঠ্‌লো তাতে হ'লো কি? না সূর্য্যকান্তমণির তেজ বাড়্‌লো—বিগলিত হ'ল। কারণ কি? না—তার সূর্য্যের তেজ ধ'র্‌বার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তার পক্ষে অনুগ্রহ। আর পেঁচাবাদুড়ের তেজ ধ'র্‌বার ক্ষমতা নাই, তাই দূরে পালাল। এখানে নিগ্রহ। আবার অন্ধের ঔদাস্য এলো। চক্ষুষ্মানের মহা আনন্দ উপস্থিত হলো। এখন বুঝ্‌লে মা। একই সূর্য্য, একই সূর্য্যের তেজ। পাত্রভেদে অনুগ্রহ আর পাত্রভেদে নিগ্রহ। তাই বলি মা, ঠাকুরের কিছু দোষ নাই।

শ্যামা। বাবা, এক এক ধাক্কা খেতে খেতে জানটা গেল।

রাধা। শ্যামা মা বিপদের পিটুনি আর দুঃখের পোড়ানি না সইলে খাদ কাটবে কেন? তুই যে মা পাকা সোনা। তোকে নিয়ে ঠাকুর ভাল গয়না গড়্‌বেন, তাই এত পিটুনি আর পোড়ানি। কিন্তু সাবধান মা, দেখিস্ যেন এই সব দুঃখ, বিপদ মন থেকে ঠাকুরের নামটাকে নিবিয়ে না দেয়। বিপদগুলো শুধ্‌নো কাঠের মতন। শুখনো কাঠগুলো আগুনে ঝুপ্‌ঝাপ্ ক'রে

প'লো। ইচ্ছে আগুনটাকে নিবিয়ে দেব। ও মা উল্টে আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো। সেইরূপ ভক্তের মনে ঠাকুরের নাম আগুন জ্বলছে। কুঁদো কুঁদো বিপদ এলো সেই আগুন নেবাতে। মজা দেখ,হলো কি না সেই বিপদ আশ্রয় ক'রে ভক্তের মনে ঠাকুরের নাম আগুনটা বেড়ে গেল। তাই বলি মা বিপদে যেন ভয় পাস্‌নে। বিপদটাকে ঠাকুরের কাছে যাবার একটা প্রকাণ্ড সিঁড়ির ধাপ্ মনে কর্‌বি। যেমন ধাপগুলোর মাথার উপর পা দিয়ে মইয়ের উপরে উঠ্‌তে হয়, তেমনি বিপদের মাথায় পা দিবি আর একটু একটু করে ঠাকুরের দিকে এগুয়ে যাবি। আর যখন দুঃখ বিপদের ছাঁটুনি আরম্ভ হবে, তখন দমে যাবি নে। মনে সাহস কর্‌বি। মনে কর্‌বি, মরা গাছ কেউ ছাঁটে না। জীয়ন্ত গাছই সকলে ছাঁটে। আমি এখনও মরিনি। ঠাকুর আমাকে জীয়ন্ত রেখেছেন, তাই ছাঁট্‌তে পাচ্ছেন। আর নদীর পাড় দুটো উঁচো কেন জানিস্ মা? নদী ব'য়ে যাচ্চে সাগরে মিশ্‌তে। পথে কত বাধা-বিঘ্ন এসে জুট্‌লো। যেমন দেখ্‌লে যে, আর সে গুলোকে বুকে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে পাচ্ছে না, তখন দুই পাশে ঠেলে রেখে পথ কেটে নিজে ব'য়ে যায়। সেই রকম ঠাকুরের চরণ-সমুদ্রে আমাদিগকে মিশ্‌তে হবে। পথে বাধাবিঘ্ন এসে জুট্‌লে, যখন দেখ্‌বো যে,আর সেগুলোকে বুকে ক'রে টেনে নিয়ে যেতে পাচ্ছি না, তখন দুই পাশে রেখে পথ কেটে আমাদিগকে চ'লে যেতে হবে।

শ্যামা। দুঃখ বিপদে ঠাকুরের উপর বিশ্বাস রাখ্‌তে পার্‌লে আর সে ডুবে যায় না। আমরা যে বাবা অবিশ্বাসী, একটু বিপদ উপস্থিত হ'লেই বিশ্বাস ক'মে যায়। তা বাবা, তোমার কথা শুনে আজ খুব জ্ঞান হয়েছে। বুকটা ধুক্‌পুক্ কচ্ছিল, এখন একটু শান্ত হলো, কিন্তু বাবা কোন্ পথ ধ'রে উদ্ধার হবো?

রাধা। কিছু ভাবিস্ না মা। রাধানাথ সব ঠিক্ ক'রে দেবেন। সুরাসুরের যুদ্ধে এত দৈত্য-দানবের মুণ্ডু কাটা'ল, আর মা একটা মুমুণ্ডোর মুণ্ডুপাত কর্‌তে পার্‌বিনে? দেখিস্ মা, আমি পাগল ছাগল মানুষ ব'লে গেলুম, তোর খাঁড়াতেই মুমুণ্ডের মুণ্ডুপাত হবে। আর আমরা সব নন্দীভৃঙ্গী তাধেই তাধেই ক'রে চারিদিকে নৃত্য কর্‌বো। তবে দেখিস্ মা, বাবা ভোলানাথ যা আয়োজন কর্‌বেন, তাতে কিছু বাধা দিস্ না। মা আর থাক্‌তে পাচ্ছিনা। ঠাকুরের ডাক্ পড়েছে, এখন চল্লুম। এই কথা বলিয়া রাধানাথ নিম্নলিখিত গান গাহিতে গাহিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল যৎ।

কার ঘরণী শ্যামবরণী,
ঘোর সমরে উলঙ্গিনী।
বাম করেতে অসিধরে, কে বামা চিনিনা তারে,
বামদেবের হৃদি পরে যেন স্থিরা সৌদামিনী॥
রসনা দন্ত বিকট, করাল মুখ প্রকট,
আলুলায়িত কেশপাশ পরশিতেছে ধরণী॥
সঘনে কৃপাণ হানে, ঘোর দৃষ্টি ঊর্দ্ধপানে,
শবশিশু দোলে কানে, যেন হবে হরঘরণী॥
পদভরে কাঁপিছে ধরা, যেন রে পাগলের পারা,
সর্ব্বাঙ্গেতে রুধির-ধারা, সেই সে করালবদনী॥
ডাকিছে অশিব শিবা, আঁধার করিছে দিবা,
সে রূপের আর কব কিবা, সে মুনির মনোহারিণী॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, নাচিছেন বামা রণরঙ্গে,
কত যোগীজনার যোগ ভঙ্গে, শুনে তাঁর ভীষণ ধ্বনি॥
দীন হীন রাধা কয়, ঐ সে কালী সুনিশ্চয়,
ভাবিলে রবে না ভয়, শমনভয়নাশিনী॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামাসুন্দরী রাধানাথের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে পর গৌরী ও সুশীলা প্রাঙ্গণ হইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে দুই জনে বিবিধ প্রসঙ্গে লিপ্ত হইল।

গৌরী। সুশীলা, বিবাহের পর হ'তে তুমি যেন কেমন হ'য়ে গেছ। আর বড় একটা আমাদের বাড়ী এস না। আমি জোর জবরদস্তি ক'রে যদি একবার টেনে নিয়ে এলুম তো এলে। তা এরকম হবারই কথা। এখন মনের মতন ভালবাস্‌বার লোক পেয়েছ, এখন আর আমার উপর টান থাক্‌বে কেন?

সুশীলা। দেখ গৌরী দিদি, মনের টান আগের মতনই আছে। তবে বিয়ের পর পরঘরে হ'য়ে গেছি। এখন আর শুধু বাপ মার শাসনের তলে নাই। শাসন-কর্ত্তার দল বেড়ে গেছে। এবাড়ী ওবাড়ী কর্‌লে বড় বিরক্ত হন। মন রেখে চল্‌তে হবে তো।

গৌরী। প্রাণের টানে কর না, মনরাখার জন্য কর, তা এক রকম ভাল।

সুশীলা। দেখ গৌরীদিদি, অনেক দিন হ'ল, আমরা দুজনে খুব ভোরে ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলুম, আর রাস্তার ধারে একটা মিন্সে হাঁ ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, বোধ হয় সেই লোকটা ডাকাতের দলের লোক; সেই লোকটা গিয়েই সমস্ত খবর দিয়েছে। তা না হলে ডাকাতের সর্দ্দার জান্‌তে পাল্লে কি ক'রে?

গৌরী। তা আশ্চর্য্য কি?

সুশীলা। এখনতো এক লঙ্কাকাণ্ড বাধ্‌বার উপক্রম হ'ল, এখন উপায় কি? নামও গৌরী রূপেও গৌরী। এরূপ লুকুয়ে রাখ্‌লেই ভাল ছিল। এ রূপের কথা ঢাক বাজ্‌লেই সর্ব্বনাশ। দেশে যে বোম্বেটের উপদ্রব।

গৌরী। দেখ সুশীলা, পেটে একখান মুখে একখান আমি ভালবাসি না। লোক-দেখান লজ্জায় আমার গা জ্ব'লে যায়। আমার লজ্জার ভাগ কম। টেনে টুনে কার কাছে ধার ধোর ক'রে লজ্জা দেখাব বল?

সুশীলা। দেখ, যে দেশে যে পদ্ধতি,তা সে রকম চল্‌তে হয়। তা না হলে লোকে নিন্দেও করে, ভালও বাসে না।

গৌরী। লোকের ভাল মন্দ বলায় আমার কি এসে যাবে? বাবা ভাল বাস্‌লেই হ'লো।

সুশীলা। দেখ গাঁয়ের লোক তোমার চাল চলনে বড়ই বিরক্ত। আর রামময় জ্যোঠা মশায় তোমায় কিছু বলেন না, আদর দেন, তার জন্য সকলেই নিন্দা করে। এমন কি, আমি দুই এক জনকে বল্‌তে শুনেছি যে, যদি ডাকাতের দলের সঙ্গে লড়াই বাধে, গাঁয়ের কোন লোক জ্যেঠামশায়ের পক্ষে এসে দাঁড়াবে না।

গৌরী। বাবা সাতক্ষীরার ফৌজদার অলিনকী খাঁ সাহেবের কাছে গেছেন, কেউ না দাঁড়ায়, তিনি বাবার পক্ষ হ'য়ে লড়াই করবেন।

সুশীলা। তিনি তো দাঁড়াবেন। তার সঙ্গে গাঁয়ের লোক যোগ দিলেই ভাল হ'তো, গাঁয়ের লোক যেরূপ বিরক্ত, এখন ডাকাতের তরফ না নিলে বাঁচি।

গৌরী। কেন, সেরূপ কথা কারো মুখে শুন্‌লে নাকি?

সুশীলা। হাঁ, দুই এক জনকে বল্‌তে শুনেছি যে, ফৌজদার সাহেবের বলে তর্কালঙ্কারের বড়ই বল। সমস্ত মেয়ে বেহায়াগিরি করে বেড়ায়, তা একটা ধমকও দেয় না। ওর মেয়ে বেহায়াগিরি করুক, আর ধমক দিক্ আর নাই দি'ক্, ঐ ভুগ্‌বে। তবে মেয়েটার বেহায়া গিরি দেখে পাড়ার পাঁচটা মেয়ে খারাপ হবে, তাই ভয় হয়। আর যেরূপ শুন্‌ছি, এই মেয়েটাইতো রূপ দেখিয়ে ডাকাতের দল গাঁয়ে নিয়ে এল। এখন দেখ কি বিপত্তি উপস্থিত হয়। একের পাপে কতজনের দণ্ড ভোগ কর্‌তে হয়। আমরা কিন্তু ডাকাতের দলের শরণাপন্ন হব। যা হ'বার, ঐ বিট্‌লে বামনের উপর দিয়ে হ'য়ে যাক্। সে পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের সর্দ্দার, তার কাছে ফৌজদার সাহেবের বুজরুকিই বল, আর তর্কালঙ্কারের টিকিনাড়াই বল, কিছুই খাট্‌বে না।

গৌরী। এবার ডাকাতের দলের সঙ্গে যা হ'ক একটা হ'য়ে গেলে বাবাকে বল্‌বো, এ গাঁ ছেড়ে দোসরা গাঁয় গিয়ে বাস কর্‌তে। গাঁয়ের লোকগুলার মন বড় ছোট। আমি বেহায়া, আমার সঙ্গে তাদের মেয়েগুলাকে মিশ্‌তে না দিলেই পারে। কেউ মরে, আর কেউ হরি হরি বলে। লোকের বিপদে তামাসা দেখা! কি আশ্চর্য্য! গৌরী তেজী মেয়ে। বেগতিক দেখ্‌লে আত্মহত্যা করবে। তার পর ডাকাতের সর্দ্দার তাদের মেয়ে রামী শ্যামীকে যদি ধর্‌তে যায়। পাড়ার এই ভদ্দর লোকগুলার চেয়ে গাঁয়ের তেওর বাগ্দী গুলাও ভাল। তারা তবু লোকের আপদ বিপদে প্রাণ দিয়ে করে।

সুশীলা। লোকের দোষ আর কি দেবো? ছুঁচোর গুকে পর্ব্বত করা তো লোকচরিত্র। নিজে যদি বোন্ বেহায়াপানা না কর্‌তে, তবে আজ একথা বলে কার সাধ্য?

গৌরী। বেশ বোন্। তুমিও সমস্ত হয়ে উঠ্‌ছো। বিয়ে হয়েছে। আমার সঙ্গে আর বড় একটা মিশো না। লোকে আবার মুখে চুণকালি দেবে।

সুশীলা। চুণকালি দেবার ভয়টা রাখা কি ভাল নয়?

গৌরী। তোমরা লক্ষী মেয়ে, তোমাদের রাখা উচিত। আমার পক্ষে বড় একটা উচিত মনে করি না।

সুশীলা। গৌরী দিদি তুমিই সার বুঝেছ। তুমিই জগতে সুখী। এখন বাড়ী যাই। আজ বড় দেরী হয়েছে। মা হয়তো বকবেন। এই কথা বলিয়া সুশীলা দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে গমন করিল। গৌরী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিল। পরিশেষে ধীরে ধীরে শ্যামা-সুন্দরীর নিকট চলিয়া গেল।

আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রামাণী ইতিহাস বলে খৃঃ পূঃ ১১৮৪ (১) শতাব্দীরও পূর্ব্বে ভারতের বণিককুল ভারতের পণ্য শিল্প নিয়ে রোম গ্রীস মিশর বাবিলন ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থে উটের উপর চোড়ে দলবদ্ধ হয়ে গমন করত। (২) এই কারণে মুসার ধর্ম্মগ্রন্থে ওফির (ভারতের) সুবর্ণ ঐ সকল প্রদেশে সুবিখ্যাত ছিল। আর এই বাণিজ্য প্রভাবে ইউলিসিস্ বারাণসী প্রস্তুত রূপেরী সোণেরী কিংখাভের পোষাক ও রাজ্ঞীগণ কাশ্মিরের প্রসিদ্ধ সাধকের গহণা পরিধান করতে পেতেন। (৩) ইহার পরেই মিশরাদি পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহ যখন অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য হয়ে পড়ে তখন আসিয়া খণ্ড হতে অবিশ্রান্ত ক্ষাত্রবীর্য্যের প্রবাহ য়ুরোপী ক্ষাত্র বীর্য্যকে কয়েক শতাব্দী ধরে বারম্বার বিধ্বস্ত করে। এই সমস্ত বীর্য্যবান আসিয়াতিক নরস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধাদিরাজকার্য্য-কুশলতার জন্য বর্ম্ম নির্ম্মাণ, নদীবক্ষে সেতু বন্ধন, দুর্গ আক্রমণ ধ্বংস ও নির্ম্মাণ, পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নানাবিধ ভারতীয় কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, বাদ্য যন্ত্রাদির কারিকর, স্থাপক, ভাস্কর তুলিকর গমন করত। কোন কোন সময়ে তাহারা লুট পাট কোরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করত, আবার সুবিধা পেলেই ঐ দেশেই রাজ্য সংস্থাপন কোরে বাস করত। (৪) কিন্তু উভয় অবস্থায় কারিকরেরা প্রচুর কার্য্যের লোভে অনেকেই আর স্বদেশে

(১) W. W Hunters History of British India p. 19.

(২) See Proctor's Intelletnal Development of Europe and the Old Testament.

(৩) The description which Homer gives of the robes of Ulysses in the 19th book of Odessey accurately describes a Benares *Shikargah* or, happy hunting ground *Kincob* (কিংখাপ)।

"In ample mode
A robe of military purple flow'd
O'er his frame ; illustrious on his breast
The double clasping gold the King confest.
In the rich woof a hound, mosaic drawn,
Bore on full stretch, and seized a dappled
Deep in his neck his fangs indent their hold ; fawn :
They pant and struggle in the moving gold.
Fine as a filmy web beneath it shone
A vest, that dazzled like a cloudless sun.
The female train who round him thronged to gaze,
In silent wonder, sighed unwilling praise.
A sabre when the warrior pressed to part,
I gave enamelled with Vulcanian art ;
A mantle purple tinged, and radiant vest,
Dimension'd equal to his size Express'd,
Affection grateful to my honoured guest"

And when this passage is read in Homer, proof is added to proof of the traditional descent of the *Kincobs* of Benares, through the looms of Babylon and Tyre and Alexandria, from designs and technical methods which probably, in prehistoric times originated in India itself, and were known by the Hindus already in the times of the Code of Manu, and before the date of the Ramayana and Mahabharata. Vide Sir George Birdwood's Industrial arts of India p. 262 & 192. ইহার পরে তিনি Illiad থেকে বহু প্রমাণ দিয়েছেন। ঋগ্বেদেও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। উষার বর্ণনায় স্বর্ণ বস্ত্র, অশ্বের অলঙ্কার স্বর্ণের। ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডল, ২ সূক্ত, ৮ ঋক্।

(৪) By the conquest of Phœnicia and the Ionion colonies Parsia became a Mediterranian power and threatened the sea commerce of Athens—500 B C—vide W. W. Huntirs' History of British India. p 27.

প্রত্যাগমন করত না। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা ভারতের কোন্ কোণে কখন এক আধ্ জন গ্রীক্ বা পারসী কারিকর এসে কতবার হাই তুলে তুড়ি দিয়ে আমাদের কতটুকু 'সভ্যতা' শিক্ষা দিয়েছেল তাহার আবিষ্কারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত বীর্য্যবান্ আসিয়াতিক নরস্রোতের সংস্পর্শে আসার দরুণ সমগ্র য়ুরোপ তাহাদের গর্ব্বিত আধুনিক সভ্যতার জন্য ভারতের কাছে কতটা ঋণী এবং তথাকথিত গ্রীক ও মিশরী শিল্পেরই বা উৎপত্তি স্থান কোথায় তাহা প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ভারত-বাসীরই আবিষ্কার করতে হবে। যাহা হউক, তর্কচ্ছলে মেনে নিলুম, যে যদিও গ্রীকরা শুক্রাচার্য্যের পদ্ধতিতে ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করত, তথাপি ভারত উহাদের গুরু নয়, মিশরই উহাদের গুরু, এবং ঐ শিল্প উহাদের জাতীয় ভাবের বিকাশ, এবং উহা তাহাদের উপর কোন (Extraneous influence) বিজাতীয় প্রভাবের অভিব্যক্তি নয়। তাহা হ'লে আমাদের বক্তব্য যে, গ্রীক্দের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে আজকাল প্রমাণ হয়েছে যে, উহা ভারতীয় চিন্তাস্রোতে পোড়ে গ্রীক্দের দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ মাত্র। কিন্তু সেই দার্শনিক চিন্তাশক্তি তাহাদের জাতীয় শক্তি নয় বোলেই আবার তাহা শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তেমনি উহাদের শিল্প-শক্তিও একটা বিজাতীয় প্রভাবের অভিব্যক্তি বোলেই লোপ পেয়েছে। এই ত পুরাতন ভারত, মৃত, গোরার বজ্রবুট-সহ-পদদলিত, ঘৃণিত, নিন্দিত, বেত্রবিতাড়নে বিধর্ম্মি-বিজাতি-পূজা-দীক্ষিত, বুভুক্ষিত, কঙ্কালসার, গলিতকুষ্ঠ ও পূতিগন্ধযুক্ত—নাম স্মরণে অনেক পাশ্চাত্য সভ্য-মহোদয়ের বমনোদ্যোগ হয়, তবু কেন সেই সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন পদ্ধতিতেই আমাদের শিল্পীরা শ্রীশ্রীকলা-দেবীর সেবা আজও ক'রে থাকেন, তাঁহারা সেই মানস-চর্চ্চা ব্যতীত বাস্তব-চর্চ্চার দিকে যান না? যদি গ্রীক্রা ভারতের শিল্পগুরু, তবে গুরুজির শিল্প-বিদ্যা লোপ পেলে কেন, আর শিষ্যের বিদ্যা সজীব আছে কেন? এইজন্যই মনে হয় তাহাদের দর্শন এবং শিল্প তাহাদের জাতীয় বস্তু নয়। আর এক কথা, সেকেন্দর বাদসাহ যখন ভারতে আসেন, তখনও ভারতবাসীর তুলনায় গ্রীক্রা সুসভ্য নয়। তখনও তাহারা দাড়ী কামিয়ে, সুতার কাপড় পোরে এবং আচার-ব্যবহারে তেমন সভ্যটী হয়নি। উহারা ইরানে এসে পাজামা, জোগা বা চোগা পরতে শেখে। সেকেন্দরের পণ্ডিতেরা তাই লিপিবদ্ধ করেন যে, "ভারত-বাসীরা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র, মণিমুক্তাযুক্ত, স্বর্ণরৌপ্য-সূত্রেখচিত সূক্ষ্ম বসন পরে; আর সেই বসন প্রস্তুত করবার 'পশম' বৃক্ষে জন্মায়! তাহারা সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যে পারদর্শী।*" অন্যত্র আছে যে আমাদের দেবদেবী গ্রীক্দের মত। (১) গ্রীক্রা যুদ্ধে জয়ী হ'লে বিজিত শত্রুর পশুবৎ পশ্চাদ্ধাবমান হ'য়ে তাহাদের গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করত। কিন্তু আমাদের জাতির এ প্রকার পাশব চরিত্রের পরিচয় আমরা পুরাণেও পাই না, † এবং ঐ গ্রীক্রা স্বয়ং ভারতবাসীর এই যথার্থ মনুষ্যোচিত প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে গেছেন। (২) সেকেন্দর তাঁহার সৈন্য-মধ্যে হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত করেন; কারণ, তাঁহারা গ্রীক্দের অপেক্ষা ভাল ও বিজ্ঞ ছিলেন। সেকেন্দরের ভারতে আগমন থেকেই গ্রীস্ ও ইতালিতে রেশম ও গুটির

* The inhabitants (of India) in like manner, having abundant means of subsistance, exceed in consequence, the ordinary stature, and *are distinguished by their proud bearing. They (Indians) are also found well-skilled in the arts,* as might be expected of men who inhale a pure air and drink the very purest water, &c, &c,. Their arts are self-evolved. Vide Mc. Crindle's Ancient India, as described by Megasthenese and Arrian. p. 31.

(১)। No writer before Alexander's time mentic the Indian gods. The Makedoneans, when come India in accordance with the invariable practice of th Greeks, considered the gods of the country to be the same as their own. Shiva they were led to identify with Bacchus &c, &c,. Ibid p. 48.

† ডাক্তার রামদাস সেনের "ভারত রহস্যে"র বুদ্ধধর্ম্ম প্রবন্ধ দেখুন ২৮৯ পৃঃ।

(২)। But, further, there are usages observed by the Indians which contribute to prevent the occurrence of famine among them; for whereas among other nations it is usual, in the contests of war to ravage the soil and thus to reduce it to an uncultivated waste, among the Indians, on the contrary, *by whom hus-*

ব্যবহার প্রচার হয়। (৩) এখন ভেবে দেখুন পাঠক মহাশয়, এই দুই জাতির সংস্পর্শে কোন্ জাতি অধিকতর উন্নত ও উপকৃত হয়েছিল? যে সকল গ্রীক্‌রা ভারতে আগমন করেছিল, তাহারাই স্বয়ং আমাদের দেবদেবী দেখে বলে যে, সমস্ত তাহাদেরই দেবদেবীর মত, অথচ আমাদের ভাস্কর্য্যের কোনও দোষ ধরেনি, বরং সর্ব্বপ্রকার শিল্পশক্তি (Self-evolved) স্বয়ম্ভূত বলেছে। এখন ভেবে দেখুন, আধুনিক পাশ্চাত্যদের লিখিত ইতিহাস পাঠে আমাদের অনেক সময় গাত্রদাহ হয় কি না? মূল কথা, ভারত অনাদি কাল থেকে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্ম ও শিল্প শিক্ষা দিয়েছে, এবং তাহারই প্রভাবে পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন আজ আমাদের জ্ঞাতিত্বের দাবী করছেন, কিন্তু ভারতবাসীর চক্ষে তাহার প্রমাণের এখনও অভাব। অপর পক্ষে সেই ধর্ম্মভাব, জাতীয় প্রকৃতি বিশেষে স্থানে স্থানে পূর্ব্ববৎ শৈশবাবস্থাতেই আছে এবং সেই ভারত-প্রদত্ত শিল্প পাশ্চাত্যে আত্মবাদ প্রচারের স্থলে জড়বাদ প্রচারে অবনত হয়েছে। তাই পাশ্চাত্য শিল্পের একমাত্র অভিব্যক্তির বস্তুপ্রকৃতির স্থূলভাব, যথা মানব দেহের যথাযথ নকল, মানসিক অভিব্যক্তির মধ্যে ষড়-রিপু, ইহার উপরে কখনও উঠ্‌তে পারেনি। ইহার প্রমাণ পরে দেওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য প্রকৃতির নকল নয়, আধুনিক শিল্পের ন্যায় কুত্রাপি বাস্তব-জগতের সৌন্দর্য্য বা অঙ্গহানি কোরে কেবল ভাবপ্রকাশের প্রয়াস করেনি, অথচ সেই 'ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং' ইত্যাদি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী পূর্ণ অভিব্যক্তি করেছে। বাস্তব জগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সৌন্দর্য্যের উপরে ঐশী মাধুর্য্যের সন্নিবেশ করেছে। আমাদের শিল্প জলে স্থলে ব্যোমে সর্ব্বত্রই সেই পরম পুরুষের বিকাশ দেখিয়েছে, আমাদের মুনি-ঋষিগণ, আমাদের বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থসমূহ যে কার্য্যে আবহমান কাল ব্রতী, আমাদের শিল্পীরাও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত। পুরাকালে অগ্নি যেমন হবিরাদি স্তোত্রসমূহ দেবতার নিকট বহন কোরে নিয়ে যেতেন, আমাদের প্রাচীন শিল্পীরা তেমনি স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যলোকে দেবতাদের বার্ত্তা বহন কোরে এনেছেন মানব-সমাজকে দেবসমাজে, এবং মর্ত্ত্যলোককে দেবলোকে উন্নীত কর্‌বার জন্যে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয় নাথ সিংহ।

bandmen are regarded as a class that is sacred and inviolable, the tillers of the soil even when the battle is raging in their neighbourhood, are undisturbed by any sense of danger, for the combatants on the either side in waging the conflict make carnage of each other, but allow those engaged in husbandry to remain quite unmolested. Besides, they neither ravage an enemy's land with fire nor cut down its trees. Ibid p. 33.

(৩)। The Latin sericum has been traced back to the Mongol Sirkeh and the Serikoth of Isaiah XIX, 9, has, we have seen, been supposed to be silk.

If the latter identification is correct, the introduction of silk between the East and West goes back to the remotest antiquity. Be this as it may, it is clear that the silkworm and its cacoon were known to the Greeks and Romans from the time of Alexander's expedition to India. Vide Sir George Birdwoods Industrial Arts of India, p. 269.

গ্রীসে এই সময়ের হাঁড়ি কুঁড়ি যাহা পাওয়া যায় তাহাতে ভারতীয় ভাবে ও কতকটা দিশরীভাবে চিত্রকার্য্য আছে।

সাঁজের তারা।

কোথা হ'তে এসেছিলে, চলিলে কোথায়;
সাঁজের তারকামত, আধা মেঘে ঢাকা;
আঁধারে লুকা'য়ে গেলে, ছড়ায়ে ধরায়
তব শুভ্র-স্নিগ্ধ-আলো, সুকল্যাণ মাখা।
রেখে গেলে, তব পাছে, কত কি তোমার,
বনের ফুটন্ত ফুল—তোমারি মুরতি,
তব অশ্রুকণা বহে মাথার উপর,
তাদের সুগন্ধ যেন তোমারই স্মৃতি।
শূন্য আকাশের পানে, চাহি আনমনে,
কাঁদে ধরা ঝিল্লীরবে; শত অমঙ্গল,
শৃগাল কুক্কুর মত ফিরিছে সঘনে,
বনলক্ষ্মী কাঁপে ত্রাসে হইয়া বিহ্বল।
আশীর্ব্বাদ কর দেবী, অমর-ভাষায়,
চিরশান্তিসুখ যেন বিরাজে হেথায়।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।

আমার গুরুলাভ।

বহুদিন পূর্ব্বে আমি Indian Mirror নামক ইংরাজি খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছেন, সেইরূপ একজন পরমহংসও খাড়া করিয়াছেন। হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। ইহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বস্থপাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গেলাম, কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়াই শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। আমি দীননাথের বাড়ী যখন উপস্থিত হইলাম, তখন পরমহংস কি উপদেশ করিতেছেন ও কেশব প্রভৃতি তাহা আনন্দে শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যা হয়েছে?" আমি ইহা শুনিয়া ভাবিলাম, "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে, সামে সেজ জ্বল্‌ছে, তবু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না যে, সন্ধ্যা হয়েছে কি না। আর কি দেখ্‌ব?"—ভাবিয়া চলিয়া গেলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর গলিস্থ বলরাম বসুর ভবনে রামকৃষ্ণদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পাড়ার অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতিবেশী আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি দর্শন করিতে গেলাম, দেখিলাম-রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছেন; বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামের বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম। পরমহংসের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম যাহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়, তাহারা কাহারও সহিত কথা কয় না, কাহাকেও নমস্কার করে না, তবে কেহ যদি অতিশয় সাধ্য সাধনা করে, পদসেবা করিতে দেয়। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃপুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি, আমার পূর্ব্বের ইয়ার, পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখ্‌বে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু দেখি কিন্তু সম্পাদক মহাশয় জিদ্ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (তখন উহা ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে) "চৈতন্য-লীলার" অভিনয় হইতেছে, আমি রঙ্গালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত আমাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছেন, বসতে দেও ভাল, নচেৎ টিকিট কিন্‌ছি।"

আমি বলিলাম,, "তাঁর টিকিট লাগ্‌বে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগ্‌বে।" এই কথা বলিয়া তিনি রামকৃষ্ণদেবের অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন। আমি নমস্কার করিলাম, পুনরায় তিনিও নমস্কার করিলেন; আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম "এইরূপই ত দেখছি চল্‌বে।" সুতরাং আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি বক্সে বসাইলাম ও একজন আড়ানী পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া গেলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার নিজের অবস্থার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আমার পঠদ্দশায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজি শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল।

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যা ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ; শক্তি বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে, এবং বৈষ্ণব-সমাজ এমন নানাশ্রেণীতে বিভক্ত যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটি হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর আমি ইংরাজি দুপাতা পড়িয়াছি কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে, প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না। মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্কবিতর্ক চলে। আদি সমাজেও কখন কখন যাওয়া আসা করি, একটি ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ; যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, "ভগবান্ যদি থাক, আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেও।" ইহারা কিছুদিন পরে আমার মনে দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম জল, বায়ু, আলো ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা অজচ্ছল রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান্ বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথা ঠিক। ভাবিলাম, ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা। এরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল।

পরে দুর্দ্দিন আসিয়া আমাকে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপন্মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? আমি দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে লোকে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। ভাবিলাম, "আমারও ত কঠিন বিপদ্—একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাকলে, কিছু হয় কি? পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক।" শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, চেষ্টা সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ্ হইতে ত মুক্ত হইলাম কিন্তু পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব—কোন্ পথ অবলম্বন করিব? ভাবিলাম—"তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি।" ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে—গুরু ব্যতীত উপায় নাই। আমি ভাবিলাম "কেন, উপায় নাই? এইত ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে—গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে কর্‌ব? শুন্‌তে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কর্‌তে হয়, কিন্তু আমার ন্যায় মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি?" আমার মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। আমি মানুষকে গুরু করিতে পারিব না।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? ভাবিলাম, যাক্, আমার গুরু হবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা ক'রে আমার গুরু হোন্। শুনেছিলাম—নরবেশ ধ'রে কখন কখন মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই; নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের ত কৈ দেখা পাই না, তবে আর কি কর্‌ব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম কর্‌ব, তার পর যা হয় হবে।

এই সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়; তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্, একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—"আমি প্রত্যহ ভগবান্‌কে ভোগ দিই—তিনি গ্রহণ করেন, কখন কখন রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে; কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হ'লে হয় না।" আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়া আছি; দেখিলাম—চৌরাস্তার পূর্ব্ব দিক্ হইতে নারায়ণ আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংস-দেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র পরমহংসদেব নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার আর নমস্কার করিলেন না। তাঁহার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষস্থল রামকৃষ্ণদেবের দিকে কে টানিতেছে। পরমহংসদেব কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল—আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় পরমহংসদেবের নিকট হইতে আমাকে একজন ডাকিতে আসিলেন, বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাক্‌ছেন।" আমি চলিলাম। পরমহংসদেব বলরাম বসুর বাড়ীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। বলরাম বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া আমার সহিত দুই একটা কথা বলিবার পর, পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া "বাবু আমি ভাল আছি, বাবু আমি ভাল আছি," বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "না, না, ঢং নয়, ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "গুরু কি জান, যেন ঘটক*।" তিনি আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।" আমি "মন্ত্র কি?"—জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—"ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানন্দ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করতেন। ঘাটের সিঁড়ীতে কবীর নামে এক জোলা শুয়েছিল। রামানন্দ নাম্‌তে নাম্‌তে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' উচ্চারণ কর্‌লেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হ'ল, আর সেই নাম জপ ক'রে কবীরের সিদ্ধিলাভ হ'ল।"

পরে থিয়েটারের কথা মনে পড়িল। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখিও।"

আমি উত্তর করিলাম? "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখ্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "কিছু নিও।"

আমি বলিলাম, "ভাল, আট আনা দেবেন।"

পরমহংসদেব বলিলেন, "সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।"

আমি উত্তর করিলাম, "না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেই খানে বস্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "না একটী টাকা নিও।"

আমি "যে আজ্ঞে" বলায় একথা শেষ হইল।

বসুজমহাশয় তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। ঠাকুর একটী সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে—লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বসুজ মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন?" আমি কহিলাম "বেশ ভক্ত।" তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্য হতাশ ভাব আর নাই। ভাবিলাম, "গুরু কর্‌তে হয়, মুখে বলে। এইত পরমহংস বলিলেন, আমার গুরু হ'য়ে গেছে, তবে আর কার কথা শুনি?"

যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম,

*পরমহংসদেব এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তাহা একরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমার মনে প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড় হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ্ জোটান মাত্র। পরমহংস-দেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমাকে প্রথম নমস্কার করিলেন। রামকৃষ্ণ-দেব যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, তাহা আমার ধারণা জন্মিল, এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরাম বসুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন আমি থিয়েটারের সাজ ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব এসেছেন।" তিনি বলিলেন, "ভাল, বক্সে নিয়ে গিয়ে বসান।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আস্‌বেন না?"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নাম্‌তে পার্‌বেন না?" কিন্তু গেলাম।

আমি পৌঁছিয়াছি, এমন সময় পরমহংসদেব গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া, আমার পাষাণ হৃদয়ও গলিল, আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার আজিও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, "পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাইনি।" তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলাম, তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজিও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়। আমি একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া পরমহংসদেবকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু আবার ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ফুলের অধি-কার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?"

ড্রেস্ সার্কেলের দর্শকের কন্‌সার্টের সময় বসিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারের দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন, অনেকগুলি ভক্তও তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব এক খানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। আমার পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রের সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলাম, "বসুন না।" কিন্তু তিনি অসম্মত। আমি কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বস্‌তে নাই, ইহা আমি জান্‌তাম না।" পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব ভাবনিমগ্ন হইলেন। একটী বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু পূর্ব্বে আমি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম। এই বালকের সহিত ঐরূপ ক্রীড়া দেখিয়া সেই নিন্দার কথা আমার মনে উঠিল। পরমহংস-দেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মনে বাঁক আছে?"

আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক ত আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাঁক যায় কিসে?"

পরমহংসদেব বলিলেন, "বিশ্বাস কর।"

আবার কিছুদিন গত হইল; আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, এটকু চিরকুট পাইলাম যে, মধুরায়ের গলিতে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব। কিন্তু ঐ অজানিত সূত্রের টানে বাধা রহিল না; চলিলাম। অনাথ বাবুর বাজারের নিকট যাইয়া ভাবিলাম, "যাইব না।" ভাবিলে কি হয়, আমাকে টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর

থামি। রামচন্দ্রের গলির মোড়ে গিয়া থামিলাম। পরে রামচন্দ্রের বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বারে রামচন্দ্র বসিয়া আছেন; ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আমাকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এখানে এসেছেন?" আমি উত্তর করিলাম, "পরমহংসদেবকে দর্শন করতে।" রামচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রের বাড়ী। তিনি তথায় আমাকে লইয়া গেলেন এবং আমি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছি, তাহা তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার সে সব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রামচন্দ্রের উঠানে রামচন্দ্র খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে—"নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে।" আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামচন্দ্রের আঙ্গিনা টল্‌মল্ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন; আমার ইচ্ছা হইল আমিও গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও তিনি নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার আর চরণস্পর্শে বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামচন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, আমিও উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার মনের বাঁক যাবে ত?" পরমহংসদেব কহিলেন, "যাবে।" আমি আবার ঐ কথা বলিলাম, পরমহংসদেব ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের পরম ভক্ত মনোমোহন মিত্র কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে আমাকে বলিলেন, "যাও না, উনি বল্লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কর্‌ছ?" এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহন মিত্রের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম, "ইনি সত্যই বলেছেন, যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নেই, তিনি শতবার বল্লেও ত তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়।" আমি রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেন্দ্র কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে ও আসিলেন পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন; অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া রামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম, মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি স্তবটীও আবৃত্তি করিলাম। রামকৃষ্ণদেব আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বল্‌ছিলুম, মাইরী; একে জিজ্ঞেস কর।" পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, "আমি উপদেশ শুন্‌ব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি, তাতে কিছু হয় না; আপনি যদি আমার কিছু ক'রে দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "কিরে, কি শ্লোকটা বল্‌ত?" রামলাল দাদা শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন; শ্লোকের ভাব—পর্ব্বত গহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হইতেছে, "আমি নির্ম্মল।" আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল? এ কাহার আশ্রয় পাইলাম, যে আশ্রয়ে আমার সকল ভয় দূর হইয়াছে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "আমায় কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ, আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, রামকৃষ্ণদেব উত্তরের বারাণ্ডা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আবার কি আমায় যা করি তাই কর্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন, "তা কর না।" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, যেন যাহা করি তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার হৃদয়ে আসিল; গুরুই সর্ব্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার ধারণা জন্মিল—আমার জনম সফল।

ক্রমশঃ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

শিশু-চিকিৎসা।

দন্তোদ্‌গম—(DENTITION.)

প্রথম কয়েক মাস, শিশুর মুখ-গহ্বর সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে এবং বারম্বার স্তন্যপানে তাহা আর্দ্র থাকে। চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে মুখ হইতে লালা নিস্রব আরম্ভ হয় এবং এখন হইতে মাড়ী পুরু ও কিঞ্চিৎ শক্ত হইতে আরম্ভ হয়। সপ্তম মাসের শেষে বা অষ্টম মাসের প্রথমে প্রথম দন্ত বহির্গত হয়। এই জন্যই আমাদের দেশে এই কালে শিশুদিগের অন্নপ্রাশন-প্রথা দৃষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রথমে নিম্ন মাড়ীর মধ্যম দুইটী কর্ত্তক দন্ত, পরে উপরের মাড়ীর মধ্যম দুইটী কর্ত্তক দন্ত, এবং তৎপরে নিম্ন মাড়ীর পার্শ্বস্থ দুইটী কর্ত্তক দন্ত দৃষ্ট হয়। ইহার পর প্রথম পেষক দন্ত (উপরের বা নিম্নের, অধিকাংশ স্থলে প্রথমে নিম্নের) বহির্গত হয়; ইহার পর চারিটী ছেদক দন্ত, শেষে চারিটী পশ্চাৎ পেষক দন্ত উদ্গত হয়; সর্ব্বসমেত ২০টী দন্ত দেখা যায়। দন্তগুলি যে 'পর পর বহির্গত হয় তাহা নহে, নিম্নের ও উপরের মাড়ীর কর্ত্তক দন্তের উদ্‌গমনের মধ্যে প্রায় দেড় মাস দুই মাস ব্যবধান-কাল দৃষ্ট হয়; ইহার অল্প কাল পরেই নিম্ন মাড়ীর পার্শ্বস্থ দন্ত দৃষ্ট হয়। ইহার ৩।৪ মাস পরে প্রথম পেষক দন্ত, তাহার ঐ কাল পরে ছেদক দন্ত এবং তাহারও ঐ কাল পরে অন্যান্য পেষক দন্ত উদ্গত হয়।

কোন কোন শিশুর দন্তোদ্‌গম অতি সহজে হয়, শিশুর প্রায় কোন প্রকার কষ্ট হয় না। অধিকাংশ স্থলেই এরূপ ভাবই দৃষ্ট হয় না।

লক্ষণ:—দন্তোদ্‌গম হইবার পূর্ব্বে মুখগহ্বর উষ্ণ হয়, মাড়ী টন্‌টনে ও চক্‌চকে হয়, এবং যে অংশে দন্ত দৃষ্ট হইবে তাহা মাড়ীর সমতল হইতে উচ্চ হয়। অথবা দন্তোদগম হইবার পূর্ব্বে, মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আরক্ততা ও উত্তাপ, অতিরিক্ত লালাস্রাব এবং জিহ্বা, মাড়ী বা ওষ্ঠদ্বয়ের কোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হইতে পারে। এইকালে শিশুর জ্বর ও খিট্‌খিটে স্বভাব হয়; সে সর্ব্বদাই কাঁদিতে থাকে; বোধ হয় যেন যন্ত্রণা পাইয়াছে।

অন্য এক প্রকার দন্তোদ্গমে আনুষঙ্গিক পীড়া কঠিন ভাব ধারণ করে। প্রবল জ্বর ও আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য-বিপর্য্যয়। মাড়ী অত্যন্ত উষ্ণ, স্ফীত ও স্পর্শাসহিষ্ণু, বিশেষতঃ যে স্থানে দন্ত বহির্গত হইবে, এই স্থলে মাড়ী ক্ষুদ্র অর্ব্বুদের ন্যায় স্ফীত হয় ও মাড়ীর সর্ব্বোচ্চাংশে ক্ষুদ্র ও পচা ভাব যুক্ত ক্ষত দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ কোন দন্তের বহির্গমন হইলে তাহা বেড়িয়া। মাড়ীর এক প্রকার ক্ষত সহজে আরাম হয় না।

কোন কোন শিশুর এইরূপ যন্ত্রণা না হইয়া মাড়ীতে সর্ব্বদা শুড়শুড়ানি হয়, তজ্জন্য শিশু মধ্যে মধ্যে আপনার মাড়ী চাপিয়া থাকে বা আপনার ও অন্যের শরীর কামড়াইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্বর এ পীড়ার একটী অঙ্গ। জ্বর যে অল্প হয় তাহা নহে; অত্যন্ত অধিক জ্বর, এমন কি ১০৫°, ১০৬° হইয়া থাকে এবং তাহার ভোগও অনেক দিবস পর্য্যন্ত হয়; যতবার দন্ত উঠে, তত বারই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই প্রকার হয়। শিশু সর্ব্বদা খিট্‌খিটে হয়, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে স্থির

থাকে, কেহ গাত্রে হাত দিলে বা তাহার দিকে তাকাইলে কাঁদিয়া উঠে। জ্বরের সহিত উদরাময়, রক্তামাশয়, কোষ্ঠবদ্ধ, খেঁচুনী এবং মস্তিষ্কের বিভিন্নপ্রকার বিকারও থাকিতে পারে। কাসি, বায়ুনল-প্রদাহ বা ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহও হইতে পারে। এক কথায়, জ্বরের যত প্রকার উপসর্গ হইতে পারে, ইহাতে তাহা সকলই হইতে পারে, এবং অনেক সময়ে শিশুর তাহাতে মৃত্যুও হইতে পারে।

উপসর্গ ঃ—উদরাময় ও রক্তামাশয় সাধারণ উপসর্গ; ইহার সহিত জ্বর থাকিতেও পারে বা না পারে। অনেক সময়ে এ পীড়া দৃঢ়—কঠিনভাব ধারণ করে। অপরিপাক ও বমন অনেক সময় দৃষ্ট হয়। মুখক্ষত অন্য একটী উপসর্গ—এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যে সকল শিশুর গণ্ডমালীয় ধাতু বর্ত্তমান, তাহারা দন্তোদ্গমকালীন বিবিধপ্রকার পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাদিগের প্রায়ই যকৃতের বিবৃদ্ধি বা ক্রিয়া বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। যাবৎ দন্তোদ্গম-ক্রিয়া শেষ না হয় তাবৎ কাল যকৃতের বিবৃদ্ধি বা ক্রিয়াবিপর্য্যয় থাকে, অথবা প্রতি দন্তোদ্গমে এই সকল দৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কমধ্যে উদক-সঞ্চয়—গণ্ডমালীয় ধাতুতে কখন কখন দৃষ্ট হয়। এ পীড়ার সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে ঘন ঘন খেঁচুনি হয়।

গণ্ডমালীয় ধাতুতে সাধারণতঃ দন্ত উঠিতে বিলম্ব হয়, তজ্জন্য কোন আশঙ্কার বিষয় নাই।

দন্ত উঠিবার সময় অনেকে মাড়ী চিরিয়া দিয়া থাকেন। মাড়ী চিরিয়া দেওয়া সকল সময় আবশ্যক হয় না; মাড়ী স্ফীত ও আরক্ত থাকিলে তাহা চিরিবার প্রয়োজন নাই। মাড়ী কঠিন শক্ত ও শাদা, তাহাতে বেদনা নাই, এবং তাহা ভেদ করিয়া দন্ত উঠিতে পারিতেছে না, অথবা তজ্জন্য উদরাময়, খেঁচুনি প্রভৃতি উপসর্গ হইতেছে দেখা যাইবে, তখনই মাড়ী চিরিবার সময়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার মৈত্র।

বিদায়।

(বেহায়েদ্দিন জহীর।)

উটের সহিস সাড়া দিয়ে গেল,
প'ড়ে গেল হাঁকাহাঁকি;
এমন সময়ে দেখিনু অদূরে,
দাঁড়ায়ে আমার সাকী।
মন্দ লোকের নিন্দার ভয়ে
একটি কথা না বলি;
নিমেষের তরে এসে গেল চলে;—
আঁখি এল ছলছলি'।
গোপন কথার শ্রোতা বহু জোটে,
খুঁজিতে হয়না লেশ;
এবারের মত বিদায় বারতা
চোখে চোখে হলো শেষ।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।

আর্য্যজাতক

কোষ্ঠী-প্রকরণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রাশি-চক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। পৃথিবী সূর্য্যসমক্ষে আবর্ত্তিত হওয়াতে দিবা-রাত্রি, উদয় অস্ত হইতেছে। সুতরাং, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনে উক্ত দ্বাদশটী রাশির একবার করিয়া উদয় ও অস্ত হয়। প্রত্যেক রাশিই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়; এই উদয়ের নামই লগ্ন।

এক্ষণে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে, অর্থাৎ সেই সময়ে পূর্ব্বাকাশে কোন্ রাশি উদিত হইতেছে জানিতে হইলে, কিরূপে তাহা নিরূপণ করিতে হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।

কোন রাশির উদয় হইতে তৎপরবর্ত্তী রাশির উদয় পর্য্যন্ত সময়কে পূর্ব্বোদিত রাশির লগ্নমান কহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বাদশটী রাশি একবার করিয়া উদিত হয়; সুতরাং হিসাব মতে দুই ঘণ্টা করিয়া প্রত্যেক রাশির

লগ্নমান হওয়া উচিত। কিন্তু বিষুবরত্তের মধ্যে ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্ ভাবে অবস্থিতি হেতু সকল রাশির লগ্নমান সমান হয় না, এবং নিরক্ষবৃত্ত হইতে অক্ষাংশের দূরত্ব অনুসারেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লগ্নমান হইয়া থাকে। আবার, উক্ত লগ্নমান চিরকালই যে একভাবে থাকিবে, তাহা নহে। অয়নগতি বশতঃ প্রায় ৬৭ বৎসর অন্তরে লগ্নমানের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, এবং ইহা এত অল্প যে কোন কোন লগ্নের মান ঊর্দ্ধসংখ্যায় কেবল মাত্র ৪৮ বা ২৪ সেকেণ্ড হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়।

পাঠকবর্গের সুবিধার্থে বর্ত্তমান সময়ের কলিকাতা ও তৎপূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশসমূহের অয়নাংশ-শোধিত লগ্নমান নিম্নে প্রদত্ত হইল। বঙ্গদেশীয় অন্যান্য স্থানের লগ্নমান যে কোন বিশুদ্ধ পঞ্জিকা হইতে সহজে অবগত হওয়া যাইবে।

	ঘঃ	মিঃ	সেঃ		ঘঃ	মিঃ	সেঃ
মেষ	১।	৩৯।	৪৯	তুলা	২।	১৪।	১৮
বৃষ	১।	৫৭।	২৫	বৃশ্চিক	২।	১৫।	৪৬
মিথুন	২।	১১।	৫০	ধনু	২।	৬।	২৫
কর্কট	২।	১৫।	৩৭	মকর	১।	৪৯।	১২
সিংহ	২।	১২।	৩৩	কুম্ভ	১।	৩৪।	৪৮
কন্যা	২।	১১।	১২	মীন	১।	৩১।	৫

জন্ম-সময়ের লগ্ন-নিরূপণ করিতে হইলে, প্রথমে পঞ্জিকা হইতে সেই দিবসের সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত-সময় অবগত হইতে হইবে। দিবা-জন্মস্থলে সূর্য্যোদয় এবং রাত্রি-জন্মস্থলে সূর্য্যাস্ত-সময় নিরূপণ আবশ্যক। কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল মাত্র জন্ম-বৎসরের পঞ্জিকার আবশ্যক। জন্ম-সময় হইতে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত-সময় বাদ দিলে অবশিষ্ট ঘণ্টাদি ইষ্ট সময় বলিয়া নিরূপিত হয়।

রবি প্রতিমাসেই এক এক রাশিতে ভ্রমণ করে, সুতরাং যে মাসে যে রাশিতে থাকে, সেই মাসে সেই রাশির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রবির উদয় হয়। কিন্তু প্রতিমাসে এক একটী রাশিতে গমন বশতঃ, রবি যে মাসে যে রাশিতে থাকে, সেই মাসে প্রত্যহ উদয়কালে সেই রাশির এক অংশ করিয়া অগ্রসর হইয়া উদিত হয়, এবং যে রাশির যত অংশে থাকিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়, সেই উদিত রাশি হইতে সপ্তম রাশির তত অংশ, যখন, পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, তখনই রবি পশ্চিম দিকে অস্ত হইয়া থাকে। এই আহ্নিক রবিগতিকে রবিভুক্তি কহে। প্রতি দিনের পঞ্জিকায় প্রথমেই "মেষের দণ্ড ২।২৮ পল গতে সূর্য্যোদয়, তুলারদণ্ড ৩।২৬ পল গতে অস্ত" এইরূপ সাঙ্কেতিক উপায়ে প্রতিদিনের রবিভুক্তি লিখিত থাকে। এই রবিভুক্তি অস্মদ্দেশীয় সময়-বিভাগানুসারে লিখিত, ইহাকে ইংরাজী সময়ে পরিণত করিতে হইবে। নিম্নে নিয়ম প্রদত্ত হইল।

৬০ অনুপলে, ১ বিপল; ৬০ বিপলে, ১ পল; ৬০ পলে, ১ দণ্ড; ৬০ দণ্ডে, ১ অহোরাত্র। ৬০ দণ্ড=২৪ ঘণ্টা; ১ দণ্ড=২৪ মিনিট; ১ পল=২৪ সেকেণ্ড।

উক্ত নিয়মে জন্ম-সময়ানুসারে জন্ম-দিবসের রবিভুক্তিকে ইংরাজী ঘণ্টা মিনিটে আনয়ন করিয়া, উদয় বা অস্ত লগ্নমান হইতে বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট ঘণ্টা মিনিট যাহা থাকিবে, তাহাতে পর পর লগ্নমানের ঘণ্টা মিনিটাদি যোগ করিলে, ইষ্ট-সময় যে লগ্নমানের অন্তর্গত হইবে, সেই লগ্নই জন্মলগ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। দিবা-জন্মস্থলে জন্মদিনের উদয়-লগ্নমান এবং রাত্রি-জন্মস্থলে অস্ত-লগ্নমান হইতে যথাক্রমে উদয় বা অস্তকালীন রবিভুক্তি বাদ দিতে হইবে।

উদাহরণ। ইংরাজী ১৯০৭ সালের ২৯শে জুন বেলা ১২টা কলিকাতায় কোন একটী বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, উহারকোন লগ্নে জন্ম হইল?

উক্ত দিবসের দিন-পঞ্জিকায় দৃষ্ট হইল, মিথুন দণ্ড ২, পল ২৭ ও বিপল ২৭ গতে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ২ দণ্ড ২৭ পল এবং ২৭ বিপলে ইংরাজী ৫৮ মিনিট ও ৫৯ সেকেণ্ড হয়। সুতরাং মিথুন রাশির ৫৮ মিনিট ও ৫৯ সেকেণ্ড গতে সূর্য্যোদয়। বেলা ৫ টা ২০ মিনিটের সময় সূর্য্যোদয়, সুতরাং সূর্য্যোদয় হইতে বেলা ১২টা ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

	ঘঃ	মিঃ	সেঃ
মিথুন লগ্নের মান	২	১১	৫০
উক্ত দিবসের রবিভুক্তি বাদ		৫৮	৫৯

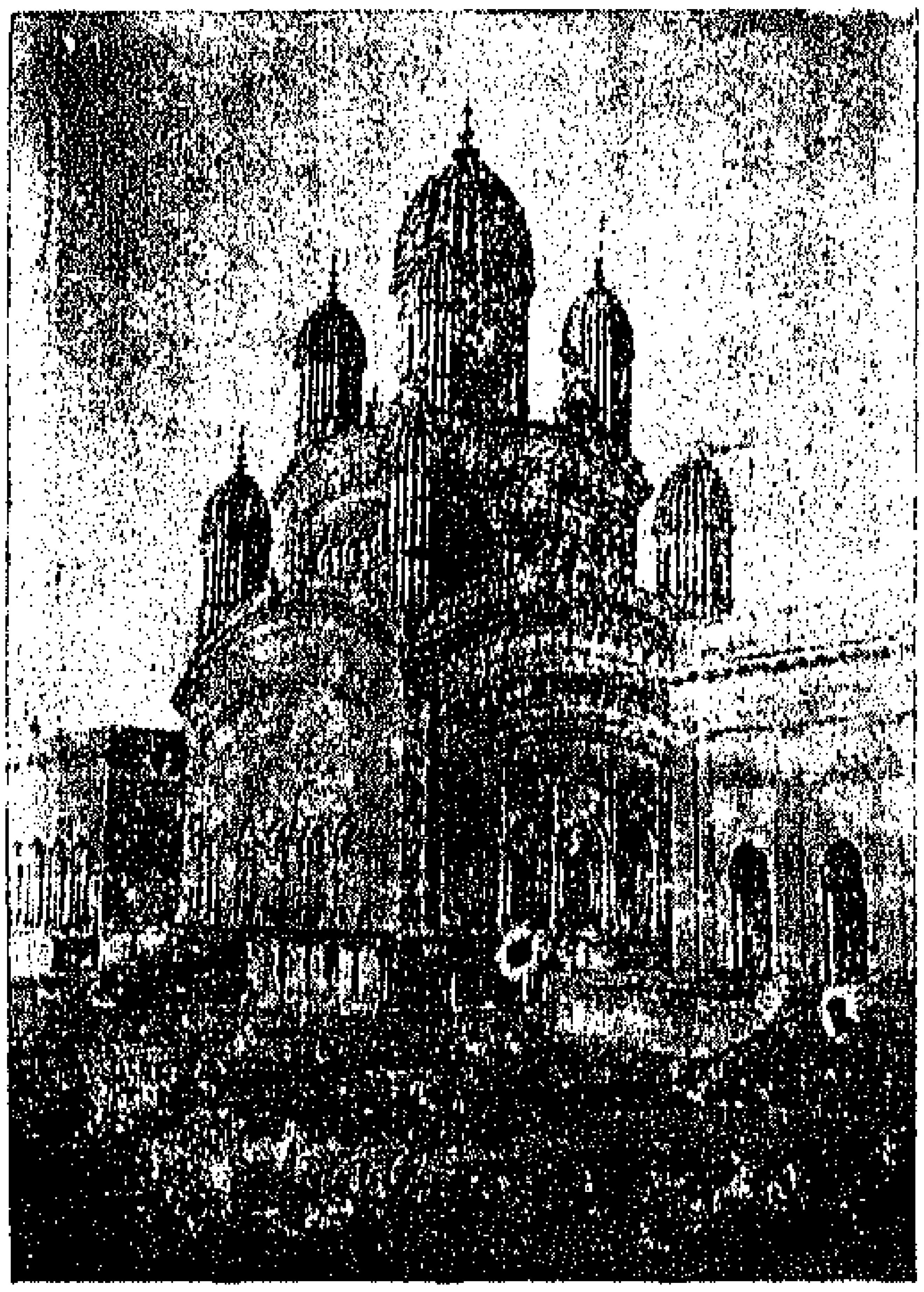

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌।

৺দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।

মিথুন লগ্নের অবশিষ্ট মান	১	১২	৫১
কর্কট লগ্নের মান	২	১৫	৩৭
	৩	২৮	২৮
সিংহ লগ্নের মান	২	১২	৩৩
	৫	৪১	১
কন্যা লগ্নের মান	২	১১	১২
	৭	৫২	১৩

সূর্য্যোদয় হইতে ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের পর জন্ম হওয়াতে কন্যা লগ্নের অবস্থিতি-সময়ের মধ্যে জন্ম বুঝায়। সুতরাং কন্যা লগ্নই জন্ম লগ্ন স্থির হইল।

লগ্ন নির্ণয় হইলে রাশিচক্রে কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ অবস্থিত আছে, জানিতে হইবে। পঞ্জিকায় প্রত্যেক মাসের প্রথমেই একটী করিয়া রাশিচক্র অঙ্কিত থাকে; এবং মাসের প্রথম দিবসে সূর্য্যোদয়-সময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে এবং কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত আছে, তাহা ঐ চক্রে সন্নিবিষ্ট থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

বেদ ও শঙ্কর।

বেদ সম্বন্ধে প্রাচীন মত কিরূপ ছিল, কি দৃষ্টিতে বেদকে ভারতবাসীরা দেখিয়া আসিতেছে?

এসম্বন্ধে বেদই ভারত-বর্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাহা বেদে প্রমাণিত হয় না, তাহা সত্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে, কি দর্শন-সম্বন্ধে আমরা যে কোন সত্যে উপনীত হই না কেন, তাহা বেদ-গ্রাহ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বেদ কিন্তু স্বতঃপ্রমাণ। যে শাস্ত্র যতদূর শ্রুত্যনুযায়ী হইবে, জন-সমাজে তাহা তত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। শ্রুতিবিরোধী মতের কোন মূল্য থাকে না। বেদ যেন একখানি কষ্টি-পাথর; সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে এই কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিতে হয়। ভারতবর্ষে বেদের প্রাধান্য অস্বীকার করিতে কেহই সাহসী হন নাই। কি ধর্ম্মরাজ্য, কি কর্ম্মরাজ্য, উভয় রাজ্যেই একমাত্র বেদই আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন গ্রন্থ এতটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি মানব-মন—স্বাধীনতাপ্রিয় মানব-মন, সময়ে সময়ে এই ভারতবর্ষেই, এতবড় একচ্ছত্র রাজার অধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারে নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত আছে:—

প্রশ্ন। অদ্বৈতবাদের বহু শত্রু বর্ত্তমান সত্ত্বেও আপনি কেন ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন? আপনি বেদার্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন বলিয়া, বেদ-বিরোধী দ্বৈত-বাদীরা আপনার শত্রু। অতএব এবিষয়ে আমার সন্দেহ মিটিতেছে না।

উত্তর। আমি অদ্বৈতবাদের সমর্থনকারী; দ্বৈত-বাদীরা আমার যে শত্রু হইয়াছে, ইহা আমি শুভ বলিয়া বিবেচনা করি। আমি তাহাদের সকলকে পরাজয় করিব, এবং এখনই তদ্বিষয়ে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরীক্ষায় কোন্‌টি কিরূপ দাঁড়ায়।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "একমাত্র বেদের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।" তিনি বলিয়াছেন, "বেদই আমাদের একমাত্র জ্ঞানদাতা, একমাত্র বেদ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মই জগতের আদি কারণ।" "আলোক ও বর্ণজ্ঞান-পক্ষে সূর্য্যরশ্মি যেমন প্রত্যক্ষ, শ্রুত্যুক্ত বিষয়ের প্রমাণও তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ। মনুষ্য-প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে না, যেহেতু ইহা বেদ-বহির্ভূত ভিত্তির উপর দণ্ডায়-মান"—এইরূপ অনেক বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত, (ডাক্তার থিবট) দেখাইয়া-ছেন যে, উপনিষদ্-ব্যাখ্যায় যত কিছু অবৈদিক মত দৃষ্ট হয়, অদ্বৈতবাদীরা বিশেষ রূপে সেই সকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীন বৈদিক মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীদিগের অন্যান্য বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের

উপর আক্রোশের এক মাত্র প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদিগেব উপনির্ষদ্-ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক অবৈদিক মতদ্বারা দূষিত।

রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে ভাগবত দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বেদার্থ-পরিজ্ঞান অসম্ভব; অর্থাৎ তাঁহাব মত অদ্বৈতবাদীদিগের মতের ন্যায সম্পূর্ণ বেদার্থের উপর নির্ভর কবিত না। তিনি এক স্থানে পঞ্চবাত্র-আগমেব অংশীভূত পবম সংহিতা হইতে এই বাক্যটি উদ্ধাব কবিয়াছিলেন, –

"আমি অবশেষে বহুপ্রকার সহকাবী শাস্ত্রের সহিত বেদ পাঠ কবিযাছি, কিন্তু তাহাতে আমি আত্মাব উৎকর্ষ-সাধক শান্তির নিশ্চিত লক্ষণ দেখিতে পাই না।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইনি বেদকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না, বেদ যে আত্মজ্ঞানের একমাত্র ও যথেষ্ট উপায, তাহা ইনি মানিতেছেন না।

শঙ্করাচার্য্য যেমন বেদের ভিত্তির উপর স্বীয় মতকে সংস্থাপন করিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য তদ্রূপ শ্রুতিব্যাখ্যায় ভাগবত বা পঞ্চরাত্র-আগমের উপর একান্ত নির্ভর করিয়াছেন। রামানুজ বলিযাছেন, "বেদান্ত-নির্দ্দিষ্ট পরব্রহ্ম অর্থাৎ নারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্র-আগমের প্রকাশ-কর্ত্তা, আর এই পঞ্চরাত্র-আগম হইতে নাবাযণের স্বভাব ও তাঁহার উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায, অতএব পঞ্চরাত্র-আগম-মধ্যে যে অন্যান্য সকল শাস্ত্রোপদেশই নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।"

ডাক্তার থিবট দেখাইয়াছেন যে, ভাগবতীরা বামানুজীদের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং তিনি বলিযাছেন যে ভাগবতী ও রামানুজীদের মধ্যে একটা যে খুব নিকট সম্বন্ধও ছিল, তাহাও সাধারণতঃ স্বীকৃত হইত। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভাগবতের যে যে স্থানে বেদের সহিত মত-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, শঙ্করাচার্য্য সেই সেই স্থানের বিরুদ্ধে প্রখব যুক্তি-অস্ত্র বর্ষণ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীদিগের ভিতর এই এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায যে, তাঁহাদের যাহা কিছু শিক্ষার ভিত্তি বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের মতে একমাত্র বেদই আত্মতত্ত্ব শিক্ষার উপায়ীভূত; একমাত্র বেদই আত্ম-তত্ত্ব পরীক্ষার কষ্টিপ্রস্তর-স্বরূপ। রামানুজী শিক্ষাপদ্ধতি সেরূপ নয়। রামানুজ বেদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কবিতে পারিতেন না। বেদ-নির্ণীত তত্ত্বেব বিশুদ্ধতা পবীক্ষার্থ অন্যান্য শাস্ত্রাবলম্বন কবিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

এইবার রামানুজী ও শাঙ্কব সম্প্রদাযেব মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় কি প্রণালীতে শ্রুতিতত্ত্ব নির্ণয় করিতেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। বেদের দুই ভাগে ব্রহ্মসম্বন্ধে দ্বিবিধ তত্ত্ব উপদিষ্ট হইযাছে। সাকার ও নিরাকার। শঙ্করাচার্য্য এই তত্ত্ব-দ্বয় উপনিষদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কেনোপনিষদে আছে,—"তাহাই ব্রহ্ম বলিযা জানিবে; যাহা এই বলিযা উপাসনা করি, তাহা ব্রহ্ম নহে।" উপনিষদের প্রায় সকল স্থলেই উপাসনা ও জ্ঞানের বিভিন্ন অর্থ দেখা যায। মানসিক বৃত্তিদ্বারা উপাস্য ব্রহ্মকে জানিতে পাবা যায়; এবং উপাসনাকারীর মানসিক পরিবর্ত্তন ও পরিণতিব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব উপাস্য ব্রহ্মও পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইতে থাকেন। একথার যাথার্থ্য, সকল দেশেবই ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে উপলব্ধ হয়। কিন্তু পরব্রহ্মে কোনরূপ পবিবর্ত্তন সম্ভব নয়। আর মনোবৃত্তির সাহায্যে পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতেও পারে না; যেহেতু মনোলয়ই ব্রহ্মজ্ঞানের কাবণ। শ্রুতিতে উক্ত আছে,—"যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম হইযা যান।"

শঙ্করাচার্য্য উপনিষদে ঠিক যেরূপ আছে, তাহারই সমর্থন করিযা গিয়াছেন। রামানুজ তাহা করেন নাই। রামানুজ বেদের যে ভাগে ব্রহ্মের আকার ও গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে ভাগের ব্যাখ্যায় কোনরূপ কারচুপি করেন নাই।

ব্যাখ্যাটি ঠিক বেদেরই মতন করিয়াছেন। কিন্তু যে ভাগে পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সে ভাগের ব্যাখ্যা কিছু অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি কিছুতেই নির্গুণ পরমাত্মা স্বীকার করিবেন না। তবে ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাঁহার গুণের সীমা নাই, তাঁহার

ভিতর কোন-রূপ অপূর্ণতা নাই। বেদের উক্ত ভাগের ঐরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করা রামানুজ-সম্প্রদায়ের একটী বিশেষত্ব। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত বেদার্থব্যুৎপত্তি-বিষয়ে সহায়তা করে; এই প্রকার ধারণাই উক্ত সম্প্রদায়ের বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ঈদৃশ ব্যাখ্যার একমাত্র কারণ।

শঙ্করাচার্য্য বেদ-ব্যাখ্যার অন্য কোন মতের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই ও করিবার কোন প্রয়োজনও বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার মতে বেদের ব্যাখ্যা বেদ-সম্মতই হওয়া উচিত, অন্য কোন মতের সংমিশ্রণ-দ্বারা ইহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়।

এখন দেখা যাক্, শঙ্করাচার্য্যের মত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন মতদ্বারা সমর্থিত কি না। আমাদের কাছে প্রাচীন ঔপনিষদিক ঋষিগণ, বাদরায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহাদের অপেক্ষা কাহারও মতের প্রাধান্য স্বীকৃত হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য সকল স্থলে ইঁহাদিগের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বেদের উপদেশাবলী তিনটী বিভিন্ন শাখা বা প্রস্থানে বিভক্ত। একমাত্র শঙ্করাচার্য্যই তাঁহার ভাষ্যে এই তিন প্রস্থানের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কি ব্রহ্মসূত্র, কি গীতা এ উভয়ের কোনটীই বেদ-বিপরীত নহে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য বেদকে অনুসরণ করিয়া এ উভয় শাস্ত্রকেও অনুসরণ করিয়াছেন।

ডাক্তার থিবট একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পাঠ করিয়া মোটের উপর কাহারও এ ধারণা হইতে পারে না যে, তিনি কখনও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের দোহাই দিয়া তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন।"

একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। আমরা বরং বলি যে, তিনি খুব স্পষ্ট ভাবেই তাঁহার গ্রন্থাদিতে তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি সেই সকল গুরুকে নমস্কার করি, যাঁহারা আমার পূর্ব্বে, শব্দ, বাক্য ও প্রমাণাদির ব্যাখ্যাসহ বেদান্তের টীকা করিয়াছেন।" ডাক্তার থিবটের উক্ত অনুযোগ যে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

শঙ্করাচার্য্যের লেখা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার অভ্যুদয়-কালে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম-বিচারসম্বন্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে অহরহঃ সমরানল লাগিয়াই থাকিত। এই সকল বাক্‌যোদ্ধৃবৃন্দ তাঁহাদের আপন আপন সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিবার জন্য সম্যগ্‌দর্শী বৃদ্ধ আচার্য্য বেদের শরণাপন্ন হইতেন। বেদরূপ জ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারা বহু তত্ত্বের অবতারণা করিতেন, বৃদ্ধ আচার্য্য বেদ কিন্তু যাহা উপদেশ দিতেন, তাহা তাঁহারা স্ব স্ব যুক্তির সহায়তার জন্য বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতেন। কাজেই বেদার্থের যাথার্থ্য সর্ব্বস্থলে রক্ষিত হইত না। বেদ যদি প্রামাণ্যই হয়, বেদের অর্থ যথামত রক্ষিত হওয়াই আবশ্যক। যাঁহারা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাঁহাদের আত্মমত বা বেদবহির্ভূত অন্য কোন মত সমর্থনার্থ বেদের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া বরং উক্ত মত পরীক্ষার্থ বেদের সহায়তা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

তিনি প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ সুবিধা দিতেন। প্রথমতঃ প্রতিপক্ষের পক্ষ এমন ভাবে সমর্থন করিতেন যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইবার আশা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং অবশেষে তাঁহার যুক্তিপ্রভাবে পরাভূত হইয়াও প্রসন্নতা হারাইতেন না, বরং একান্ত বশীভূত হইয়াই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। এইরূপ তর্ক-প্রণালী শঙ্করাচার্য্যের পরে অনেকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি গভীর ও অব্যর্থ ছিল, কিন্তু একমাত্র বেদই তাঁহার সিদ্ধান্তের দৃঢ় ভিত্তি ছিল। তিনি যে সকল সত্যে উপনীত হইতেন, সে সমস্ত বেদদ্বারাই প্রতিপন্ন হইত। তাঁহার ভাষা অতি সরল ও সহজ-বোধ্য, তথাপি অনেকের সংস্কার যে, তাঁহার ভাষ্য মানব-বোধের অগম্য অতি দুরূহ। উক্তরূপ সংস্কারের

কারণ এই যে, তাঁহার ভাষা যে বিষয় বহন করে, তাহা এতাদৃশ উচ্চ ও দুরারোহ যে, তৎপক্ষে সাধারণ পাঠকের জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ পাঠকের সুবিধার্থে তাঁহার ভাষ্যে গ্রন্থের সমস্ত বিষয়ের এক উপক্রমণিকা প্রদান করিয়াছেন; এবং পরে ক্রমশঃ বিশেষভাবে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে অতি সরল যুক্তি বিনিবেশিত করিয়াছেন, এবং অতি অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় পাঠককে ঠিক যেন হাত ধরিয়া লইয়া, পরে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি তাহার যুক্তিতে কখনও কোন অনাবশ্যক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেন নাই।

শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে দেশে এইরূপ অনেক বেদবিদ্বেষী ধর্ম্মোপদেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য এই সকল বেদবিদ্বেষীদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া বেদের প্রাধান্য পুনঃ সংস্থাপনার্থই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বোধ হয়, যে যে কারণে তাঁহাকে অবতার-মধ্যে গণনীয় করা হয়, তন্মধ্যে এইটীও একটী কারণ।

শঙ্করাচার্য্য কদাপি বেদের কোন স্থলের মনগড়া অর্থ করেন নাই। তিনি তাঁহার অদ্বৈত-বাদ সমর্থনার্থ বেদের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া বেদের অদ্বৈতবাদ উপদেশ করিবার জন্য তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রখর যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন।

শঙ্কর অদ্বয়বাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকে উক্ত মতাবলম্বী ছিলেন। বাদরি ও কাশকৃৎস্ন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে শঙ্করাচার্য্য উক্ত ঋষিদ্বয়কে সমর্থন করিয়াই উক্ত মত প্রচার করিয়াছেন। গোবিন্দ ভট্ট, গৌড়পাদ মুনি, শুকদেব ও ব্যাসও অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদিগেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। গোবিন্দ ভট্ট ত শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাহস্মি," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহামন্ত্রের দ্বারা গোবিন্দ ভট্টই শঙ্করাচার্য্যকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। গৌড়পাদ মুনির মাণ্ডুক্য-কারিকা পুরা অদ্বৈতবাদপূর্ণ। ব্যাস-কৃত মহাভারতের প্রতি পর্ব্বেই ছাঁকা অদ্বৈতবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কেন যে কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যকে অদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তবে যদি বলা যায় যে, এই অদ্বৈতবাদের গোড়া কি? কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, শ্রুতিই একমাত্র ইহার মূল। শঙ্করাচার্য্য ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত মহাত্মারা উক্ত বিষয়ে শ্রুতিরই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শঙ্করকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। সত্যই কি বৌদ্ধমতের সহিত শাঙ্কর মতের কোন সম্পর্ক দৃষ্ট হয়? "মায়াবাদমসৎ শাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥" শ্লোকটীর মর্ম্ম কি? শ্লোকটির মর্ম্ম যাহাই হউক, উভয় মতের তুলনা করিলে যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। তবে একথা পূর্ব্বে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এস্থলে সাধারণে প্রচলিত বৌদ্ধ মত সম্বন্ধেই বলা হইতেছে।

বৌদ্ধদিগের আচার-ব্যবহার বেদবিহিত নহে; তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না; বর্ণাশ্রম-বিধানও তাঁহারা পালন করেন না। শঙ্করাচার্য্যের মত ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার আচার-ব্যবহার বৈদিক, তিনি জাতিভেদব্যবস্থার সপক্ষ ও বর্ণাশ্রম-বিধায়ক। শঙ্করমতে আকাশ একটী ভূত; বৌদ্ধেরা বলেন, আকাশ কিছুই নয়। শঙ্কর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ষট্‌প্রমা-বাদী, কিন্তু বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানমাত্র এই দ্বিপ্রমাণ-বাদী। শঙ্কর পঞ্চভূত স্বীকার করেন, বৌদ্ধ চতুর্ভূত স্বীকার করেন। শঙ্করমতে আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার, বৌদ্ধমতে তাহা সক্রিয় ও সবিকার। শঙ্কর বলেন, সচ্চিৎ ব্রহ্ম হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, বৌদ্ধ বলেন, জড় স্বভাবই জগতের একমাত্র কারণ। বৌদ্ধমতে অহংজ্ঞান ও চেতনা একই বস্তু, অহংজ্ঞানই আত্মা; শঙ্কর-মতে

অহংজ্ঞানেরও জ্ঞাতা একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যই আত্মা। তবে শঙ্কর ও বৌদ্ধ উভয়ই অদ্বৈতবাদী, উভয়ই নিরাকারবাদী, উভয়ই নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেষ্টা, উভয়েরই দর্শনে আপাত দৃষ্টিতে ভক্তির উপদেশ নাই, এবং উভয়ই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জগৎকে মিথ্যা বলেন। এই সকল কারণ-বশতঃ তাঁহাকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ গুলির ভিতরেও তাঁহার বৌদ্ধত্ব প্রচ্ছন্ন নাই, প্রতিপন্ন হইবে।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধের অদ্বৈতবাদ এক-রূপ নহে; যেহেতু শঙ্করের অদ্বৈত-বাদ ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধের অদ্বৈতবাদ শূন্যাত্মবাদ। যদি ঈশ্বরের বিগ্রহ অস্বীকৃত হইলে বৌদ্ধমত মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সাঙ্খ্য দর্শনেও বৌদ্ধমতের পোষকতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা একান্ত অসম্ভব। বৌদ্ধেরা যে নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত দীপ শিখার সহিত তুলিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নির্ব্বাণকালে আত্মার একান্ত লোপ হইয়া থাকে। কিন্তু শঙ্করের নির্ব্বাণ তদনুরূপ নহে। তাহাতে আত্মার বিনাশ না হইয়া চিত্তবৃত্তির বিনাশ হয় ও তাহাতে আত্মার বিকাশ ও আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হয়। ভক্তির উল্লেখ কোন দর্শনেই নাই। বেদেও ভক্তি শব্দ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শঙ্কর যে ভক্তিবিবৃতি করেন নাই, তাহাতে বিচিত্র কি?

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব-কাল।

(৩১০১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ)

মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে আমা-দের দেশে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে। এ দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা, কুরুপাণ্ডবেরা হয় দ্বাপরের শেষভাগে না হয় কলিযুগের প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীকার তাঁহাদিগকে কলির ৭ম শতাব্দীর বা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪শ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণকারেরা তাঁহাদিগকে মহা-রাজ চন্দ্রগুপ্তের ১৬ শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক বা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২১ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া মনে করেন। পুরাণে উদ্ধৃত একটি কিম্বদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তও পরীক্ষিতের মধ্যে ১১১৫ বৎসরের অধিক অন্তর ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই কিম্বদন্তীর উপর সমধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-ঘটনাকে উর্দ্ধকল্পে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪ শতাব্দীর ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আর্য্য-ভট্ট, গর্গাচার্য্য ও মেগাস্থিনিসের উক্তির এবং শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকালের বিষয় আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, কুরুপাণ্ডবেরা কলির প্রথম শতাব্দীতে বা খ্রীষ্টজন্মের ৩১ শত বৎসর পূর্ব্বে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্ট ৩৬০০ কলি গতাব্দে বা ৪২১ শকাব্দে স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের একস্থলে তিনি বলিয়াছেন—

'কল্পাদেযুর্গপাদা গত্যে চ গুরুদিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং॥'

অর্থাৎ ভারতযুদ্ধের পূর্ব্ব দিবসে, গুরুবারে (কল্পের আদি হইতে সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ) মহাযুগের তৃতীয় পাদের (দ্বাপর যুগের) অবসান হইয়াছিল। সুতরাং আর্য্যভট্টের মতে কুরুক্ষেত্র-সমর ও কলিযুগারম্ভ এক দিনেই হইয়াছিল। কিন্তু টীকাকার এস্থলে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দ্বাপর যুগের শেষ দিবসে বৃহস্পতিবারে ভারতবংশীয় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মহা-প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই মতানুসারে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ও কলিযুগারম্ভ এক দিবসেই হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া-ছিলেন, একথা মহাভারতের একাধিক স্থলে লিখিত আছে। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ৩৬ বৎসরের পার্থক্য ধর্ত্তব্য নহে।

আর্য্যভট্ট অপেক্ষাও প্রাচীনতর জ্যোতির্ব্বিদ্ বৃদ্ধ গর্গ দ্বাপরের শেষে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধঘটনার ও কলিযুগের প্রারম্ভে পরীক্ষিৎ-জনমেজয়াদির রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগার-

স্থিত ও ভূতপূর্ব্ব ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের যত্নে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত বৃদ্ধ গর্গ সংহিতার হস্তলিখিত পুঁথির ১০২।৩ পৃষ্ঠায়, যুগপুরাণ নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সংঘটন হয় এবং—

ততঃ কলিযুগোৎপত্তৌ পরীক্ষিৎ জনমেজয়ঃ।
পৃথিব্যাং প্রথিতঃ শ্রীমান্ উৎপৎস্যতি ন সংশয়ঃ॥

কলি-দ্বাপরের সন্ধিকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ কথা মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ গর্গের মতানুসারে কলি-দ্বাপরের সন্ধিকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন এবং সেই সময়ে যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন।

মেগাস্থিনীশ নামক যে গ্রীক রাজদূত ও গ্রন্থকার মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দীর্ঘকাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি এদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে অবগত হন যে, ডারনিশাস (দাক্ষায়ণ মনু) হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩ জন হিন্দুরাজা এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ডারনিশাসের ১৫ পুরুষ পরে হারকুলেশের জন্ম হইয়াছিল। এতদনুসারে হারকুলেশ ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ১৫৩—১৫=১৩৮ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ও হরিবংশের বর্ণনা-মতে দাক্ষায়ণ মনু ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঠিক ১৫ পুরুষেরই অন্তর ছিল। হারকুলেশের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে হরিকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। "ডারনিশাস" নামটি যে "দাক্ষায়ণ" পদের গ্রীক অপভ্রংশ, তাহা শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের কথায় আমরা জানিতে পারিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ১৩৮ জন রাজার (পুরুষের) অন্তর ছিল বলিয়া সে কালের (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর) হিন্দু পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করিতেন।

দীর্ঘ রাজবংশ-তালিকার বিচারকালে ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ প্রতি পুরুষের রাজ্যকাল গড়ে ২০ বৎসর করিয়া থাকেন। তদনুসারে গণনা করিলে ১৩৮ পুরুষের রাজ্যকালে ২৭৬০ বৎসর অতীত হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণকাল ৩২২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ। তাঁহার ২৭৬০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল ধরিলে, আমরা ৩২২+২৭৬০=৩০৮২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হই। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে ৩১০১ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে কলিযুগারম্ভ হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণনানুসারে গণনা করিয়া আমরা স্থূলতঃ যে কাল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সহিত এই কালের পার্থক্য ১৯ বৎসরের অধিক নহে। সুতরাং কলির প্রারম্ভকালে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবাদির উপস্থিতি অসম্ভব ঘটনা নহে।

কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব যে কলির প্রারম্ভে হইয়াছিল, তাহার অন্য প্রমাণও আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডের ৫।৪।১ কণ্ডিকায় পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে যথা—

"এতেন হ ইন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার। তেনেষ্ট্বা সর্ব্বাং পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপজঘান। সর্ব্বাংহবৈ পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপহন্তি যোঽশ্বমেধেন যজতে। তদেতদ্গাথয়াভিগীতম্। আসন্দীবতি ধান্যাদং রুক্মিণং হরিতস্রজং অবধ্নাৎ অশ্বং সারঙ্গং দেবেভ্যো জনমেজয় ইতি। এতে এব পূর্ব্বেঽহনী। জ্যোতিরতিরাত্রস্তেন ভীমসেন তে এব পূর্ব্বে অহনী গৌরতিরাত্রস্তে নোগ্রসেন যে তে এব পূর্ব্ব অহনী আয়ুরতিরাত্রস্তেন শ্রুতসেন মিত্যে তে পারীক্ষিতীয়াস্ত দেতদ্গাথয়াভিগীতং পারীক্ষিতা যজমানা অশ্বমেধৈঃ পরোঽবরং অজহুঃ কর্ম্ম পাপকং পুণ্যপুণ্যেন কর্ম্মণেতি॥"

অর্থাৎ পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত পাপ ও ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের জন্য জ্যোতিষ অতিরাত্র, উগ্রসেনের গো অতিরাত্র এবং শ্রুত সেনের জন্য আয়ুরতিরাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই চারিজনই পরীক্ষিতের পুত্র। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে যে,—"ধার্ম্মিক পারীক্ষিতেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা একে একে সমস্ত পাপ-ক্ষয় করিয়াছিলেন।" মহাভারতীয় আদি পর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে জনমেজয়াদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ

যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ পাঠক দেখিতে পাইবেন।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, শতপথ ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় ও তৎপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন আপনার অন্যতম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা বৈশম্পায়নের অপরিজ্ঞাত শুক্ল যজুর্ব্বেদ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভাগ যে সংহিতাভাগের পরবর্ত্তী, এ কথা ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবল্কের দ্বারা শুক্ল যজুর্ব্বেদ সমাম্নাত হইয়াছিল। কুরু পাণ্ডবেরও যুদ্ধ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা কি না তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য নহে। তথাপি যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্র জনমেজয়াদির ব্রহ্মহত্যাও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ যখন শত পথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে মহাভারতীয় যুদ্ধ ঘটনার অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দী পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। এখন শত পথ ব্রাহ্মণের কাল নির্ণীত হইলেই যুধিষ্ঠিরাদির সময় নিরূপিত হইতে পারে।

শত পথ ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের ১।২ কণ্ডিকায় লিখিত আছে।

একং দ্বেত্রীনি চত্বারি বা অন্যানি নক্ষত্রানি। অথৈতা এব ভূয়িষ্ঠা যৎকৃত্তিকাঃ। তৎভূমানমেব এতদুপৈতি তস্মাৎ কৃত্তিকা স্বাধীতীত এতা হ বৈ প্রাচ্যাদিশো ন চ্যবন্তে, সর্ব্বাণি হ বা অন্যানি নক্ষত্রানি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে। তৎপ্রাচ্যামেস্যৈতদ্দিশ্যাহিতৌ ভবত। তস্মাৎ কৃত্তিকাসু আদধীত।

অর্থাৎ অন্যান্য নক্ষত্রের সংখ্যা এক, দুই, তিন বা চারি। কিন্তু কৃত্তিকার সংখ্যাই অনেক। যিনি কৃত্তিকার অগ্ন্যাধান করেন, তিনি বিপুলতা লাভ করেন, এই কারণে কৃত্তিকার আধান করিবে। ইঁহারাই কেবল পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হন না। অপর সকল নক্ষত্রই পূর্ব্বাদিক হইতে বিচ্যুত হয়। যিনি কৃত্তিকার অধান করেন, তাঁহার পূর্ব্বদিকে দুইবার আধান করা হয়। এই কারণে কৃত্তিকায় ভগ্যাধ্যান করিবে।" এই বচনে কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচ্যুত হন না অর্থাৎ পূর্ব্বদিকেই উদিত হন,—এই বর্ত্তমান কালবাচাক "চ্যবন্তে" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত বচনের রচনাকালে কত্তিকাগণ পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ বিষুর্ব্বদবৃত্তের শূন্য অংশে অবস্থিত ছিলেন। সংপ্রতি ৫৯ অংশ উত্তরদিকে উত্তর ভাদ্রপাদ নক্ষত্রে তাহাদিগের উদয় হইয়া থাকে। অয়ন চলনের জন্য এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। অয়নের গতি বৎসরে ৫০ বিকলা ধরিয়া গণনা করিলে, কৃত্তিকাপুঞ্জের যোগতারা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্ব্বিংশ শতাব্দীতে শন্য অংশে ছিল দেখা যায়। অয়নের গতি বৎসরে ৪৮ বিকলা ধরিলে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৫৩১ অব্দ পাওয়া যায়। অয়নের গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। খ্রীষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অয়নের গতি বর্ত্তমান সময়ের বা ৫০ বিকলার অপেক্ষাও কম ছিল। এই কারণে উহার বার্ষিক গতির পরিমাণ ৪৮ বিকলা ধরাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। এইরূপ পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ সম্বলিত শতপথ ব্রাহ্মণই যখন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৬শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন জনমেজয়ের প্রপিতামহ যুধিষ্ঠারাদির আবির্ভাব-কাল যে তদপেক্ষা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফল কথা কলির প্রথম শতাব্দীতে (খ্রীঃ পূঃ ৩১শ শতাব্দীতে) ভারত-সমর সংঘটিত হইয়াছিল। এই মতই সবিশেষ প্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর।

গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর উক্ত দিবসে ভারতবর্ষের হিন্দু প্রধান প্রদেশ মাত্রেই মহাসমারোহে এক উৎসব হইয়া

থাকে, তাহার নাম গুরুপূজা মহোৎসব। আর্য্য-ভূমির সর্ব্ববিধ স্থানের মন্ত্রশিষ্য, শাস্ত্রশিষ্য প্রভৃতিগণ স্ব স্ব গুরুদেবকে যথাবিহিত পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল এই বাঙ্গালায় এই গুরুপূজা দেখা যায় না। কলিকাতা সনাতন-ধর্ম্মপ্রচারিণী সভায়ও আজ কয়েক বৎসরাধিক মহাসমারোহে গুরুপূজা মহোৎসব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসরও উক্ত সভায় গুরুপূজা উপলক্ষে বহুসংখ্যক দীন দুঃখী কাঙ্গাল এবং ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্ন্যাসিগণকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এ সংসারে আজিও সৎকার্য্যের প্রশংসা আছে—যাঁহারা ঐহিক শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া কেবল পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পরহিতে ব্রতী হইয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে জীবনোৎসর্গ করেন, তাঁহাদিগের আসন সাধারণ মানব হইতে অনেক উচ্চে। এই সভার পূজ্যপাদ আচার্য্য যিনি বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায় নিজসুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানের নরনারীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, তাঁহাদিগের দুঃখের গভীরতা প্রত্যক্ষ করতঃ তন্নিবারণকল্পে মনোযোগী হইয়া, ভগবৎ-কৃপায় মহাপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, পরিশেষে ভারতবর্ষের ইংরাজ-রাজত্বের রাজধানী এই মহানগরী কলিকাতায় শুভাগমন পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসীকে অপূর্ব্ব তেজোদৃপ্ত স্বধর্ম্মানুকুল বীরবাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছেন, সেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ সৌভাগ্য,জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ললামভূত—সেই লোকহিতার্থে আবাল-ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয়ের অপার করুণায় ও ঐকান্তিক যত্নে আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

যুবক-পাঠাগার।

৭৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।

কতিপয় যুবক মিলিত হইয়া ১৯০৮ সালের জুন মাসে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে যুবক-পাঠাগার লাইব্রেরী স্থাপিত করেন। এই পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের যুবকবৃন্দকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা, সেই জন্য এই পাঠাগারে সকল প্রকার ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রাখা হইয়াছে। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় ও দেশের ভদ্রমহোদয়গণের আনুকুল্যে উক্ত পাঠাগারটী দিনদিন উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম কিন্তু এখনও এই কার্য্যে সাধারণের সাহায্য প্রয়োজন। যুবকগণ যেরূপ উৎসাহশীল, আশা করা যায়, সংবাদ পত্রের পরিচালক ও বিদ্যোৎসাহী ধনবানগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটিবে।

সভাপতি—রায় নরেন্দ্র নাথ সেন বাহাদুর।

সহঃ সভাপতি—পণ্ডিত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ।

ঐ পণ্ডিত উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র রায়।

লাইব্রেরিয়ান্‌।

শ্রী মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র রায় বি, এ।

[library stamp]

কলিকাতা ৬৪।১ ও ৬৪।২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,—লক্ষ্মী প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে;—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের দেশীয় সালসা

সুরবল্লী কষায়

শাস্ত্রোক্ত শোণিত শোধক এবং শোণিত উৎপাদক নির্দ্দোষ অথচ বীর্য্যবান ভেষজাবলির রাসায়ণিক সংযোগে এই মহা কল্যাণকর সালসার উৎপত্তি। এই অমীত তেজস্বী অমৃতকল্প সালসা যথানিয়মে সেবিত হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য উপদংশ বা পারদ দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রমেহ, রক্ত বিকৃতি ও বাত এবং তজ্জনিত যাবতীয় উপদ্রব অচিরে উপশমিত হয়—আরও ইহার গুণ এই যে বাঁধা সালসার সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে অথচ উহার কঠিন নিয়ম—কিছুই পালন করিতে হয় না। এই সুবিধার জন্য সকল ঋতুতেই—আবাল বৃদ্ধ বনিতা ধাতুনির্ব্বিশেষে ইহা সেবন করিয়া আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রকৃত ফলপ্রদ ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করিয়া রোগমুক্তির সংবাদ সহ পুঞ্জীকৃত পত্র রাশির মধ্য হইতে কয়েক খানি মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ইংরেজ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত আর নিউজেণ্ট L. R. C. P. & S. (এডিনবরা) এল, এফ, পি, এণ্ড এস (গ্লাসগো) এবং ফিজিসন সার্জ্জন ও একুসার (এডিন) মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত সুরবল্লীকষায় আমার রোগিদিগকে ব্যবহার করাইয়াছি। দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ এবং অন্যান্য বিষ বিদূরিত করিতে ইহার উপকারিতা অব্যর্থ। কণ্ডু (চুলকণা), বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে সুরবল্লী কষায় দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে পারদর্শী [Specialist] কলিকাতার প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, ম্যাগিন M. D., L. M. C., L. S. B., M. E. মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুরবল্লী কষায়ের রক্ত-শোধকতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্য। তৎসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিলাতের উপাধিপ্রাপ্ত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, চট্টোপাধ্যায় B. A., M. B., M. C., (এডিনবরা) মহোদয় বলেন—

"সুরবল্লী কষায়" রক্ত পরিষ্কার করে এবং ইহা ব্যবহারে রোগির শরীরে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। কোনও রোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গের সুসন্তান, দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেজর বি, কে, বসু M, D, I, M, S, মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি ইহার শোণিত-শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি; সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টির ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ৶৵০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৸০ পনর সিকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

বিরাট ভৈষজ্য উদ্যান ও পঞ্চানন ঔষধালয়।

পঞ্চানন সুধা।

দেশীয় সালসার শীর্ষস্থানীয়

শাস্ত্রোক্ত শোণিত সংশোধক ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক অতি বীর্য্যবান্ দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্ত দুষ্টিনাশক, পরিপাকশক্তি পরিবর্দ্ধক ও মহাবলকারক। ডাকমাশুল সহ বড়বোতল ২৲ টাকা ছোট বোতল ১৲ টাকা।

মহামায়া তৈল।

ইহা কেশের কমনীয়তা বৃদ্ধি করে, অকালপক্কতা নিবারণ করে, চিন্তাক্লিষ্ট উষ্ণ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে। ইহা যাবতীয় কেশতৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। একশিশি ডাকমাশুল সহ ১৲ টাকা।

কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট এম, এ; বিদ্যারত্ন; কবিভূষণ,

এম, এ, এস, বি; এম, আই, আর, এস,

৫৮।১ হেরিসন রোড, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার, ধান্দিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা।

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার সম্পাদিত।

LIBRARY
7 - APR 1910
WRITERS' BUILDINGS

(প্রবন্ধ সমূহের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

সূচী।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
১।	অর্থনীতির এক পৃষ্ঠা	শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ, ...	৭৩
২।	কবিপ্রকৃতি (কবিতা)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ, ...	৮১
৩।	শ্যামাসুন্দরী (উপন্যাস)	... ...	৮২
৪।	কোকিল (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল,	৮৬
৫।	আর্য্যজাতক	শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত এফ, সি, এস (লণ্ডন)	৮৬
৬।	বাঙ্গালীর বীরত্ব ও প্রাচীন হিন্দুদিগের দিগ্বিজয় প্রণালী	শ্রীদুর্গাচরণ সান্যাল	৮৭
৭।	আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য	শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ	৯১
৮।	শিশু-চিকিৎসা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র	৯৫
৯।	সমালোচনা	শ্রমণক	৯৬

৭৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

Cover Printed at the "Lokenath Yantra"—150. [All Rights reserved.

10. JUL 11

কেশরঞ্জন তৈল

হাইকোর্টের জজের পত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"কেশরঞ্জনের গন্ধ অতীব মনোহর ও তৃপ্তিকর, এ অঞ্চলে সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকে।"

ময়মনসিংহের জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন।

"কেশরঞ্জনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত। পুনঃপুনঃ ব্যবহারে জানিয়াছি, ইহা মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয় ও কেশের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তৈল।"

উল্লিখিত দুই খানি পত্রই কেশরঞ্জনের অদ্ভুত গুণ-গরিমার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। দেশের গণ্যমান্য রাজা মহা-রাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৲ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।/০ পাঁচ আনা।

একটি মহা ভুল।

হায়! যৌবনের আমা[illegible]বশে নিজের যে একটী মহা ভুল করিয়াছেন, তাহার সংশোধনের আর কি কোন উপায় নাই। অই [illegible] পাপে অসীম যাতনা ভোগ করিতেছেন—[illegible] কত ভারময় বলিয়া বোধ হইতেছে। [illegible] কাছেও নিজের মনের কথা রোগের কথা [illegible] পারিতেছেন না, এটাও কি সেই মহা ভুলের [illegible] নয়। কিন্তু যেখানে ভুল—সেইখানেই তাহা [illegible] বার উপায় ত আছে। মনে রাখিবেন—এই নিদারুণ যাতনাপ্রদ জীবননিবাতি উপদংশের [illegible] প্রতিকার কেবল মাত্র আমাদের ভারত বিখ্যাত "অমৃতবল্লী কষায়" দ্বারাই হইতে পারে।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুল ... ৷৷৵০ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮।১ ও ১৯; লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা।

প্রতি গৃহে সুরমার কথা।

কেন তা জানেন কি? "সুরমা" মহা-সুগন্ধি এবং অতি তৃপ্তিকর কেশতৈল। প্রথম শ্রেণীর কেশতৈলে যে যে গুণ থাকা উচিত সুরমায় আছে। গন্ধে মন মাতাইবে, এবং কেশের মসৃণতা ও কোমলতা বাড়াইতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ইহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাক মাশুলাদি ৸৵০ তের আনা।

আমাদের নূতন এসেন্স্।

গন্ধরাজ।—সত্যসত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার।

মস্ক-জেসমিন। মিশ্রিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

মিল্ক্ অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

পারিজাত—এ যে সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

IMPERIAL * * LIBRARY.

শ্রীফকির চন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

SIDSANKAR PRESS, CALCUTTA.

... APR 1910

আর্য্যভূমি

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

৩য় বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

অর্থনীতির এক পৃষ্ঠা।

আজকাল মিল ও কল কারখানা লইয়া দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে কল কারখানার জিনিষের প্রতি বিশেষ ঝোঁক না দিয়া আমাদের দেশীয় লোকেরা হাতে যে সকল কার্য্য করিতে পারিবে তাহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া ভাল। মিল ও মেশিন দ্বারা বাস্তবিক লোকের কত উপকার হইবে এবং তাহা দ্বারা জাতিগঠন ও জতীয় উন্নতি কত দূর হইবে, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। জাতীয় উন্নতির মূলে থাকিবে ভাল কতকগুলি লোক —সুগঠিত-মস্তিষ্কশালী, সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান্ লোক। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী মানুষ যত বেশী পরিমাণে যে জাতিতে আছে, সেই জাতি তত উন্নত এবং যে পর্য্যন্ত জনসাধারণ সকলেই সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ না হইবে, যে পর্য্যন্ত জনসাধারণের মস্তিষ্ক পরিচালিত হইবার ও উৎকর্ষ লাভ করিবার সুবিধা না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই বলি, মিলের আবিষ্কর্ত্তা কয়েকটী বড় বড় লোকের মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিচালিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মিলে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের সংখ্যাই অধিক, তাহাদিগের আর দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্ত চিনিবার দরকার হয় না, তাহারা কতক জড়গ্রস্ত মস্তিষ্কহীন কলের পুতুল তৈয়ারী হয়, ঐ লোকগুলি যেন ক্রমোন্নতির পথ ছাড়িয়া ক্রমাবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আমার মতে ঐ কলের পুতুলগুলিকে প্রাণদান করা উচিত, তাহারা যাহাতে মাথা খাটাইয়া একটা কিছু করিতে পারে এমন শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল হয়, তবেই জাতীয় উন্নতির পথ ক্রমে পরিষ্কার হইবে, নতুবা কতকগুলি দাস জন্মাইবার প্রয়োজনীয়তা আমি বেশী কিছু দেখি না। আমাদের কতকগুলি মানুষ তৈয়ারী করিতে হইবে, মানুষেই ক্রমে মেশিন তৈয়ারী করিবে। কিন্তু মানুষ তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বেই মেশিন আনিয়া সকলগুলিকে কলের পুতুল তৈয়ারী করিলে মানুষ হইবে কাহারা? আমার মতে মিলের কাপড়ের যত উৎসাহ দিতে না হইবে, হাতে বুনন কাপড়ের উৎসাহ তদপেক্ষাও অধিক দেওয়া উচিত। ঘরে ঘরে চরকা বসুক, ঘরে ঘরে ভাল ভাল উন্নত তাঁত বসুক, এই সকল কার্য্য করিয়া লাভবান্ হইলে শিক্ষিত অনেক লোক—যাঁহারা সম্প্রতি পরের গোলামী করিয়াও, সাহেবদের লাথি গুঁতা খাইয়াও ২০।২৫ টাকার বেশী মাহিনা পাইতেছেন না, যাঁহারা একঘেয়ে কার্য্য করিতে করিতে ক্রমেই নিস্তেজ, নিরুৎসাহ হইয়া তমো-গুণাচ্ছন্ন ও অসাড় হইয়া পড়িতেছেন এবং জাতিটাকেও অসাড় করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা এই সকল বিভাগে

প্রবেশ করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের শক্তি খাটাইয়া এমন নূতন নূতন সুন্দর পথ উদ্ভাবন করিবেন, তাঁতের এমন উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইবেন যে, ৫ বৎসর পরেই দেখিবেন লোকের মাথার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম হইবে। ইতিপূর্ব্বেই অনেকে সুন্দর সুন্দর তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটেই শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল ধর "জহরী বেঙ্গল লুম" নামে যে একটি লুম তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম এবং আবিষ্কর্ত্তাকে মনে মুখে কতবার ধন্যবাদ দিয়াছি তাহা আর কি বলিব। এই লুমে প্রতি মিনিটে ১।০ ইঞ্চি করিয়া কাপড় বুনন হইবে এবং আরও বেশী হয় কি না সেজন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এ বিষয়ে উৎসাহ পাইলে ক্রমে ইনিই যে বিলাতী মিলের ন্যায় উন্নত মিল নিজে তৈয়ারী করিতে পারিবেন না, তাহা কে বলিবে? কেবল এই একটি লুম নয়, স্থানে স্থানে সাধারণ লোকে বেশ ভাল ভাল তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন, দেশেই নিব হইতেছে, সূঁই হইতেছে, ক্রমে সবই হইবে, কেবল একটু উৎসাহ পাইলেই হইল এবং লোকের একটু মাথা খাটাইবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকিলেই হইল। কিন্তু যদি প্রথম হইতেই দেশে কাপড়ের মিল থাকিত, তবে কাহারও নূতন আবিষ্কারের দিকে মনই যাইত না, লোকের অভাব না হইলে অভাব মোচনের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হয় না। অভাব থাকা চাই এবং অভাব মোচন করিবার জন্য সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা চাই। অতএব আমার মতে দেশের টাকা বিদেশে দিয়া এত তাড়াতাড়ি অভাব মোচনের জন্য বিদেশীয় কল কারখানা দেশে আনিয়া ফেলিলে লোকের ঐ আবিষ্ক্রিয়ার, ঝোঁকটা—যাহা এখন প্রবল বেগে চলিতেছে, তাহা বন্ধ হইয়া আসিবে, লোকগুলির মাথা খাটাইয়া নূতন একটা কিছু করিবার প্রবল ইচ্ছা কমিয়া যাইবে, ইচ্ছাশক্তির সেইরূপ প্রভাব, সেইরূপ জোর আর থাকিবে না। লোকে সুবিধা পাইলে, সকলগুলি জিনিসই হাতের সম্মুখে ঠিক তৈয়ারী পাইলে, কাহারও কিছু করিবার আছে এরূপ মনে করে না।

যদি আমাদের দেশীয় জিনিস ব্যবহার করিবার ইচ্ছাটা এরূপ প্রবলবেগে থাকে এবং দেশে যদি অনেক জিনিসেরই অভাব থাকে, তবে দেখিবেন এ সুযোগে অনেকের মাথা খুলিয়া যাইবে, তাহারা সাহস করিবে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে। যখনই মিল প্রচুরভাবে দেশে খোলা হইবে, তখনই দেখিবেন লোকের আর নিজে কিছু করিবার সাহস থাকিবে না, দলেদলে লোক যাইয়া মিলে কলের মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে, স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করিয়া কিছু করিতে চাহিবে না, আবার চাকরগিরির জন্য সকলেরই প্রবল ইচ্ছা জন্মিবে, দেশটা আবার কতকগুলি চাকরের, দাসের জন্মভূমি হইয়া দাঁড়াইবে। যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের ইচ্ছা সর্ব্বসাধারণের যদি পায়, স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইয়া সৎসাহস অবলম্বন করিয়া লোকগুলি অনেক কার্য্য করিতেই অগ্রসর হয়, সেইরূপ করিতে হইবে। আর যদি আমরা মিলই বিদেশ হইতে আনিতে থাকি, মিলের জন্য কোটি কোটি টাকা যদি আবার এই গরীব দেশ হইতে যাইতে থাকে, তবে আর আমাদের উদ্দেশ্য বা হইল কোথায়? তাহারা বরং পূর্ব্বে কাপড় বিক্রয় করিত, এখন না হয় কাপড় তৈয়ারী করা ছেড়ে দিয়ে, সেই সামান্য কার্য্য ছেড়ে তাহারা সকলে কল করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে তাহাদের সুবিধা বই অসুবিধা নাই।

বেঙ্গল লুম আবিষ্কর্ত্তা জহর বাবুরও পূর্ব্বে উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার আবিষ্কৃত লুম দ্বারা কাপড় বুনাইয়া কাপড় বিক্রয় করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে লুমটাই বেশ চলিবে, লুম পাইবার জন্য রোজ শত শত পত্র আসিতেছে, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিয়া লুমটীকে পেটেন্ট করিয়া লুমই বিক্রয় করিবেন এরূপ মনে করিলেন। তাহাতে কাপড় বিক্রয় করার চেয়েও তাঁহার বেশী লাভ হইবে, ঝঞ্জাটও কমিবে। বিলাতী লোকেরও তাহাই হইবে। তাহারা কাপড়

বিক্রয় না করিয়া, সূতা বিক্রয় না করিয়া, সুই বিক্রয় না করিয়া, মোজা বিক্রয় না করিয়া, এবং অন্যান্য কলের জিনিস বিক্রয় না করিয়া, ঐ কলগুলি বিক্রয় করিয়াই বড় মানুষ হইবে, বরং তাঁতীগিরি না করিয়া তাহারা কর্ম্মকারগিরি শিখিবে, তাহাতেও তাহাদের লাভ বই লোকসান কিছু দেখি না। বলিতে পারেন, বড় বড় মিল্ না দেখিলে লোকে শিখিবে কি প্রকারে? তা দেখিতে হইলে তাঁহারা আজকাল বোম্বে যাইবার কল কারখানা দেখিয়া আসিতে পারেন। কেবল একটু দেখিবার জন্য এত টাকা ব্যয় করিতে পারি, এমন অবস্থা আমাদের নহে। আর তাহাই বা কোথায়, আমরা ত ষ্টিমেশিনপ্রেস, তেলের কল, জাহাজের কল সর্ব্বদা দেখিতেছি, সেই মিলে আমাদের কত লোক কার্য্যও করিতেছে, কিন্তু একজনকেও ত কিছু শিখিতে বা আবিষ্কার করিতে দেখিতেছি না, কাপড়ের কলেও সেইরূপই হইবে।

এখন কথা হইতেছে, সূতা কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহার জন্য প্রথমতঃ জমিদারদিগের বিশেষ চেষ্টা না করিলে চলিবে না। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রজাদিগকে অগ্রিম টাকা দিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধেক জমিতে কার্পাস বপন করিতে দিন এবং প্রজাগণ যখন দেখিবে পাটের ন্যায় কার্পাসেও বেশ টাকা পাওয়া যায়, বরং কার্পাস বপন করিলে বিশেষ সুবিধা এই যে তাহারা ধান্যের দুইটা ফসল পাইবে, কিন্তু পাটে মাত্র একটা ফসল পাইয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে আর অগ্রিম টাকা দিতে হইবে না, তাহারা তখন নিজেরাই নিজের ভাল বুঝিবে। কার্পাস যদি দেশে একবার তৈয়ারী হয় তবে সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য সম্প্রতি কতকগুলি চরকা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হউক বা তাহা নাম মাত্র মূল্যে বিক্রীত হউক। কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেই দেখিবেন কৃষাণের বুদ্ধি ঘটে আসিবে তখন আবার তাহারা ঐ যুগের ন্যায় উন্নত চরকা তৈয়ারী করিয়া ফেলিবে, তাহার জন্য আটকাইবে না। বোধ হয় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাড়ীর বৃদ্ধারা চরকায় সূতা কাটিয়া সূতা বিক্রয় করিয়া একটা সংসার প্রতিপালন করিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকেরা, বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য একটু পরিশ্রম করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে গৃহের টাকা কি প্রকারে শত মুখে বাহিরে যাইবে তজ্জন্য যেন সদাই ব্যস্ত আছেন, আশা করি আজকাল আর সেরূপ হইবে না। তাঁহারা আবার গৃহলক্ষ্মী সাজিয়া গৃহের টাকা গৃহে ত রাখিবেনই, তাহা আবার কি প্রকারে বৃদ্ধি হইবে, তাহার চেষ্টা নানা প্রকারে করিবেন ভগবান্ করুন আমাদিগের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই বহি-র্দৃষ্টি কমিয়া অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি হউক, আমরা যেন আর ঘরের টাকা বাহির করিয়া বিদেশে জাহাজওয়ালাকে কতক, হোটেলওয়ালাকে কতক, স্কুল কলেজে কতক, মিল্‌ওয়ালাকে কতক, বিদেশী বেশ ভূষায় কতক, মদ-ওয়ালাকে কতক, হোটেলের অধিষ্ঠাত্রী ও তস্যাঃ কন্যা-দিগকে কতক দিয়া আসিবার জন্য দলে দলে বিদেশে জুট বাঁধিয়া বাহির না হই। ঘরে বসিয়াই সাধারণ ভাবে থাকিয়া, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বড় বড় বিষয়ে দেশের প্রকৃত উন্নতি কিসে হইতে পারে সে বিষয়ে মাথাটাকে খাটাইতে থাকি; আর গৃহলক্ষ্মী-গণও যেন উলের কার্পেট, উলের মোজা জুতা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে আর প্রবৃত্ত না হন। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে যেন তাঁহারা, যাহাতে দেশের টাকা দেশে থাকে সেজন্য, সূতা কাটিতে, কাপড় বুনাইতে বা ছেলেদিগকে সরলতা, কোমলতা, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। বীরত্ব, লেখা পড়া, বিজ্ঞান, দর্শন তাহারা তাহাদের পিতা হইতে স্কুলের শিক্ষক হইতে শিক্ষা করিবে; কিন্তু কোমলতা, সরলতা, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ যেন শিশু সন্তানগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারে।

সকলের মতের বিরুদ্ধে মিল্ সম্বন্ধে আমি এরূপ একটা কথা কেন বলিতেছি, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে অনেক কথা বলিতে হইবে। আপনাদের প্রথম কথা হইবে মিল্ ভিন্ন দেশের এত কাপড় যোগাইবে কে? আমি বলি ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি

কাপড় দ্বারা ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, তিনিই এখনও তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ করিবেন, সেজন্য কোনও চিন্তা নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ চন্দ্রই বসনরূপ ধারণ করিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিবেন। বলিতে পারেন তখন লোকসংখ্যা কম ছিল; দেশেই যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা দ্বারাই যথেষ্ট হইত; কিন্তু এখন লোকসংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, শ্রমজীবীর সংখ্যাও তেমনই বৃদ্ধি হইয়াছে। ভগবান্ প্রথমে খাদ্যের সংস্থান করেন—মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন, পরে জীব সৃষ্টি করেন। আরও এক কথা হইতে পারে, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লোকের মতিগতি, রুচি একরূপ ছিল, এখন অন্যরূপ হইয়াছে, তখন যোগী জোলার মোটা কাপড়েই সকলের মন উঠিত, এখন আর সেটী হয় না। তা যদি না হয়, তবে আর আমরা জাগিলাম কোথায়? তবে আর আমরা আমাদের শোচনীয় অবস্থা বুঝিলাম কোথায়? তবে আর কিছুই হইবার নহে, তবে ক্রমেই আমাদের জড়বাদের দিকে যাইয়া পড়িতে হইবে, ভারতবাসীর সেই আধ্যাত্মিক ভাব—যাহা তাহাদিগের প্রাণের প্রাণ, একমাত্র খাদ্য ও জীবিকা, যাহার অভাবে ভারতের অস্তিত্বই থাকে না, এবং আমি দৃঢ়তার সহিত চীৎকার করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি, যাহা পাইবার জন্য সমস্ত জগৎ উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, এবং যাহা ভারতই আজই হউক বা কল্যই হউক পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিবে, সেই সত্য, একমাত্র অবলম্বনীয় সেই সত্য আর শীঘ্র ভারতে ফুটিতেছে না, জগৎ তাহা পাইতে বঞ্চিত হইবে। না, আমি এখন আর ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাজা, মহারাজা, জমিদার ধনী, মহাজন, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, ছাত্র, শিক্ষক সকলেই ত দলে দলে খালি পায়, খালি গায়, দেশী মোটা কাপড় পরিধান করিয়া সভা সমিতিতে যাইতে একটুও দ্বিধা করিতেছেন না। সেই বসন ভূষণের পারিপাট্য, বৃথা গর্ব্ব, বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার ভাব এখন আর ত নাই, তাহারা এখন তাহাদের নিজেদের অবস্থা ত বুঝিয়াছে বুঝিয়াছে তাহারা—অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছে যে, যে দেশের কোটি কোটি ভ্রাতা ভগিনী অন্নাভাবে দারুণ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে, সেই দেশে বসন ভূষণের ভালমন্দ বিচারের, বৃথা গর্ব্বের আর স্থান কোথায়? বুঝিয়াছে তাহারা—বেশ বুঝিয়াছে যে শরীরের একভাগ খাদ্যাভাবে রোগে পচিয়া পড়িলে অন্যভাগে হ্যাট কোট কামিজ মোজা পরিধান করা বাতুলতারই লক্ষণ। তবে আর কি? আমি বলি, এখন সামান্য পোষাক পরিচ্ছদেই লোকে সন্তুষ্ট হইবে, এখন তাহাদিগের চক্ষু ফুটিয়াছে, বহির্দৃষ্টি কমিয়া অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে। আর যদি এখনও বিলাসিতাকে পোষণ করিতে কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি তাও পারিবেন যাঁহারা টাকা খরচ করিতে পারেন, তাঁহারা ঢাকার মসলিন্, ভিটীর ধুতি, বারাণসীর সাটী, সিমলার ও ফরাসডাঙ্গার উৎকৃষ্ট কাপড় ও ভাল ভাল জিনিস ব্যবহার করিতে পারেন। কাপড়ের দিকে ঝোঁক কমাইয়া অপেক্ষাকৃত বেশী দিন স্থায়ী ও মূল্যবান সোণারূপার গহনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারেন। হাঁটুয়া ধুতি পরিয়াও একটী স্বর্ণের হার গলায় ঝুলাইলে, কর্ণে কুণ্ডল দিলে, হাতে কয়েকটী স্বর্ণের বা অবস্থানুসারে কয়েকটী হীরার আঙটী লাগাইলে তাহাকে যত বড় মানুষ বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহার প্রতি যেমন বড় মানুষ বলিয়া একটা শ্রদ্ধা জন্মে, চোগা চাপকান্ হ্যাট কোট বা ভাল সার্ট পরিয়া বাহির হইলে তাঁহার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা জন্মে কি? কাপড় একটু ভাল পরিলে আজ কাল আর বড় লোকের শ্রেণীতে গণ্য হওয়া যায় না। ছিল বটে এমন এক সময়, যখন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কতকগুলি লোক—যাহাদের স্বর্ণের হার তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করা অবস্থায় কুলাইত না, তাহারা আঙ্গুর ফল টক বলিয়া, বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইবার জন্য, কাহার নিকট যেন হেয় না হইতে হয় সেই জন্য, চতুরতা করিয়া বলিত যে স্বর্ণের হার ব্যবহার করাটা ভাল নহে, উহা বাঙ্গালের লক্ষণ, লোহার চেইন

বেশ গ্লেইন, বেশ পরিষ্কার, উহাই ভাল, সোণার চেইন কিছুই নয়, উহা ফেলে দেও; বিলাতী জিনিষগুলি, কাপড়গুলি বেশ গ্লেইন, টাকাও কম লাগে, এস সকলেই এক দরের হই, তুমি বড় আমি ছোট থাকিব কেন? এস ঐ লোহার চেইন ব্যবহার করা যাউক, এরূপ করিয়া সকলকেই তাহাদের দলে আনিয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বুঝাইয়া একটা নূতন ফ্যাসেন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল আর তাহা নাই, যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এখন লোকে সত্য চিনিয়াছে সত্যের আলোকে সকলেরই চক্ষু ঝলসিতেছে, এখন আর তাহারা ভ্রমে পতিত হইবে না। এখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, যে কাপড় দুই দিন পরেই ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে প্রত্যেকে প্রতি বৎসর ৫০।৬০ টাকা ব্যয় না করিয়া, ১০।১২ টাকায়ই সেই কার্য্য সারিয়া বাকী ৪০।৫০ টাকা প্রতি বৎসর বাঁচাইয়া, যদি পারি ৪।৫ বৎসরে এক একখানি স্থায়ী ও মূল্যবান গহনা করিব, তাহা রাখিয়া যাইতে পারিলে, পরে স্ত্রীপুত্রেরও গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে, বর্ত্তমানেও হাটুয়া ধুতি, মোটা কাপড় পরিয়াও এইরূপে স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিব। এইরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক চালাতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশের কাপড়, দেশের সকল জিনিস দ্বারাই আমাদের বেশ চালাতে পারে। বাস্তবিক কিছুর জন্যই আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবান্ প্রত্যেক জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের আয়োজন করিয়া এক একটী দেশে এক একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা দূরদর্শী, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ও যাঁহাদের যোগদৃষ্টি আছে, তাঁহারা ভগবানের উদ্দেশ্য ও নিয়ম বুঝিতে পারিয়া সেই সেই দেশের ও জাতির জলবায়ু, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের উপযোগী করিয়া সেই সেই দেশের পোষাক, পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া লও। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে শৈত্য-গুণবিশিষ্ট সোণারূপার গহণার যত আদর হওয়া উচিত কাপড় চোপড়ের তত আদর হওয়া উচিত নহে। জলবায়ুর উপযোগী আমাদের পোষাক লওয়া উচিত, এক খানা হাটুয়া ধুতি, একখানা চাদর, একজোড়া চটী জুতা ও দরকার হইলে স্বর্ণরৌপ্যের কয়েক খানা গহনা—যেমন হার, কুণ্ডল আংটী প্রভৃতি। গন্ধদ্রব্য হওয়া উচিত শীতল চন্দন, অগুরু প্রভৃতি। খাদ্য দ্রব্য হওয়া উচিত শৈত্যগুণবিশিষ্ট সকল খাদ্য—যেমন বুট ভিজান, মুগ ভিজান, গুড়পানা, দুগ্ধ, গুড়, দুগ্ধের বিকার, গুড়ের বিকার। আমাদের পিত্তপ্রধান দেশ; সাত্ত্বিক আহারই তিক্তপ্রধান খাদ্যই আমাদের এদেশে উপকারী। সৈন্ধব উপকারী, লবণ নহে; কারণ সেন্ধব খনিজ বলিয়া ঠাণ্ডা, লবণ গরম। অতএবই উহা নিষিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদে আছে লবণে কুষ্ঠব্যাধি জন্মে, অতএব উহা পরিত্যাজ্য।

আমাদের যাহা করিতে হইবে, এবং আমাদের যাহা করা উচিত, সেজন্য আমাদের চিন্তা করিবার কিছুই নাই, শাস্ত্র মানিয়া চলিলেই হয় এবং শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বুঝিলেই হয়। শাস্ত্রকারগণ বেশ দূরদর্শী ছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন আমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে। তাই আমাদের যাহা খাদ্য, যাহা পরিচ্ছদ, তাহা তাঁহারা রীতিমত বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিয়া চলিতে পারিলেই হয়। তাহাতেই অর্থনীতি হিসাবেই বল, রাজনীতি হিসাবেই বল, সমাজনীতি হিসাবেই বল বা ধর্ম্মনীতি হিসাবেই বল, সকল হিসাবেই আমাদের মঙ্গল হইবেই হইবে। যে ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের পোষাক পরিচ্ছদ একখানা দেশী কাপড় ও নামাবলী, বা বেশী হইলেও দেশী গরদের ধুতি, রেশমের নামাবলী ও একজোড়া দেশী তালতলার চটীজুতা, যাঁহার খাদ্য দেশী চাউলের ভাত,ঘৃত, দুগ্ধ ও তরকারী, যিনি লবণ ব্যবহার করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিয়া এ যাবৎ কাল সৈন্ধব ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, যিনি বিলাতী চিনি খাইলে জাতি যাইবে মনে করিয়া কাশীর চিনি ও তাহার বিকার দুপয়সা বেশী দিয়াও খাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, যিনি চীনা মাটীর বা গ্লাসের বা লোহার কলাইয়ের থাল, বাটী, গ্লাস ব্যবহার না করিয়া কাঁসা

ও পিত্তলের থাল বাটী প্রাস ব্যবহার করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, যিনি জুতা পায় দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন, কারণ প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক লোক ২ জোড়া করিয়া জুতা পায় দিলে ১ বৎসরে সেই পরিবারের খাইবার জন্য না হউক, পায় দিবার জন্য—সামান্য বিলাসিতার জন্য ৩।৪টা গোহত্যা হইবে মনে করিয়া জুতার উপরে বেশী ঝোঁক না দিয়া কাষ্ঠপাদুকা অথবা খড়ম পায় দিয়া দেশী শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন, যিনি বিলাতী এসেন্স ব্যবহার করা অপকার্য্য মনে করিয়া চন্দন, অগুরু বা মৃগনাভি কুঙ্কুম দ্বারা সেই কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন, আর যাঁহার গৃহিণী গৃহলক্ষ্মীর মতন বেলোয়ারী চুড়ি পরিয়া রান্না করিলে উহাতে একবার এঁটো লাগিলেই ফেলিয়া দিতে হইবে ভাবিয়া অস্পৃশ্য বলিয়া উহার দিকে ভুলেও একবার চাহিতে সাহস না হইয়া আমাদের দেশের সেই শাঁখার বালা পরিয়া, কি জুটিলে বা কুলাইলে সোনারূপার গহনা পরিয়া কাল কাটাইতেছেন, যাহার গৃহিণী বিলাতী কাপড়ে অস্পৃশ্য যবনের ভাতের মাড় আছে মনে করিয়া উহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করিয়া দেশী কাপড় পরিয়া আসিতেছেন, স্থূলকথা যাঁহারা বিলাতী কোনও জিনিস পত্রেরই সংস্রবে এপর্য্যন্ত আসেন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব? এই জাতীয় উদ্দীপনার দিনে, যখন আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, সত্যের আলোকে চক্ষু ঝলসিতেছে, তখন তাঁহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞ মূর্খ ব্রাহ্মণ বলিব কি? না তাঁহারাই প্রকৃতদেশহিতৈষী, তাঁহারাই দেশের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহারাই ভারতমাতার সুসন্তান, তাঁহাদের চরণের আশীর্ব্বাদেই আমাদের ঘটে বুদ্ধি আসিয়াছে এরূপ মনে করিব? এই সুদিনে আর তাঁহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন বলা উচিত নয়। এতদিন আমরা বলিতাম ধর্ম্মের সঙ্গে খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদের কোনই সম্বন্ধ নাই, ধর্ম্ম একটি ভিন্ন জিনিস; অর্থনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি এগুলি স্বতন্ত্র জিনিস। এখানটাতেই আমাদের ভুল। ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম এই পদটি সাধিত হয়, উহার অর্থ এই যে, যে নিয়ম, যে পদ্ধতি, যে জিনিসটি একটি জাতিকে ধারণ করিয়া উত্তোলিত করিয়া রাখে, উহাই ঐ জাতির ধর্ম। যাহা দ্বারা একটা জাতি বদ্ধ হইয়া এক হইয়া থাকে, তাহাই ঐ জাতির ধর্ম। ধর্ম্মের ইংরাজী হচ্ছে Religion এই ইংরেজী শব্দটির root আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, lego to bind অর্থাৎ যদ্দ্বারা ইংরেজ, একতাবদ্ধ সকল বিষয়ে, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি সকলবিষয়েই দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, উহাই ঐ ইংরেজজাতির ধর্ম। মুসলমানদের ধর্ম সম্বন্ধেও তাহাই। এই ভাবে ধরিতে গেলে বর্ত্তমান হিন্দুদের ধর্ম হইতেও মুসলমানদের ধর্ম উৎকৃষ্টতর অবস্থায় আছে। কারণ মুসলমানগণ এখনও ধর্ম্মের দোহাই মানিয়াই জাতীয় আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি করিয়া থাকেন। একটা জাতি গঠন করিতে যা কিছুর দরকার, তাহার সমস্তই "ধর্ম" এই কথাটার মধ্যে থাকিবে। সেই জন্য, যোগদৃষ্টিসম্পন্ন, ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানদ্রষ্টা ঋষিগণ হিন্দুজাতির ধর্মটাকে এইরূপেই সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন কেবল ধর্ম মানিলেই, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইলেই, শাস্ত্র মানিয়া চলিলেই, অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি ও ধর্মনীতির উন্নতি সাধন আপনিই হইবে।

একটা জাতির এতকালের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাদি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া যেমন তেমন লোকের কার্য্য নয়। ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন কিছু করা ত দূরের কথা। এতকালের আচার-ব্যবহার-পদ্ধতি সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য উহার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্য বাহির করিয়া লইয়া উহার বিচার করা যে সে লোকে পারে না। উহা করিতে, বাস্তবিক বলিতে গেলে, যোগদৃষ্টির প্রয়োজন। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে, এতদ্সত্ত্বেও বার্ক প্রকৃতপক্ষে একটা জাতির ভাল মন্দের বিষয় চিন্তা করিতে যোগ্য ব্যক্তি। তিনি এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন? তিনি সমাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সমাজ বন্ধন (Social tie) একটি অতি গুরুতর কঠিন জিনিস

প্রায়শঃ সমাজবন্ধন দৃঢ় হয় না; যদি একবার সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে, তবে কুসংস্কার দ্বারাও ঐ বন্ধন ঠিক রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে ঐ বন্ধন দৃঢ় রাখিতে যে সংস্কারের সাহায্য নিতে হয়, উহা কুসংস্কার নহে, বাস্তবিক উহা সুসংস্কার।

তাই বলি, যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ সমাজ বন্ধন অটুট রাখিবার জন্য সংস্কারের সাহায্য লইয়াছেন, তাঁহাকে কুসংস্কারাপন্ন বলা কখনই উচিত নহে। তিনি যাহা করিলে জাতীয় ধর্ম্ম বজায় থাকে অর্থাৎ অর্থ নীতি, রাজনীতি সকলই বজায় থাকে, সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিক দেশহিতৈষী। সেই ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ যাহা করিয়াছেন, যাহা করিতেছেন, তাহাই আমাদের অনুকরণীয়, তাহাই বাস্তবিক গ্রহণীয়, তাঁহাকে আমাদের আদর্শ বলিয়া সম্মুখে ধরিতে হইবে। তাঁহার উপদেশানুসারে অর্থাৎ শাস্ত্রের শাসনানুসারে আমাদের চলিতে হইবে, শাস্ত্রই আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যাইবে, আলো দেখিলেই—অন্ধকার দূরীভূত হইলেই সত্য ফুটিবে।

আমরা যে বিদেশী বর্জ্জন করিতেছি, এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক পক্ষে কি কেবল বিদেশী দ্রব্যজাত বর্জ্জন, না বিদেশী ভাব বর্জ্জন? বিদেশী ভাব বর্জ্জন না করিলে বিদেশী দ্রব্যজাত বর্জ্জন করা সম্ভবপর কি? ভাবসমষ্টিই না এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে, আরগুলি ত উহার অভি-ব্যক্তি মাত্র (External embodiment of the internal thought force)! মূল কাটিয়া বৃক্ষটি বাঁচিবে কি? বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অঙ্কুরিত হইবে কি? না সেই বৃক্ষে ফুল ফোটে, বা ফল জন্মে? না তা কখনও জন্মে না। তাই বলি বিদেশী ভাবটী বর্জ্জন করিলেই বিদেশী দ্রব্যজাত বর্জ্জন করিতে পারিবে, নতুবা বৃথা চেষ্টা। স্বদেশী ভাবটী আবার অনেক পরিমাণে "স্বদেশী ভাষা ও স্বদেশী ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। এইগুলি স্বদেশী হইলে আমি সাহস করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে পারি, আমাদের পর্য্যাপ্তি হইবে অন্যের মুখাপেক্ষী কোন কারণেই হইবার প্রয়োজন নাই। তবে আর বিদেশী মিল্ কল ক খানার প্রয়োজন হবে না সবই দেশ হইতে চলিবে। আর যদিও দরকার হয়, তাহা হইলে আমরা বোম্বে, নাগপুর হইতে লইব। প্রসিদ্ধি আছে বাঙ্গালার মাথা ভাল, কথাও বেশ বলিতে পারে, কিন্তু কার্য্য করিতে জানে না, বোম্বে প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা, বেশ কার্য্যপটু আমরাও স্বীকার করি তাহাই। বেশ, তাহারা কার্য্য করিতেছে করুক, আর আমরা চিন্তা করিয়া, মাথার শক্তি খাটাইয়া চেষ্টা করিতে থাকি, কল কার-খানার কিছু আবিষ্কার করিতে পারি কিনা এবং চিন্তা করিবার ভগবান্ আমাদের প্রচুর সুবিধাও দিয়াছেন, দেখিবেন ৫ বৎসরে কতকগুলি "জগদীশ বসু" বাহির হইবে। কিন্তু দাঁড়াইতে হইবে কোথায়? না আমাদের দেশে। আমাদের যেখানে যে শিল্পের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহারই সেখান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, লাফাইতে হইবে না, লাফাইলে হাত ভাঙ্গিবে, পা ভাঙ্গিবে ফলে কিছুই হইবে না।

উদ্দীপনাগ্নি স্বাভাবিক ও মজ্জাগত হইয়া যাওয়া চাই। সম্প্রতি যাহা দরকার হইবে, আমাদের বোম্বে ভ্রাতারাই সে সকল যোগাইতে পারিবেন, তাঁহারা আমাদের সহোদর ভ্রাতা, তাঁহাদের প্রতি ত আমাদের কোনও দ্বেষ নাই, তাঁহারা মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন না, আমরা চিন্তাশক্তি, মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করি। আর সর্ব্বত্রই ত এই নিয়মে কার্য্য চলিতেছে, পরিশ্রমের বিভাগ; কেহ মাথা খাটায়, কেহ আবার কার্য্য করে; মাথাও খাটাইবে যে, কার্য্যও সে করিলে উভয় দিকই নষ্ট হয়। তাই বলি, আমাদের বোম্বে ভ্রাতৃগণই মিল প্রভৃতি আনিয়া আমাদের অভাব মোচন করিতে থাকুন আর আমরা দেখি স্বাধীন ভাবে বিলাতী মিল্ পর্য্যন্তও বর্জ্জন করিয়া কিছু করিতে পারি কিনা?

বাস্তবিক বলিতে কি, প্রত্যেক জাতি যদি তাহার ধর্ম্ম মানিয়া চলে, তবে দেখিবেন আমরা এক প্রকার বলিতে গেলে এখনও স্বাধীন। এখনও আমরা বাস্ত-বিক পক্ষে পরাধীন নহি। ধর্ম্মসংস্থাপকগণ, সকল

সাম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণ বড়ই দূরদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারা ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার সময় ভগবানের শক্তিতেই শক্তিমান্ হইয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা একই সত্য ; কিন্তু কেবল দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক আচার, ব্যবহার, আহার পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। যেহেতু তাহারা দূরদর্শী কাজেই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন আমাদের কি ভয়ঙ্কর অবস্থাবিপর্য্যয়, শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে, তাই তাঁহারা শাসন সংরক্ষণ, অর্থনীতি, রাজনীতি সকলই শাস্ত্রের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, লোকগুলিকে কেবল ধর্ম্ম শাস্ত্র মানিয়া চলিতে উপদেশ দেন, ধর্ম্মের গূঢ়ার্থ তাহাদিগকে বুঝিতে বলুন বা সাধ্যমতে বুঝাইয়া দিন, বলুন যে ধর্ম্মশাস্ত্র না মানিলে আমেদের ধর্ম্ম যায়, অর্থ যায়, সমাজ যায়, মনুষ্যত্ব যায়। তবেই দেখিবেন তাহারা আবার ফিরিয়া সুপথে চলিয়া স্বপদে ও সম্পদে থাকিতে পারিবে। ভারতবাসী যাহাই হউক, এখনও ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারে নাই, এত কালের দৃঢ় সুসংস্কার তাহারা মুছিয়া ফেলিতে হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিয়া উঠে নাই। যদিও তাহারা একেবারে তমসাচ্ছন্ন, জড় ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে এবং হইবার যথেষ্ট কারণও আছে তবুও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য একবার বুঝিলে এবং শাস্ত্র মানিয়া চলা ধর্ম্মসঙ্গত মনে করিলে তাহারা শাস্ত্র না মানিয়া চলিতে পারে না এবং শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই তাহারা জাতীয় ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া একটা জাতি গঠন করিতে পারিবে। তবেই এই উদ্দীপনা স্থায়ী হইবে, নতুবা ইহা অচিরেই মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বলিয়াছি, শাস্ত্র মানিয়া চলিলে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিপ্রকারে স্বাধীন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। মনে রাখিবেন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র, এক শাস্ত্র সমুদায় সম্প্রদায়ের নহে। এই ধরুন আমরা রাজার নিকট পরাধীন কিসে না সর্ব্বাপেক্ষা আইন দ্বারা, Law দ্বারাই পরাধীন। কিন্তু শাস্ত্র মানিয়া চলিলে এই আইনেরও আমরা ধার ধারি না। শাস্ত্রই আমাদের আইন, শাস্ত্রের নিয়মই আমাদের অবশ্য পালন করিতে হইবে। স্মৃতির আইন, মনুর আইন প্রতিপালন করিতে প্রত্যেক হিন্দু বাধ্য, নতুবা তাহাকে হিন্দুই বলা যায় না।

মনে করুন, আমি আমার প্রতিবেশীর বিত্ত হরণ করিলাম, বা অন্যের প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম, তজ্জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেই কি আমার যথেষ্ট হইল ? কখনও নহে ; ইহার পরেও আবার সামাজিক শাসন, শাস্ত্রের শাসন আছে, তাহাও উল্লঙ্ঘনীয় নহে। স্মৃতি ও মনু এ বিষয়ে যে শাস্তি বিধান করেন, যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন, তাহাও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা আমি হিন্দু নই ; কারণ শাস্ত্র না মানিলে আমি কি রকম হিন্দু ? হিন্দু হইতে হইলে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা যদি প্রতিপালন না করি, তবে আর আমি আর্য্যপদবাচ্য নাই। এইরূপে স্মৃতি ও মনুর আইন-বিধান খাটাইতে আরম্ভ করিলে, তাহা মানিয়া চলিতে আমরা প্রস্তুত হইলে কয়েক দিন পরে দেখিবেন আমাদের ভাইতে ভাইতে বিবাদ করিয়া আর কোর্টে দৌড়াইতে হইবে না ; মেজিষ্ট্রেটকে, জজকে, উকিলকে, মোক্তারকে এত টাকা দিতে হইবে না, তখন আর জজের সংখ্যা, ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা ক্রমেই যে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা হইবে না ; তখন আর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কার্য্য এত ভারী হইবে না যে, বাঙ্গালাকে দ্বিখণ্ড ত্রিখণ্ড করিতে হইবে। আমরা জেদ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে টাকা দিবার জন্য ব্যস্ত, মোকদ্দমা বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত আবার বলিবেন যে তাঁহারা কেন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন মেজিষ্ট্রেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। করিবেন না ত কি করিবেন ? তাঁহারা কি ঘরের টাকা খোয়াইয়া বিচার করিতে আসিয়া বসিবেন ?

আমরা যদি মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি করি, আমরা যদি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়াও কোর্টে গিয়া

হাজির হই, তবে সে বেচারারা কি করে বলুন দেখি? তাঁহাদের ত উদ্দেশ্যই শান্তি সংস্থাপন করা। তবে তোমরা বুঝিবে না, ভাইতে ভাইতে ঝগড়া করিবে, পিতা পুত্রে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে ঝগড়া করিবে, তাঁহারা কোর্টের সংখ্যা, জিলার সংখ্যা, প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন না ত, কি করিবেন? ইহাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহাদের বেশ সুবিধা, টেক্স্ পাইবেন, কোর্টফি পাইবেন মোটা মাহিনা দেশীয় লোককে দিতে পারিবেন, তবে তাঁহারা ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন না কেন? তাই বলি, নিজের বুঝ, বোঝ, শাস্ত্রের শাসন মান। অপরাধ মধ্যে মধ্যে করিতে হইবেই, তার জন্য শাস্ত্রের, সমাজের শাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হউন, দেখিবেন আমরা স্বাধীন, কোর্টের সংখ্যা কমিবে, মেজিষ্ট্রেটের সংখ্যা কমিবে, পাপ কমিবে, ক্রমে অসত্য পলায়ন করিবে, সত্য তাহার স্থান অধিকার করিবে, সোণার ভারত আবার সোণার ভারত হইবে, রাজপুরুষগণ অল্পসংখ্যায় এখানে থাকিবেন সত্য, তাঁহারা আমাদের একটা শোভ্যার মত থাকিবেন। পঞ্চায়তী দ্বারা আমরা আমাদের শাসন সংরক্ষণ করিতে কখনও পারিব না। আমাদের কথা কেহ লইবে না, ধর্ম্মের সঙ্গে ও শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে তোমার আমার বিচার টিঁকিবে না, আর আমরা এখনও তত দূর ন্যায়-পরায়ণ হইতে পারি নাই যে সকল দিক ঠিক রাখিয়া দুই পক্ষেরই মন রাখিতে পারিব এবং দুই পক্ষই আমাদিগের কথা মানিয়া চলিবে, এক পক্ষ নিশ্চয়ই কোর্টে পলাইবে। কিন্তু শাস্ত্র তাহাকে মানিতে হইবেই, নতুবা সে এক ঘরে হইবে, সমাজচ্যুত হইবে; রাজদ্বারে যাও, দণ্ডিত হও, আপত্তি নাই; কিন্তু শাস্ত্র না মানিলে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ না করিলে, মাথায় ঘোল না ঢালিলে তোমার নিস্তার নাই; তোমার ধোপা, নাপিত, পুরোহিত সব বন্ধ হইবে। অর্থাৎ সমাজ শাসন ধর্ম্মের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে যোগ না করিয়া দিলে উহা কেহ মানিয়া চলিবে না। আর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের যেমন সংশোধন হয়, রাজদণ্ডের দ্বারা সেরূপ হয় না। সামাজিক শাসন বড় শাসন। গবর্ণমেণ্টেরও এই বিষয়ে কোনও হাত দিবার উপায় নাই, কারণ ইহাতে হাত দিলে সে ধর্ম্মে হাত দিল, ধর্ম্মে হাত ইংরেজ রাজ কখনও দিবেন না। আর দিলেও, ধর্ম্মে আঘাত করিলেও সে আঘাতে প্রতিঘাত হইবে এবং সেই ঘাতপ্রতিঘাতে বিদ্যুৎ চমকিবে, আগুন জ্বলিবে, যে অন্ধকারটুকু দূর হইতে ৫০ বৎসর লাগিত তাহা দূর হইতে ৫ বৎসর মাত্র লাগিবে। কিন্তু তাহা তাঁহারা করিবেন না কারণ রাজার উদ্দেশ্য শান্তি সংস্থাপন করা। লোকগুলি শাস্ত্র মানিয়া ধার্ম্মিক হইতে শান্তিপ্রিয় হইতে চলিয়াছে, তাহাদের তাঁহারা বাধা দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যই বজায় থাকে না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন, তাহা তাঁহারা করিবেন না। এই কথাগুলি বলা সোজা, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী।

কবি-প্রকৃতি।

(টেনিসন হইতে)

১

কবি চিত্ত করো না বিক্ষেপ,
বুদ্ধি লঘু নাহি তব জ্ঞান;
কবি চিত্ত করো না বিক্ষেপ
কি বুঝিবে তার পরিমাণ।
সে যে স্বচ্ছ অমল উজ্জ্বল!
—প্রবাহিনী স্ফটিক-নির্ম্মল,
বায়ু-স্বচ্ছ আলোক সমান!

২

কুতর্কী এসো না কাছে, ললাট আঁধার
সারা স্থান পুণ্যভূমি এ যে!
—অর্থহীন ব্যঙ্গ আর উগ্র উপেক্ষার
সুখে হেথা সেজে।

পূত বারি করিব সেচন,
ফুলে ফুলে সুরভি-সদন,
—লতাকুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে ঘিরে ফুটায়েছে।
ক্রুর হাস্যে মাথা ঢুলে' পড়িবে সবার
মৃত্যু জলে তোমার নয়নে,
বিষ বহে নিশ্বাসে সঘনে;
আহা ও যে শুকাইবে লতিকা-বিতান।

আছ যেথা পশিবে না শ্রবণে তোমার—
কুঞ্জ মাঝে উঠিছে উছলি'
কত বন-বিহগ-কাকলি,
উদ্যানের অন্তঃপুরে পাখী করে গান;
তোমারে দেখিলে ভুমে লুটাবে সকলি।
নির্ঝরিণী এক মাঝে উথলায়;
যেন এক বিদ্যুতের ধার,
ক্ষণে ক্ষণে উজলে আবার,
মৃদু বজ্র-কল-স্বনে সুললিত গায়।
সারাদিন সারা রাত্রি বহে অনিবার
ওই দূর শৈল হ'তে, শিখরে যাহার
প্রভাত অরুণ রঙ্গে আবীর মাখায়।

সমতল উপবনে হয়েছে উৎসার।
শৈল তাহা লইয়াছে স্বর্গ হ'তে টানি,'
গাহিতেছে মৃত্যুঞ্জয়ী কি প্রেমের বাণী।
যদিও সে কণ্ঠ তার পূর্ণ সুনির্ম্মল,
তুমি কভু শুনিবে না, শ্রবণ বিকল।
তাই থাক যেথা আছ, পাপ-দুষ্ট তুমি,
কাছে এলে, ধরা তায় টেনে লবে ভূমি।
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

শ্যামাসুন্দরী।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গড়মান্দারণে ফকির সাহেবের দরগায় আজ সকলে শশব্যস্ত। কুলসুমবাই সকিনাবাই, ফাতেমবাই ও দিলজান ফকির সাহেবের আদেশ ক্রমে উৎকৃষ্ট শস্য সমূহের দ্বারা স্ব স্ব তূণীর পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহাদের কনিষ্ঠ গুরুভাই অলিভাই তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিবেন। তিনিও সাজসজ্জায় ব্যস্ত। গন্তব্য স্থল কোথায়? উদ্দেশ্য কি? তাহা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত। নৈশ তিমিরের অন্তরালে ফকির সাহেব কোথায় গমন করিবেন, তাহার লেশমাত্র প্রকাশ নাই। সকলেই সেজন্য উৎকণ্ঠিত তথ্য জানিবার জন্য সমুৎসুক, কিন্তু তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে কে? ক্রমে দিনমণি স্বীয় অন্তিম দশা উপস্থিত জানিয়া ধীরে ধীরে ম্লান মুখে অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলেন। সন্ধ্যাসতী বিষাদে ধূসরবাসে দেহ আচ্ছাদন করিয়া মৃদুপদ-বিক্ষেপে দেখা দিলেন। দিলজানের উৎকণ্ঠা দ্বিগুণতর প্রবল হইল। প্রাণের আবেগে ফকির সাহেবের পদপ্রান্তে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন, পিতা, অনাথা তনয়ার আপনিই একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশ্রয় দাতা। তনয়ার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কি উদ্দেশ্যে কোথায় গমন করিবেন জানিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে।"

ফকির। আরে অবোধ বালিকা! তুমি অনাথা! যে দিন জগৎপতিকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ, সেই দিন হইতে আর তুমি অনাথা নও। সাধ্বী সতী মা আমার, আর 'অনাথা' বলিয়া মনে আক্ষেপ রাখিও না। তোমার জীবনের আরাধ্য দেবতা পার্থিব পতি জগৎপতিতেই লীন হইয়াছেন। দয়াময় খোদার উপর মন প্রাণ সমর্পণ কর। তাঁহাতেই বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জানিবে। এই জগতের সম্বন্ধ একটা মায়িক বন্ধন মাত্র।

দিলজান। এই মায়িক-বন্ধন মুক্ত হইবার উপায় কি?

ফকির। খোদার দিকে যতটুকু এগুয়ে যেতে পারবে ততটুকু মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারবে।

দিলজান। খোদার দিকে এগুয়ে যাবার পথ কি?

ফকির। তিনটী পথ আছে। জ্ঞান-পথ, কর্ম্ম-পথ আর প্রেম ভক্তির পথ।

দিলজান। এই ত্রিবিধ পথের মধ্যে কোন্ পথটী সুগম?

ফকির। প্রেম ভক্তির পথ।

দিলজান। ভক্তি কি?

ফকির। খোদার উপর জীবের যে অনুরাগ, তাহারই নাম ভক্তি।

দিলজান। এই পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবেন?

ফকির। গুরুর প্রয়োজন।

দিলজান। গুরু লাভের উপায় কি?

ফকির। খোদাই গুরুরূপে জীবের হৃদয় গুহায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি অন্তর্যামী। জীবের অনুরাগ বুঝ্‌তে পার্‌লে তিনি গুরুরূপে দেখা দেন।

দিলজান। তবে কি গুরু করণের প্রয়োজন নাই?

ফকির। তুমি গুরু করণ কর, তোমার সাধ্য কি? ভক্তির দর বাড়ায় কে জান মা?—খোদার দয়া। জীব যদি এক পা এগুয়ে তাঁর দিকে যেতে চেষ্টা করে, তো তিনি দশ পা এগুয়ে আসেন, তা না হলে জীবের এমন কি ভক্তির জোর যে তাঁকে পায়। তাই বলি মা ভক্তির দরবাড়ায় কে?—না খোদার দয়া। গুরু অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় না; যদি গুরু দয়া করে এসে নিজে দেখা না দেন।

দিলজান। তাই পিতা, বুঝিলাম আপনি গুরুরূপে অভাগিনীকে দেখা দিয়াছেন।

ফকির। আমি মা তোমার প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত নই। তুমি মা হিন্দু রমণী তোমার পথ ভিন্ন। যেমন নদী সকল একই সমুদ্রে মিশ্‌বে, সকলেরই লক্ষ্য এক; কিন্তু পথ ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ খোদার চরণ সমুদ্রে সকলে মিশ্‌বে, কিন্তু সাধন প্রণালী এক নহে। মা তোমার অনুরাগ যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তোমার গুরুলাভ সন্নিকট ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও।

দিলজান। এমন তো' দেখা যায় যে নদী স্বাভাবিক পথ দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বাধা পেয়ে ভিন্ন পথে চলে গেল। কিন্তু তার লক্ষ্য রয়েছে সাগরে মিশ্‌বে তাই তার ভাগ্যে ঘট্‌লো।

ফকির। কিন্তু মা ওরূপ নদীর সাগরসঙ্গম বহু দূরে। মা তুমি হিন্দু রমণী; হিন্দু সাধন প্রণালী তোমার মজ্জাগত। তোমার প্রত্যেক ধমনীতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সহিত এই ভাব ওত প্রোতভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। প্রকৃত গুরু অতি সহজেই সেই চরণসমুদ্রে মিশিয়ে দিতে পারবেন। মা আমাদের গমনের সময় সন্নিকট। ঐ দেখনা নৈশ অন্ধকার পৃথিবীর সমস্ত বীভৎস ব্যাপার ও আবর্জ্জনা রাশি লুকায়িত রাখিবার জন্য আবরণজাল বিস্তার করিয়াছে। মা, আর অপেক্ষা করিওনা। উঠ, তোমার সন্ন্যাসিনী ভগিনীগণকে ডাক দাও। সকলে গমনের জন্য প্রস্তুত হও।

দিলজান ফকির সাহেবের আদেশ মত সকলকে ডাক দিলেন। সকলে গমনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন; এবং সকলে প্রস্তুত হইলে বৃদ্ধ শিষ্য মহম্মদ এব্রাহিমের উপর দরগার-ভার অর্পণ করিয়া কুলসুম বাই, সকিনা বাই, ফাতেম বাই ও আলি ভাই সমভিব্যাহারে সেই নৈশতিমিরে ফকির সাহেব কোথায় গমন করিলেন, কেহ তাহার সন্ধান রাখিল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামময় সাতক্ষীরার, ফৌজদার অলিনকী খাঁর নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রামের ভদ্র লোকেরা যে তাঁহার বিপদে প্রাণপণে সাহায্য করিবে না তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গৌরী ও সুশীলার যে কথোপকথন হইয়াছিল, এক্ষণে গৌরীর মুখে সে সকল কথা শুনিয়া তাঁহার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি ভদ্রলোকদিগের সাহায্য-প্রার্থী হইবেন না, এরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। তেওর ও বাগ্দী পাড়ায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। পথে ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, আমি চিরকাল, ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ

করি নাই। আজ আমার বিপদ উপস্থিত, তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে যাইতেছি, ইহা এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। এই প্রকার নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে আর 'জয় মা কালী তুমি যা কর।' এই কথা বলিতে বলিতে রামময় বাগ্দী পাড়ায় উপস্থিত হইলেন।

সংসারের কি বিচিত্র গতি। মানুষ সংসারে নানারূপ পীড়নে ভীত হইয়া যখনই ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তাঁহাকে আকুল প্রাণে একবার ডাকে, তখনই তাহার ভয় জয়যুক্ত হয়। রামময় বাগ্দীদের নিকট প্রস্তাব করিবামাত্র তাহারা তেওরদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইল। তাহারা আসিলে, সকলে মিলিত হইয়া বলিল, ঠাউর মশাই, এবার রাধানাথ ঠাউর যখন গাঁয় এসেছ্যাল, বলেছ্যাল, রামময় ঠাউর কোন বিপত্তি পড়্‌লে সবাই জান দিস। তা ঠাউর মশাই, সে ঠাউরের কথায় মোরা জান দিতে তৈয়ের আছি।" রামময় মনে মনে বলিলেন ধন্য রাধানাথ, তুমি একজন সার্থক কর্ম্মযোগী! দেশের নিম্নস্তরকে হাত ধরিয়া না তুলিতে পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই, তোমার এ ধারণা ধ্রুব সত্য, তোমার এ সাধনা সুসিদ্ধ। ধন্য প্রেম! ধন্য ভালবাসা! তোমাদের শক্তির নিকট দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তিও তুচ্ছ। মানুষ মানুষের জন্য কিরূপ করিয়া প্রাণ দিতে পারে, তোমরাই ইহ সংসারে একমাত্র তাহার শিক্ষাদাতা। তৎপরে রামময় প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ভিতর লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা ও তীরন্দাজ কত জন আছে?" উত্তরে জানিতে পারিলেন, সংখ্যায় তিনশত জন হইবে। রামময় আশ্বস্ত হইলেন। রামময় দেখিলেন, তাহাদের আগ্রহ অধিক। তাহারা মুহূর্ত্তকাল নষ্ট না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত। রামময় আর কোন আপত্তি করিলেন না। নিম্নস্তরের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, সকলেই দিন রাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিল। কেহ কেহ বাঁশ কাটিয়া লাঠি ও ধনুক প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ কেহ সড়কি ও বাণের ফলা শাণাইয়া লইতে লাগিল। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহারা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইল। এদিকে একদল গ্রামখানি বেড়িয়া একটি প্রকাণ্ড চক্রাকার পরিখা কাটিয়া ফেলিল। পাড়ে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপীকৃত মৃত্তিকারাশি প্রাচীরবৎ প্রতীয়মান হইল। পরিখার চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর ব্যবধানে গোলাকারে কাঁটার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। এই প্রকাণ্ড গড়ের মধ্যে আবার কয়েকটী বাড়ী লইয়া এক একটী ছোট ছোট গড়ের সৃষ্টি করিল। পরিখা সকল জলে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। গড়ের মধ্যে প্রবেশের কেবল মাত্র দুই একটী গুপ্তপথ রাখিল, রামময়ের চতুষ্পাঠীর শিষ্যগণও অধীনস্থ লাঠিয়াল সকল তাল ঠুকিয়া দিবারাত্র গড়ের মধ্যে চতুর্দ্দিক পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে অলিনকী খাঁর প্রেরিত একদল তুর্কী ঘোড় সোয়ার ও একদল তীরন্দাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রামময় তাহাদিগকে গ্রামের বহির্ভাগ রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলেন। গ্রামের ভদ্রলোকেরা মনে মনে রামময়ের প্রতিকূলে ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন, তিনি আত্মরক্ষার জন্য যেমন প্রস্তুত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যও সেইরূপ আয়োজন করিতেছেন। ঘটনাচক্রে সকলের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা সকলে রামময়ের বিপদ যেন নিজের বিপদ বলিয়া মনে করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রামময় বিপদের মধ্যেও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "মা তোর লীলা খেলা বোঝা ভার, তোরই সাধনা মা চিরকাল ক'রে আস্‌ছি, দেখিস্ মা, যেন লজ্জা না পাই, তোর জাত কুল মা তুই রক্ষা করিস।" এইরূপ আকুল আহ্বান ও উদ্যোগ আয়োজনে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অলিনকী খাঁর প্রাসাদ আজ শান্তিশূন্য। কয়েক দিবস হইল খাঁ সাহেব সসৈন্যে দরিয়ার উপকূলে বামা-বাঁকের নিকট গিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ বামা-বাঁক অতিক্রম করিয়া ধুলাপুরে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে তাঁহার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তজ্জন্য তাঁহার এই আয়োজন। দুই দিবস হইল, তাঁহার নিকট হইতে

কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; তাই সকলে দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান। নসীবন শয়নকক্ষে শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছেন, পার্শ্বে খাতিজা উপবেশন করিয়া আছে, উভয়ে নীরব। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। তৎপরে খাতিজা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "সাহাজাদী! কাফেরের সঙ্গে লড়াইয়ে সাহেব নিশ্চয়ই জিত্‌বেন। আপনি মিছামিছি ভেবে জান্‌টাকে পাত করবেন না। কাফের লোকের উপর বেজায় জুলুম কর্‌ছে, লোকের জাত মার্‌ছে। সে সয়তান। তাকে জব্দ করবার জন্য এই লড়াই। খোদা নিশ্চয়ই সহায় হবেন।"

নসীবন। কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, স্বয়ং খোদাই এ যুদ্ধ চালাবেন এই ভরসা, কিন্তু খাতিজা শুনেছতো তর্কালঙ্কার মহাশয় কি বলেছেন? কাফেরের সহিত যুদ্ধে মঙ্গল নাই, একথা যখনই মনে উঠ্‌ছে তখনই আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছিনা।

খাতিজা। সাহেবজাদী! ঘরের চালে আগুন ধর্‌লে কি আর বাড়ীর কর্ত্তার মাথা ঠিক থাকে? তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কি আর মাথায় ঠিক আছে; তিনি এক গুণ্‌তে আর গুণে বসে আছেন।

নসীবন। দেখ খাতিজা তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন পণ্ডিত লোক। তিনি নিজের মেয়ের বেয়াদবিতে প্রশ্রয় দিয়েছেন, একথাটা মনে হলেই যেন কেমন তাঁর উপর একটা অশ্রদ্ধা এসে পরে। দেখ, সংসারে সামান্য ঘটনা থেকে এক একটা বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এই লড়াইয়ের মূলতো তাঁর মেয়ে গৌরী।

খাতিজা। আর সাহেবজাদী হিন্দুদের বামুন পণ্ডিতদের কথা আর বল্‌বেন না, সত্যি বল্‌ছি, তাদের জেনানাদের গায়ে না আছে একটা কুর্ত্তা, না আছে একটা ওড়না, তার উপর নাকি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মেয়েটি খুব ছবিসুরতওয়ালা। এতে আর বিপত্তি ঘটবে না? সাহেবজাদী শুনেছেন কি, ঢাকা থেকে দপ্তরখানায় পরওয়ানা এসেছে। মুন্সীজী বল্‌ছেলেন যে, তাতে লেখা আছে, ফেদাই খাঁর এন্তেকাল হয়ে গেল। বাদশাহজাদা সুলতান মোয়াজ্জিম দিল্লি থেকে রওনা হয়েছেন। দু চার দিনের মধ্যে ঢাকায় এসে নবাবের তক্তায় বস্‌বেন। এ নাকি পাকা খবর।

নসীবন। বার বার শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্তন দেশের পক্ষে মঙ্গল জনক নয়। শত্রু পক্ষও খুব সুযোগ পায়। সায়েস্তা খাঁ যদি এতদিন ঢাকার তক্তে বসে থাকৃতেন, তাহলে কাফের বংশ আজ নির্ব্বংশ হতো।

খাতিজা। বাদসাহজাদা কি সায়েস্তাখাঁর চেয়ে হিম্মতে কম? তিনি এসে নবাবী পদে জুড়ে বস্‌লেন না ভাল হলো। এবার দেখ্‌বেন কাফের গুলার আর সাড়া শব্দ পাওয়া যাবে না। সাহেব এবার নিশ্চয়ই কাফেরের সর্দ্দার বেটাকে দরিয়ায় কবর দেবেন।

নসীবন। খাতিজা, খোদা যেন তাই করেন, তোমার আশা জয়যুক্ত হউক!

খাতিজা। বাদসাহজাদা যদি লড়াইয়ের খবর পেয়ে সাতক্ষীরায় এসে উপস্থিত হন, তা হলে ভাল হয়।

নসীবন। খাতিজা! এরূপ প্রার্থনা পরিত্যাগ কর। খোদাকে ডাক যেন সাহেব কাফেরকে বন্দী করে তাঁহার নিকট পাঠাতে পারেন। সেরূপ হলেই সাহেবের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

খাতিজা। সাহেবজাদী। বাদসাহজাদা সাহেবকে যেরূপ ভালবাসেন, তা দেখ্‌বেন এ লড়াইয়ের খবর পেলে তিনি নিশ্চয়ই এসে উপস্থিত হবেন। আর তাঁর প্রাণের টানের জিনিষও তো একটি এখানে আছেন।

নসীবন। সে টানের জিনিষটী কি খাতিজা?

খাতিজা। সে জিনিষটী যে সে জিনিষ নয়। জেনানা কুলের জহরৎ, এই বাঁদীর যিনি মালিক, সেই ফৌজদার সাহেবের এক মাত্র কন্যা।

নসীবন। খাতিজা তুমি পাগল।

খাতিজা। সাহেবজাদী! খাতিজা এখনও প… হয় নাই। কিন্তু বোধ হয় খোদার ইচ্ছায় আর পাগ… হবার বেশী দেরী নাই। কারণ যে দিন এ বাঁদী বাদসাহজাদার পার্শ্বে জেনানাকুলের জহরৎ এই নসীবন বিবিকে দেখ্‌তে পাবে, সে দিন সাত্যি সাত্যি খাতিজা পাগল হবে। সে দিন খাতিজা আপনাকে ভুলে,

দুনিয়াকে ভুলে, চখের পলক না ফেলে, সেই অপরূপ রূপও দেখ্‌তে থাক্‌বে। আর দু জনের চরণ সেবা করে জন্ম সার্থক কর্‌বে।

নসীবন। খাতিজা তুমিই সুখী। কারণ ভবিষ্যৎ যার আশাময় তার সুখ নষ্ট করে কে? চল খাতিজা বিবি সাহেব একাকী আছেন। তিনি উদ্বিগ্নে কাল যাপন করিতেছেন। চল চল তাঁহার কক্ষে চল। এই কথা বলিয়া নসীবন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। খাতিজাও মৃদু পদ বিক্ষেপে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল।

কোকিল।

ফাল্গুনের কোলে দোলে বনফুল। ঘন আম্রবনে
কুহু কুহু মধুতানে, আন্দোলিয়া পৃথিবী বিমান
কৌতুক উৎফুল্ল করি মোর সেই বালক-পরাণ,
তুমি যবে করিলে প্রস্থান, সযতনে হৃদি-কোণে,
সুগোপনে বন্দী করি, মনোরাজ্যে স্মৃতি গ্র্যামোফোনে,
রেখেছিনু সেই শব্দে, হে কোকিল গায়ক-প্রধান।
মাঝে মাঝে শুনি আমি সে সঙ্গীত কৈশোরে যৌবনে,
কাটাইনু এ জীবন এখনও করি সুধাপান।
বিপদের ঘন ঘোর বর্ষা রাত্রি! ঝরে রিম্‌ঝিম্‌
বারি যবে, দিগন্তের বুকে যবে চপলা চমকে,
স্মৃতি-বাদ্য যন্ত্র আমি খুলি ধীরে; সেই কান্ত ভীম
যামিনীতে কোকিলের স্বর শুনি শিহরি পুলকে।
বুড়াবয়সের এই পৌষমাসে থোলো থোলো ফুল
ফুটে উঠে, পেয়ে কোকিলের সাড়া, আনন্দ-আকুল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল।

আর্য্য জাতক।

কোষ্ঠী প্রকরণ।

ঐ রাশি চক্রের নিম্নে সেই মাসের কোন তারিখের কোন সময়ে রবি চন্দ্র ভিন্ন গ্রহের রাশ্যাদি সঞ্চারের তালিকা প্রদত্ত থাকে। এই তালিকা দৃষ্টে অতি সহজেই গ্রহদিগের অবস্থান বুঝা যায়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের প্রথমে রবি চন্দ্র ভিন্ন গ্রহের রাশ্যাদি সঞ্চার তালিকায় "১৩ ই আষাঢ় দং ৩৭।১৬ পলে শুক্র ৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে যাইবে" লিখিত আছে; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে আষাঢ় মাসের ১৩ তারিখে রাত্রি ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় শুক্র ৪ নক্ষত্র হইতে ৫ নক্ষত্রে যাইবে। অন্যান্য গ্রহগণ কখন কোন রাশিতে বা নক্ষত্রে যাইবে তাহাও উক্ত তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যাইবে। কিন্তু যদি উক্ত তালিকাতে কোন একটী গ্রহের উল্লেখ আদৌ না থাকে; তাহা হইলে মাসের প্রথমস্থিত রাশিচক্রে যেরূপ অবস্থান দৃষ্ট হইবে তাহাই উক্ত গ্রহের তাৎকালীক অবস্থান বুঝিতে হইবে।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতি মাসে রবি যথাক্রমে মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত দ্বাদশ রাশির এক একটী করিয়া ভ্রমণ করে। অর্থাৎ বৈশাখমাসে রবি মেষ রাশিতে অবস্থান করে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, এইরূপ ভাবে দ্বাদশমাসে দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান করে। রবির অবস্থিতি নক্ষত্র সেই দিবসের পঞ্জিকার বামপার্শ্বে লিখিত থাকে। ১৪ ই আষাঢ় অর্থাৎ ২৯শে জুন তারিখের দিন পঞ্জিকার বামপার্শ্বের "র ৬।০" লিখিত আছে, অর্থাৎ উক্ত দিবসে রবি ৬ নক্ষত্রের তৃতীয় ভাবে অবস্থিত।

চন্দ্র কোন দিন কোন রাশিতে থাকে তাহাও পঞ্জিকার প্রত্যেক দিনের বামভাগে দেওয়া থাকে। যে দিবসের যে নক্ষত্র হয়, সেই নক্ষত্রই চন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্র। এইরূপে রাশিচক্রে অভীষ্ট দিবসের গ্রহাদির অবস্থিতি জ্ঞাত হওয়া যায়।

রাশিচক্রে গ্রহগণ সাংকেতিক বর্ণদ্বারা লিখিত হয়। যথা, র, চ, ম, বু, বৃ, শু, শ, রা ও কে, যথাক্রমে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু বুঝায়। গ্রহগণের সাংকেতিক বর্ণের পর যে সংখ্যা থাকে নক্ষত্রজ্ঞাপক অর্থাৎ সেই সংখ্যা দ্বারা কোন গ্রহ কোন নক্ষত্রে অবস্থিত তাহা জানা যায়।

এক্ষণে কিরূপ প্রণালীতে কোষ্ঠী প্রস্তুত হয় তাহা উদাহরণ সহিত বুঝান গেল।

পূর্ব্বোক্ত জাতবালকের কোষ্ঠীতে গ্রহদিগের সন্নিবেশ করিতে হইবে। পঞ্জিকা দৃষ্টে জানা গেল রবি মিথুন রাশিতে ৬ নক্ষত্রে অবস্থিত, চন্দ্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মকর রাশিতে অবস্থিত। এইবার আষাঢ় মাসের পূর্ব্বে যে রাশিচক্র দেওয়া আছে তদ্দৃষ্টে জানা গেল, মঙ্গল ধনু রাশিতে ২০ নক্ষত্রে অবস্থিত, তালিকাদৃষ্টে অবগত হওয়া গেল, মঙ্গলের আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং মঙ্গল ধনু রাশিতে ২০ নক্ষত্রে অবস্থিত স্থির হইল। তদ্রূপ বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে ৭ নক্ষত্রে শনি মীন রাশিতে ২৬ নক্ষত্রে রাহু কর্কট রাশিতে ৮ নক্ষত্রে এবং কেতু মকর রাশিতে ২১ নক্ষত্রে অবস্থিত জানা গেল। তালিকা দৃষ্টে জানা গেল বুধ ৬ ই আষাঢ় কর্কটরাশিতে এবং ৯ ই তারিখে ৮ নক্ষত্রে গিয়াছেন, সুতরাং ১৪ ই আষাঢ় বুধ কর্কট রাশিতে ৮ নক্ষত্রে অবস্থিত। শুক্র ১০ ই আষাঢ় ৫ নক্ষত্রে গিয়াছিল, সুতরাং ইষ্টদিবসে শুক্র বৃষরাশিতে এবং ৫ নক্ষত্রে অবস্থিত। এই প্রকারে গ্রহগণের রাশিচক্রে অবস্থিতি অবগত হওয়া গেল। পূর্ব্বে লগ্ন নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে একটী রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর এই দিবসের তারিখ ও সময় নিম্নলিখিত প্রকারে লেখা হইয়া থাকে। জাত সময়ের শকাব্দ ১৮২৯। অতীত মাসাঙ্ক (অর্থাৎ বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ) ২, অতীত দিনাঙ্ক অর্থাৎ আষাঢের ১ লা হইতে ১৩ ই) ১৩ দিবস; ১৪ ই তারিখের সূর্য্যোদয় হইতে দিবা দুই প্রহর * অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (বাঙ্গালা ১৬ দণ্ড ৪০ পল) গতে জন্ম হইয়াছে। রাত্রিতে জন্ম হইলেও সূর্য্যোদয়ের পর ঘণ্টা ও মিনিট লইতে হইবে।

কোষ্ঠীতে সর্ব্বদাই ইংরাজী সময় দেওয়া উচিত এবং জন্ম সময়েও কোন ভাল ঘড়িতে সময় দেখা একান্ত কর্ত্তব্য জন্ম সময় যত ঠিক হইবে ফলসম্বন্ধেও স্ফুটগণনা তত ঠিক হইবে এবং তাহার ফলও বিশেষ সন্তোষকর হইবে। জন্ম সময়ের ভুল থাকিলে ফল সম্বন্ধেও বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের একান্ত অনুরোধ প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেই এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

শ্রী ফকির চন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

বাঙ্গালীর বীরত্ব ও প্রাচীন হিন্দুদিগের দিগ্বিজয় প্রণালী।

রাজা লক্ষ্মণসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া "লছমনিয়া" বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাঙ্গালা ইতিহাসে লাক্ষণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখন রাজধানী ছিল না এবং লাক্ষণ্যসেন নামে কোন রাজাও ছিল না। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, পারসীতে তুচ্ছার্থে নামের উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় হয়। তাহাতেই কাপুরুষ লক্ষ্মণসেনকে লছমনিয়া লেখা হইয়াছে।

"সতর জন পাঠান অশ্বারোহী বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল" বলিয়া যাহারা বাঙ্গালীর অপবাদ করে, তাহারা মিথ্যা নিন্দুকমাত্র। সতর জন পাঠান সমস্ত বাঙ্গালাদেশ দূরে থাকুক, নবদ্বীপের ন্যায় অরক্ষিত পল্লীগ্রামও জয় করিতে পারে নাই। সতর জন পাঠান চাকরী প্রার্থনার ভাণ করিয়া নবদ্বীপে রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক দৌবারিকদিগকে হত্যা করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিয়াছিল। রাজভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট পাঠান সৈন্য আসিয়া সেই মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধের আয়োজন কিছুই ছিল না। তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া অগত্যা পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপ পাঠানদের হস্তগত হইল। ঈদৃশ ঘটনা হইতে বৃদ্ধ রাজার কিম্বা বাঙ্গালীদের দৌর্ব্বল্য বা ভীরুতা কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। যখন কামান বন্দুকাদি অনিবার্য্য অস্ত্র ছিল না,

---

* উক্তদিবস সূর্য্যোদয় বেলা ৫ টা ২০ মিনিটের পর হইয়াছে। সুতরাং ৫।২০ হইতে বেলা ১২ টা, ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট,

তখন সঙ্কীর্ণ স্থানে অত্যল্প লোকে বহু লোকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। ইহা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। টাস্কেনীর রাজা লাসপোর্সেনা সম্মুখ যুদ্ধে চল্লিশ হাজার রোমীয় সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ টাইবর নদের সেতুমুখে তিন জন মাত্র রোমীয় বীর পোর্সেনার নব্বই হাজার যোদ্ধার গতিরোধ করিয়াছিল। তুরুষ্ক সেনাপতি সালাহুদ্দীন তিরাশী হাজার সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ সেই পরাজিত পলায়িত খৃষ্টানদিগের মধ্যে কেবল বিরানব্বই জন যোদ্ধা যেরুশালমের তোরণদ্বারে সালাহুদ্দীনের সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং ১৭ জন পাঠান যে সহস্র বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে নবদ্বীপের তোরণদ্বারে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা এক পক্ষের অসাধারণ বীরত্বের অথবা অন্য পক্ষের একান্ত দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ নহে।

মুসলমানদিগের প্রথম উন্নতির সময়ে তাহারা সর্ব্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। কোন দেশের কোন জাতিই তাহাদের বিপক্ষতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই সময়ে যে তাহারা বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল, ইহাও বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ নহে। বরং বাঙ্গালীরা যে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল তাহাদের প্রতিকূলতা করিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট গরিমার বিষয়। রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যদিগের বিক্রম বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর বৈদ্যেরা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য অনেকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু কখন কেহ বীরত্বের খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চণ্ডালগণ অনেকে বিলক্ষণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বারংবার পাঠান মোগলের প্রতিযোগিতা করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছে। জেলা রঙ্গপুরে কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর কোচবেহাররাজের সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহারা পাঠান মোগল ও ভুটিয়াদের সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর বাঙ্গালার নবাবদিগের সেনাপতি থাকিয়া বাঙ্গালা দেশের উত্তর দিক্ রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন। পুঁটিয়া ও তাহিরপুরের রাজারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও নবাবের সেনাপতিরূপে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিতেন। রাজাশাহিয়ার রাজারা উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। পরে আসামের কলতা কায়েতের সহ আদান প্রদানে কলতা কায়েত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসাম-রাজের সেনাপতি ছিলেন ঔরংজীব বাদশাহের প্রসিদ্ধ সেনাপতি নবাব মীরজুমাকে তাঁহারাই পরাজয় করিয়া আসাম হইতে তাড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাবদিগের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি বাঙ্গালী ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসীম যে সৈন্য লইয়া ইংরেজের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারাও অধিকাংশ বাঙ্গালী ছিল। ইংরেজদিগের দেশীয় সেনা মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। ফলতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ তেমনই বীরত্বের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক বীরত্ব কোন দেশ বিশেষের বা জাতিবিশেষের গুণ নহে। প্রয়োজন ও সুযোগ দ্বারা এই গুণ উৎপন্ন হয় এবং অভ্যাস দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ নাই এবং অভ্যাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালীরা এখন নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য সময়ে গঙ্গোপের সাণ্ডাল, বালিয়াকান্দির চৌধুরী, ভাওয়ালের রাজা, রাজাপুরের রাণী এবং নড়াইলের বাবুরা বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিপাই-বিদ্রোহকালে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (The fighting Munsif) এবং বর্ত্তমান কালে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বীরত্বখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা চিরকাল ভীরু বলিয়া অনুমান ভ্রম ও কুসংস্কার মূলক। নবদ্বীপ অধিকার করায় বাঙ্গালা দেশের কোন অংশই যবনদিগের হস্তগত হইল না। একটী লোকও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিত। তাহারা কেবল লুট পাট

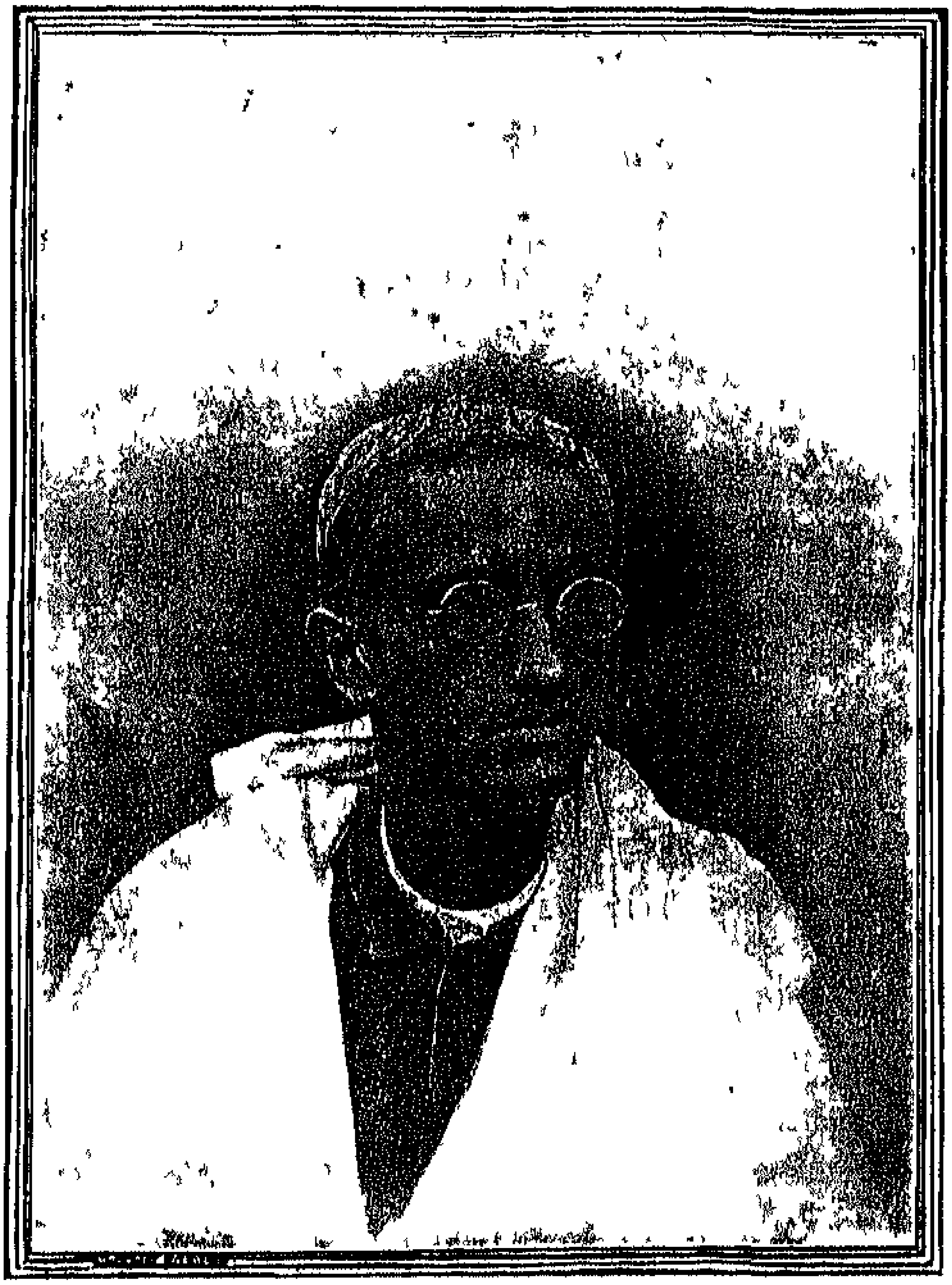

কবিরাজ শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট এম্, এ; বিদ্যারত্ন;
কবিভূষণ, এম্, এ, এস্, বি; এম্, আই, আর, এস্।
(কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা)

SIBSANKAR PRESS, CALCUTTA

করিয়া জীবন ধারণ করিত। মূল্য দিয়াও তাহারা কোন দ্রব্য কিনিতে পাইত না। এই অবস্থায় বখ্তিয়ার গৌড়নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। লক্ষ্মণসেন যে কলঙ্কপঙ্কে বাঙ্গালীর নাম ডুবাইয়া ছিলেন, মধুসেন তাহা কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়নগর সহজে বিজিত হয় নাই। বহু যুদ্ধের পর পাঠানেরা গৌড় নগর অবরোধ করিল। ইংরেজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আর ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর যবনাধিকৃত হয়। সুতরাং মধুসেন যে এক বৎসরের অধিককাল পাঠানদিগের সহ যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা ঐ স্থান হানা দিয়া দখল করিতে পারে নাই। তিন মাস অবরোধের পর রসদ নিঃশেষ হওয়ায় রাজা মধুসেন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলেন। গৌড় বখ্তিয়ারের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বগ্ডির পশ্চিমভাগ পাঠানদিগের অধিকৃত হইল। রাজা মধুসেন কেবল বঙ্গদেশে এবং বগ্ডির পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিজয়ী পাঠানেরা মহোৎসাহে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে একডালা নামে এক অভেদ্য দুর্গ ছিল। যে স্থানে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সম্মিলন হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গ ইং ১৮১৮ অব্দে সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ৮ হাত পুরু ছিল এবং গাঁথনি অতীব দৃঢ় ছিল। কেহ হানা দিয়া এই দুর্গ জয় করিতে পারিত না। নৌকাপথে রসদ ও নূতন সৈন্য আনিবার সুবিধা থাকায়, এই দুর্গ অবরোধ করিয়া কোন ফল ছিল না। তজ্জন্য এই দুর্গ অজেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। স্থানীয় লোকে বলে যে, "রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" বিক্রমাদিত্য নামে বহু রাজা ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। নামের একতা হেতু অনেক সময় একজনের কার্য্য অন্যে আরোপিত হয়। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ সম্রাট বিক্রমাদিত্য যে এই একডালার দুর্গ-স্থাপক নহেন সেবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বখ্তিয়ার পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিলে রাজা মধুসেন একডালার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বখ্তিয়ার কিছুই করিতে পারিলেন না, বর্ষার প্রারম্ভে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় পাঠানেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। মধুসেন আসামরাজের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিলেন। বখ্তিয়ার ক্রুদ্ধ হইয়া আসাম দেশ আক্রমণ করিলেন। তথায় জঙ্গল মধ্যে বহু সৈন্য একত্র সমাবেশ করা অসাধ্য হইল। সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া আসামীরা পাঠানদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। জঙ্গলের জলবায়ুতে রুগ্নদেহ এবং পরাজয়ে ভগ্নমনে বখ্তিয়ার গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াই লীলা সংবরণ করিলেন। খৃঃ ১২০৭ সালে এই ঘটনা হয়। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে পাঠান রাজ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যরাজ্য স্থির ছিল। সেই সময়ে বহুসংখ্যক সুব্রাহ্মণ পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। বৈদ্যের সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর, অথচ বরেন্দ্রভূমিতে অতি অল্প। ইহাতে জানা যায় যে, বৈদ্যেরা প্রায় সমস্তই এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিল। মধুসেন, কেশবসেন, শুকসেন এবং মাধব (দনুজ) সেন মোট চৌষট্টি বৎসর মুসলমানদের প্রতিকূলতা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে নবাব তোগরলবেগ নৌকাপথে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা একডালার দুর্গ অধিকার করিলেন। মাধবসেন পরাজিত হইয়া নৌকাপথে ত্রিপুরারাজ্যে পলাইতেছিলেন; পথিমধ্যে ঝড় হওয়াতে সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন। তাহাতেই বৈদ্যরাজবংশ সমূলে নিঃশেষ হইল এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশ পাঠানরাজ্য হইল। খৃঃ ১২৬৮ সাল।

পুরাতন শ্রোত্রিয়েরা এই বৈদ্যরাজবংশের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয়

ছিলেন না। বল্লালসেন ভিন্ন অন্য কাহারও বিশেষ বীরত্বখ্যাতি দেখা যায় না। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে মধুসেনের বীরত্বও প্রশংসনীয়। মধুসেন দিগ্বিজয় করেন নাই বটে কিন্তু তিনি দুর্দ্দান্ত পাঠান সেনার বিরুদ্ধে যেরূপ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই গৌরবের বিষয়। কিন্তু সদাচার, সুবিচার এবং প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মূর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্য রাজারা সকলেই বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা দরিদ্র ছিল না, কেহ ভিক্ষুক ছিল না এবং কেহ চোর ছিল না। বৈদ্যরাজবংশের সুশাসনই বাঙ্গালাদেশের উন্নতির মূল। তাঁহারা যে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কেন না তাঁহাদের যত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম দেখা যায়।

মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা দিগ্বিজয় জন্য চেষ্টা করা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পরাক্রান্ত হিন্দু রাজাই দিগ্বিজয়ের চেষ্টা করিতেন। হিন্দুরাজাদের দিগ্বিজয়ের অর্থ কি তাহা য়ুরোপীয় লোকের বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য হিন্দু রাজগণের নানা দেশ জয় করিবার বর্ণনা দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা তাহা কবিদিগের কল্পনা বলিয়া মনে করেন।

হিন্দু রাজগণ বহু বিবাহ করিতেন এবং তাঁহাদের বহু সন্তান হইত। যদিরাজগণ যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া শান্তি ভোগ করিতেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বংশধরগণের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইত। রাজকুমারের স্বল্প ব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য রাজবংশ বৃদ্ধি হইলে প্রজাদের অর্থ অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া রাজপুত্রদের ব্যয় চালাইতে হইত। সেই হেতু রাজবংশ বৃদ্ধি পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি নামে উক্ত হইত। সেই ভার হ্রাস করার জন্যই শাস্ত্রকারেরা ক্ষত্রিয়দিগের সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিগ্বিজয় ও বিবাহ উপলক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইত। তাহাতে বহুসংখ্যক রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয় নিহত হইয়া পৃথিবীর ভার কম হইত। অধিকন্তু বীরত্ব অভ্যাসমূলক। যাহারা কখন যুদ্ধ করে নাই, যুদ্ধ দেখে নাই তাহারা যত কেন বলবান হউক না এবং অস্ত্রচালনে সুশিক্ষিত হউক না, কদাচ বীর হইতে পারে না। তাহারা মৃত্যু হইবে অথবা শরীরে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া ভীত হয়। তজ্জন্য তাহারা স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যুদ্ধ প্রচলিত থাকায় তাহারা যুদ্ধ করিতে অথবা মরিতে ভয় পাইত না।

হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ে একটি রাজ্য অপর রাজ্যের অন্তর্গত হইত না। পরাজিত রাজা জেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক কিছু কিছু অল্পকর দিতে স্বীকার করিলেই হইত। পরন্তু পরাজিত রাজা হত হইলে তাহার স্থানে তাঁহারই কোন দায়াদ রাজা হইত। পরাজিতের রাজ্য কখন জেতার নিজ রাজ্য হইত না। সুতরাং দিগ্বিজয় দ্বারা প্রজাগণের কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। সেই জন্য ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বিজেতার সহ যুদ্ধ করিত না। রাজা এবং রাজপুত্রগণ পরাজয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন এজন্য তাঁহারাই কেবল অনুচরসহ যুদ্ধ করিতেন। প্রজাগণ রাজাজ্ঞায় বা রাজভক্তি বশতঃ রাজার সাহায্য করিত এবং যোদ্ধগণ রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত। রাজা যুদ্ধে হত হইবামাত্র সেনাগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিত। যুদ্ধ দুই প্রকার ছিল (১) দ্বৈরথ্য যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (২) চমূ যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দুই পক্ষের রাজা বা নায়ক পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষের সেনাগণ কেবল দর্শকরূপে থাকিত। তাহারা যোধ্যমান বীরদ্বয়ের কোন সাহায্য করিতে পারিত না। চমূ যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধ করিত। রাজা ও নায়কগণ ব্যূহ রচনা করিতেন এবং সেনা চালাইতেন মাত্র। চমূ যুদ্ধেও সময়ে সময়ে নায়কে নায়কে যুদ্ধ হইত এবং নায়ক নিহত হইলেই যুদ্ধ শেষ হইত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুদ্ধ এক প্রকার

ক্রীড়া কৌতুক সদৃশ ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন যে মগধরাজ জরাসন্ধের সৈন্যবল অত্যন্ত অধিক ; চমূযুদ্ধে তাহাকে পরাজয় করা অসাধ্য অথচ তাহাকে বিনাশ না করিলে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। এজন্য আমি ভীমার্জ্জুনকে লইয়া গিয়া জরাসন্ধ সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব। তদনুসারে ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট গিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। ভীম ও জরাসন্ধে যুদ্ধ তিন দিন পর্য্যন্ত চলিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতীথিরূপে জরাসন্ধের বাড়ীতে থাকিলেন এবং যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে তৎপুত্র সহদেব রাজা হইলেন। যে সকল রাজা জরাসন্ধের নিকট বন্দী ছিল কৃষ্ণ তাহাদিগকে মুক্ত ক'রয়া ভীমার্জ্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। মগধ রাজ্যের অপর লোকদের অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। সকল হিন্দুরাজাই মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের নিয়মে প্রজা শাসন করিতেন। সুতরাং রাজপরিবর্ত্তনে প্রজার অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তিত হইত না। এই জন্য রাজগণের যুদ্ধে প্রজারা মনোযোগ করিত না। জাতীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে প্রজারা তাহা জানিত না।

বৌদ্ধরাজত্ব অবধি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রথা রহিত হইয়াছিল। তদবধি এক রাজা যুদ্ধ করিয়া অন্য রাজার রাজ্য অধিকার করা কতক প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল রাজারই শাসন প্রণালী একইরূপ ছিল এজন্য প্রজাদের অবস্থা রাজপরিবর্ত্তনে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইত না। এই কারণে প্রজারা যোট করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বা উদ্ধারার্থ কদাচ চেষ্টা করিত না।

ইউরোপে গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশে সাধারণ তন্ত্র শাসন ছিল। তথায় এক জাতি বা এক দেশীয় লোক অন্য দেশ বা রাজ্য জয় করিলে, বিজেতৃ জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি জিত দেশ হইতে নিজ স্বার্থলাভের চেষ্টা করিত। জিত জাতির সমস্ত ধন সম্পত্তি জেতৃগণ লইত এবং জিত জাতীয় লোকেরা জেতৃগণের দাস বা তত্তুল্য হইত। এইজন্য ইউরোপে প্রজাগণ প্রাণপণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বা তদুদ্ধার জন্য চেষ্টা করে। এশিয়া খণ্ডে সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত। এশিয়াতে এক দেশের রাজা অন্য দেশ জয় করিলে তিনি উভয় দেশের রাজা বলিয়া গণ্য হন এবং উভয় দেশের প্রজাগণকে তিনি তুল্য বিবেচনা করেন। এশিয়াখণ্ডে জাতীয় দিগ্বিজয় নাই, জাতীয় পরাজয় নাই সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতা জ্ঞানও নাই। য়ুরোপীয়েরা এশিয়া খণ্ডের লোকদিগের, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বুঝেন না। তাঁহারা বিলাতীধরণে এশিয়াখণ্ডে দিগ্বিজয়ের যে ফলাফল অনুমান করেন তাহা কাজে কাজেই ভ্রমপূর্ণ হয়।

শ্রীদুর্গাচরণ সান্যাল।

আমাদের চিত্রকলা ও ভস্কর্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন শিল্পিক ধারণা (Art conception) আমাদের দেশে কেমন কোরে জন্মায়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীতে ব'সে মা কালীর নিকট প্রার্থনা করলেন, "মা! মহামায়া কি রকম, আমায় দেখিয়ে দে মা।" প্রার্থনামাত্রেই তিনি দেখ্‌লেন, ভাগীরথী-বক্ষোপরি এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী সালঙ্কারা দেবী। দেবী ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন, আর প্রতিপদবিক্ষেপে পূত সলিলে এক একটী রমণীর পদ্ম আবির্ভূত হ'য়ে দেবীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করতে লাগ্‌ল। এইরূপে দেবী রামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন কোরে উপবিষ্ট হ'লেন। পরে একটী পুত্র প্রসব পূর্ব্বক তাহাকে স্তনপান, এবং কতই আদর ও মুখ চুম্বন করলেন। পরে অকস্মাৎ মা সন্তানটীকে কড়মড়িয়ে ভক্ষণ পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান হলেন। আমরা সকলেই ত্রিমূর্ত্তির ভাবার্থ জানি। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব এই যে আধ্যাত্মিক দৃশ্যটী দেখেছিলেন, তাহাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী শক্তি সমূহ যে একই আদ্যা শক্তির বিভিন্ন বিকাশ, তাহা আরও স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয়।

একজন লোক রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মশাই সংসারে থেকে ভগবানে মন কেমন কোরে

রাখা যায়?" প্রশ্নমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণদেব দেখলেন, একটী স্ত্রীলোক বাম করে সন্তানকে ধারণ কোরে স্তনপান করাচ্ছে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঢেঁকির গর্ত্তের মধ্যে চিড়া পাল্‌টে দিচ্ছে; ক্রেতার সঙ্গে দেনা পাওনা হিসাব কর্‌ছে, কিন্তু মন আছে তাহার ঐ ঢেঁকিতে; পাছে সেটা হাতে পড়ে। আপনা হইতেই এই সমস্ত সাঙ্কেতিক ছবি এ দেশের দ্রষ্টাগণের হৃদয়পটে উদিত হয়।

আমাদের পৌরাণিকেরা বলেন, ধর্ম্মবহির্ভূত আমাদের কোন কার্য্যই নাই। যুদ্ধ বিগ্রহ, তাহাতেও ধর্ম্ম সংযোগ। স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় দৈনিক কার্য্য ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সকল দেশের লোকেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রন্ধন ও আহার করে। কিন্তু আমাদের ঠিক তাহা নহে। প্রতি গৃহস্থের গৃহে গৃহদেবতা আছেন; তাই দেবতার জন্য অন্ন মহা পবিত্র ভাবে প্রস্তুত ও দেবতার ভোগ দেওয়া হয়, তৎপর সকলে প্রসাদ ধারণ করেন। কেহ বা দেহান্তর্গত প্রজ্বলিত হুতাশনরূপী কুলকুণ্ডলিনীতে অন্নরূপ আহুতি প্রদান করেন। সন্ন্যাসীরা মাধুকরির অন্ন ভোজনান্তে হস্ত মস্তকে স্পর্শ করেন,—অন্ন ব্রহ্ম। এই প্রকার আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অপূর্ব্ব কল্পনা বিজড়িত। কল্পনা কোথায় নাই, কাহার নাই? কল্পনায় জগৎ প্রসূত; মনুষ্যাদি জীব, বৃক্ষলতা, হিমানি অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত আপনাপন কল্পনানুসারে তাহাদের কল্পিত মানরূপ ও ভাবের অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু কল্পনা সমূহ সাধারণতঃ স্বার্থসম্ভূত, সুতরাং তাহাই মানব-সমাজে দ্বন্দ্বদুঃখের প্রধান কারণ এবং এই দ্বন্দ্ব নিবারণার্থ কি সভ্য কি অসভ্য সকল মানবসমাজেই কোন না কোন প্রকার একটী সাধারণ শিক্ষার দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত কল্পনাসমূহকে বিন্যস্ত ও পদ্ধতিবদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা করে। য়ুরোপীয়েরা জড়বিদ্যা প্রভাবে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানে গতিবিধি সুখায়ত্ত করেছে বটে, কিন্তু তথাপি এখনও এমন বহুস্থান আছে, যাহা মনুষ্য চক্ষুর অদ্যাপি গোচর হয় নাই। কিন্তু মন-জগতের আদর্শ সীমান্তের মধ্যে হিন্দুর পক্ষে কোন দুর্গম বা অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানের লেশমাত্র নাই। মন, জগৎ ভিন্ন সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। ইহাই মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য এবং ইহাই ধর্ম্ম; হিন্দুর ইহাই শ্রেষ্ঠ গৌরব ও বল। তাই মানসাম্রাজ্যের পাপরাক্ষস হ'তে আত্মরক্ষায় সে যেমন সমর্থ অন্যে তেমন নহে। তাই আমাদের সকল শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মবিজড়িত; তাই ধর্ম্মের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপের মূলে ঈশ্বর কল্পনার সংযোজন; এই কল্পনার বলেই আমাদের সমাজে দেবতা সদৃশ অসংখ্য লোকের আবির্ভাব সকল যুগেই দেখা যায়, এবং ঐ দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ও জাতীয় জীবন-সমুদ্রে ধ্রুবতারা; আর যখন আমরা এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, তখন সমগ্র জাতির মধ্যে একটা অবসাদ উপস্থিত হয়। আর যখন সেই প্রাণপ্রদ কেন্দ্রের প্রতি পুনরায় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তখন সমস্ত জাতিটা ভাবে বীর্য্যে মাধুর্য্যে সমস্ত গুণগানে শীর্ষস্থানীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মের দ্বারা কল্পনা যেমন শান্ত, স্বার্থ ও জটিলতা বিধৌত হয় এবং তাহার প্রভাবে মানব যথার্থ উন্নত হয়, শিল্পানুশীলনও তাহাই করে। কারণ শিল্পী যখন বিষয়-বিশেষের ভাবে মগ্ন হয়, আর সেই ভাব প্রবাহ ঘনীভূত হ'লে ধ্যানে পরিণত হয়; এই অভ্যাসযোগে সেই ধ্যান-প্রবাহ যখন আরও ঘনীভূত হয় তখন শিল্পী সমাধিস্থ হ'য়ে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকর যে আদি কবি সেই আদি শিল্পীর সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং জনসাধারণকেও সেই অপূর্ব্ব আনন্দের কথঞ্চিৎ উপভোগ করাতে সমর্থ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ একজন এই প্রকার বাল্যবধি ভাবে মগ্ন ও সমাধিস্থ হ'তেন। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও টেনিসন যে ভাবানুশীলনে ভাবসমাধিতে উন্নত হ'য়েছিলেন, এ কথা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ভারতে এ প্রকার দৃষ্টান্ত প্রতি যুগেই যে হয়, তাহার প্রমাণ হিয়াংস্থঙের পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তী। তাই আমাদের প্রত্যেক শিল্পী তাহার কার্য্যটি দেবার্চ্চনা মনে করে, আর কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রীগুরু, যন্ত্রগুলি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রণাম করে এবং প্রত্যেক কারখানায় পূজার স্থান আছে।

পূর্ব্বে যে বীর্য্যবান আসিয়াটিক নরস্রোতের কথা

উপাদিত হয়েছে, তৎ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা না করলে পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা গেছে তাহা অধিকাংশ পাশ্চাত্য চক্ষুর্ভিকা বিশিষ্ট লোকের মনে একেবারে মিথ্যা ও গর্ব্বিত কথা বোলে ধারণা হবার সম্ভাবনা; এবং এই ঐতিহাসিক চর্চ্চা ব্যতীত আমাদের জাতীয় শিল্পের কোন কথা বলা চলে না। পরম পূজনীয় জাতীয় মর্য্যাদায় মর্য্যাদান্বিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার ভারত-রহস্যের প্রথমেই লিখেছেন ভারতের পূর্ব্ব মহিমা অনুসন্ধান করা নিষ্ফল নহে। আমরা জানি, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা জানিবামাত্র কেমন এক অনির্ব্বচনীয় জাতীয় প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়। সেই জন্য আমি "ভারত-রহস্য নাম দিয়া পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রকাশে উৎসুক হইয়াছি। এই পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে পদে পদে আমাদের পিতৃ-পিতামহদের অপূর্ব্ব মহিমা দৃষ্টে সত্য সত্যই প্রকৃত জাতীয় প্রেমের উদয় হয় এবং সেই সমস্ত ইতিবৃত্তের জ্ঞান দ্বারা আমাদের ভবিষ্য উন্নতি যে কোন্ পক্ষে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এই ইতিহাসের চর্চ্চা করতে হ'লে আমাদের প্রথম রামায়ণের সাহায্য চাই। কিন্তু ওয়েবার ল্যাসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের পদলেহন-কারী কতকগুলি দেশী সুধীজনও রামায়ণের ঐতিহাসিকত্বের মূলে যে কুঠার আঘাত করেছেন, তৎ বিষয়ে দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় রামায়ণ থেকে প্রাচীন আসিয়া খণ্ডের যে ভৌগোলিক বিবরণ আবিষ্কার করেছেন, সেই পুস্তকের পরিশিষ্টে ল্যাসেন ও ওয়েবার প্রমুখ ধ্বংসশীল মতের খণ্ডন করেছেন।*

নবীনচন্দ্রের ঐ পুস্তকে শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক সভ্য জগতের একটা সীমাযুক্ত বিবরণ পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় কপিগণের সহিত রামের মৈত্রতা হ'লে বানররাজ সুগ্রীব নানা স্থান থেকে বানরদের আনিয়ে তাহাদের চতুর্দ্দিকে সীতা অন্বেষণে পাঠালেন। এক দল উত্তরে গেল। তাহারা উত্তরী কেন্দ্র পর্য্যন্ত গিয়েছে ব'লে মনে হয়।

এই খানে আমরা উত্তর কুরুর পরে উত্তর কেন্দ্রের অরোরা বরিয়ালিসের আভাস পাই। ভারত থেকে ঐ উত্তর কেন্দ্রের প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা; এবং এই অংশের মধ্যেই কোন কোন ঋষিদিগের বাসস্থান ও মানবসমাজের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত স্থানই আর্য্য দেবগণের বাসভূমি বোলে বর্ণিত।

পরে যে দলটী পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করে, তাহারা যবদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও কোন কোন মতে আরও পূর্ব্বে গমন করে। কিন্তু তৎসমূহ প্রদেশে আম মৎস্য ভোজী বর্ব্বর, প্রিয়দর্শন কিরাত ঘোর লোহামুখ, ওষ্ঠাকর্ণ একপদ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির বাস দেখে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুষঙ্গ পাদে ৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, জম্বুদ্বীপের মধ্যে অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে ছয়টী প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে * বর্ত্তমান কালে ভাবিক প্রভৃতি ওলেন্দাজ ভূতত্ত্ববিদগণ ভূতত্ত্বপর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণ পূর্ব্ব আসিয়ার সহিত এই যবদ্বীপের সর্ব্বাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে অতি প্রাচীন কালে যব ও বালি দ্বীপ এসিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। এখানে টার্টিয়ারী (Tartiary) যুগের শৈলখণ্ড প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে *

* Signor Gorresio in the preface to the 10th volume of his Ramayana has ably proved the historical basis of that work, and has refuted the opinion of Prof Weber who held the story of Ram and Sita (born of the furrow) was a pure allegory, representing agriculture introduced to the Southern regions of India by the Kosalas and that of father P. S. Bartoloms who considered that the exploit of Rama was a symbol and represented the course of the sun such idea born at a time when Indo-Sanskrit antiquities were enveloped in darkness have been dissipated by the light of new studies (Vide appendix 1. p. 69.)

* From the recent researches of M- M, Agmonier and Garnier in Cambodia and Annam we learn that the region was under Hindu kings in ancient time and there are ruins of Hindu temples, tower, sculptures, &c with inscriptions both in Sanskrit and ancient khmer 'the

"রামায়ণের বর্ণনায় যবদ্বীপের পার্শ্বে স্বর্ণ ও রূপক দ্বীপ। স্বর্ণদ্বীপের বর্ত্তমান নাম সুমাত্রা এবং তাহারই দক্ষিণ রূপৎ (রূপকদ্বীপ) বিদ্যমান। স্কন্দ পুরাণের নাগরখণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধানের পর তৎপুত্র লব ও কুশ একবার লঙ্কা দর্শনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও এখানে আর্য্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাবিদ ও মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে এই সকল ভারতীয় অন্তর্দ্বীপে খর্ব্বকায় নরমাংসভুক্ পরিদেশীয় জাতি বাস করিত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও সেই আদিম নিবাসীর এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—

দীর্ঘশ্মশ্রু বরাঙ্গানো নীলমেঘসম প্রভাঃ।
জানুমাত্র প্রজাস্তত্র অশীতি পরমায়ুষঃ॥

খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর চীন ইতিহাসে এই যবদ্বীপ লঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আবার সুমাত্রা হইতে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে তত্রত্য রাজগণও যবদ্বীপ-ভূপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা সুমাত্রা ও যবদ্বীপ এক সময়ে যে লঙ্কা নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত থেকে আমরা অনুমান করিতে পারি যে রামায়ণের যুগ পরে ভারতের আর্য্য উপনিবেশ দ্বারা ঐ সকল দেশে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়। অনুমান হয় এই প্রাগার্য্য কপিগণ চীন এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করে; তাহারা 'জাতরূপ' নামক স্বর্ণ পর্ব্বত* দর্শন করে। তাহা চীন প্রদেশে বা মক্ষিকের প্রান্তে।†

ইহার পরে রামায়ণে অনন্তদেবের কথা আছে।‡ নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, "Them the abode of the *Serpent God Ananta* the *Dragon* is symbolic of China, কিন্তু আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জ্ঞাত আছি, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, ভারতের বংশের সহিত যে শিল্প চীন প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তাহারই সহিত এই Dragon symbol তথায় বৌদ্ধগণ গমন করে। তাহার সাক্ষী মায়ামাদের মধ্যে অতি প্রাচীন কালেও এই ড্রাগন পাওয়া যায়। অতএব আমরা যে সময়ের ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত, তৎসম্বন্ধে ইহা আধুনিক and the largest

former languages of the country. Dr. Rehalack has an elaborated paper on the subject in the journal of the Anthropological Society of Bombay (Vol. I. No. 8) in which he describes the Hindu ruins of Angkor wat, Bakong &c. in Cambodia and Annam. The same authority mentions that there are also Hindu ruins in Ayuthia (a corruption of Ajodhya) in S'iam. It will thus appear that not only Java and Bali but portion of Burma, S'iam, Cambodia, and Annam also were Hindu kingdom in ancient times. The ruins in Cambodia, Annam and Java speak of the former splendour of these ancient Hindu kingdom. Mr. Desire Charnay in his Ancient Cities of the New world says that the ancient civilization of Mexico and Cambodia and Java is of the same origin; and Col. Homilton smith in *his Natural History of the Human species* says that the ancient religious belief, architectural monuments colossal idols &c of the New and the Old worlds have connecting links in the scattered Islands of the Pacific and they bespeak Caucasian reasoning and Caucasian skill. Both of the two last authorities are of opinion that resemblances in architectural remains, religious belief &c in the two worlds are more than mere coincidence, *something better than fortuitous analogis* Vide. Ancient Geography of Asia page, 56.

* Jaturupa means gold. Here we have a glimpse *of the gold producing mountains of China or of Mexico,* on the otherside of the ocean. Vide A. G A. p. 58.

† The word Makhika also means gold and the name Mexico is probably derived from the ancient tribe gold Misneca who called themselves, Mexico or *Aztecs. Fonsirebloz and Acosta share* the opinions of this time that the great fossil bone found in Mexico were the remains of giants and it was argued that as before the deluge, ther were giants on the earth, therefore Mexico was peopled from the old world in antedeluvian times. It is also supposed by some scholars that the Mexicani were the best tribes of Israel (British Encyclopaedia.)

‡ Ananta (the infinite) is the *great serpent* God who is said to hold the universe on his hood and was the symbol of the Kiyor infinite space, studded with the *story and planatory systems.* Allusion has probably been made to the region of the serpents.

species known as the Boa, abound in the tropical parts of *America* believed to be the land of the *antipodes* or *Naga-loka*, the country of serpents. Serpent worship was known in ancient *America* as in *India*. Mr. Squirs in his "Serpent symbol" observes that the idea existed in Am The great century of the *Astecs* was encicered by a *serpent grasping its tail*, and the great calender stone is entwined by serpents bearing human heads in their distended jaws. The Principal God of the *Asteas* was *Tonac-atl-coatle*, which means *Serpent-suns*. The Mexican *quit zal coatle* was represented in the form of a serpent." Vide Kedar nath Basu, Hindu civilisation in America.

শিশু-চিকিৎসা।

উদরাময়।

কারণ ঃ—৬ মাস হইতে ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহা অতি সাধারণ পীড়া এবং এই সময়ই শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময়। আহারের ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা ইহার অন্য কারণ। গ্রীষ্মকালে উদরাময় অতি সাধারণ। হাম প্রভৃতি স্ফোটজ্বরে উদরাময় দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ ঃ—সুস্থাবস্থায় এ পীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই বমন হয়, কখন কখন পীড়া যাবৎ বিবমিষা বর্ত্তমান থাকে। বমনের পরই রেচন আরম্ভ হয়। মল বিভিন্ন প্রকারের—পাতলা, পীত, আমময়, সফেন, সবুজ, পীত ও সবুজ মিশ্রিত; পীতমল বায়ুতে ক্রমশঃ সবুজ হয়; অনেক সময়ে মলে শাদা শাদা খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা পরিপাকবিহীন দুগ্ধের ছানা ছানা হওয়া। কখন বা তঞ্চিত এবং সম্পূর্ণ পরিপাকবিহীন হইয়া বহির্গত হয়। পীড়ার আরোগ্যের সূত্রপাত হইলে, মলের জলবৎ ভাবের হ্রাস হয় এবং তাহা পীত হয়; অথবা স্বাভাবিক মলের সহিত সবুজ মলের বা অধিক আমযুক্ত মলের পর্য্যায় হয়; এখন মলের সংখ্যারও হ্রাস হয় এবং ৪।৫ দিবসে পীড়ার আরোগ্য হয়। কিন্তু উদরাময়-প্রবণতা বর্ত্তমান থাকে এবং সামান্য কারণে তাহার পুনরুদ্রেক হইতে পারে।

সাধারণতঃ এ পীড়ায় জ্বর থাকে না, কিন্তু দন্তোদ্গম কাল হইলে বিলক্ষণ জ্বর হয়। ক্ষুধার হ্রাস, ঠাণ্ডা জলের জন্য অত্যন্ত তৃষ্ণা; জিহ্বার আর্দ্রতা ও তাহাতে লেপ। উদর চাপিলে বিশেষ বেদনা থাকে না। উদরাময়ের সহিত বেদনার স্থিরতা নাই; অনেক সময়ে কিছু মাত্র বেদনা থাকে না, অন্যত্র উদরে বেদনা হয় এবং মলত্যাগে তাহার উপশম হয়, সামান্য প্রকার কুন্থন অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের হানি হয়, শরীর শীর্ণ হয়, চক্ষু বসিয়া যায় এবং শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয় ও কেবল শুইয়া থাকিতে চায়।

দন্তোদ্গমের সহিত যে উদরাময় তাহা প্রায় সকল স্থলে ক্রমশঃ উদ্রিক্ত হয়, এবং যাবৎ কাল দন্ত বহির্গত না হয়, তাবৎকাল বর্ত্তমান থাকে; নূতন একটী দন্ত বহির্গত হইবা মাত্র আবার তাহা পুনরুদ্রিক্ত হয়।

ভাবীফল ঃ—সুস্থ ও সবল শিশুতে কোন বিপদ না হইলেও এ পীড়া তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। ইহার প্রধান বিপদ অবসন্নতা ও পরে মস্তিষ্কোদক পীড়া এবং তাহা হইতে অনেক সময়ে মৃত্যু। রেচন থামিলে বিপদ দূরীভূত হয় না, এক মাত্র অবসন্নতায় মৃত্যু হইতে পারে। দ্বিতীয়—পীড়ার পুরাতন ভাব ধারণ করা বা রক্তামাশয়ে পরিণত হওয়া।

পীড়া পুরাতন ভাব ধারণ করিলে রোগীর অবস্থা দিন দিন মন্দ হইলেও পীড়ার গতিক এক প্রকারই থাকে। রোগী দিন দিন শীর্ণ হয় এবং পূর্ণশীর্ণাবস্থায় হাত পা ও মুখ ফোলে। ক্ষুধার এককালীন লোপ ও পরিবর্ত্তনশীলতা দৃষ্ট হয়; কল্য যাহা খাইয়াছে, আজ তাহা খাইতে চাহে না; তৃষ্ণাও ক্রমশঃ লুপ্ত হয় এবং বমন না হইলেও কিছু খাইবা মাত্রই বিবমিষা হয়। জিহ্বা লাল ও শুষ্ক, জিহ্বামূলে পাটল বা পীতলেপ ব মুখমধ্যে নানাপ্রকার উপক্ষত। উদরাময় পূর্ব্ববৎ, ববং এখন সামান্য পান ভোজনে মলত্যাগ হয়। মল বিভিন্ন প্রকারের, কখন জলবৎ, কখন বা ঘন, সবুজ

বা অন্যবর্ণের; এই প্রকার পরিবর্ত্তন বিনা কারণেও দৃষ্ট হয়। মলে পূয, রক্ত ও আম দৃষ্ট হয় কখন বা ঐ সকল থাকে না; কখন কখন অনেক দিবসাবধি অধিক পরিমাণে পূয নিঃসরণ দৃষ্ট হয়। হাত ও পা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকে, নাড়ী দুর্ব্বল হয়; নিতম্বে কখন কখন স্ফোটক উদ্ভূত হয়। এইরূপ অবসন্ন অবস্থায়, উদরাময়ের বৃদ্ধিতে বা বমনের উদ্রেকে মৃত্যু হইতে পারে। এই অবস্থায় অন্যান্য কারণেও মৃত্যু হইতে পারে; যথা—বায়ুনলের বা ফুস্‌ফুসের প্রদাহ, খেঁচুনি, মস্তিষ্কমধ্যে রসস্রাব ও সংমোহ।

আরোগ্যের পর পীড়ার পুনরুদ্রেকের সম্ভাবনা থাকে বলা হইয়াছে। আহারের ব্যতিক্রম, বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তন, শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ বন্ধ, প্রভৃতি পীড়ার পাল্টাইবার কারণ; কখন কখন পীড়ার পুনরুদ্রেকের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। অনেক সময়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণে পীড়া পূর্ব্ববৎ প্রবল না হইলেও ঔষধের অসাধ্য হইয়া উঠে এবং শেষে মৃত্যু ঘটে।

বিসূচিকা, রক্তামাশয় ও অতিরিক্ত উদরাময় কিছুদিন থাকিলে শিশুদিগের মস্তিষ্কমধ্যে রক্তাল্পতা ও উপদাহ হেতু এক প্রকার অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, যাহা হইতে সহজে মৃত্যু হয়। এই অবস্থাকে মস্তিষ্কোদকবৎ (Hydrocephaloid) পীড়া কহে; ইহা পরে বর্ণিত হইবে।

চিকিৎসা।

একনাইট ঃ—চর্ম্মের শুষ্কতা ও উষ্ণতা; শিশুর অস্থিরতা ও উত্তেজ্যমানতা; জলবৎ ও প্রায়ই কাল মল। জ্বর থামিলে ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ করিতে হয় না, উদরাময় আপনা হইতেই আরাম হয়।

এথুজা ঃ—(অপরিপাক ও দাঁত ওঠার লক্ষণ দেখ)।

আন্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ ঃ—শাদা জিহ্বা; অল্প বিবমিষা ও জলবৎ মলত্যাগ; কখন কখন জলবৎ স্রাবের সহিত মলের কঠিন কঠিন ডেলা বাহির হওয়া। তৃষ্ণাহীনতা।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ ঃ—মলত্যাগের সহিত উচ্চশব্দে বায়ুর নিঃসরণ হওয়া। মল—ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া।

আর্সেনিকম্ ঃ—অবসন্নতা ও শীর্ণতা; পরিপাকবিহীন মল; আহার করার পরই দুর্গন্ধ ও বেদনাযুক্ত মলত্যাগ। এককালীন বমন ও রেচন।

বেলাডনা ঃ—শিশুর তন্দ্রাভাব; অর্দ্ধজাগ্রত ও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা; অত্যন্ত গোঙান। অসাড়ে মলত্যাগ।

ব্রায়োনিয়া ঃ—গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা গ্রীষ্মাগমে উদরাময়ের বৃদ্ধি। রক্তিম মল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র।

সমালোচনা।

Weather Forecasting. শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ।৶০। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ১২নং নবাব্দী-ওস্তাগরের লেনে প্রাপ্তব্য। গণিত ও ফলিত উভয়বিধ জ্যোতিষশাস্ত্রে ফকির বাবু সুপণ্ডিত। অধিকন্তু তিনি একজন সুলেখক ও বৈজ্ঞানিক। এই গ্রন্থে কি প্রকারে গ্রহদিগের অবস্থান হইতে ঝড় বৃষ্টির সূচনা অবগত হওয়া যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। বিষয়টী সম্পূর্ণ নূতন, কিন্তু ফকির বাবু এ বিষয়ে যেরূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। দুঃখের বিষয় এই নূতন তথ্য একজন বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক প্রসূত। যদি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত দ্বারা হইত, তবে তিনি চিরসম্মানিত হইতেন। যাহা হউক, আমাদের দেশে অন্নের জন্য আকাশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, সুতরাং এই গ্রন্থদ্বারা দেশের যাঁহারা কৃষিকার্য্য করেন, তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে। আশা করা যায় ফকির বাবুর এই পুস্তক দেশের এক অভাব দূর করিবে। ফকির বাবুকে এ বিষয়ে উৎসাহ দান করা দেশের লোকের উচিত।

শ্রমণক

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

LIBRARY

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের দেশীয় সালসা

সুরবল্লী কষায়

শাস্ত্রোক্ত শোণিত শোধক এবং শোণিত উৎপাদক নির্দ্দোষ অথচ বীর্য্যবান ভেষজাবলির রাসয়ণিক সংযোগে এই মহা কল্যাণকর সালসার উৎপত্তি। এই অমীত তেজস্বী অমৃতকল্প সালসা যথানিয়মে সেবিত হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য উপদংশ বা পারদ দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রমেহ, রক্ত বিকৃতি ও বাত এবং তজ্জনিত যাবতীয় উপদ্রব অচিরে উপশমিত হয়—আরও ইহার গুণ এই যে বাঁধা সালসার সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে অথচ উহার কঠিন নিয়ম—কিছুই পালন করিতে হয় না। এই সুবিধার জন্য সকল ঋতুতেই—আবাল বৃদ্ধ বনিতা ধাতুনির্ব্বিশেষে ইহা সেবন করিয়া আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যধিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রকৃত ফলপ্রদ ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করিয়া রোগমুক্তির সংবাদ সহ পুঞ্জীকৃত পত্র রাশির মধ্য হইতে কয়েক খানি মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ইংরেজ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত আর নিউজেণ্ট L. R. C. P. & S. (এডিনবরা) এল, এফ, পি, এণ্ড এস (গ্লাসগো) এবং ফিজিসন সার্জ্জন ও একুসার (এডিন) মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত সুরবল্লীকষায় আমার রোগিদিগকে ব্যবহার করাইয়াছি। দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ এবং অন্যান্য বিষ বিদূরিত করিতে ইহার উপকারিতা অব্যর্থ। কণ্ডু (চুলকণা), বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে সুরবল্লী কষায় দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে পারদর্শী [Specialist] কলিকাতার প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, ম্যাগিন M. D., L. M. C., L. S. B., M. E. মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুরবল্লী কষায়ের রক্ত-শোধকতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্য। তৎসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিলাতের উপাধিপ্রাপ্ত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, চট্টোপাধ্যায় B. A., M. B., M. C., (এডিনবরা) মহোদয় বলেন—

"সুরবল্লী কষায়" রক্ত পরিষ্কার করে এবং ইহা ব্যবহারে রোগির শরীরে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে কোনও রোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গের সুসন্তান, দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেজর বি, কে, বসু M, D, I, M, S, মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি ইহার শোণিত শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি; সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টির ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৸০ পনর সিকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

বিরাট ভৈষজ্য উদ্যান ও পঞ্চানন ঔষধালয়।

পঞ্চানন সুধা।

দেশীয় সালসার শীর্ষস্থানীয়

শাস্ত্রোক্ত শোণিত সংশোধক ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক অতি বীর্য্যবান্ দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্ত দুষ্টিনাশক, পরিপাকশক্তি পরিবর্দ্ধক ও মহাবলকারক। ডাকমাশুল সহ বড়বোতল ২৲ টাকা ছোট বোতল ১৲ টাকা।

মহামায়া তৈল।

ইহা কেশের কমনীয়তা বৃদ্ধি করে, অকালপক্কতা নিবারণ করে, চিন্তাক্লিষ্ট উষ্ণ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে। ইহা যাবতীয় কেশতৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। একশিশি ডাকমাশুল সহ ১৲ টাকা।

কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট এম, এ; বিদ্যারত্ন; কবিভূষণ,
এম, এ, এস, বি; এম, আই, আর, এস,
৫৮।১ হেরিসন রোড, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার, ধানদিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা।